ঝড়মুখী ঘর

শফীউদ্দীন সরদার

ঝড়মুখী ঘর

www.pathagar.com

ঝড়মুখী ঘর ❐ শফীউদ্দীন সরদার
প্রথম প্রকাশ ❐ মার্চ ২০০৪
প্রকাশক ❐ আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
যোগাযোগ ❐ বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, (ডাক্তারের গলি) ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৩২৪১০, ০১৭১ ৫৮১২৫৫
বাসাপপ্র ❐ ১১৫
প্রচ্ছদ ❐ ফরিদী নূ'মান
মুদ্রক ❐ ইছামতি অফসেট প্রেস, ঢাকা
বিনিময় ❐ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

JARMUKHI GHAR
A Novel by : Shafiuddin Sarder
Published in March 2004
Published by : Abdul Mannan Talib.
Director, Bangla Shahitta Parishad.
171, Bara Maghbazar, Dhaka-1217.
Phone: 9332410, 0171 581255
Price Tk. 140.00 Only.
ISBN-984-485-085-1
BSP-115-2004

www.pathagar.com

ঝড়মুখী ঘর

শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশনায়
বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাস

কাবিলের বোন ❐ আল মাহমুদ
যে পারো ভুলিয়ে দাও ❐ আল মাহমুদ
মুনীরা ❐ জামেদ আলী
লাল শাড়ী ❐ জামেদ আলী
অরণ্যে অরুণোদয় ❐ জামেদ আলী
রক্ত রঞ্জিত পথ ❐ নাজিব কিলানী
আল্লার পথের সৈনিক ❐ নাজিব কিলানী
মুজাহিদের তলোয়ার ❐ নসীম হিজাযী
মানুষ ও দেবতা ❐ নসীম হিজাযী
অপরাজিত ❐ নসীম হিজাজী
ভারত যখন ভাঙলো ❐ নসীম হিজাজী
প্রত্যয়ের সূর্যোদয় ❐ নসীম হিজাযী
বিদ্রোহী জাতক ❐ শফীউদ্দীন সরদার
রোহিনী নদীর তীরে ❐ শফীউদ্দীন সরদার
সুদূরের ভালোবাসা ❐ সোলায়মান আহসান
অলক্ষ্যে অগোচরে ❐ সোলায়মান আহসান
জেগে আছি ❐ নূর মোহাম্মদ মল্লিক
ডুমুরের দিনগুলি ❐ জয়নুল আবেদীন আজাদ

www.pathagar.com

১

"যবে তুলসীতলায় প্রিয়ে সন্ধ্যাবেলায়
তুমি করিবে প্রণাম,
দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক-
প্রিয়ে ভুলিয়া বারেক,
নিও মোর নাম।
যবে তুলসীতলায় প্রিয়ে সন্ধ্যাবেলায়
তুমি করিবে প্রণাম-

গুণ গুণ করে গান গাইছে মুহম্মদ আলী। মুন্‌শী মুহম্মদ আলী। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। সহপাঠীরা সবাই তাকে 'আলী' বলে ডাকে। ঠাট্টা করে কেউ কেউ 'মুন্‌শীজীও' বলে। আজ সকাল সকাল ক্লাশে এসে মুহম্মদ আলী বসে আছে একা একা। ক্লাশে তখনও কেউ আসেনি। করার কিছু না থাকায় সে হাইবেঞ্চে আঙ্গুল ঠুকে গান গাইছে নীচু গলায়। গতকাল ছোট্ট একটা ফাংশান ছিল স্কুলে। তার সহপাঠিনী বাণী রানী সরকার এই গানটি ঐ ফাংশানে গেয়েছিল। গানের সময় বাণী রানী মাঝে মাঝেই আলীর দিকে চেয়েছে। চোখাচোখি হতেই বাণী তার মুখের হাসি গানের মাঝে লুকিয়েছে। অন্যের নজর এড়ালেও আলীর নজর এড়ায়নি। গানটি বড় ভাল লেগেছে মুহম্মদ আলীর। গেঁথে গেছে অন্তরে। একা একা বসে থেকে ঐ গানটিই গুণ গুণ করে গাইছে সে।

সেরেফ একখানা খাতা হাতে ক্লাশে এলো বাণী। ক্লাশরুমের দুয়ারে পা দিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল : আলীর গান শোনার চেষ্টা করলো। কিন্তু মানুষের সাড়া পেয়েই মুখের গান বন্ধ করলো আলী। দরজার দিকে তাকালো। চোখাচোখি হতেই হাসি মুখে ক্লাশে ঢুকলো বাণী। বললো– বা-ব্বা, মোল্লা-মুন্‌শীর মুখে হঠাৎ গান যে! একি অবাক কাণ্ড!

জবাবে মুহম্মদ আলীও হেসে বললো– আমার গান নয়, তোমার গানটাই আওড়াচ্ছি।

www.pathagar.com

বাণী বললো– তা হঠাৎ সেটা আওড়ানোর কারণ কি ঘটলো?

ঃ কারণ তো একটা ঘটেছেই। মানুষকে ভূতে ধরার মতো তোমার এই গানটা গতকাল থেকেই চেপে ধরেছে আমাকে। একদণ্ডও ভুলে থাকতে পারছিনে।

বাণীর ঠোঁটে আবার একটা হাসির রেখা ঝিলিক দিয়ে গেল। সেটা গোপন করে গম্ভীর কণ্ঠে বললো– হুঁউ, গতকালই সেটা আমি বুঝেছি।

ঃ কি বুঝেছো?

ঃ যে রকম তন্ময় হয়ে আমার গান শুনছিলে, তাতে আমি বুঝেছি, তোমার লোখাপড়া শ্যাষ। তোমাকে আল্‌গাভূতে ধরেছে।

বাণীর ঠোঁটে হাসির রেখা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

মুহম্মদ আলী প্রশ্ন করলো-লক্ষ্য করেছো তুমি সেটা?

ঃ করিনি? সবার নজর এদিক ওদিক, তোমার নজর আমার উপর একদম স্থির। যেন গিলে খাবে আমাকে। ওভাবে তাকিয়ে থাকার হেতু?

ঃ হেতু গান শোনা। গানটা আমার খুবই মনে ধরলো কিনা!

ঃ বটে।

ঃ এতই ভাল লাগলো যে, ইচ্ছে হলো-গানটা আর একবার তোমাকে গাইতে বলি। মানে গাওয়ার জন্যে অনুরোধ করি।

ঃ সর্বনাশ! সবার সামনে সে আগ্রহ দেখালে তোমার ভাল মানুষী গতকালই শেষ হয়ে যেতো। স্যারেরা আর তোমাকে গোবেচারা ভাবতেন না। তুমি যে বখে গেছো, এটা ধরে ফেলতেন সঙ্গে সঙ্গে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আমার পাশে বসা আর আমার সাথে কথা বলা কাল থেকেই বন্ধ হয়ে যেতো তোমার। মানে বন্ধ করে দেয়া হতো।

ঃ কে বন্ধ করে দিতো?

ঃ স্যারেরা। আমার দাদারাও।

ঃ কেন?

ঃ গুড্ কন্‌ডাক্‌টের জন্যেই তো স্যারেরা তোমাকে ডেকে ডেকে আমার পাশে বসিয়েছেন। মেয়েদের দিকে তুমি চোখ তুলে তাকাও না। তাদের সাথে কথা বলার কোন আগ্রহই তোমার নেই। লেখাপড়ার বাইরে তুমি আর কিছুই বোঝো না- এসব কারণেই। সেই তুমি ফরমায়েশ দিয়ে আমার গান শুনতে চাইলে তোমার কন্‌ডাক্‌ট্ কি আর আদৌ গুড্ থাকতো? গুডের নীচে থেকে ব্যাড্‌টা ঝিলিক দিয়ে বেরিয়ে আসতো।

হাসতে লাগলো বাণী। সে হাসিতে যোগ না দিয়ে আলী বললো– কেন, তোমার সাথে তো স্যারদের সামনেই কথা বলি। কতদিন রীতিমতো তর্ক করি। কই, স্যারেরা তো কিছু বলেন না?

ঃ সেটাতো পড়ার ব্যাপার নিয়ে। অন্য ব্যাপার নিয়ে নয়।

ঃ অন্য ব্যাপার মানে? কি ব্যাপার?

www.pathagar.com

কপট রোষে বাণী বললো– এই আলী, ন্যাকামী করো না। তুমি যে খুবই দুষ্টু হয়ে যাচ্ছো, সেটা বোঝো না?

আলী বললো– কেন, কি করলাম?

ঃ করতে আর কতক্ষণ? কোন্‌দিন যে আমাকে একদম ফাঁশিয়ে দেবে তুমি, সেই ভয়ই বেশি হচ্ছে এখন। তোমার সাথে এইভাবে একা একা কথা বলাটাই শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দেবে তুমি। বোকার মতো যে আচরণ শুরু করেছো আজকাল।

ব্যাপারটা মিথ্যা নয়। মুহম্মদ আলী ক্লাশের ফাস্ট বয়ই নয় শুধু অসম্ভব ভাল রেজাল্ট্ করে স্কুলের নামটা এই মুহম্মদ আলীই উজ্জ্বল করে তুলবে-এ বিশ্বাস শিক্ষকদের সবার মধ্যেই দৃঢ়। সেই সাথে মুহম্মদ আলীর মতো এত সৎ চরিত্রের ছেলেও উপর ক্লাশে– সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত, আর কেউ নেই। সাত চড়েও রা করে না। লেখাপড়া ছাড়া অন্য কোন দিকেই নজর নেই এতবড় এই ছেলেটার। এতবড় মানে, ক্লাশ এইটে পড়লেও মুহম্মদ আলীর বয়সটা ক্লাশ টেনের ছেলেদেরই সমান। গায়ে পায়েও তাই। ভাগ্য-বিড়ম্বনায় পড়াশুনাটা মাঝখানে স্থগিত থাকায় বয়সটা বেড়ে গেছে। এতে করে, সহপাঠিনী বাণীর সে সমবয়সী নয়। বাণীর চেয়ে বয়স তার কম্‌ছে কম দুতিন বছর বেশি। ওদিকে আবার বাণীও একেবারেই কিশোরী নেই এখন। ক্লাশ সেভেনে থাকতেই তার কৈশোর কাল কেটে গেছে। ক্লাশ এইটে উঠার পর থেকেই যৌবনের হাওয়া তার সারা অঙ্গে বইতে শুরু করেছে। এরপরেও ক্লাশরুমে পাশাপাশি বসে তারা। সামনের বেঞ্চটা মেয়েদের জন্যে। কিন্তু একটি মাত্র মেয়ে এই ক্লাশে। তাই সেই বেঞ্চের দু'মাথায় আলী আর বাণী-এরা দু'জন বসে। ক্লাশ রুমটা ছোট, কিন্তু ছাত্র অনেক। পৃথক করে বেঞ্চ বসানোর আর জায়গা নেই। সে কারণেই সামনের বেঞ্চটায় বসে বাণী। সাথে বসে মুহম্মদ আলী। সময় সময় তিনজনকেও বসতে হয় এই সামনের বেঞ্চটায়। তবে বাণীর পাশে সব সময়ই মুহম্মদ আলী বসে। স্যারেরাই সে ব্যবস্থা করেছেন। সবাই জানে, আলীর পাশে বাণী রানী যে কোন মেয়েছেলের পাশে বসার মতোই নিরাপদ। কিন্তু অন্তরের নিরাপত্তা যে দুজনেরই বিপন্ন হচ্ছে দিন দিন সে খবর আজও কেউ রাখে না।

সে যা হোক, বাণীর কথায় নীরব হলো আলী।

বাণীও অন্য প্রসঙ্গে গেল। বললো– কি ব্যাপার, আজ এত সকাল সকাল স্কুলে যে?

জবাবে আলী বললো– এটা তো নতুন নয়। ভরা-ভাদ্দর মাস। জায়গীর থাকি দূরে। জায়গীর বাড়ি থেকে চল্‌তি নায়ে স্কুলে আসি। তাই কোনদিন সকাল সকাল, কোনদিন আবার অনেক লেটে। কিন্তু তুমি এত সকাল সকাল যে? এত সকালে তুমি তো কোনদিন আসো না?

ঃ না, ঠিক এখনই স্কুলে আসবো বলে বেরোইনি। এসেছিলাম পোস্টাফিসে। আমার নামে মানিঅর্ডার আছে। শরীরটা তেমন ভাল নেই। পোস্টাফিসের কাজ সেরে সম্ভব হলে দু'একটা পিরিয়ড্ করে যাবো, এই উদ্দেশ্যে খাতাখানা হাতে নিয়ে এলাম। কিন্তু কি তাজ্জব ব্যাপার, পোস্টাফিস্‌টা আজ এতক্ষণও খোলেনি।

www.pathagar.com

ঃ ও, তাই এখন ক্লাশে এলে?

ঃ হ্যাঁ, দু'একটা পিরিয়ড্ করে যাই। ক্লাশের সময় হয়ে এলো, পোস্টাফিসের সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকবো কতক্ষণ?

ঃ তা ঠিক। তাহলে আর দাঁড়িয়ে কেন, বসো। ক্লাশ শুরু হতে আর দেরি নেই।

ঃ দেরি তো নেই, কিন্তু ছাত্র কৈ? অল্প কিছু ছাড়া তো আর দেখছিনে!

বাইরের দিকে চেয়ে আলী বললো– তাইতো! স্যারেরাও তো সবাই এতক্ষণ এসে পড়ার কথা। দু'একজন ছাড়া তাঁরাও কেউ এতক্ষণ আসছেন না-ব্যাপার কি?

ঃ কোথায় যেন কি ঘটেছে। আমাদের কাচারী ঘরে দেখলাম বহু লোকের সমাগম। আমার দাদাদের সাথে কি যেন আলোচনায় মশ্‌গুল দেখলাম তাদের। কেমন যেন একটা থম্‌থমে ভাব লক্ষ্য করলাম সবার মধ্যে।

গাঁয়ের নাম গৌরীপুর। বহতা এক নদীর পাড়ে মস্তবড় গাঁ। হিন্দু প্রধান গাঁ। স্কুলটা এই গাঁয়েই। শিক্ষকেরা প্রায় সকলেই হিন্দু। মৌলবি শিক্ষক ছাড়া আর একজন মাত্র মুসলমান শিক্ষক আছেন এই স্কুলে। গাঁ'টা কেবল মস্তবড়ই নয়, অত্যধিক উন্নত গাঁ। স্থানীয় জমিদারেরা বাস করেন এই গাঁয়ে। এ ছাড়া, গাঁয়ের অন্য বাসিন্দারাও প্রায় সকলেই ধনাঢ্য লোক। সবারই ব্যবসা আছে বড় বড়। এই গাঁয়ের চারপাশে আর লাগালাগি অন্য অনেক গাঁ আছে। দু'চার ঘর বাদে, সে সব গাঁয়ের লোকেরা সকলেই মুসলমান। ব্যতিক্রম শুধু এই গাঁ'টি। জমিদার বাবুরাসহ এই গৌরীপুরের সকলেই হিন্দু। দোকান পাট, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আর দালান-কোঠায় ভর্তি এই গৌরীপুরকে ঠিক গাঁ বলে মনে হয় না। অনেকটা শহর বলে মনে হয়।

বাণী রানী জমিদার পরিবারের মেয়ে। এখানকার স্কুলটা এই জমিদার বাবুদেরই। তাঁদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁদের দ্বারাই পরিচালিত। নামকা-ওয়াস্তে একটা কমিটি আছে আশপাশের গাঁয়ের দু'চারজনকে নিয়ে। স্কুলটার যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ ভাল। স্কুলটা একদম নদীর পাড়ে অবস্থিত। স্কুল থেকে মাইল তিনেক উজানে রেলওয়ে স্টেশান। নদীপথে সব সময়ই নাও চলাচল করে। গ্রামে একটা পোস্টাফিসও আছে আর সেটা এই স্কুলের পাশেই। বাণী এই পোস্টাফিসেই এসেছিল।

কিছুক্ষণ পরে ছাত্রেরা চলে এলো এক এক করে। ছাত্রেরা অধিকাংশই এলো বটে, কিন্তু শিক্ষকেরা অনেকেই এলেন না। যথা সময়ে ঘণ্টা পড়লো ক্লাশের আর ঢিলেঢালাভাবে শুরুও হলো ক্লাশ।

কিন্তু বেশিদূর এগুলো না। প্রথম পিরিয়ড্ শেষ না হতেই তুমুল আওয়াজ উঠলো বাইরে। বহুকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত আওয়াজ ঃ

"নারায়ে তকবির-
আল্লাহু আকবর।
পাকিস্তান-
জিন্দাবাদ।

www.pathagar.com

কায়েদে আজম-

জিন্দাবাদ।

লড়কে লেংগে ....."

ঘটনা, সকাল ন'টার দিকের ট্রেন এসেছে ষ্টেশানে আর সেই ট্রেনেই এসেছে পাকা খবর। গত কয়েকদিন থেকেই যে গুঞ্জরণ চলছিল, তা সত্যে পরিণত হয়েছে। ভাগ হয়েছে ভারতবর্ষ। ভাবতবর্ষ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান-এই দুই দেশ হয়েছে। গৌরীপুরসহ এই গোটা জেলাটা পাকিস্তানে পড়েছে। পাকা খবর পাওয়া মাত্রই এলাকার মুসলমানেরা মেতে উঠেছে উল্লাসে। বর্ষাকাল হেতু নৌকা নিয়ে দলে দলে আনন্দ মিছিলে বেরিয়েছে। ষ্টেশানের দিক থেকে নদীর ভাটির দিকে ছুটে আসছে নৌকার পর নৌকা। বাইচ খেলার মতো ছোটবড় নৌকা আসছে একের পর এক। বৈঠা মারার তালে তালে সমস্বরে আজওয়াজ দিচ্ছে বুলন্দ্। আওয়াজ দিচ্ছে পুনঃ পুনঃ "নারায়ে তকবির-আল্লাহু আকবর, পাকিস্তান-জিন্দাবাদ" ইত্যাদি।

আওয়াজ শুনে ক্লাশ থেকে হৈ হৈ করে বেরিয়ে এলো ছাত্র-ছাত্রীর দল। এরপর খবর শুনে মুসলমান ছাত্রেরা দল বেঁধে বেরিয়ে গেল স্কুল থেকে। "পাকিস্তান-জিন্দাবাদ" আওয়াজ দিতে দিতে তারা ছুটতে লাগলো। বন্ধ হলো ক্লাশ। হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী আর শিক্ষকগণ সকলেই গম্ভীর মুখে ফিরে গেলেন বাড়িতে।

স্কুল আঙ্গিনার পূব দিকটা খোলা। আঙ্গিনার পরে খেলার মাঠ আর মাঠের পরেই নদী। বর্ষার নদী এখন ভরে উঠেছে কানায় কানায়। স্কুলের আঙ্গিনা থেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছু, শোনা যাচ্ছে সব কথা-আওয়াজ। স্কুলের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে বাণী আর আলী। উল্লাসমুখর নৌকাগুলো দেখছে আর দেশ ভাগাভাগির বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে। ছাত্রেরা অধিকাংশই চলে গেছে, দু চারজন যারা আছে, তারাও যাওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে। আলোচনার সূত্র ধরে বাণী ভারী কণ্ঠে বললো– আমাদের এই মেলামেশা আর দেখা সাক্ষাত বুঝি অচিরেই শেষ হয়ে যাবে আলী!

মুহম্মদ আলী প্রশ্ন করলো– কেন?

বাণী বললো– এ এলাকা পাকিস্তানে পড়লো। আমার দাদারা কি আর এখানে থাকবেন? আগে থেকেই আমার দাদারা এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। বলছিলেন, দেশ যদি ভাগ হয় আর আমাদের এ এলাকা যদি পাকিস্তানে পড়ে যায়, তাহলে আর এখানে আমাদের কোন প্রতিপত্তি থাকবে না। আমাদের ভারতেই যেতে হবে।

ঃ তাই নাকি? তুমিও তাহলে চলে যাবে?

ঃ যেতে তো হবেই। দাদারা চলে গেলে আমি থাকবো কি করে, বলো?

ঃ শিগ্গিরই যাবে?

ঃ তা বলতে পারবো না, তবে যেতেই হবে।

www.pathagar.com

ঃ চিরদিনের মতো, তাই না?

ঃ না, চিরদিনের মতো নাও হতে পারে। বিষয়-সম্পত্তি সব যখন এখানে, তখন আসবোই আমরা মাঝে মাঝে।

ঃ তা এলে আর কি হবে, এই স্কুলে তো আর আসবে না।

ঃ না, তা আসবো না। গেলে তো এখানকার স্কুলের পাঠ চুকিয়ে দিয়েই যেতে হবে।

মুহম্মদ আলী নিঃশ্বাস ফেলে বললো– এ একদিক দিয়ে ভালই হলো। তুমিও আর আসবে না, আমিও আর আসবো না। মানে, আমার পড়াশুনাটাও বন্ধ হয়ে যাবে। এ বরং ভালই হলো।

বাণী রানী চমকে উঠে বললো– কেন-কেন? তোমার পড়াশুনা বন্ধ হবে কেন?

ঃ আমি তো একজন সর্বহারা। মাইনর বৃত্তি পরীক্ষায় মুহসীন স্কলারশীপটা পেয়েছিলাম বলে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছি।

মৌলবি স্যার কয়দিন আগে বলেছিলেন, "দেশ ভাগাভাগির কথা হচ্ছে। মুসলিম লীগ যে রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে, তাতে তারা পাকিস্তান আদায় করেই ছাড়বে। তা যদি হয় আর আমাদের এলাকাটা যদি পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে তাহলে এ এলাকার মুসলমানদের খুব সুবিধে হবে। কিন্তু তোমার একটা মস্তবড় অসুবিধে হয়ে যাবে। মুহসীন স্কলারশীপটা তুমি আর পাবে না। ইণ্ডিয়া থেকে ঐ বৃত্তি আর আসবে না। কাজেই বোঝো, আমি পড়াশুনা চালাবো আর কি দিয়ে?

ঃ কি দিয়ে মানে? এতবড় মেধাবী ছাত্র আর সবার মনজয়করা এত ভাল ছেলে তুমি, তোমার পড়াশুনা বন্ধ হবে মানে?

ঃ মানেটাতো খুব সহজ। পেটের ভাত জোটানোই যার কঠিন, বৃত্তির টাকা বন্ধ হলে সে পড়াশুনা করবে কি করে?

ঃ তাজ্জব! না-না, এ হতে পারে না।

এ কথায় আলী ক্লীষ্ট হাসি হাসলো। বললো– পারে না বললেই তো আর হবে না বাণী। যেটা হবার সেটা হবেই। মুহূর্তকাল চিন্তা করলো বাণী। এরপর দৃঢ় কণ্ঠে বললো– না, হবে না। হতে আমি দেবো না।

ঃ দেবে না!

ঃ না। পড়তে তোমার যত টাকা লাগে, সব আমি দেবো।

মুহম্মদ আলী সবিস্ময়ে বললো– তুমি দেবে?

বাণী বললো– হ্যাঁ, আমি দেবো। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে পথে পথে ঘুরবে তুমি, এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমার বরবাদ হয়ে যাবে-এটা ভাবতেও আমার কষ্ট হচ্ছে আলী। এটা হতে পারে না। হতে আমি দেবো না।

ঃ বাণী!

ঃ টাকার অভাবে তোমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে আর আমি টাকার উপর শুয়ে থাকবো-এটা কখ্খনো হতে পারে না।

ঃ এ তুমি কি বলছো?

www.pathagar.com

ঃ আমি ঠিকই বলছি। টাকা পয়সা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করার কথা আমি আগে থেকেই ভাবছিলাম। এবার আমার ভাবাভাবি শেষ। তুমি কোন চিন্তা করো না, টাকা আমি দেবো।

আলীর মাথায় কিছুই ঢুকলো না। সে বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো– তা কি করে সম্ভব? নিতান্তই ছেলে মানুষ তুমি। তোমার দাদাদের সংসারে থাকো। তুমি টাকা পাবে কোথায়?

বাণীর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বললো– সেটা তুমি বুঝবে না। দাদাদের সাথে থাকলেও আমার নিজস্ব বিষয়-বিত্ত অনেকখানি আছে। নগদ টাকাও জমিয়েছি কিছুটা। আমার নামে মানি অর্ডার এসেছে-বললাম না? এ থেকেই বুঝে নাও। বাদবাকী পরে বলবো।

ঃ পরে বলবে?

ঃ হ্যাঁ পরে। এটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। ভেতরের বিষয়। সেটা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে সময় লাগবে। এখন শুধু এটুকুই বুঝে রাখো, টাকা পয়সার অভাব তোমার হবে না। হতে আমি দেবো না। এখান থেকে চলেই যদি যাই, সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেই যাবো।

ঃ বাণী!

স্কুল ততক্ষণ একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন আর সেখানে নেই। সেটা লক্ষ্য করে বাণী ব্যস্ত কণ্ঠে বললো– এখন যাই। সবাই চলে গেছে। আমাদের আর এভাবে থাকা ঠিক নয়। বদনাম হবে।

দ্রুতপদে চলে গেল বাণী। হতবাক হয়ে আলী তখনও দাঁড়িয়ে রইলো ঐভাবে। একটু পরেই ফিরে এলো মুসলমান ছাত্রদের মিছিল। তাদের আহবানে আলীও গিয়ে যোগ দিলো মিছিলে।

২

প্রায় গোটা একটা সপ্তাহ কেটে গেল ঐ ভাবেই। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানগণ মেতে রইলো আমোদ-উল্লাস করা নিয়ে আর হিন্দুগণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলো ঘরে। এ অঞ্চল পাকিস্তানে পড়ায় অতঃপর কি তাদের করণীয়, জটলা করে বসে ভাবতে লাগলো হিন্দুগণ। অধিকাংশই বিশেষ করে বিত্তশালীরা একমত হলো যে, দেশ ত্যাগ করাই হবে তাদের জন্যে উত্তম কাজ। পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে তথা পশ্চিম বাংলায় পাড়ি দেয়াই শ্রেয় হবে তাদের জন্যে। উল্লেখ্য যে, বঙ্গদেশও দুভাগে ভাগ হয়েছে। বঙ্গদেশের উত্তর পূর্বদিক নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান হয়েছে আর দক্ষিণ পশ্চিম দিক অর্থাৎ কলিকাতাসহ পশ্চিম বাংলা ভারতে পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের বিত্তশালী

www.pathagar.com

হিন্দুগণ পশ্চিম বাংলার কলিকাতা ও তার আশেপাশে পাড়ি জমানোর চিন্তা ভাবনা করতে লাগলো। এদের অনেকের আগে থেকেই কলিকাতায় বাসা-বাড়ি, জায়গা-ঠাঁই ও আত্মীয় স্বজন ছিল। বিত্তশালীদের যাদের এ সব ছিল না, অর্থ ছিল তাদের হাতে। অর্থের দ্বারা জায়গা ঠাঁই করে নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো তারা। কিন্তু গরীব হিন্দুরা সঙ্গে সঙ্গে এমন চিন্তা মাথায় আনতে পারলো না। কারণ, পশ্চিম বাংলায় তাদের (দু'চারজন বাদে) আত্মীয় স্বজন ও জায়গা-ঠাঁই ছিল না। একেবারেই বিদেশ-বিভূঁই। অর্থহীন, অর্থাৎ নিঃসম্বল অবস্থায় অন্ধকারে ঝাঁপ দেয়ার দৃঢ় সংকল্প তৎক্ষণাৎ মাথায় আনতে না পেরে, তারা বিষণ্ন মনে ভাবতে লাগলো বসে বসে।

মূলকথা, দেশ ভাগাভাগির এই আকস্মিক খবরে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই প্রতিদিনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে গেল। আনন্দ-উল্লাস, চিন্তা-ভাবনা ও আলাপ-আলোচনার মধ্যে দিয়েই কেটে গেল কয়েকদিন। এতে করে হাট-বাজার, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, কারবার-কারখানা-সর্বত্রই একটা ঢিলে ঢালা ভাব বিরাজ করতে লাগলো। স্থবিরতা নেমে এলো সর্বক্ষেত্রে। বলা বাহুল্য, হিন্দু প্রধান এলাকায় এ স্থবিরতা আরো প্রকট হয়ে রইলো।

গৌরীপুর হাইস্কুলও সপ্তাহকাল ব্যাপী প্রায় অচল হয়ে রইলো। প্রথম দু'তিন দিন কোন ক্লাশই বসলো না। দপ্তরী এসে শুধু অফিস খুলে বসে রইলো। এর পরেও ছাত্র শিক্ষকের তেমন আগমন ঘটলো না। পুরোপুরি এক সপ্তাহ পার হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে আবার শুরু হলো ক্লাশ। আস্তে আস্তে ছাত্র-শিক্ষক আসতে শুরু করলো। তবে হিন্দু শিক্ষকগণ অনেকেই অনিয়মিত হয়ে গেলেন। হিন্দু ছাত্রেরাও আর আগের মতো রেগুলার রইলো না। একদিন আসে তো দুদিন আর আসে না। এদের অনেকেরই কেমন যেন উড়ু উড়ুভাব। বাণীও এর মধ্যে দিন দুয়েকের বেশি আর স্কুলে আসেনি।

মুনশী মুহম্মদ আলী স্কুলে এলো আরো দেরিতে। প্রায় দশ বারো দিন পরে। কয়েকদিন মিছিল করে ও শ্লোগান দিয়ে কাটানোর পর সে নিজ গাঁয়ে ফিরে যায় এবং আগামীতে পড়াশুনা চালানোর আর্থিক সংস্থান অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে।

মুনশী মুহম্মদ আলী একজন চরম ভাগ্য-বিড়ম্বিত ছেলে। তার দাদা (পিতামহ) মুনশী আবদুল আলী সাহেব ছিলেন একজন মস্তবড় জোতদার। প্রভূত ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনি। কিন্তু তার স্ত্রী আবেদা খাতুন ছিল খান্নাস্ প্রকৃতির মেয়ে। তার গর্ভজাত সন্তান ছোট আবিদ আলীও ছিল খুবই দুষ্টু জাতের ছেলে। এই মা ও ছেলে মিলে মুনশী আবদুল আলীর জীবন বিষময় করে তোলে। শান্তির আশায় মুনশী আবদুল আলী পুনরায় মাহমুদা খাতুন নামের এক সৎ-স্বভাবের মেয়েকে শাদি করেন। মাহমুদা খাতুন ছিল একাধারে সৎ ও পতিপরায়না মেয়ে। মাহমুদাকে ঘরে এনে মুনশী আবদুল আলী শান্তি খুঁজে পান এবং স্বাভাবিক কারণেই তিনি মাহমুদার প্রতি অধিক অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর প্রথমা স্ত্রী আবেদা এটা সহ্য করতে পারে না। মাহমুদার প্রতি সে হিংস্র হয়ে ওঠে এবং তাকে বিষ নজরে দেখতে থাকে।

www.pathagar.com

এই অবস্থার মধ্যে মাহমুদা খাতুন আহমদ আলী নামের একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। এতে করে তার সতীন আবেদা খাতুন ও সতীন পুত্র আবেদ আলী এই নবজাত শিশুর প্রতিও চরম অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতে থাকে। একমাত্র আবদুল আলী সাহেবের শক্ত শাসন ও দৃঢ় মানসিকতার জন্যে এই নবজাত আহমদ আলীর তারা কোন ক্ষতি করতে পারে না।

কেটে যায় দিন। কালক্রমে আবদুল আলী সাহেবের এই দুই ছেলে আবেদ আলী ও আহমদ আলী বড় হয়। তাদের বিয়ে শাদি হয় এবং তাদের ঘরে ছেলে মেয়ে আসে। কনিষ্ঠ ছেলে আহমদ আলী শাদি করে নাদিরা খাতুন নামের এক গরীব ঘরের মেয়েকে। নিতান্তই গরীব ঘরের হলেও, নাদিরা খাতুন ছিল যেমনই রূপবতী তেমনই গুণবতী। এই নাদিরা খাতুনের গর্ভেই তাদের একমাত্র সন্তান তথা গৌরীপুর হাইস্কুলের ছাত্র মুনশী মুহম্মদ আলী জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু এই মুহম্মদ আলীর দুর্ভাগ্য শুরু হয় তার জন্ম লগ্ন থেকেই। তার ভূমিষ্ট হওয়ার পরই তার মাতা নাদিরা খাতুন ইন্তেকাল করেন। দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য, মুহম্মদ আলীর আব্বা মুনশী আহমদ আলীও মুহম্মদ আলীর বাল্যকালেই ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকাল করেন মুহম্মদ আলীর নিজের দাদীও। মুহম্মদ আলী তখন ক্লাশ ফাইভের ছাত্র।

আর পায় কে? মুহম্মদ আলীর সৎ দাদী আবেদা খাতুন ও সৎ চাচা (জেঠা) আবিদ আলী এসব ঘটনায় আনন্দে আটখানা হতে থাকে। মুহম্মদ আলীর দাদা মুনশী আবদুল আলী সাহেব তখনও জীবিত ছিলেন। তৎকালীন মুসলিম আইনে দাদার আগে বাপ মারা গেলে, মৃতের সন্তান তার দাদার বিষয় বিত্তের কিছুরই ওয়ারিশ হয় না। দাদা যদি তাঁর জীবদ্দশায় ঐ এতিম নাতীকে কিছু দলিল করে দিয়ে যান, তবেই সে সেটুকুর মালিক হয়। মুহম্মদ আলীর বাপ তার দাদার আগেই মারা যাওয়ায়, দাদার সমুদয় বিষয় বিত্তের ওয়ারিশ হলেন মুহম্মদ আলীর সৎ চাচা অর্থাৎ জেঠা মুনশী আবিদ আলী। মুহম্মদ আলী সমপূর্ণ ফাঁকে পড়ে গেল। আইন ও অবস্থা বুঝে মুহম্মদ আলীর দাদা মুহম্মদ আলীকে তাঁর সম্পত্তির অর্ধেকটা লিখে দেবেন বলে মনস্থির করলেন। কিন্তু মুহম্মদ আলীর নসীবে এটাও সইলো না। সিদ্ধান্ত নেয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই স্ত্রী-পুত্রের কারসাজিতে মুহম্মদ আলীর দাদা বৃদ্ধ আবদুল আলী সাহেব ইহদুনিয়া ত্যাগ করলেন। এতিম নাতি মুহম্মদ আলীকে কিছুই দিয়ে যেতে পারলেন না।

এতিম মুহম্মদ আলী বাপদাদার বিষয় বিত্তের উপর সকল অধিকার হারিয়ে এবং সৎ দাদীও সৎ চাচা কর্তৃক গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ালো দুই-তিন বছর। পিতৃকুলের কিছুই সে পেলো না। তার মাতৃকুলেও এমন কেউ আর এমন কিছু ছিল না, যেখান থেকে কোন আর্থিক সাহায্য আসতে পারে। তবে মাতৃকুলের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় তাকে সাময়িকভাবে আশ্রয় দেন এবং স্থানীয় মাইনর স্কুলে (এম.ই.স্কুলে) ভর্তি করে দেন। সেখান থেকেই মুহম্মদ আলী মাইনর বৃত্তি পরীক্ষায় মুহসীন স্কলারশীপসহ মাইনর পাশ করে। এরপর সে গৌরীপুর হাই স্কুলে আসে এবং

www.pathagar.com

ক্লাশ সেভেনে ভর্তি হয়। ঐ বৃত্তির টাকা দিয়েই মুহম্মদ আলীর এযাবত পড়াশুনা চলছিল।

এক্ষণে দেশভাগ হওয়ার কারণে বৃত্তিটা বন্ধ হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় মুহম্মদ আলী স্বগ্রামে চলে এলো তার সেই চাচার কাছে অর্থ সাহায্যের আর একদফা অনুরোধ নিয়ে। কিন্তু সেই সৎ চাচা আবিদ আলীর মন একটুও গললো না। বরং তাঁর নিজের ছেলেরা পুনঃপুন ফেল করায় আর মুহম্মদ আলী বৃত্তি পাওয়ায় মুনশী আবিদ আলী হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছিলেন। অর্থ সাহায্যের পরিবর্তে ভাস্তেকে তিনি দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন বাহির আঙ্গিনা থেকেই। অবশেষে যেখান থেকে মুহম্মদ আলী মাইনর পাশ করেছিল, মাতৃকুলের সেই দূর সম্পর্কের আত্মীয়টা সামান্য কিছু অর্থ সাহায্যের আশ্বাস দিলে, মুহম্মদ আলী অনেকখানি আশ্বস্ত হলো এবং আবার স্কুলে ফিরে এলো।

ক্লাশে এসে মুহম্মদ আলী দেখলো, বাণী ক্লাশে নেই। ছাত্রদের উপস্থিতিও কিছুটা কমে গেছে আগের চেয়ে। সেকেণ্ড-থার্ড স্ট্যাণ্ড করা কয়েকজন মেধাবী হিন্দু ছাত্র অনুপস্থিত। ক্লাশে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা এমনিতেই কম। তারও মধ্যে জনাদুয়েক গরহাজির। একজন সহপাঠিকে জিজ্ঞাসা করে মুহম্মদ আলী জানলো, এই সহপাঠিটি চার-পাঁচদিন হলো রেগুলার ক্লাশ করছে, কিন্তু এর মধ্যে সে বাণী আর ঐ মেধাবী ছাত্র কয়জনকে দেখেনি। হয়তো তারা ভারতেই চলে গেছে বা যাওয়ার যোগাড় যন্তর করছে।

এ খবরে বিমর্ষ হলো মুহম্মদ আলী। ভাবলো, তাই হয়তো হবে। এমন আভাস বাণীর কাছে আগেই সে পেয়েছে। বাণী বলেছিল, তার দাদারা এদেশে আর থাকবে না। ভারতে চলে যাবে। তবে মুহম্মদ আলী কিছুটা তাজ্জব হলো এই ভেবে যে, যাবে বলে এত শিগগিরই চলে গেল তারা? পনের বিশটা দিনও অপেক্ষা করলো না? নাকি এখনও যায়নি? যাওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছে আর একারণেই বাণী আর স্কুলে আসছে না?

সঠিক কিছু অনুমান করতে না পেরে এ চিন্তা ছেড়ে দিলো মুহম্মদ আলী। সংকোচের কারণে অন্য কোন সহপাঠীকে এ কথা আর জিজ্ঞাসা করতেও পারলো না। ভাবলো, ক্লাশ শেষে বেরিয়ে গিয়ে খোঁজ নিলেই সব জানা যাবে।

কিন্তু সেদিন সেই খোঁজ নেয়ার সময় মুহম্মদ আলীর ছিল না। ক্লাশের পরেই সে চলতি নৌকা ধরে লজিংবাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটলো। কাউকে কিছু না বলে সে হঠাৎ লাপাত্তা হয়েছিল। লজিংটা ঠিক আছে কিনা, কে জানে! বেশ কিছু দিন ধরে তার লজিং গারজিয়ান তাকে অন্যত্র লজিং খুঁজে নিতে বলছিলেন। বলছিলেন, সাংসারিক অনটনের কারণেই লজিং রাখা তাঁর আপাতত সম্ভব নয়। মুহম্মদ আলীর এই লম্বা অনুপস্থিতিকে তাঁরা সেই ভাবেই ধরে নিয়েছেন কিনা, তার ঠিক কি?

দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে এলেও লজিং বাড়িতে পৌঁছে মুহম্মদ আলী তেমন কোন অসুবিধায় পড়লো না। বরং সেই বাড়ির সকলে খোশদিলেই তার কুলশাদি জিজ্ঞাসা

www.pathagar.com

করলেন এবং হঠাৎ তার এই অনুপস্থিতির ব্যাপার নিয়ে তারা চিন্তিত ছিলেন-এ সব কথাই জানালেন।

আশ্বস্ত হলো মুহম্মদ আলী। পরের দিন সে স্কুলে এলো বাণীর চিন্তা মাথায় নিয়ে। যথা সময়ে নৌকা না পেয়ে আজ তার স্কুলে পৌঁছতে কিছুটা দেরি হলো। খানিকটা আগে এসে বাণীর খোঁজ নেয়ার যে ইরাদা ছিল তার, তা আর হলো না। এতে করে মনটা তার ভারী হয়ে রইলো।

বাণীর খোঁজটা কিভাবে নেয়া যায় ভাবতে ভাবতে এসে ক্লাশে ঢুকেই মুহম্মদ আলীর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দেখলো, সামনের বেঞ্চে যথাস্থানে বাণী রানী বসে। মুহম্মদ আলীকে দেখে বাণীও সজীব হয়ে উঠলো। প্রফুল্লকণ্ঠে বললো– আরে এই যে আলী, এতদিন কোথায় ছিলে? এসো-এসো-

আলী এসে বাণীর বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসতেই ক্লাশের ঘন্টা পড়লো। মামুলী দু'একটা কথা বলতেই ক্লাশে ঢুকলেন শিক্ষক। অন্য কোন কথাই তখন আর হলো না।

কথা হলো টিফিন পিরিয়ডে। টিফিনের ঘন্টা পড়তেই ক্লাশের সব ছেলেরা হৈ হৈ করে বেরিয়ে গেল ক্লাশ থেকে। আঙ্গিনায় বারান্দায় ছুটোছুটি করতে লাগলো। স্বস্থানে বসে রইলো আলী আর বাণী। তারা তাদের আসন থেকে উঠলো না। আলীর দিকে ঘুরে বসে বাণী ফের প্রশ্ন করলো-কি ব্যাপার, তুমি হঠাৎ উধাও হয়ে গেলে যে? এতদিন কোথায় ছিলে?

জবাবে আলী বললো– গিয়েছিলাম গাঁয়ের দিকে। তা সে কথা পরে। তোমার খবর কি? তুমি নাকি আর ক্লাশেই আসো না?

ঃ না একেবারে আসিনে তা নয়। এর আগে দুদিন এসেছিলাম। ক্লাশ ঠিক মতো হচ্ছে না দেখে আর আসিনি। কিন্তু তোমারই তো খবর নেই।

ঃ আমি গতকাল এসেছি। গতকাল এসে দেখলাম-তুমি নেই। শুনলাম, এখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে নাকি ব্যস্ত আছো তোমরা।

ঃ কে বললে সে কথা?

ঃ আমাদের ক্লাশের অধীর এই রকমই কি যেন বললো। তুমি আসছো না দেখে এই রকমই তার ধারণা।

ঃ আজগুবী ধারণা। এ রকম কোন ব্যাপারই নয়।

ঃ নয়? তোমরা তাহলে যাচ্ছো না এদেশ ছেড়ে?

ঃ সেটা এখন নয়। আরো খানিকটা ভেবে চিন্তে দেখে দাদারা পরে সিদ্ধান্ত নেবেন।

ঃ তাই নাকি? অন্যেরাও বুঝি তাই করবেন?

ঃ না-না, অন্যেরা সবাই এমনটি ভাবছেন না। আমাদের পাড়ার অনেকেই এখনই যাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। কয়েকজন তো ইতিমধ্যেই কলিকাতায় ছুটে গেছেন বাসাবাড়ি ঠিক ঠাক করার জন্যে। আর দুটো দিনও থাকতে তারা রাজী নয়।

ঃ বলো কি! এত তাড়াহুড়ার কারণ?

www.pathagar.com

ঃ কারণ-ভয়। গতবছর ১৬ই আগষ্ট না কবে কলিকাতায় হিন্দুরা অনেক মুসলমান মেরেছিলো তো। তাই তারা ভয় পাচ্ছে, মুসলমানেরা এখন তার বদলা নিতে পারে-এই ভেবে।

এর প্রতিবাদে আলী বললো– আরে দূর! এটা কোন কথা হলো? গত বছর কি ঘটেছে-সেই কথা মনে রেখে মুসলমানেরা আজ এখানে তার বদলা নেবে-এটা কখনো হতে পারে না।

ঃ হতে পারে না?

ঃ না। তুমি নাখোশ হলেও বলবো, হিন্দুরা মুসলমানের প্রতি যতটা খড়গহস্ত, মুসলমানেরা কিন্তু হিন্দুদের প্রতি ততটা নয়। অতটা হিংসুটে মুসলমানেরা নয়। তারা মিলেমিশে থাকতেই ভালবাসে। কলিকাতায় যে রকম অন্যায়ভাবে হিন্দুরা মুসলমান মেরেছে মুসলমানেরা কখনো এমন অন্যায়ভাবে হিন্দু মারতে পারে না।

ঃ কে তোমাকে সে কথা বলেছে?

ঃ কাউকে বলতে হবে কেন? আমাদের ধর্মেরই যে এটা নির্দেশ। পর ধর্মের প্রতি অন্যায় আচরণ করা মুসলমানদের জন্যে নিষেধ।

ঃ তার মানে তুমি বলতে চাও, ক্ষমতা হাতে পেয়েও এখানকার মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর কোনদিনই কোন হামলা অত্যাচার করবে না?

ঃ এতটা হলপ করে বলা কঠিন। কারণ, বদলা নেয়ার ব্যাপার হলে মুসলমানেরা তা নিতেই পারে। তবে অকারণে আর অন্যায়ভাবে নেবে না।

ঃ বদলা নেয়ার মানে?

ঃ মানে, এরপরেও যদি ভারতের লোকেরা অন্যায়ভাবে মুসলমান মারতে থাকে, তাহলে এখানকার কিছু কিছু মুসলমানকে সামলে রাখা কঠিন হবে। বদলা নেয়ার জন্যে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেই। সকলের জ্ঞান বুদ্ধি তো সমান নয়। তবে মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান ছাড়া, এদেশের সকাল মুসলমান এ রকম বদলা নিতে এগুবে না বা এমন কর্মকাণ্ড সমর্থনও করবে না।

ঃ আলী।

ঃ তবে আমার বিশ্বাস, এখানকার হিন্দুদের প্রতি ভারতের হিন্দুদের যদি এতটুকুও দরদ থাকে, তাহলে এদের কথা ভেবেই ভারতের হিন্দুরা ওখানে অন্যায়ভাবে মুসলমান মারবে না। আর তা যদি না মারে, অর্থাৎ ভারত যদি উস্কানী না দেয়, এখানকার মুসলমানেরা তাহলে কোনদিনই অন্যায়ভাবে হিন্দু মারতে যাবে না-যেতে তারা পারে না।

ঃ পারে না?

ঃ না। লক্ষ্য করোনি, হিন্দুরা তেমন আগ্রহী না হলেও, এখানকার মুসলমানেরা তাদের সাথে কেমন আত্মীয় কুটুমের মতো বাস করতে ভালবাসে?

বাণী এর যথার্থতা অস্বীকার করতে পারলো না। চিন্তিতকণ্ঠে সমর্থন দিয়ে বললো– হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

www.pathagar.com

ঃ ঠিক নয়?

ঃ হ্যাঁ, ঠিকই এতটা আগে ভেবে দেখিনি। আমাদের কেমন খোলামনে "দাদা-দিদি" বলে তারা। আমরাই বরং খেয়াল করিনে বা আমল দেইনে তেমন।

ঃ তবেই বোঝো!

আলীর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে বাণী মুগ্ধ কণ্ঠে বললো– তা না হয় বুঝলাম। এবার আমাকে বোঝাও তো-এত কথা তুমি কোথায় পেলে! সবে তো ক্লাশ এইটের ছাত্র তুমি। তোমাদের ধর্মের এত ভেতরের কথা, ঐ সব বদলা নেয়ার ব্যাপার স্যাপার আর এখানকার মুসলমানদের স্বভাব-আচরণ-মানে, পণ্ডিতের মতো এত কথা কোথায় পেলে তুমি!

মুহম্মদ আলী মৃদু হেসে বললো– কোথায় পেলাম? পেলাম খানিকটা পড়ে খানিকটা শুনে আর বাকীটা দেখে। আমাদের ধর্মের কথা জেনেছি বই পড়ে আর ওয়াজ-নসিহত শুনে। বদলা নেয়ার ব্যাপার-স্যাপারটা এখন আলোচনার টপ্ বিষয়। সর্বত্রই এসব আলোচনা হচ্ছে আর হামেশাই শুনছি। শেষটা চোখ থাকলেই দেখা যায়। হিন্দুদের সাথে আত্মীয় বান্ধবের মতো মিলেমিশে থাকাই যে এখাকার মুসলমানদের স্বভাব-দেখার মতো চোখ থাকলেই তা দেখা যায় আর বোঝা যায়।

গালে হাত দিয়ে বাণী বললো– বা-ব্বা, এত জ্ঞানবুদ্ধি তোমার! তাইতো তুমি এমন মেধাবী ছাত্র। সব কিছু এখনই যে রকম গভীরভাবে বুঝো আর দেখো, বড় হলে নির্ঘাৎ তুমি মস্তবড় পণ্ডিত মানুষ হবে।

মুহম্মদ আলী ঈষৎ ম্লান কণ্ঠে বললো– কি হবো-সেটা সবই আল্লাহর হাতে। জন্মলগ্ন থেকেই যে রকম দুর্দিনের সাথে মোকাবিলা করতে হচ্ছে আমাকে, তাতে ভবিষ্যৎ যে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে-সবই আল্লাহ মালুম।

বাণী রানী উৎসাহ দিয়ে বললো– চিন্তা নেই-চিন্তা নেই। ভবিষ্যৎ ঠিকই তোমাকে তোমার প্রাপ্যস্থানেই নিয়ে যাবে। বড় তুমি হবেই। এবার বলো দেখি, স্কুল কামাই করে এতদিন গাঁয়ে থেকে কি করলে?

একটু থেমে মুহম্মদ আলী বললো– গাঁয়ে গিয়েছিলাম ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। ভবিষ্যতে কিভাবে পড়াশুনা চালাবো, এর একটা কুল কিনারা করতে।

ঃ কুল কিনারা কি রকম?

ঃ রকমটা তো বুঝতেই পারছো। স্কলারশীপটা বন্ধ হয়ে গেলে আমি পয়সা-কড়ি, মানে-পড়ার খরচ পাবো কোথায়?

হোঁচট খেলো বাণী রানী। বললো- কি রকম? খরচের ব্যাপার নিয়ে তবুও তুমি ভাবছো! আমি যে সেদিন তোমাকে বললাম, পয়সা-কড়ি যা লাগে সব আমি দেবো?

ঃ বলেছিলে বটে। কিন্তু সেটাই তো সব কথা নয়?

ঃ নয়! কেন, তুমি বিশ্বাস করোনি আমার কথা?

www.pathagar.com

ঃ তোমাকে আমি অবিশ্বাস করিনে। অবিশ্বাস করি তোমার সামর্থকে আর আমার সে পয়সা নেয়ার শক্তিকে। তুমি দিলেই সে পয়সা আমি নেবো, এতটা সাহস আমার নেই। লজ্জার মাথাটা একেবারেই খেয়ে ফেলি কি করে।

ঃ লজ্জা! আমার পয়সা নিতে তোমার লজ্জা কিসের?

ঃ যথেষ্ট লজ্জা আছে। তুমি আমার আত্মীয় নও, স্বজাতি নও, কোন ছেলে বন্ধুও নও। ভিন্ন জাতির তুমি একজন মেয়েছেলে আর কম বয়সের মেয়েছেলে। তোমার পয়সা নিতে থাকলে কানাঘুষা, বিদ্রূপ আর বদনামের ঝড় উঠবে চারদিকে। তোমার দাদারা এটা কখনো সইবেন না আর তোমাকে একাজ করতেও দেবেন না।

ঃ আলী!

ঃ তুমি একজন স্বাধীন, স্বাবলম্বী আর বয়স্ক মেয়ে হলে তবু কথা ছিল। কিন্তু তুমি তোমার দাদাদের সংসারে দাদাদের অধীনে থাকো। এ অবস্থায় একজন ভিনজাতির ছেলের পড়ার খরচ চালাতে চাইলেই কি তুমি তা চালাতে পারো, না তুমি দিলেই আমি তা নিতে পারি?

ঃ তাজ্জব কথা! তোমাকে কি আমি বলিনি, দাদাদের সংসারে থাকলেও আমি দাদাদের অধীন নই? আমার নিজস্ব বিষয়-সম্পত্তি আর টাকা পয়সা আছে। আমার পয়সা কি আমি খরচ করতে পারিনে?

ঃ পারো। নিজের শাড়ি গয়না বা অন্যান্য কেনাকাটায় দু'হাতে খরচ করতে পারো। কিন্তু একজন অনাত্মীয় ভিন্‌জাতির ছেলেকে পড়াতে পারো না।

ঃ কেন? আমার যা ভাল লাগে তা আমি করতে পারবো না কেন?

মুহম্মদ আলী জোর দিয়ে বললো– তোমার ঐ ভাল লাগাটাই কাল হবে তোমার। আমাকে পড়াতে তোমার ভাল লাগাটা কেউ ভাল চোখে নেবে না।

ঃ কেন নেবে না?

ঃ কেন নেবে না, সেটা বোঝার বয়স তোমার হয়েছে বাণী। আমার প্রতি তোমার এই টান বদনাম ছাড়া আর কিছুই তোমাকে দেবে না। কাজেই, কথা বাড়িয়ে আর কাজ নেই।

এই মুহূর্তে টিফিন শেষ হওয়ার ঘন্টা পড়লো। ছেলেরা সবাই আবার ক্লাশে ফিরে আসতে লাগলো। বন্ধ হলো তাদের আলাপ। মনক্ষুণ্ন হয়ে ভার মুখে ঘুরে বসলো বাণী।

বাণীর মন সেই যে ক্ষুণ্ন হলো, এরপর কয়েকদিন আলীর সাথে মন খুলে আর কোন কথাই বললো না। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে রাগটা পড়ে গেলে সে আবার আলীর সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে লাগলো বটে, কিন্তু তাকে অর্থ সাহায্য করার কথা আর মুখেও আনলো না। আলী এটা বুঝতে পারলো, তবু আলীও সে প্রসঙ্গ টানতে আর চাইলো না। যা সংগত নয়, তা নিয়ে পুনরালোচনার পক্ষপাতী সে ছিল না। তা ছাড়া, বাণী তার ভিন্‌জাতীয় সহপাঠিনী মাত্র। পড়াশুনা ছেড়ে দিলেই বা পাশ করে বেরিয়ে গেলেই-আর পাঁচজন সহপাঠির মতোই বাণীর সাথেও আর তার কোন

www.pathagar.com

সম্পর্ক থাকবে না। অন্যান্য সহপাঠিদের সাথে তবু কালে-ভদ্রে দেখা-সাক্ষাত হলেও হতে পারে, কিন্তু বাণী ভারতে চলে গেলে সে সম্ভাবনাও আর থাকবে না। কাজেই কি প্রয়োজন অধিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে। তাকে ভালো লাগে বাণীর, বাণীকেও তার ভাল লাগে-এটা ঠিক। কিন্তু তাদের এই সাময়িক ভাল লাগাকে অধিক গড়াতে দিলে, তার পরিণাম নিতান্তই করুণ বই মধুর কখনো হবে না। অকালের এই অসম ভাল লাগা মনের মধ্যে চেপেই কেবল রাখা যায়, বাইরে আসতে দেয়া যায় না। মুহম্মদ আলী এ বয়সেই এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। কাজেই বাণী যদি আস্তে আস্তে এইভাবে কেটে পড়ে পড়ুক। সেটা কিছুটা বেদনাদায়ক হলেও, ভবিষ্যতের করুণ পরিণতির কথা ভেবে, মুহম্মদ আলী এবেদনা সহ্য করতে প্রস্তুত। বাণীর প্রতি সেও তাই যথা সম্ভব স্বাভাবিক আচরণই করতে থাকলো। অতঃপর আগের সে উষ্ণতা আর প্রকাশ করতে গেল না।

এটা বাণীরও নজর এড়ালো না। বাণীর ধারণা ছিল, তার রাগটা বুঝতে পারবে আলী আর তা বুঝতে পেরে আলী যেচে এসে তার মান ভাঙ্গানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু তা না করে আলীও ঠাণ্ডা আচরণ করতে লাগলো দেখে বাণীর পড়ে যাওয়া রাগটা আবার ধিকি ধিকি জ্বলে উঠতে লাগলো। আর কিছুদিন এইভাবে চললে তার এ রাগটা হয়তো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতো একদিন। কিন্তু ইতিমধ্যেই চলে এলো দূর্গাপূজার ছুটি। একমাস কয়েকদিনের জন্যে স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বন্ধ হলো তাদের দৈনন্দিন দেখা-সাক্ষাত ও কথাবার্তা। এই দীর্ঘ সময়ের জন্যে তারা দুজন দুজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ভাঙ্গী হলো দুজনেরই মন।

ছুটির পরে স্কুল খুললেই সামনে এলো বার্ষিক পরীক্ষা আর সেজন্যে পড়াশুনার ভীষণ চাপ। এরই মধ্যে আলী একদিন অপরাধীর কণ্ঠে বললো– তুমি আমার উপর ভয়ানক রেগে আছো, তাই না?

বাণীর ইচ্ছে হলো, আগ্নেয়গিরির মতো সে ফেটে পড়ে একথায়। কিন্তু পরীক্ষার পড়ায় আলীর বিঘ্ন ঘটবে চিন্তা করে সে অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে বললো– না রাগ আর কোথায়! তুমি বদলে যাচ্ছো দিন দিন-এইটেই অবাক হয়ে দেখছি!

করুণ নয়নে চেয়ে আলী বললো– বাণী!

আলীর সে চাহনি অন্তরস্পর্শ করলো বাণীর।

সে এক অসহায় চাহনি। এ চাহনির অর্থ বাণীর কাছে অস্পষ্ট রইলো না। তার তামাম রাগ পড়ে গেল। আলীর এ অসহায়ত্ব মোচন করার প্রচেষ্টায় না গিয়ে বাণী তাকে উৎসাহ দিয়ে বললো– থাক-থাক, সামনে পরীক্ষা। এসব কথায় এখন কান না দিয়ে ভাল করে পড়াশুনা করো। আগের মতোই তাক লাগানো রেজাল্ট যদি করতে পারো, তাহলে আমার আর কোন রাগই থাকবে না।

পরীক্ষায় তাক লাগনো রেজাল্টই করলো আলী। অভাবনীয় ভাল রেজাল্ট করে সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। সাবাস-সাবাস করতে লাগলো সকলে। কিন্তু আনন্দিত হওয়ার সুযোগ আলীর তবু ছিল না। রেজাল্ট হওয়ার পরেই আলী আবার

www.pathagar.com

দুশ্চিন্তার সাগরে তলিয়ে যেতে লাগলো। সত্যি-সত্যিই তার বৃত্তি আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তিন মাস পরপর বৃত্তি আসে। কিন্তু তৃতীয় কিস্তি ও বছরের শেষ কিস্তি কোনটাই আর এলো না। সে এখন একেবারেই কপর্দকহীন। জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে সবগুলোই। ক্লাশ নাইনে উঠা মনেই এখন তাকে ম্যাট্রিকুলেশানের সিলেবাস অনুযায়ী নতুন বইপুস্তক কিনতে হবে অনেকগুলো। অনেক দাম সেগুলোর। বৃত্তি নাই। নতুন সরকারও এ ব্যাপারে নীরব। সরকার বড় বড় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। এসব ছোটখাটো আর খুঁটিনাটি-বিষয়গুলির দিকে এখনো নজর দিতে পারেনি। তাই হেডমাস্টার মহাশয় মুহম্মদ আলীকে জানিয়েছেন, এসরকার বৃত্তি দেয়নি তোমাকে। কাজেই বৃত্তিজনিত সুবিধে আর তুমি পাবে না। এখন থেকে তোমাকে বেতন দিয়ে পড়তে হবে। সেই সাথে গেম্ ফি, লাইব্রেরী ফি-প্রভৃতি বাৎসরিক ফিগুলোও বছরের শুরুতেই জমা দিতে হবে। তবে ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশীপের দরখাস্ত করলে অবশ্যই তোমার স্কুলের বেতন মওকুফ করে দেয়া হবে। কিন্তু সেটা এখন নয়। নতুন বছরের তিন চার মাস পরে এনিয়ে মিটিং হয়। তখন দরখাস্ত মঞ্জুর করা হয়। যতদিন তা না হবে, ততদিন তোমাকে বেতন দিয়ে পড়তে হবে।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এমতাবস্থায় মুহম্মদ আলীর সেই মাতৃকুলের দূর সম্পর্কের আত্মীয়টা অসুখে পড়ে ইন্তেকাল করলেন। ফলে, সেখান থেকে সামান্য যে অর্থ সাহায্যের সম্ভাবনা ছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। একই সাথে মুহম্মদ আলীর লজিং গারজিয়ান মুহম্মদ আলীকে জানালেন, পরীক্ষা সামনে বলে আর কিছু বলিনি। এখন নতুন ক্লাশে উঠেছো, এবার নতুন একটা জায়গা ঠিক করে নাও বাপু। আর সাতটা দিনও রাখার সামর্থ আমার নেই।

চতুর্মুখী চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে মুহম্মদ আলী অবশেষে তার মৌলবি স্যারের শরনাপন্ন হলো। সব কথা শুনে মৌলবি সাহেব ম্লান কণ্ঠে বললো– মুসিবত যখন আসে তখন এই ভাবেই আসে। এ অবস্থায় তোমাকে আমি কি পরামর্শ দেবো? আমি নিজে একজন সামান্য মাইনের শিক্ষক। নিজের সংসারটাই চালাতে পারছিনে। প্রতিমাসেই ধার দেনা করে চলি। কাজেই, আগ্রহ থাকলেও, অর্থকড়ি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করার মতো কোনই সামর্থ আমার নেই। তবে তোমার জন্যে ভাল একটা জায়গীর আমি ঠিক করে দিতে পারবো আর ইনশাআল্লাহ দু'একদিনের মধ্যেই তা করে দেবো। অর্থকড়ির দিকটা নিজে তুমি দেখো। তোমার চাচার কাছে তুমি না হয় আবার যাও। তাকে ভাল করে ধরো।

সেখানে গিয়ে যে ফল কিছুই হবে না, মুহম্মদ আলী ছাড়া কেউই আর এটা অতটা বোঝে না। অর্থকড়ির দিকটা তার নিজের দেখা মানে, হাত-পা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ার অধিক কিছুই নয়। ফলাফল-লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে বিবাগী হয়ে যাওয়া। তার মেধা নিয়ে হৈ চৈ করার লোক অনেক আছে। কিন্তু বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়ায় কে? অবশ্য, বাণীকে একটু ইংগিত দিলেই তার সব সমস্যা এক পলকে উবে যায় ঠিকই, কিন্তু বাণীর সে আগ্রহ যে শুরুতেই বজ্রপাতে নিহত হবে, আলী এটা জানে।

www.pathagar.com

মাঝখানে খামাখা একটা কেলেংকারীই ঘটানো হবে মাত্র। আলী তাই বাণীকে এব্যাপারে কোন কথাই বললো না। আপন মনে একা একাই ঘুরতে লাগলো।

কিন্তু নজর যার অন্তরস্পর্শী, কিছুই তাকে বলতে হয় না। আপছে আপ্ সে সব কিছুই দেখতে পায় আর সব কিছুই তার নজরে এসে বিদ্ধ হয়। পরীক্ষার ফল বেরুনোর পর স্কুল বন্ধ ছিল ডিসেম্বর মাসের শেষ অর্ধেকটা। খুললো জানুয়ারী মাসের দুই তারিখে। মুহম্মদ আলী হতাশ হয়ে চলেই যেতো একদিকে। কিন্তু মৌলবি স্যার তাকে এমন একটা নতুন জায়গীর খুঁজে দিলেন, যা আটকিয়ে দিলো আলীকে। স্কুল সোজা নদীর ওপারেই সেই লজিং বাড়ি। একদম পারঘাটের উপরেই। মুহম্মদ আলীর রেজাল্টের খবর শুনে এই নতুন লজিং বাড়ির সকলে যারপরনাই মুগ্ধ হলো এবং সাদরে গ্রহণ করলো তাকে। উল্লেখ্য যে, তাদের একটি ছেলে ক্লাশ ফোরে পড়ে। তাদের আশা, মুহম্মদ আলীর মতো এমন একজন মেধাবী ছেলের কাছে তাদের ছেলে পড়াশুনা দেখিয়ে নিলে তাদের ছেলেও ঐ রকম মেধাবী হয়ে উঠবে। এতে করে তারা মুহম্মদ আলীকে আর কোথাও যেতে দিলো না, এক রকম আঁকড়ে ধরে রাখলো।

মুহম্মদ আলীরও তাই আর কোথাও যাওয়া হলো না। স্কুল খুললে আগের মতোই একখানা খাতা হাতে সে ক্লাশে চলে এলো। কিন্তু রোলকলের সময় মুহম্মদ আলীর নাম ডাকা হলো না। পরে কেরানি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আলীকে জানালেন, হেডমাস্টারের হুকুম চলতি মাসের বেতনসহ অন্যান্য বাৎসরিক ফি শোধ না করলে, কারো নাম নতুন খাতায় উঠবে না। এটা আলীর জন্যেই নয় কেবল, সবার জন্যেই এই নিয়ম।

আলী নীরব হলো। কিন্তু বাণীর নজর এড়ালো না। বাণীও ভালভাবে পাশ করে ক্লাশ নাইনে উঠেছে আর ক্লাশ করতে এসেছে। আলীর নাম ডাকা হলো না, এটা লক্ষ্য করলো বাণী। লক্ষ্য করলো আলীর কাপড় চোপড়ের অবস্থাও। ক্লাশ শেষে বাণী আলীকে ডেকে বললো– ক্লাশে আসা বাদ দেবে না তুমি। নাম না ডাকে না ডাকুক, ক্লাশ কামাই করবে না।

হুকুম জারী করার মতো কথাটা বলেই বাণী চলে গেল। বাণী না বললেও আরো কয়েকদিন আলীকে আসতেই হতো স্কুলে। স্কুলের সময় স্কুলে না এসে লজিং বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকা সম্ভবপর ছিল না। অতঃপর সে কি করবে-এব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আলী তাই আসতেই লাগলো স্কুলে।

ক্লাশ নাইনের ক্লাশরুমটা অপেক্ষাকৃত বড়। বেঞ্চ-হাইবেঞ্চ অনেক। ছাত্রও কিছুটা কম। বাণী এখন পৃথকভাবে পাতা পৃথক বেঞ্চে একাই বসে। বেশ বড় হয়েছে দুজনই। স্যারেরা তাই আলীকে বাণীর পাশে বসতে আর বলেন না। আলী বসে সবার পেছনে একদম শেষের বেঞ্চে। রোলকলের সময় তার নাম ডাকা হয় না। কাপড় জামার অবস্থাও করুণ। আলী তাই শরমে সামনে এসে বসেনা।

www.pathagar.com

সেদিন ছুটির পর আলী স্কুল থেকে বেরুলে, খাটো করে ধূতিপরা মাঝবয়সী এক লোক এসে আলীর সামনে দাঁড়ালো এবং আলীকে একটু ফাঁকে আসতে অনুরোধ করলো। ফাঁকে এসে আলী কারণ জিজ্ঞাসা করলে, লোকটি সবিনয়ে বললো– আপনার গায়ের মাপটা নেবো কত্তা। মানে জামা কাপড়ের মাপ।

আলী সবিস্ময়ে বললো– জামা কাপড়ের মাপ! আপনি কে?

লোকটি বললো– আমার নাম রাজ্যেশ্বর। রাজ্যেশ্বর দাস।

ঃ আপনি আমার জামাকাপড়ের মাপ নেবেন মানে?

ঃ আমি নেবো না কত্তা। নেবে এই লোক, মানে এই দরজি। ফিতে হাতে পাশে দণ্ডায়মান এক লোকের প্রতি ইংগিত করলো রাজ্যেশ্বর। মুহম্মদ আলী বললো– তা সে-ই বা নেবে কেন?

রাজ্যেশ্বর ব্যস্ত কণ্ঠে বললো– ওরে বাপ্‌রে। মা-মণির হুকুম। না নিয়ে উপায় আছে?

ঃ মা মণি! কে মা-মণি।

ঃ বাণী মা-মণি। বাণী রানী সরকার। ঐ যে আপনার সাথে পড়ে-ঐ মা-মণি।

থমকে গেল আলী। ফের বিস্মিতকণ্ঠে বললো– সে মাপ নিতে পাঠিয়েছে?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধুই কি মাপ নেয়া? আগামীকাল দুপুরের মধ্যে দুসেট জামা কাপড় রেডী করে আপনার কাছে পৌছানো চাই-ই। দুজন দরজি আজ থেকেই কাজ করবে। গড়বড় হলে আর রক্ষে নেই।

-বলেই রাজ্যেশ্বর দরজীকে বললো– দাঁড়িয়ে আছো কেন বাপু? চটপট মাপটা নিয়ে নাওনা?

দরজীটা এগুলো। আলী আপত্তি তুলে বললো– না-না, আমার জামা কাপড় লাগবে না। আমার জামা কাপড় সে দেবে কেন?

রাজ্যেশ্বর পুনরায় অনুনয় করে বললো– সে কথা তাকেই বলবেন কত্তা। দয়া করে মাপটা এখন দিন। আমাকে বিপদ থেকে রক্ষে করুন। যে হুকুমের হুকুম! এই হুকুমের এদিক ওদিক হলে আর কি রক্ষে আছে? আমার শ্রাদ্ধপিণ্ডি করে তবে ছাড়বে।

রাজ্যেশ্বর নাছোড়বান্দা হওয়ায়, মাপ দিতে বাধ্য হলো আলী। হিন্দু ছাত্রদের মতো মুসলমান ছাত্রেরাও বয়স অনুপাতে হাফপ্যান্ট আর ধূতি পরে। বিশেষ করে এস্কুলে এর ব্যতিক্রম পাওয়া ভার। মুহম্মদ আলী মুন্‌শী ঘরের ছেলে। চাচা আবিদ আলীটা অমানুষ হলেও, আলীর বাপ দাদারা সকলেই রক্ষণশীল মুসলমান। আলী তাই ধূতি-হাফপ্যান্ট-এর কোনটাই পরে না। তার প্রিয় পোষাক পায়জামা আর হাফশার্ট। রাজ্যেশ্বরের নির্দেশে দরজী ঐ পায়জামা আর হাফ-শার্টেরই মাপ নিয়ে চলে গেল।

বাণীর সাথে একটা বোঝাপড়া করার জন্যে পরের দিন আলী ব্যস্তভাবে স্কুলে এলো। কিন্তু ক্লাশে ঢুকে দেখলো, বাণী অনুপস্থিত। স্কুলে সে আসেনি। ক্লাশ শুরু হয়ে শেষ হতে চললো, তবু সে এলো না। হতাশ হলো আলী। ছুটির পর লজিং

www.pathagar.com

বাড়িতে যাওয়ার পথে আবার তার সামনে এলো রাজ্যেশ্বর। রাজ্যেশ্বরের হাতে ইস্ত্রি করা নতুন দুটি পায়জামা আর দুটি হাফশার্ট।

বিব্রত হলো আলী। নিদারুণ আপত্তি সত্বেও রাজ্যেশ্বর সেগুলো জোর করেই আলীর হাতে ঠেশে গুঁজে দিলো। বললো- 'আপনি না নিলে মা মণির হুকুম, আপনার লজিং বাড়িতে গিয়ে এগুলো রেখে আসতে হবে আমাকে।'

এতে ব্যাপারটা আরো দৃষ্টিকটু হয়ে উঠবে বুঝে, আলী অনিচ্ছা সত্বেও গ্রহণ করলো সেগুলো।

পরেরদিন মুহম্মদ আলী ক্লাশে এসে দেখলো, সেদিনও বাণী অনুপস্থিত। আরো সে তাজ্জব হয়ে দেখলো, রোলকলের সময় তার নাম ডাকা হলো এবং সবার আগে ডাকা হলো তার নাম। ঘটনা কি জানার জন্যে টিফিন পিরিয়ডেই আলী দেখা করলো কেরানি সাহেবের সাথে। কেরানি সাহেব জানালেন, বাণীর এক লোক এসে সব টাকা শোধ করে দিয়ে গেছে। আলী তার কারণ জানতে চাইলে কেরানি সাহেব বললেন– কারণ আবার কি বাবা? তোমার মতো এমন একজন ব্রিলিয়ান্ট ছেলের পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে দেখে সে শোধ করেছে স্কুলের পাওনা। তারা বড়লোক মানুষ, এ কয়টা টাকা তাদের কাছে কিছুই নয়।

আলী বললো- কিন্তু-

কেরানি সাহেব জোর দিয়ে বললেন– কিন্তুর কিছুই নেই। তার দয়া হয়েছে তাই শোধ করেছে টাকা কয়টা। তোমার মতো ছেলের পড়াশুনার ব্যাপারে কেউ যদি কিছু অর্থ সাহায্য করে, তোমার তাতে আপত্তি করার কি আছে?

কেরানি সাহেবের সাথে আলী আর এ নিয়ে অধিক কথায় গেল না। থলের বিড়াল বেরিয়ে আসার ভয়ে সে নীরবে চলে এলো সেখান থেকে।

কি এক কারণে সকাল সকাল ছুটি হলো সেদিন। টিফিন পিরিয়ডের পর আর মাত্র একটা ক্লাশ হলো। ছুটির পর তখনই লজিং বাড়িতে না গিয়ে আলী ভাবতে লাগলো– বাণীর খবরটা কিভাবে নেয়া যায়। এই সময় তার এক মুসলমান সহপাঠী এসে বললো– এত সকালে ফিরে গিয়ে কি করবে? চলো পূজা দেখিগে।

আলী বললো– পূজা! কোথায় আর কিসের পূজা?

ছেলেটি বললো– বাণীদের বাড়ির পেছনেই পূজা হচ্ছে। তাদের নাকি ঘরোয়া পূজা। সত্য নারায়ণ না কিসের পূজা হচ্ছে ধুমধামে। স্কুলে আসার সময় দেখলাম, বহুলোকের ভিড় আর বিরাট ধুমধাম। ঢাকের শব্দ শুনতে পাচ্ছো না? ঐ পূজারই বাজনা। চলো যাই, কি হচ্ছে দেখিগে।

এসব পূজা অর্চনায় আলী বিশেষ যায় না। কিন্তু বাণীদের বাড়ির পেছনে শুনেই আলী এককথায় রাজী হলো। গিয়ে দেখে, বাণীদের বাড়ির একেবারেই পেছনে নয়, একদম তাদের দালানের সাথে সংলগ্ন এক আঙ্গিনায় এই পূজা হচ্ছে। তারা যখন এলো, তখন পূজা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। শুরু হয়েছে প্রসাদ বিতরণ। ভিড় করে অনেক লোক প্রসাদ নিচ্ছে আর চলে যাচ্ছে। একপাশে দাঁড়িয়ে আলী এসব দেখতে

www.pathagar.com

লাগলো। দেখতে লাগলো আর দোতলা দালানটির এদিকের দেয়াল ঘেঁষে উপবিষ্ট মেয়েদের দিকে মাঝেই মাঝেই তাকাতে লাগলো। উদ্দেশ্য, বাণীর হদিস করা। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সে অন্য দিকেও অনেকবার তাকালো। কিন্তু বাণীর কোন সন্ধান পেলো না। প্রসাদ বিতরণ শেষে লোকের ভিড়ও আস্তে আস্তে কেটে গেল। ফাঁকা হয়ে এলো পূজার আঙ্গিনা। আলীর সেই সঙ্গীটিও কোথায় যেন হারিয়ে গেল এর মধ্যে। ফলে আলীও হতাশ হয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হলো। ঠিক এই সময় রাজ্যেশ্বর নামের ঐ লোকটি দ্রুতপদে আলীর কাছে এলো এবং ব্যস্তকণ্ঠে বললো– আসুন কত্তা, বাণী মা-মণি আপনাকে ডাকছেন, তাড়াতাড়ি আসুন।

চমকে উঠলো আলী। বললো– বাণী! কোথায় সে?

রাজ্যেশ্বর বললো– ভেতরে। মানে এই দালান ঘরের মধ্যে।

ঃ দালান ঘরের মধ্যে!

ঃ হ্যাঁ, সেখানেই আপনাকে নিয়ে যেতে বললেন।

ঃ তার মানে? একদম বাবুদের ঘরের মধ্যে?

ঃ আজ্ঞে না। এটা পৃথক ঘর। বাবুদের ঘর ঐদিকে-মানে আরো ভেতরে।

রাজ্যেশ্বরের হাত এড়াতে না পেরে সংকুচিতভাবে রাজ্যেশ্বরকে অনুসরণ করলো আলী। বুক তার ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো। এইতো-এইতো করতে করতে রাজ্যেশ্বর তাকে একদম উপরতলায় নিয়ে এলো। উপরতলায় এসে আলী দেখলো, আলো বাতাসে ভরপুর খোলা মেলা এই উপর তলার ঘরটি। দেখলো, একটা জলচৌকির উপর বসে আছে বাণী। তার পাশে একজন প্রৌঢ়া গোছের মহিলা। আলীকে দেখেই হেসে উঠলো বাণী।

বললো– এসো আলী, এসো-এসো।

এরপর ঐ মহিলাটিকে বললো– মাসী, তুমি এখন যাও। যা বললাম তাই করো।

রাজ্যেশ্বরও ফিরে যেতে লাগলো। তাকে উদ্দেশ্য করে বাণী বললো– ওদিকে একটু নজর রেখো, বাসন কোশন যেন হারায় না।

রাজ্যেশ্বর ও মহিলাটি চলে গেল। বাণীর নিকটেই একটা টুল পাতা ছিল। আলীকে সেখানে বসার ইংগিত করে বাণী হাসি মুখে বললো– খুব অবাক হয়ে গেছো, তাই না?

বসতে বসতে আলী বললো– হ্যাঁ, অবাক বলে অবাক!

এসব তুমি কি শুরু করেছো প্রতিদিনই আমাকে যে ভীষণ চমকিয়ে দিচ্ছো।

ঃ চমকিয়ে দিচ্ছি?

ঃ ভীষণ চমকিয়ে দিচ্ছো। তোমাকে দু'দিন ক্লাশে না পেয়ে বাধ্য হয়ে এদিকে এসেছি তোমার খোঁজেই। এসবের কারণ কি?

ঃ দুদিন ক্লাশে যাইনি এই পূজার কারণে। আমিই এর অধিক উদ্যোগী কিনা। কাল থেকে আবার ক্লাশে যাবো।

ঃ তা যাবে যাও। কিন্তু তোমার মতলবটা কি? আমাকে কি শেষে ফাঁশিয়ে দেবে তুমি?

www.pathagar.com

বাণী আবার হাসিমুখে বললো– একটু আধটু নয়। একেবারেই ফাঁশিয়ে না দিলে তোমার সংকোচ কাটবে না।

ঃ তাই বুঝি ডেকে আনলে এখানে?

ঃ হ্যাঁ, জানালা দিয়ে দেখলাম, তুমি দাঁড়িয়ে আছো ভীড়ের মধ্যে। সেই ছেঁড়া জামাকাপড় পরণে। আমার দেয়া জামাকাপড় পরোনি কেন তুমি?

ঃ পরবো কি করে? লোকে বলবে কি?

ঃ যা বলে বলুক, তাতে তোমার কি আসে যায়?

ঃ অনেক খানি আসে যায়। আমারই নয় কেবল, তোমারও আসে যায়। এটা চাপা থাকবে না বেশি দিন। শিগিরিই জানাজানি হয়ে যাবে।

ঃ হোক। চাপা তো রাখতে চাইনে আমি।

ঃ তার মানে! তোমার এতে ভয় নেই?

ঃ না।

ঃ তোমার দাদাদের ভয় করো না তুমি?

ঃ না। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে তাকে ভয় করবো কেন, আর তাদের কথা মানবোই বা কেন?

ঃ তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কি রকম?

ঃ রকম আবার কি? আমি তোমাকে ভালবাসি আর তাই আমি তোমাকে পড়াবো।

ঈষৎ চমকে উঠে আলী বললো– তুমি আমাকে ভালবাসো?

বাণী নির্লিপ্তকণ্ঠে বললো– বাসিই তো। না বাস্‌লে কি অম্‌নি তোমাকে পড়াতে চাচ্ছি?

ঃ তারপর?

ঃ তুমি মানুষের মতো মানুষ হয়ে দশজনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াবে আর আমি বুক ফুলিয়ে তা দেখবো।

ঃ তাতে তোমার লাভ?

ঃ ঐ যে বললাম, আমি আনন্দভরে তা দেখবো।

আলী সাহস করে বললো– শুধু ঐ টুকুই? তারপর আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে না তোমার?

একটু থেমে বাণী বললো– এ্যাঁ! বিয়ে? হ্যাঁ তা হতেই পারে। অবশ্যই হতে পারে। তুমি তো একটা লোভনীয় বর হয়ে যাবে তখন।

ঃ তখন কি করবে? আমাকে বিয়ে করবে?

ঃ পরে সেটা দেখবো। আগে পড়াইতো।

উপেক্ষার হাসি হেসে আলী বললো– পাগল কাঁহাকার! পড়ার খরচ দিতে লাগলেই লাঠি নিয়ে বেরুবেন যার দাদারা, তার মাথায় কত কল্পনা!

www.pathagar.com

ঃ আরে! বার বার এক কথা! কতবার বলবো, তাঁদের আপত্তি মানতে আমি বাধ্য নই। তাঁদের কি অধিক পরোয়া করি আমি?

ঃ তাজ্জব! তাদের পরোয়া করো না তুমি?

ঃ না, অধিক করিনে।

ঃ তাদের প্রতি তোমার ভক্তিশ্রদ্ধা নেই?

ঃ আছে, তবে অধিক নয়।

ঃ অধিক নয় কেন?

ঃ আমার প্রতি তাদের স্নেহটা অধিক নয়। তাই।

ঃ সে কি। তোমাদের মধ্যে তাহলে তেমন বনিবনা নেই?

ঃ খুব একটা নেই।

ঃ তাহলে একসাথে আছো কি করে? তাঁরা তোমাকে দুর দূর করেন না?

ঃ করতেন, যদি লাভের ব্যাপারটা না থাকতো।

ঃ লাভ!

ঃ হ্যাঁ, আমাকে একসাথে আর এক অন্নে রাখাতে অনেক লাভ তাঁদের।

ঃ বলো কি! ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলোতো?

ঃ আমাদের এই জমিদারীর এক সিকির মালিক আমি একাই। বাদ বাকীর মালিক আমার এই দুই দাদা। আমি তো সেরেফ খাই দাই আর তাঁদের সাথে থাকি। তাই খরচের জন্যে আমার অংশের আয় থেকে যৎ সামান্য যা তাঁরা দেন, তাই আমি নেই। পুরোটা নিইনে। দূর দূর করে আমাকে দূর করে দিলে যে ঐ সিকি অংশের আয়টা পুরোই হাতছাড়া হয়ে যাবে। আয়টা তো নেহাত কম নয়। হিসেব করলে অনেক টাকা। অবাক হয়ে বাণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো আলী। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না। বাণী স্মিতহাস্যে বললো– কি ভাবছো?

আলী বললো– ভাবছি, তুমি কি করে জমিদারীর সিকি অংশের মালিক হলে? তোমরা কি সব এক বংশের নও?

মানে, তোমার দাদারা কি তোমার নিজের দাদা নন?

ঃ না, তাঁরা আমার সৎ দাদা। এক বাপ, দুই মা।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আমার মা দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ আমার বাবার ছোট স্ত্রী।

আমি আমার মায়ের একমাত্র সন্তান। আমার দাদারা আমাকে সুনজরে না দেখায় আর ভীষণ অবজ্ঞা করায়, আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার বাবা আমাকে তাঁর জমিদারীর এক চতুর্থাংশ দলিল করে দিয়ে গেছেন। দাদাদের দয়ার উপর আমাকে ফেলে রেখে যাননি।

ঃ যাননি মানে?

ঃ উনি কলিকাতায় থাকতেন। আমাদের কলিকাতার বাড়িতে।

ঃ তাহলে উনি কি এখন জীবিত নেই?

www.pathagar.com

ঃ না। অনেক আগেই তিনি মারা গেছেন। জমিদারীর ঐ অংশটা যদি আমাকে না দিয়ে যেতেন, তাহলে কি এবাড়িতে থাকা আমার হতো? অনেক আগেই দূর হয়ে যেতে হতো। আমার সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেন তাঁরা!

ঃ যে ধারণা! কি রকম?

ঃ তাঁরা ভাবেন অর্থাৎ আমার এই দুই দাদা মনে করেন, আমি তাঁদের বংশের মেয়ে নই। আমি মুসলমানের মেয়ে।

যারপরনাই তাজ্জব হলো আলী। দু'চোখ বিস্ফারিত করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বললো– সেকি? এমন মানুষ তোমার দাদারা? তোমার মায়ের চরিত্র নিয়েও-

বাণী বাধা দিয়ে বললো– নানা, আমার মায়ের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁদের কোন অভিযোগ নেই। তাদের অভিযোগ-আমি আমার মায়ের পেটের মেয়ে নই। আমার মায়ের পেটে আমি জন্ম গ্রহণ করিনি।

ঃ কি সাংঘাতিক! তোমার মাও কি তাই মনে করেন?

ঃ আরে না-না, আমার মা তো ননই, এই দুই ভাই ছাড়া আমাদের বাড়ির আর কেউই এমন ভাবনা ভাবেন না। শুধু বাড়িরই নয়, এ দুনিয়ার আর কেউই ভাবেন না।

ঃ তাহলে তাঁরা ভাবেন কেন?

ঃ বাতিক। মনের ব্যারাম। কোথা থেকে কি শুনে তাদের মনে ঐ ব্যারাম ঢুকেছে।

ঃ তাজ্জব! কি ঘটনা বল তো? সত্য মিথ্যা যা-ই হোক, একটা সূত্র তো আছে এর?

ঃ ফালতু-ফালতু। ফালতু একটা প্রসঙ্গ মানে ঘটনা থেকে এমন একটা ধারণা পোষণ করেন তাঁরা। তারাও তাঁদের ধারণা সম্বন্ধে নিশ্চিত নন। একটা উড়ো উড়ো সন্দেহ মাত্র।

ঃ সেই ফালতু প্রসঙ্গ বা ঘটনাটা কি? সেটা কি বলা যায় না?

ঃ যায়-যায়। যাবে না কেন? তবে সে অনেক কথা। আজ আর সময় হবে না, আর একদিন শুনো।

ঃ আর একদিন?

ঃ হ্যাঁ। মূল কথা হলো, আমার দাদাদের এই ফালতু মনোভাবের জন্যেই আমার বাবা আমার ব্যবস্থা করে গেছেন। মানে, স্বাবলম্বী করে গেছেন আমাকে।

ক্ষণকালের জন্যে নীরব হলো মুহম্মদ আলী। পরে প্রশ্ন করলো-তোমার মা তো বেঁচে আছেন, না কি বলো?

বাণী ম্লান মুখে বললো– না, বছর তিনেক আগে তিনিও মারা গেছেন। আমি এখন তোমার মতোই এতিম।

ঃ আশ্চর্য! ব্যাপারটা তো তাহলে তাই দেখছি।

ঃ ও সব কথা থাক। আসল কথা হলো, পড়াশুনাসহ তোমার যাবতীয় খরচ এখন থেকে আমি বহন করবো। তুমি শুধু মন দিয়ে পড়াশুনা করবে-ব্যস।

ঃ আর তোমার দাদারা?

www.pathagar.com

তাদের আরো শুনিয়ে শুনিয়ে বলবো, আলীকে আমি ভালবাসি আর তাই তাকে পড়াচ্ছি।

ঃ এরপরও তোমার দাদারা তোমাকে এক অন্নে রাখবেন? সমাজের ভয় নেই কি তাঁদের?

ঃ না রাখলে বয়েই গেল। রাজুকাকা আর কুসুমবালাকে নিয়ে সেই দিনই পৃথক হয়ে যাবো। রাজুকাকা বেঁচে আছেন যতদিন, ততদিন কার সাধ্য আমার উপর টুঁ শব্দটি করে।

ঃ রাজুকাকা! তিনি আবার কে?

বাণী এবার হেসে বললো– চিনলে না? রাজ্যেশ্বর কাকা। যে তোমাকে ডেকে আনলো এখানে, সেই লোক।

ঃ আর কুসুমবালা?

ঃ এই তো, আমার পাশেই যে মেয়েটি বসেছিল, সে-ই কুসুমবালা। আমি তাকে মাসি বলে ডাকি। রাজুকাকা আর কুসুমবালা ছোটকাল থেকেই আমাদের বাড়িতে আছে আর আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। আমার বাবা-মা দুজনই মরে যাওয়ার সময় এদের হাতেই দিয়ে গেছেন আমাকে।

এরই মধ্যে ফিরে এলো কুসুমবালা। হাতে তার থালাভর্তি ফলমূল ও মিষ্টি। বাণীর হাত এড়াতে না পেরে, নাস্তাপানি সেরে আলীর সেদিন ফিরে আসতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল।

৩

কথায় বলে, "নেসেসিটি নোজ নো ল"। প্রয়োজন নিয়ম মানে না। লেখাপড়া করতে হলে অর্থ চাই আলীর, তা যেভাবে আর যেখান থেকেই আসুক। আলীর উদ্দেশ্য সৎ। অর্থাৎ বিদ্যা অর্জন করা। সেক্ষেত্রে বলতে হয় "এন্ড জাস্টিফাইজ্ মীন্স্"। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য সৎ হলে, সেই সৎ উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে বাঁকা-সোজা সকল পথকেই জায়েজ বলে মনে করেন মনীষীরা। বাণীর সহায়তায় লেখাপড়া করার চেয়ে, অর্থকড়ির অভাবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বাইরে ঘুরে বেড়ানো, আলীর জন্যে কোন শ্রেয় কাজ নয়। তাছাড়া, মেয়েছেলে হয়ে বাণী যদি বদনাম-বিদ্রূপ-বিরোধিতা সামাল দিতে পারে, বেটাছেলে হয়ে আলী তা পারবে না কেন? এসব চিন্তা করে বাণীর দৃঢ়তার কাছে হার মানলো আলী। মুন্শী মুহম্মদ আলী। নিজেকে সঁপে দিলো বাণীর হাতে। বাণীর ইচ্ছা-নির্দেশ মতোই সে চলতে লাগলো অতঃপর। গ্রহণ করতে লাগলো তার আর্থিক ও সর্ববিধ সহায়তা।

www.pathagar.com

ফলাফল চিরাচরিত। যে দেশের যে রীতি তার সহজে ব্যতিক্রম ঘটে না। প্রথমে দু'চারদিন কেউ কিছু লক্ষ্য না করলেও, এর পরে পরেই অনেকের নজর এলো এদিকে। শুরু হলো গুঞ্জরণ আর কানাকানি। এটা জানাজানি হতে লাগলো ক্রমেই। গরীব আলীর নতুন জামাকাপড়, নতুন বইপুস্তক আর আর্থিক সচ্ছলতা দেখে তার সহপাঠিরা কিছুটা বিস্মিত হলেও এর উৎস খুঁজতে গেল না। তারা ভাবলো, পর পর দুবার অসম্ভব রকম ভাল রেজাল্ট করারই সুফল এখন ভোগ করছে আলী। কিন্তু উৎসের খোঁজে তৎপর হয়ে উঠলেন আলীর শিক্ষক সাহেব ও শিক্ষক মহাশয়েরা। স্কলারশীপ বন্ধ হওয়ার পরও আলীর এই সচ্ছলতা এবং আগের চেয়েও অধিক সচ্ছলতা দেখে তাঁরা এর কারণ জানতে চাইলেন। মৌলবি স্যার জানতে চাইলেন- এটা আলীর সেই সৎ-চাচারই অনুগ্রহের ফল কিনা! সত্যভাষী আলী কোন লুকোচুরিতে না গিয়ে অকপটে জানালো, তার ক্লাশ ফ্রেণ্ড বাণীই তার অর্থ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। তার কাছ থেকেই সে নিয়মিত-ভাবে অর্থ সাহায্য পাচ্ছে।

এমন একজন মেধাবী ছাত্রের পড়াশুনার একটা সুরাহা হলো দেখে মৌলবি সাহেবসহ সৎ শিক্ষকগণ খুবই খুশি হলেন এবং জমিদার কন্যা বাণী রানীর এই বদান্যতার ভূয়ষী প্রশংসা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছু বাঁকা মনের মুসলিম বিদ্বেষী শিক্ষক এ খবরে থমকে গেলেন। সংগে সংগে তাঁরা এর অপব্যাখ্যা শুরু করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন তুললেন বাণীর ও আলীর চরিত্র নিয়ে। শুরু হলো কানাঘুঁষা এবং এটা ক্রমেই ছাত্র মহল ও সাধারণ মহলে বিস্তার লাভ করলো। দিন যতই যেতে লাগলো এই কানাঘুঁষা ও গুঞ্জরণ ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করতে লাগলো। বাণী আর আলী প্রেম সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে-এই মর্মে কিছু কোমল-মতি ছাত্র হাসাহাসি শুরু করলো। বাইরের সমাজ, তথা গৌরীপুর গ্রামের হিন্দু সমাজ, এটাকে হাসাহাসির পর্যায়ে না নিয়ে এর বিরুদ্ধে খড়গ হাতে তুলে নিলো। বলতে লাগলো, এটা তাদের হিন্দু সমাজের বদনাম এবং জমিদার বাবুদের কুলে কলংক লেপন। ফলে এর বিহিতকল্পে তারা কোমর বেঁধে ফেললো। তাদের অভিযোগ, আলীই ফুস্‌লিয়ে ফুস্‌লিয়ে বাণীকে বিপথগামী করেছে আর করছে। তাই তারা প্রথমে হানা দিলো স্কুলে। আলীর মতো একজন চরিত্রহীন ছেলেকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করার জন্যে হেডমাস্টার ও অন্য শিক্ষকদের উপর চাপ সৃষ্টি করলো। অনুদার ও বিদ্বেষী শিক্ষক কয়জনও এদের পক্ষ নিলো।

কিন্তু বহিষ্কার করার মতো আলীর কোন দোষ খুঁজে না পেয়ে হেড মাস্টার বিপাকে পড়ে গেলেন। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে পুনঃপুনঃ দেখেও আলী ও বাণীর মধ্যে কোন আপত্তিকর বা অশোভন আচরণের লেশমাত্রও খুঁজে পেলেন না তিনি। এই সাথে, একজন মেধাবী ছাত্রকে অর্থ সাহায্য করাটা প্রশংসার চোখে না নিয়ে এমন বাঁকা আর হীন চোখে কেন নেয়া হচ্ছে-এই মর্মে মৌলবি সাহেব ও সৎ শিক্ষকবৃন্দ প্রতিবাদ তোলায় হেড্‌মাস্টার মহাশয় অবশেষে খামুশ্ হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু খামুশ হলো না হিন্দু সমাজের কিছু শুচিবায়ুগ্রস্ত উগ্রপন্থী লোক। স্কুলে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে তারা এবার ভর করলো বাণীর দুই দাদার ঘাড়ে। আওয়াজ তুললো-বাণীর অর্থকড়ি যদি এতই বেশি হয়ে থাকে, তাহলে হিন্দু সমাজে গরীব ছেলের অভাব নেই। তাদের অর্থসাহায্য না করে একজন ম্লেচ্ছ জাতির ছেলের জন্যে বাণীর এমন অকাতরে অর্থ খরচ করাটা কিছুতেই উপেক্ষা করার ব্যাপার নয়। বাণীর এটা সেরেফ বদান্যতাই নয়, এর পেছনে যথেষ্ট কেলেংকারীর ব্যাপার আছে। শিগ্গিরই এর প্রতিকার না করলে শুধু জমিদার বংশেরই নয়, এ অঞ্চলের হিন্দকুলের জাতি ধর্ম অথৈ সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যাবে।

বাণীর দাদা বীরেন বাবু ও নীরেন বাবুর কানে এসব কথা ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছিল। উগ্রপন্থীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁরা খোঁজ নিয়ে বুঝলেন, আলীর প্রতি বাণীর সত্যিই একটা দুর্বলতা আছে। আলীকে যে বাণী একাধিকবার তাদের বাড়িতে এনেছে-এ প্রমাণ তাঁরা পেলেন। বাড়ির দাস দাসীদের মাধ্যমেই এটা তারা অবগত হলেন। আরো তারা নিশ্চিত হলেন বাণীকে প্রশ্ন করে। বাণী তাঁদের নির্দ্বিধায় জানালো, আলী একজন মেধাবী ছেলে এবং ভাল্ ছেলে। আলীকে তার ভাল লেগেছে আর তাই সে আলীর পেছনে অর্থ খরচ করছে। বাণীর দাদারা এই খরচের বিরোধিতা করতে চাইলে বাণী দৃঢ়কণ্ঠে বললো– আমার কোন খরচের ব্যাপারে কারো কোন কথা শুনতে বা মানতে আমি বাধ্য নই।

বাণীর বড়দাদা বীরেণ বাবু অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথ সরকার সবিস্ময়ে বললেন– বাধ্য নও?

বাণী একই স্বরে বললো– না। জমিদারীর আয়ের টাকা আপনারা দেদার খরচ করছেন। কলিকাতায় বাড়ি বানাচ্ছেন নিজেদের নামে। ফূর্তিফার্তা আর আমোদ প্রমোদের পেছনে টাকা উড়াচ্ছেন দু'হাতে। আমি তার প্রতিবাদ করিনে। আমার খরচ নিয়ে আপনারা কথা বললে আমি তা মানবো কেন?

বাণীর এই উক্তিতে তার দাদারা হতবাক হয়ে গেলেন। সন্দেহ করলেন, তাঁদের পিতার আমলের প্রবীণ ম্যানেজার আশুতোষ বাবুই ইতিমধ্যে বাণীর চোখ খুলে দিয়েছে। নিজের অবস্থান আর অধিকার সম্বন্ধে বাণী তাই এখনই এতটা সচেতন হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে আর না গিয়ে বীরেন বাবু বললেন– তা খরচ করার কি আর খাত খুঁজে পেলে না? অস্থানে কুস্থানে টাকা ঢেলে লোক হাসানোর অর্থ কি?

বাণী বললো-অস্থান বলছেন কাকে? একজন মেধাবী গরীব ছাত্রের পেছনে টাকা খরচ করার নজীর এদেশে এই নতুন নয়। অনেক সদাশয় পুরুষ ও মহিলারাই এমন খরচ করে থাকেন।

বাণীর ছোটদাদা নীরেন অর্থাৎ নীরেন্দ্রনাথ সরকার সরোষে বললেন– তা খরচ করছো, করো। কিন্তু ঐ ভিন্‌জাতের ছেলের সাথে এত ফষ্টি নষ্টি কেন?

বাণীও পাল্টা প্রশ্ন করলো-ফষ্টি নষ্টি মানে?

ঃ মানে, তুমি নাকি ভালবাসো আলীকে?

www.pathagar.com

ঃ বাসিই তো। ভালছেলেকে ভালবাসবো নাতো ভালবাসবো কাকে?

নীরেন বাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-হুঁ! তাহলে যা শুনছি তা মিথ্যা নয়?

ঃ কি শুনছেন আপনি?

ঃ শেষ পর্যন্ত তুমি ঐ আলীকেই বিয়ে করবে-এ সন্দেহ অনেকেই করছে আর এ নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেকে অনেক বদনাম ছড়াতে শুরু করেছে।

ঃ তাই যদি ছড়ায় তারা, ছড়াক। দরকার হলে ঐ আলীকেই বিয়ে করে তাদের মুখে আমি কলুপ এঁটে-দেবো। ভেবেছে কি তারা? ভেবেছে বদনাম ছড়িয়ে ঘায়েল করবে আমাকে?

নীরেন বাবু আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

বীরেন বাবু হাত ইশারায় থামিয়ে দিলেন তাকে। পরে তাকে গোপনে বুঝিয়ে বললেন– বাণীর যে শক্ত মনোভাব বোঝা যাচ্ছে তাতে তাকে অধিক উত্যক্ত করলে, এখনই সে সম্পত্তি ভাগ করে নিতে চাইতে পারে। এতে আমরা অনেক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবো। একজন মুসলমান ছেলের প্রতি তার এই আগ্রহ দেখে ফের আমার মনে হচ্ছে, আসলেই সে আমাদের বংশের নয়। আমাদের রক্ত তার গায়ে নেই। কাজেই সে জাহান্নামে যায় যাক, এক্ষণে তাকে চটিয়ে কাজ নেই।

নীরেন বাবু তবু চিন্তিত কণ্ঠে বললেন– কিন্তু লোকজনের এই কুৎসা?

বীরেনবাবু বললেন– চিন্তা করে দেখি, কি করে এই দু'দিকটাই সামাল দেয়া যায়। মোদ্দা কথা, সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙে, এই কায়দায় চলতে হবে আমাদের এখন। যতদিন সম্ভব, জমিদারীটা ভাগ হওয়া ঠেকিয়ে রাখতেই হবে। সবশেষে বীরেনবাবু উগ্রপন্থীদের এই মর্মে বোঝালেন যে, অচিরেই তাঁরা কলিকাতায় চলে যাবেন। বাণী এখানে না থাকলে আপ্‌ছে আপ্‌ সব চুকে বুকে যাবে। এ কয়দিন ধৈর্য ধরতে হবে সবাইকে। যা ঘটেনি, ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মাত্র তাই নিয়ে অধিক হৈ চৈ করলে কেলেংকারীটাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে শুধু। তাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের আর জমিদার কুলের মান সম্মানই ক্ষুণ্ন হবে অনর্থক। সেই সাথে তিনি আরো বোঝালেন, বাণীর স্কুলে যাওয়া এই সময় হঠাৎ করে বন্ধ করলেও তার ফল হবে উল্টো। যা নয়, তা-ই হয় বলে যথার্থ রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।

এর ফলে আলোড়নটা থেমে গেল আপাতত।

মনের জ্বালা মনে নিয়ে নীরব হলো উগ্রপন্থীরা। বাণী ও আলীর পড়াশুনা আবার নির্বিঘ্নে চলতে লাগলো।

বাণীকে সরিয়ে নেয়ার গরজে যতটা না হোক, এদেশ ত্যাগ কবার গরজে বাণীর দাদা বীরেন্দ্রনাথ ও নীরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই কলিকাতায় যাওয়া আসা করতে লাগলেন। কিন্তু অন্যদের পক্ষে এদেশে বসবাসের পাট একেবারেই চুকিয়ে দিয়ে ভারতে চলে যাওয়া যত শিগ্গির সম্ভব ছিল, জমিদার বাবুদের পক্ষে তা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়িঘর যত শিগ্গির বেচে দেয়া যায়, একটা জমিদারী তত শিগ্গির বেচে দেয়া যায় না বা তার বিলি ব্যবস্থা করা দু'চার দিনে সম্ভবপর হয় না। নগদ

www.pathagar.com

টাকা পয়সা নিয়ে গিয়ে কলিকাতায় আবার নতুনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করা যতটা সহজ নতুন জমিদারীর পত্তন পাওয়া ততটা সহজ নয়। কাজেই, গৌরীপুরের অন্য বিত্তশালী লোকেরা যত সহজে দেশত্যাগ করতে লাগলেন, বীরেন বাবুদের মতো জমিদারেরা তা পারলেন না। গেলাম বলেই তাঁদের আয়ের একমাত্র উৎস জমিদারীগুলো এদেশে ফেলে রেখে এখানকার বসবাসের পাট একেবারেই চুকিয়ে দিতে পারলেন না।

দেশভাগ হওয়ার পর বীরেন বাবুরাসহ গৌরীপুরের জমিদারেরা একবার কলিকাতা একবার গৌরীপুর-এইভাবে বসবাস ও যাতায়াত করতে লাগলেন এবং জমিদারীগুলোর বিলিবন্দোবস্ত করার চেষ্টা তদ্বির করতে লাগলেন। নায়েব গোমস্তার উপর জমিদারীর প্রধান দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁরা আপাতত বসবাস করতে লাগলেন দুদেশেই। বীরেন বাবুরা দুভাইও পালাক্রমে দুদেশে যাতায়াত করতে লাগলেন। আপাতত সংসার তাদের চলতে লাগলো দুদেশেই।

দিন যেতে লাগলো। গৌরীপুর হাইস্কুলের মেধাবী হিন্দু ছাত্ররা সকলেই পশ্চিম বাংলা তথা কলিকাতার দিকে পাড়ি জমাতে লাগলো। স্কুলের হেডমাস্টার মহাশয়ও ইতিমধ্যে পাড়ি জমালেন ভারতে। তার পরে আর একজন হিন্দু হেড্‌মাস্টার এলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তিনিও দেশত্যাগ করলেন। মিঃ তলাপাত্র নামক জনৈক গ্রাজুয়েট সপ্তাহখানেক হেড্‌মাস্টারী করার পর উধাও হলেন তিনিও। স্কুল কমিটির কয়েকজন সদস্যও ইতিমধ্যে দেশত্যাগ করায় নতুন কমিটি গঠন করা হলো। এই নতুন কমিটিতে এবার কয়েকজন মুসলমান সদস্য অন্তর্ভূক্ত হলেন। এই নতুন কমিটির প্রথম কাজ হলো একজন হেড্‌মাস্টার নিয়োগ করা।

নতুন হেড্‌মাস্টার নেয়ার সময় গৌরীপুরের একজন সদ্য পাশ করা হিন্দু গ্রাজুয়েট ক্যান্ডিডেট হয়ে দাঁড়ালেন। ছাত্র হিসাবে তেমন কোন তুখোড় ছাত্র তিনি ছিলেন না। অপরদিকে একজন মুসলমান বি.এ. বি.টিও দরখাস্ত করলেন হেড্‌মাস্টারের পদে। গৌরীপুরের না হলেও, ঐ এলাকাতেই এই ভদ্রলোকের বাড়ি। দূরবর্তী এক হাইস্কুলের হেড্‌মাস্টার তিনি। এক্ষণে তিনি বাড়ির কাছে আসতে চান মর্মে দরখাস্ত করেছেন।

এই দুই দরখাস্ত নিয়ে কমিটির মিটিংএ শুরু হলো বিতর্ক। হিন্দু শিক্ষক ও কমিটির হিন্দু সদস্যরা ঐ নয়া গ্রাজুয়েটকে নিয়োগ করার পক্ষে সুপারিশ করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, এটা হিন্দুদের গড়া স্কুল আর হিন্দু ছাত্র এখনো বেশি। কাজেই, এখানে হিন্দু হেড্‌মাস্টার থাকুক, এই আমদের কথা। কিন্তু মৌলবি সাহেবসহ কমিটির মুসলমান সদস্যগণ এই বি.এ.বি.টি সাহেবকে নিয়োগ করার পক্ষ নিলেন। তাঁরা বললেন, একজন অভিজ্ঞ বি.এ.বি.টি হেডমাস্টার পাওয়া গেছে। তাঁকে বাদ দিয়ে সদ্য বি.এ পাশ করা এই হিন্দু ভদ্রলোককে নেয়ার কোন যুক্তি নেই। এই ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতা নেই, বি.টি ডিগ্রী নেই আর সব চেয়ে বড় কথা, একটু সুযোগ পেলেই ইনিও যে কোনদিন পাড়ি দেবেন ভারতে। ডিগ্রীধারী কোন হিন্দুই আর

www.pathagar.com

এদেশে থাকছেন না। সবাই তাঁরা সব সময় ঐ দেশের দিকে তাকিয়ে আছেন আর একের পর এক ঐ দেশে চলে যাচ্ছেন। এরকম অনিশ্চিতার মধ্যে আর থাকতে আমরা রাজী নই। কারা স্কুল গড়েছেন, কোন্ সম্প্রদায়ের ছাত্র এখনো বেশি-এসব কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। স্কুলের হিতাহিতটাই সবার অধিক বিবেচ্য বিষয়। স্কুলের মঙ্গলের জন্যে প্রয়োজন একজন অভিজ্ঞ ও স্থায়ী হেড্মাস্টার। কোন সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ এখানে প্রাধান্য পেতে পারে না।

শুরু হলো এই নিয়ে বিতর্ক। গৌরীপুরে বসবাসকারী অন্য এক জমিদার বংশের ছোটবাবু এই স্কুল কমিটির অন্যতম ও প্রভাবশালী সদস্য। এই বিতর্কে অংশ নিয়ে তিনি বললেন– অবশ্যই সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ এখানে প্রাধান্য পেতে পারে। সব কিছুরই একটা নিজস্ব ট্রাডিশান, মানে ধারা আছে। নিজস্ব ধারায় সব কিছু চলে। এতদিন এই স্কুল যেভাবে চলেছে এখনো সেভাবেই চলবে। এই স্কুল এই গৌরীপুরের হিন্দুরা প্রতিষ্ঠা করেছে আর এযাবত হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে। সুতরাং গৌরীপুরের হিন্দু প্রার্থী থাকতে, কোন শিক্ষকের বা হেডমাস্টারের পদ অন্য স্থানের আর অন্য জাতির কোন কাউকেই দেয়া যাবে না। হিন্দু সেন্টিমেন্ট্কে চিরদিনই অগ্রাধিকার দিতে হবে এখানে।

মফিজউদ্দীন নামের ইউনিয়ন বোর্ডের এক মুসলমান সদস্য এবং উচিত বক্তালোকও এই স্কুল কমিটির সদস্য ছিলেন। ছোটবাবুর এই উক্তির জবাবে তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন– তা বললেই কি হয় ছোটবাবু? কোন কিছুই চিরকাল একভাবে চলে না বা থাকে না। এই যে এই এলাকায়, মানে এই পূর্ব পাকিস্তানে এতদিন আপনারাই ছিলেন সর্বেসর্বা। আপনাদেরই প্রভূত্ব আর প্রাধান্য এতদিন এখানে চলেছে। এখন এটা পাকিস্তান। পাকিস্তানের একটা অংশ। এ এলাকা এখন মুসলমানদের পৃথক বাসভূমি। এখানে এখন মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাহলেই বুঝুন, সব কিছু চিরদিন একভাবে চলে না!

ছোটবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– বটে।

মফিজ সাহেব বললেন– সে প্রাধান্যের প্রশ্ন আনছিনে। ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং স্কুলের কল্যাণের দিকে তাকিয়েই আমি বলছি, ঐ বি.এ.বি.টি ভদ্রলোককেই নিন। আর নিতে হবে।

স্কুল কমিটির সদস্যদের মধ্যে মোহিনীবাবু নামের সদ্য কলিকাতা-ফেরত এক হিন্দু সদস্য ছিলেন। একথায় তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন– কি, এতবড় আপনার সাহস? ছোটবাবুর মুখে মুখে কথা বলেন আর হুকুম করেন তাঁকে? যাঁর মুখের দিকে এতদিন মুখ তুলে তাকানোর সাহস করেননি, যাঁর কথায় সাতবার উঠেছেন আর বসেছেন, তাঁর সাথে এভাবে কথা বলার সাহস আপনার কোথা থেকে হলো?

উত্তেজিত না হয়ে মফিজ উদ্দীন সাহেব সংযতকণ্ঠে বললেন– ঐযে বললাম, দিন চিরকাল একভাবে যায় না? এতদিন শুধু আপনারাই বলেছেন, এখন আমাদেরও কিছুকিছু বলার দিন এসেছে।

www.pathagar.com

মোহিনীবাবু আরো ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– আপনাদেরও বলার দিন এসেছে মানে? কি বলতে চান আপনি?

মফিজ সাহেব এবার দৃঢ়কণ্ঠে বললেন– বলতে চাই, হিন্দু সেন্টিমেন্ট্‌কে প্রাধান্য দেয়ার জন্যেই যদি ঐ হিন্দু ভদ্রলোককে নিতে চান, তাহলে আমি বাধ্য হয়েই বলবো, এটা এখন পাকিস্তান। সেন্টিমেন্টের প্রশ্ন তুললে, মুসলমান সেন্টিমেন্ট্‌ই এখন প্রাধান্য পাবে এখানে।

মোহিনী বাবু এবার ব্যঙ্গ করে বললেন– আহারে! পাকিস্তান পেয়ে সাপের কি পাঁচ পা-ই না দেখেছেন আপনারা! লাফাবেন না-লাফাবেন না। এ নিয়ে অধিক লাফাবেন না। কলিকাতায় গিয়ে যা শুনে আর বুঝে এলাম, তাতে আপনাদের এই পাকিস্তান কয়দিন টিকে, সেইটেই আগে দেখুন।

মুসলমান সদস্যেরা এ কথায় হতবাক হয়ে গেলেন। মফিজ সাহেব সবিস্ময়ে বললেন– টিকে মানে? পাকিস্তান টিকবে না?

ঃ গোটাটার কথা বলতে পারিনে। তবে এই পূর্ব পাকিস্তানের আয়ু যে বেশি দিনের নয়, এ ব্যাপারে আমি এক রকম নিশ্চিত। কলিকাতায় গিয়ে কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের কথা শুনেই তা বুঝতে পেরেছি আমি।

ঃ তাজ্জব! কি বুঝতে পেরেছেন আপনি?

ঃ আরে মিয়া, রাজা ওদিকে, রাজধানী ওদিকে, ক্ষমতা ওদিকে-সব ওদিকে। মানে পশ্চিম পাকিস্তানে। রাজা-রাজধানীহীন হাজার মাইল দূরের এই এক চিলতে মাটি স্বাধীন হয়ে টিকে থাকতে চাইলেই, টিকে থাকবে ভেবেছেন? কায়দা মতো ঐ বিশাল হিন্দুস্থান কাছার একটা বাড়ি মারলেই গাছ থেকে কাঁচা আম ছিটকে যাওয়ার মতো এই পূর্ব পাকিস্তান ছিটকে যাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। পাকিস্তানের নাম গন্ধও খুঁজে পাবেন না এখানে। মানে আপনাদের এই স্বাধীন আবাসভূমি আবার আমাদেরই পদানত হবে।

মোহিনী বাবুর মুখের দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর মফিজ সাহেব প্রশ্ন করলেন-খোয়াব দেখছেন নাকি?

মোহিনী বাবু জোরালো কণ্ঠে বললেন– খোয়াব নয়-খোয়াব নয়। তাপ দিলেই লোহা লাল হয় আর ঐ লাল লোহায় হাতুড়ীর ঘা মারলেই সেটা যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে বাঁকিয়ে নেয়া যায়, বুঝলেন? ভারতবর্ষের তামাম হিন্দুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনারা ইংরেজদের দ্বারা ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদ করে নিয়েছেন। এরপর কি ভেবেছেন-ভারতের নেতৃবৃন্দ নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকবেন?

তর্ক-বিতর্ক আর হৈ-চৈ এর মধ্যে দিয়ে অনেক সময় কেটে গেল। অবশেষে মুসলমান সদস্যদের দৃঢ়তার দরুণ ঐ বি.এ.বি.টি ভদ্রলোককেই হেড্‌মাস্টার পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে শেষ হলো মিটিং। হিন্দু সদস্যগণ মৌন সমর্থন দিয়ে নীরবে উঠে গেলেন মিটিং থেকে।

www.pathagar.com

মিটিং শেষে বেরিয়ে এসে মুসলমান সদস্যগণ মোহিনী বাবুর ঐ উদ্ভট খোয়াব নিয়ে অনেকক্ষণ হাসাহাসি করলেন এবং তারপর নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন।

হাসাহাসি করে এলেও, মফিজ উদ্দীন সাহেব মোহিনী বাবুর কথাটা মন থেকে একেবারেই মুছে ফেলতে পারলেন না। ভাবতে লাগলেন, মোহিনী বাবুর এমন ধারণার হেতু কি?

সারারাত ভেবেও মফিজ উদ্দীন সাহেব এর হেতু খুঁজে পেলেন না। সেই মুহূর্তে এর সঠিক হেতু খুঁজে পাওয়ার কথাও ছিল না। মোহিনী বাবু খোয়াব দেখেননি একেবারেই। তাঁর কথার মধ্যে যথার্থতা যথেষ্টই ছিল।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দ্বি-জাতি মতবাদের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ মানে এ উপমহাদেশ বিভক্ত হলো। পাকিস্তান ও ভারত-এদুই স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করলো। ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের যে রূপরেখা গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে দুটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিল। এই বাস্তব ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাতে অনেক যুক্তি ছিল। লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক শেরে বাংলা ফজলুল হক এই দুই অঞ্চলের মধ্যে ভৌগলিক দূরত্ব, ভূপ্রকৃতির অসামঞ্জস্য, অর্থনৈতিক ও ভাষাভিত্তিক ব্যবধানের কথা বিশদভাবে ব্যক্ত করেছিলেন এবং সবাই একবাক্যে তা সমর্থন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই বাস্তবভিত্তিক অকাট্য সিদ্ধান্তকে সকলেই তখন একটি ঐতিহাসিক দলিল রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন।

কিন্তু ১৯৪৬ সালে কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিমলীগ কতৃপক্ষ দিল্লীতে একটি কনভেনশন সভা আহবান করে। ঐ কনভেনশনে জিন্নাহ সাহেবের ইচ্ছায় ও প্রভাবে লাহোর প্রস্তাবের "স্টেটস্" এর স্থলে "স্টেট্" শব্দ করে নেয়া হয় এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুটি অঞ্চল নিয়ে একটিমাত্র রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

মূল লাহোর প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি মুসলিম অঞ্চলকে একমাত্র দ্বি-জাতি তত্বের বাধনে বেধে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার ফল যে ভাল হবে-এমনটি আশা করা কঠিন। তবু তাই করা হলো। দু'রাষ্ট্রের স্থলে হলো একরাষ্ট্র। দুভাগে বিভক্ত এক দেশ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। মাঝখানে বারো শো মাইলের দূরত্ব।

এদিকে আবার, বাংলাদেশ গোটাই নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান হওয়ার কথা। কিন্তু বাধ সাধলো বঙ্গমাতার কথিত ভক্তেরা। বঙ্গভঙ্গের সময় বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ করা হলো বলে কেঁদে যারা জারজার হয়ে গিয়েছিল এবং সংগ্রাম করে-সন্ত্রাস করে ছিন্ন অঙ্গ ফের যুক্ত করে নেয়ার পর তবেই যারা চোখের পানি মুছেছিল, পাকিস্তান হওয়ার কালে সেই তারাই আবার বঙ্গমাতাকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্যে আওয়াজ তুললো গগণভেদী। তারাই আবার নিজের হাতে খাঁড়া নিয়ে এক কোপে বঙ্গমাতাকে দ্বিখণ্ডিত করে সেই অর্ধেক অংশ নিয়ে হাসতে হাসতে যোগ দিলো ভারত মাতার সাথে।

www.pathagar.com

মাতার প্রতি দরদ তাদের এক পলকে হাওয়া হয়ে গেল। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে তখন আর দিল তাদের একবিন্দুও কাঁপলো না বা দিলে তাদের কোনই চোট্ লাগলো না। তাদের এই বঙ্গপ্রীতি দেখে অনেকেই তাজ্জব হয়ে মন্তব্য করলো ঃ হায়রে মাতৃভক্ত সন্তানগণ, তোদের এই ভক্তি প্রীতি সবই স্বার্থের সাথে জড়িত, বাংলার সাথে একরত্তিও নয়। "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি"-এটা কেবলই তোদের মায়াকান্না আর রাজনৈতিক চাল। বঙ্গভঙ্গ হলে মুসলমানরা বিদ্যায়-বিত্তে এগিয়ে যাবে-এটা তোদের সহ্য হয়নি বলেই তখন তোদের বঙ্গদরদ ঐভাবে উথ্‌লে উঠেছিল। ধিক, শত ধিক! বলা বাহুল্য এর সদোত্তর তাদের কারো কাছে নেই। যা আছে সবই তা ঠ্যাংভাঙাযুক্তি-ইংরেজিতে যাকে বলে লেম্ এক্স্‌কিউজ্।

অবশ্য দোষ আছে এদিকেও। বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারাও বহুলাংশে দায়ী। জিন্নাহ সাহেবসহ তাদের অন্তর্নিহিত হীন অভিলাষ আর সে কারণে তাদের নিষ্ক্রিয়তা বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার ব্যাপারে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যথেষ্ট সুযোগ করে দিয়েছে। দ্বিখণ্ডিত করতে তাদের যতখানি শ্রম দিতে হতো এবং যতটা বিপত্তির সামনে পড়তে হতো তাদের, তা পড়তে হয়নি। গোটা বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিমলীগের পক্ষ থেকে আসেনি। কারণটা বলতে গেলে বলতে হয় পূর্ব পাকিস্তানের শক্তি বৃদ্ধি না-করা। একে তো পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেশি তার উপর কলিকাতা তখন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী। গোটা বাংলা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান হলে স্বাভাবিকভাবেই কলিকাতাকে পাকিস্তানের রাজধানী বানানোর জোরদার প্রশ্ন উঠতো এবং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপর নেতৃত্ব করতো-যা পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের মোটেই কাম্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-ছিল পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের উপর নেতৃত্ব করা। এ কারণেই মুসলিমলীগের কর্ণধার জিন্নাহ সাহেব এবং মুসলিমলীগের পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা কলিকাতাকে পাকিস্তানে নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না এবং কলিকাতার উপর পাকিস্তানের যে দাবী আছে, এমন মনোভাবও প্রদর্শন করেননি। বরং কলিকাতা ছেড়ে দিয়ে পাঞ্জাবের লাহোর পেয়ে তাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। বাংলাদেশী মুসলিমলীগের অনেক নেতাকর্মীও কলিকাতা চাননি। এর কারণ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রস্থল ছিল কলিকাতা। যাঁরা সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিরুদ্ধে নাজিমউদ্দীনকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁরা নিরাপত্তার বিবেচনায় কলিকাতা ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসেন। ফলে, তাঁরাও জোরদারভাবে কলিকাতা চাননি। অর্থাৎ, ব্যক্তিস্বার্থে জাতীয় স্বার্থ নষ্ট হলো! সীমানা কমিশনের কাছে শেরে বাংলা ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলিকাতাকে দুভাগে ভাগ করার দাবী করেন। এই ভাগ করার ব্যাপারে তাদের যুক্তি ছিল অকাট্য। এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের নিতান্তই ন্যায্য

www.pathagar.com

পাওনা। এ ব্যাপারে নজীর হিসাবে তারা বার্লিন শহরকে তুলে ধরেন। বলেন, বার্লিন শহরকে যদি দুই জার্মানীর মধ্যে ভাগ করা সম্ভব হয়, তাহলে কলিকাতাকে কেন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভাগ করা যাবে না? কিন্তু কেন্দ্রীয়লীগ তাঁদের সীমানা কমিশনের সামনে ছওয়াল জবাব করতে না দিয়ে, যুক্ত প্রদেশের উকিল মিঃ ওয়াসীমকে নিযুক্ত করেন। মিঃ ওয়াসীম লীগ হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশে সীমানা কমিশনের কাছে কলিকাতার উপর কোন দাবীই উপস্থাপন করলেন না। এদিকে খাজা নাজিমউদ্দীন কলিকাতাকে দু'অংশে ভাগ করার কোন আগ্রহ প্রকাশ না করে স্বীয় স্বার্থেই কলিকাতা ছেড়ে চলে আসেন। নিষ্ক্রীয়তা, গড়িমসি আর অনাগ্রহের কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কলিকাতাসহ পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে এসে ভারতে যোগদানের পথ সহজ ও সুগম হয়।

এতে করে বিপাকে পড়লো পূর্ব পাকিস্তান। বঙ্গদেশের অর্ধেক নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান হওয়ায়, পাকিস্তানের যে অংশটি অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার কথা, সেই অংশটিই হয়ে গেল দুর্বল অংশ। তদুপরি, রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায়, রাজধানী তথা অপর অংশ থেকে বারো শো মাইল দূরে পড়ায়, জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তান পড়ে গেল ঝড়ের মুখে। পাকিস্তান ঠেকানোর জন্যে যারা দীর্ঘদিন আদাপানি খেয়ে বিরোধিতা করলো, ঠেকাতে না পেরে, পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই তারা আবার পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রে কোমর বেঁধে ফেললো। এই পূর্ব পাকিস্তানই হলো তাদের টার্গেট। পশ্চিম পাকিস্তানে দাঁত বসাতে না পেরে তারা নজর দিলো পাকিস্তানের এই দুর্বল অংশ এবং ঈমান ও অধিবাসীর প্রশ্নে বারোভাজার দেশ এই পূর্ব পাকিস্তানের দিকে। পাকিস্তানের জন্ম লগ্নেই তারা পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের পক্ষে দালালী করার বীজ বপন করলো। স্বধর্ম, স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে কাজ করার জন্যে কমজোর ঈমানের কিছু স্বার্থান্বেষী মুসলমান সংগোপনে তৈয়ার হয়ে গেল। বলতে গেলে, এরা তথাকথিত বুদ্ধিজীবি মহলের লোক। অতঃপর দিন যতই যেতে লাগলো, এই "ভাদা" অর্থাৎ ভারতের দালালকুল ডালে পাতায় ততই ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগলো। এক দালাল কাঁচামাথা গুলে খেয়ে দালালের পাঁচন তৈরি করতে লাগলো।

এখানেই শেষ নয়। সাহায্য, সাহস ও কর্ণমন্ত্র যোগানোর জন্যে এই ভাদাকুলের সাথে তখন থেকেই একাত্ম হয়ে রইলো পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী এমন এক সম্প্রদায়-যারা জাতিতে, ধর্মে, মনে আর ধ্যানে নির্জলা ভারতীয় পদার্থ, পাকিস্তানী এক রত্তিও নয়। এরা কর্ণমন্ত্র দিতে লাগলো পর্দার আড়াল থেকে, সরাসরি মঞ্চে এরা বড় একটা আসেনা। এদের কাজ ও আচরণ সবই ঐ ফকির লালন শাহর গানের মতো ঃ "কথা কয়রে দেখা দেয় না। নড়ে চড়ে হাতের কাছে....."। পরবর্তীতে স্বধর্ম ও স্বজাতি বিরোধী, এমনকি স্বদেশের কল্যাণের বিরুদ্ধে ভারতের কল্যাণকামী যে এক আজব দলের আবির্ভাব ঘটলো এইদেশে, ভাদাকুলসহ এই সম্প্রদায়ের সবাই সেই দলের সদস্য ও সাপোর্টার।

www.pathagar.com

অবশ্য সবই পরের কথা। পরবর্তীকালে তা অনুভব-উপলব্ধি করার ব্যাপার। এক্ষণের ব্যাপার হলো, পূর্ব-পাকিস্তানের উপর প্রথম আঘাত এলো পাকিস্তানের ভেতর থেকেই। পাকিস্তান বিদ্বেষীরা পাকিস্তানে আঘাত হানার আগেই আঘাত হানলো পাকিস্তানের কর্ণধারেরা।

পাকিস্তান হওয়ার পর কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল এবং লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী হলেন। কিন্তু একটা বছরও গেল না, সাত-আট মাসের মাথায় সেই আঘাত হানলেন জিন্নাহ সাহেব নিজেই। ১৯৪৮ সালের একুশে মার্চ তারিখে ঢাকার প্রকাশ্য জনসভায় তিনি ঘোষণা করলেন-"উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা"।

পাকিস্তানের অর্ধেকেরও বেশি লোক বাস করে পূর্ব পাকিস্তানে আর তাদের সকলেরই ভাষা বাংলা। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে, এমনকি দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষাও না করে সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিয়ে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানের সমুদয় লোককে ক্ষেপিয়ে তুললেন। পূর্ব পাকিস্তানীদের ভাষার অধিকার, অর্থাৎ ভাষাগত স্বাধীনতা হরণ করে, তাদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভুত্ব স্থাপনের তাঁর এই দুরভিসন্ধি পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ফলে, তারা এর তীব্র প্রতিবাদ করলো আর সেই সাথে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে বদ্ধপরিকর হলো। ফলশ্রুতিতে এই প্রথম সমগ্র পাকিস্তানের চিন্তার স্থলে পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে আঞ্চলিক চিন্তার এবং নিজেদেরকে মুসলমান জাতি হিসাবে বিবেচনা করার স্থলে বাঙ্গালী জাতি হিসাবে বিবেচনা করার ও অগ্রাধিকার দেয়ার বীজ অংকুরিত হলো। এতে করে ধস নামতে শুরু করলো পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানদের ঈমানী চেতনায় এবং ফাটল ধরার সূচনা হলো পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্যে। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের, বিশেষ করে জিন্নাহ সাহেবের, স্বেচ্ছাচারিতাই এই উভয়বিধ ক্ষতির বীজ বপন করলো।

বাণী ও আলীর মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলার পর্ব শেষ হয়েছে। পড়াশুনার খরচ যোগানোসহ আলীর সাথে বাণীর সম্পর্কের কথা সর্বমহলে জানাজানি ও পুরানো হয়ে গেছে। এতে করে তাদের দেখা সাক্ষাত ও মেলামেশা নিয়ে সকলের উৎসাহেই ভাটা পড়েছে এখন। এ নিয়ে কেউ আর তেমন কৌতূহলী নয়। বরং অনেকেই এখন ভাবে, খরচাদির ব্যাপার যখন তাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাত আর কথাবার্তা তো হবেই। তাই শুধু ক্লাশেই নয়, ক্লাশের বাইরে সর্বত্রই এখন তাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাত ও কথাবার্তা হয়।

খেয়াঘাটের উপরই এপারে স্কুল, ওপারে আলীর লজিং বাড়ি ব্যবধান এই নদীটা। তাই দিনের মধ্যে অনেকবারই আলী এপার ওপার করে। স্কুলের সাথেই পোস্টাফিস আর পোস্টাফিসের সামনে দাতব্য চিকিৎসালয়। দাতব্য চিকিৎসালয়টা আরো খানিকটা নদীর দিকে এগিয়ে। পোস্টাফিস্ ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাঝ দিয়ে

www.pathagar.com

গ্রামের প্রধান পথ। এপাড়া থেকে বরাবর ওপাড়া চলে গেছে। এই পথই স্কুলের খেলার মাঠকে পৃথক করেছে স্কুলের আঙ্গিনা থেকে। গ্রামের ফাঁকা জায়গা বলতে গেলে নদীর দিকের এই জায়গাটাই সবচেয়ে অধিক ফাঁকা আর খোলামেলা জায়গা। বাণীদের বাড়িও স্কুল থেকে দূরে নয়। সুতরাং, স্কুলের সময় ছাড়াও সকাল-সাঁঝে মাঝে মাঝেই বাণীর সাথে আলীর সাক্ষাত ঘটে এখানে।

সেদিন বেসরকারী কি এক পার্বন উপলক্ষে বন্ধ ছিল স্কুল। পোস্টাফিস ও দাতব্য চিকিৎসালয় সরকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় দুটিই খোলা ছিল। দাতব্য চিকিৎসালয়ের বারান্দায় ওষুধের শিশি হাতে দাঁড়িয়েছিল আলী। পোস্টাফিসে এসে তাকে দেখতে পেয়েই ডাক দিলো বাণী। আলী কাছে এলে বাণী তাকে নিয়ে একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো-ওষুধের শিশি হাতে ডাক্তার খানায় যে? অসুখ কার? তোমার নাকি?

আলী বললো– না না, আমার লজিং বাড়ির এক বাচ্চার। গত পরশু ডাক্তার তাকে দেখে ওষুধ দিয়েছিলেন। সে ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। তাই আবার ওষুধ নিতে এসেছি। কিন্তু এত ভিড় যে ভেতরে ঢুকতেই পারছিনে।

বাণী আশ্বস্ত হয়ে বললো– ও আচ্ছা। তা খবর কিছু শুনেছো? এই দেশের খবর?

ঃ দেশের খবর! কি খবর?

বাণী জোরালোকণ্ঠে বললো– বরবাদ-বরবাদ। এতদিন যা লেখাপড়া করেছো, তা সব বরবাদ। এ লেখাপড়া দিয়ে ভাত ভিক্ষে কিছুই হবে না।

ঃ হবে না?

ঃ না। সরকারী আধাসরকারী ছোট বড় কোন প্রতিষ্ঠানেই চাকুরী বাকুরী কিছুই পাবে না। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ সাহেব ঘোষণা দিয়েছেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু। বাংলা নয়, ইংরেজী নয় রাষ্ট্রভাষা উর্দু। তার অর্থ। কাগজপত্রের তামাম কাজ হবে উর্দু ভাষায়। অফিস আদালত-সর্বত্র কথাবার্তা আর লেখালেখি সব হবে উর্দু ভাষায়। একটা দরখাস্ত-আবেদন-যা-ই করো না কেন, সব উর্দু ভাষায়। এবার বোঝো, উর্দুর উপর দস্তুর মতো দখল না থাকলে, এ লেখা-পড়ার কি চারটে পয়সা দাম আছে? উর্দু না জানলে বি.এ, এম.এ পাশ করা একজন মস্তবড় বিদ্বানও যা, মাঠের একজন মজুরও তাই। অফিস আদালত কোথাও কোন চাকুরী পাবে না।

মুহম্মদ আলী বিস্মিত কণ্ঠে বললো– বলো কি? কোথায় শুনলে এসব?

ঃ কেন, খবরের কাগজেই একথা বেরিয়েছে। গতকালের ডাকে যে কাগজ এসেছে, তাতেই এসব কথা আছে।

ঃ তাই নাকি।

ঃ হ্যাঁ। এ নিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত আমাদের কাচারীতে সেকি হৈ-চৈ আর হাসাহাসি।

ঃ হাসাহাসি! এ খবরে হাসির কি কারণ ঘটলো?

ঃ ঘটলো না? ঢাকায় এক জনসভায় জিন্নাহ সাহেব একথা বলার সাথে সাথে এদেশের লোকজন ক্ষেপে গেছে। এর বিরুদ্ধে তারা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল-মিটিং করছে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে সারাদেশে বিরাট আন্দোলন

www.pathagar.com

শুরু হয়েছে। অর্থাৎ যে জিন্নাহ সাহেবের প্রতি সবাই ভক্তিতে গদগদ ছিল, সেই জিন্নাহর উপর এখন ভীষণ ক্ষেপে গেছে এই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। পিরীতের হাঁড়িতে পিঁপড়ে ধরে গেছে। লোক এতে হাসবে না?

বলতে বলতে বাণীর মুখেও হাসি ফুঠে উঠলো। কিন্তু আলী এতে উৎফুল্ল হতে পারলো না। সে ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললো– বাণী!

বাণী সতর্ক হয়ে বললো– না-না, ওটা আমার কথা নয়। ওটা মোহিনীকাকার কথা। মোহিনী কাকাই হেসে হেসে বললেন– পিঁপড়ে ধরে গেছে হে, পিরীতের হাঁড়িতে পিঁপড়ে ধরে গেছে। এবার দেখো কি হয়!

ঃ কোথায় বললেন?

ঃ আমাদের কাচারীঘরে। বললাম না, রাত দশটা পর্যন্ত সেকি হুল্লোড় আর হাসাহাসি। মোহিনীকাকা একাই কাচারীঘর মাতিয়ে রেখেছিলেন।

ঃ ঐ মোহিনীকাকা কে?

ঃ আমাদের এক গ্রাম সম্পর্কের কাকা। এই তো, এই স্কুলেরও তিনি একজন সদস্য। হাত-পা ছুড়ে তিনি আরো বললেন, "ফলতে শুরু করেছে-ফলতে শুরু করেছে। কলিকাতা থেকে যা শুনে এলাম, তা ফলতে শুরু করেছে। এত তাড়াতাড়ি যে এটা ফলতে শুরু করবে, তা ভাবতেও পারিনি।" সবাই প্রশ্ন করলেন, "কি ফলতে শুরু করেছে মোহিনী বাবু?" মোহিনী বাবু বললেন, "কলিকাতার বড় বড় নেতাদের কথা। তাঁরা বলেছেন, এই পূর্ব পাকিস্তান খুব বেশি দিন টিকবে না। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের যে মোটামাথা আর খবরদারী করার মনোভাব, তাতে তারা বার বার এই পূর্ব পাকিস্তানের উপর প্রভুগিরি করতে চাইবে। কিন্তু বাঙ্গালীরা তো কোনদিনই কারো প্রভুগিরি মানতে চায় না। কাজেই লেগে যাবে ঠোকাঠুকি। পূর্ব পাকিস্তানদের পেছনে আমরা ঠিকমতো পাম্প মানে জোর উস্কানী যোগালে ঐ ঠোকাঠুকিই মহারণে পরিণত হবে। ব্যস, পাকিস্তান শ্যাষ! পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান আউট। এরপর আমরা একটা থাবা মারলেই যথা পূর্বং তথা পরং।

. এদেশ মানে এই পূর্ব পাকিস্তান আবার আমাদের অধীন হবে"।

আলী স্তম্ভিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলো-কার কথা এটা? ঐ মোহিনী বাবুর?

বাণী বললো– না, কলিকাতা থেকে মোহিনী বাবু শুনে এসেছেন এসব কথা।

আলী গম্ভীর কণ্ঠে বললো– হুঁ! তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা টিকবে না?

ঃ মোহিনী বাবুরা তো তাই অনুমান করছেন।

ঃ তুমি কি অনুমান করো? আবার এদেশ ভারতের মানে হিন্দুদের অধীন হবে?

ঃ আমি কি অতশত বুঝি? এসব বড় বড় রাজনীতির কথা। ওঁরা বললেন, আমি শুনলাম, এইমাত্র। তবে আমি যেটুকু বুঝি, মানে চিন্তা করি তাহলো-প্রায় দুশো বছর লড়াই করে নাকি মুসলমানেরা তাদের স্বাধীনতা আদায় করে তবে ছেড়েছে। কাজেই, এত সহজে তারা তাদের স্বাধীনতা হাতছাড়া করবে বা কারো অধীন হবে-এটা আমি অনুমান করতে পারিনে।

www.pathagar.com

আলী উৎফুল্ল কণ্ঠে প্রশ্ন করলো-তবে?

বাণী উষ্মার সাথে বললো– তবে আবার কি? আমি কি সে কথা নিয়ে ভাবছি? আমি ভাবছি, এদেশের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হলে, এদশের মানুষ তো মহাসমস্যায় পড়ে যাবে। চাকুরী বাকুরী কোন কিছুই করতে পারবে না তারা। যারা উর্দু ভাষা জানে, মানে যাদের মাতৃভাষা উর্দু, তারাই সব কিছুতে মাতবরী করবে।

আলী এবার নীরব হলো। কিছুক্ষণ পরে নিঃশ্বাস ফেলে বললো– হ্যাঁ, সেটা অবশ্যই ঠিক। এমন হলে তো সত্যিই মহামুসিবতে পড়ে যাবো আমরা। এটাতো সত্যিই একটা মস্তবড় খারাপ সংবাদ।

ঃ খারাপ নয়?

ঃ জব্বোর খারাপ। না! এই বাঙ্গালী মুসলমানদের দুর্দিন আর গেল না! সেই পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই শুনছি মুসিবতে পড়ে গেছি আমরা। ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে তোমাদের স্বজাতি একচেটিয়া সুদিন কামিয়ে নিয়েছে। আমাদের ক্লাশের ইতিহাস বইতে এসব কথা না থাকলেও, বড় বড় ইতিহাস বইতে নাকি এসব কথা আছে। শুনি, বঙ্গ ভঙ্গ হওয়ার পর বাংলার এই অংশের মুসলমানেরা সুদিনের একটু মুখ দেখতেই তোমাদের স্বজাতির চিৎকারে দুই বাংলা আবার এক হয়ে গেল আর মুসলমানেরা আবার আগের মতোই দুর্দিনে পড়ে গেল। এখনও আবার ঐ দশাই দেখছি। ইতিহাসের অতীত ঘটনাগুলো আমরা তো দেখিনি কিন্তু এখন তো আর ইতিহাসের কথা নয়, বাস্তব ব্যাপার। পাকিস্তান হওয়ার পর এই কয়েকমাস ধরে সেই সুদিনের স্বপ্নই আবার আমরা দেখতে শুরু করেছি। এরই মধ্যে আবার এ ঘটনা ঘটলে আমাদের সুদিন আর আসে কোত্থেকে, বলো? নিজের মাতৃভাষাই যদি অচল হয়ে যায়, তাহলে আর আমরা সামনে এগুবো কি করে আর উপরে উঠবো কি করে?

ঃ সেই কথাই তো বলছি।

মুনশী মুহম্মদ আলী গা ঝাড়া দিয়ে বললো– না-না, এটা বরদাস্ত করা যায় না। যাঁরা এর প্রতিবাদ করছেন তারা ঠিকই করছেন। এই প্রতিবাদ আরো জোরদার হওয়া দরকার। শহর-বন্দর গ্রাম-গঞ্জ, সর্বত্রই এটা ছড়িয়ে পড়া উচিত। নিজের ভাষারই যদি কোন মূল্য না থাকে, তাহলে কোন মানেই হয় না এই স্বাধীনতার।

বাণী আশ্বাস দিয়ে বললো– সেটা অবশ্য হয়েছে। বললামই তো, ঐ কাগজে লিখেছে-সংগে সংগে তীব্র প্রতিবাদ উঠেছে আর সেটা নাকি বেড়েই যাচ্ছে। এখন দেখা যাক কি হয়।

ঃ বাড়ুক- বাড়ুক। জিন্নাহ সাহেব বললেই কি তা হবে, না হতে দেয়া উচিত? দরকার হলে এ জন্যে প্রাণপণে লড়তে হবে সবাইকে।

ইতিমধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল। কে একজন বাইরে এসে হাঁক দিলো-কেউ কোথাও আর আছে নাকি? ডাক্তার সাহেব উঠে যাবেন।

শুনেই চমকে উঠলো আলী এবং দ্রুত পদে সেই দিকে ছুটলো।

www.pathagar.com

৪

সত্যি সত্যিই প্রতিবাদ তীব্র হয়ে উঠলো। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এদেশের লোকজন কিছুতেই মেনে নিতে চাইলো না। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উঠলো দুর্বার। সর্ব প্রথম এই দাবী উঠলো তমদ্দুন মজলিস নামক একটি আদর্শবাদী ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে। এর ১৭ দিন পরেই তমদ্দুন মজলিস নামক এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৌহিদী আদর্শে বিশ্বাসী এই সাংস্কৃতিক সংস্থার লক্ষ্য বিকৃত ও জনবিরোধী সংস্কৃতি এবং কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর করে ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলা। এক কথায়, মানবিক মূল্যবোধ ভিত্তিক সাহিত্য, শিল্প ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

১৯৪৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু তরুণ শিক্ষক ও ছাত্রনেতা নিয়ে এই সংগঠনের সৃষ্টি হয়। প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাশেমের উদ্যোগে (তখন তিনিও ছিলেন ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ের একজন তরুণ শিক্ষক) ঐ ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তমদ্দুন মজলিসের জন্ম হয়। তরুণ শিক্ষক নূরুল হক ভূঁইয়া, ছাত্র নেতা আজিজ আহমদ, নইমুদ্দীন, সানাউল্লাহ নূরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এতে যোগদান করেন। সেই সাথে এবং পর্যায়ক্রমে এতে যোগদান করেন সর্ব জনাব আবুল মনসুর আহমদ, আবুল হাশিম, অধ্যাপক গোলাম আযম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কবি ফররুখ আহমদ, কথা শিল্পী শাহেদ আলী, বিচারপতি আবদুর রহমান, কবি ফারুক মাহমুদ, ভাষা সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর, নাট্যকার আস্‌কার ইবনে শাইক, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও আরো অনেক অনেক মনীষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আরো পরবর্তী কালে এই সংগঠনের সমর্থক ও সদস্য সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

সে যা-ই হোক, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এই ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে বিস্ফোরণে ফেটে পড়লেন তমদ্দুন মজলিসের তৎকালীন সদস্য ও কর্মীবৃন্দ। বন্ধ হলো তমদ্দুন মজলিসের অন্যান্য কার্যক্রম। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকে আপাতত একমাত্র কর্মসূচী বানিয়ে তমদ্দুন মজলিস নেমে এলো রাজপথে। 'সৈনিক' ও অন্যান্য প্রচারপত্র বের করে তমদ্দুন মজলিস শুরু করলো তুমুল আন্দোলন। সংগে সংগে ব্যাপক সমর্থন এলো তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করলো। কালক্রমে এদেশের প্রায় তামাম লোক

www.pathagar.com

এই লক্ষ্যে বদ্ধ পরিকর হলো। দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন আরো জোরদার হওয়া উচিত বলে মুনশী মুহম্মদ আলী সেদিন বাণীর কাছে যে আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিল, এ আন্দোলন তার চেয়ে বহুগুণ অধিক জোরদার হয়ে উঠতে লাগলো।

অতিবাহিত হতে লাগলো দিন। ক্লাশ নাইন থেকে টেনে উঠলো আলী ও বাণী। কিন্তু ক্লাশ টেনে ওঠার পর বাণীর স্কুলে আসা অনিয়মিত হয়ে গেল। জটিল হয়ে উঠতে লাগলো তার পারিবারিক সমস্যা। বাণীর দাদারা এই সময় কলিকাতায় পাড়ি দিলেন পুরোপুরি। জমিদারীটা তাঁরা নায়েব-গোমস্তার তত্বাবধানে রাখলেন। বাণীর হলো মুসিবত। দাদাদের সাথে দু'চার দিন কলিকাতায় থাকতে গিয়ে দেখলো, বনিবনাটা মোটেই আর হচ্ছে না। খিটিমিটি লেগেই থাকছে সব সময়। ওদিকে আবার জমিদারীর আয়টা ষোল আনাই তার দাদারা নায়েব-গোমস্তার মারফত নিজেরাই নিয়ে নিচ্ছেন, বাণীকে চারটে পয়সাও দিচ্ছেন না। প্রশ্ন করলে বলছেন- জমিদারীর আয়ের চেয়ে ব্যয়টাই বেড়ে গেছে এখন। খাজনাপত্রও আগের মতো তেমন আদায় হচ্ছে না। বাণীকে আর দেবেন কি!

বাধ্য হয়ে বাণীকে গৌরীপুরেই ফিরে আসতে হলো। রাজ্যেশ্বর আর কুসুমবালাকে নিয়ে ভিন্ন সংসার পাততে হলো এখানে। ভাগ হলো জমিদারী। কাচারী ঘর বাদে গৌরীপুরের বাড়ির প্রায় তিন-চতুর্থাংশই বেচে দিলেন বাণীর দাদারা। এক চতুর্থাংশে দু'তিন খানা ঘর নিয়ে সংসার পাতলো বাণী। তার মাথার উপর মুরুব্বী হয়ে রইলেন কাচারীর পুরোনো ম্যানেজার আশুতোষ বাবু। বাণীর প্রতি এই নিঃসন্তান বৃদ্ধের ক্রমবর্ধমান টানটা বাণীর দাদাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। জমিদারী ভাগ হওয়ার সময় তাই বাণীর দাদারা বরখাস্ত করলেন তাঁকে। কিন্তু তিনি চলে যেতে পারলেন না। বাণীর অনুরোধে আবার তিনি জমিদারী সেরেস্তায় বসে গেলেন বাণীর অংশের কাজ নিয়ে। বাণীর অংশের জমিদারীটার দেখাশুনার ভার মূলত তাঁর উপরই ন্যস্ত রইলো।

কলিকাতার বাড়িরও এক অংশের মালিক বাণী। ভাগ হলো সে বাড়িও। যথেষ্ট অনিচ্ছা সত্বেও বাণীর দাদারা বাণীর ন্যায্য পাওনা ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। এতে করে কলিকাতার বাড়িটাও রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন হলো বাণীর। বেচে দিতে পারলো না। বলা যায় না, কখন কোন দেশে শেষ আস্তানা গাড়তে হয় তাকে। সে কারণে কলিকাতাতেও মাঝে মাঝে যেতে হতো তার।

বাণীর এই অতিমাত্রায় স্বাবলম্বীভাব তার দাদাদের মর্মদাহ বাড়িয়ে দিলো আরো। কিভাবে বাণীকে জব্দ করা যায়, কিভাবে তাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করা যায়- অতপর তাঁরা সেই পথই খুঁজতে লাগলেন।

এদিকে গৌরীপুরের হিন্দু সমাজপতি আর সমাজ পত্নীরাও বাণীর এই স্বাধীন জীবন যাপন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলো না। কারণটা ঐ মুনশী মুহম্মদ আলী।

www.pathagar.com

বাণীর গৃহে আলীর ঘনঘন যাতায়াত ও প্রতিপত্তি তাদের দু'চোখে বেধড়ক বালী ছিটাতে লাগলো। জোর কানাঘুষা শুরু হলো আবার। একে অন্যকে বলতে লাগলো- কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড! কোন হিন্দু ছেলেকে নিয়ে যদি এই মাখামাখি আর ঢলাঢলি করে তবু সহ্য হয়। তা নয়, একদম ভিনজাতের এক ম্লেচ্ছকে ঘরে তুলে নিয়ে যথেচ্ছ নষ্টামী করবে, হিন্দু সমাজের মুখে রাশি রাশি চুনকালী মাখাবে-এটা কি বরদাস্ত করা যায়, না কারো বরদাস্ত করা উচিত?

বক্তার সমর্থনে শ্রোতারাও সংগে সংগে জবাব দেয়– 'না-না, কখ্খনো না, কখখনো না।'

তাদেরই বা দোষ কি? ব্যাপারটা আসলেই খানিকটা দৃষ্টিকটু ছিল। এটা বুঝেও, বাণীর বাড়িতে ঘন ঘন যাওয়া-আসা না করে উপায় ছিল না আলীর। বাণীর স্কুলে আসা খুবই অনিয়মিত হয়ে যাওয়ায়, অর্থকড়ি ও অন্যান্য প্রয়োজন ছাড়াও, বাণীর পড়াশুনার ব্যপার নিয়ে আলীকে প্রায়শই বাণীর গৃহে যাতায়াত করতে হতে লাগলো। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে বাণীও। এটা তার পরম আগ্রহ। অথচ স্কুলে যাওয়া ঠিক মতো না হওয়ায়, প্রস্তুতিতে অনেকখানি ঘাট্তি পড়তে লাগলো তার। এই ঘাটতি পূরণের ভার পড়লো আলীর উপর। ক্লশে কি পড়া হয়, শিক্ষকেরা কোন্দিন কোন্ সাজেশান দেন, বাণীকে তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে আলীকে মাঝে মাঝেই আসতে হলো বাণীর বাড়িতে। এছাড়া বাড়াবাড়ি আছে বাণীরও। দু'একদিন আলীর দেখা না পেলেই হাঁপিয়ে ওঠে সে। কারণে অকারণে আলীকে ডেকে পাঠায় বাণী। ভাল-মন্দ কিছু খাবার তৈরী করলে, নামকা ওয়াস্তে বাড়িতে কোন পরব অনুষ্ঠান থাকলে বা কোন কারণে বাণীর কিঞ্চিৎ অসুখের ভাব হলেই, ডাক পড়ে আলীর। এতে করে আলীর সেখানে যাতায়াতটা প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠলো! এতটা সহ্য করতে চাইবে কেন সে গাঁয়ের হিন্দু সমাজ!

এসব লক্ষ্য করে আলী আপত্তি তুললে বাণী তা উড়িয়ে দেয় সরবে। বলে- নিয়মিত স্কুলে যেতে পারিনে। তোমার সাথে দেখা সক্ষাৎ নেই, গল্প-আলাপ নেই, কেমন একটা বিচ্ছিন্ন অবস্থা। এরপর তুমিও যদি না আসো, তাহলে আমার দমটা সরে কিসে আর এই ফাঁকা বাড়িতে আমি থাকি কি নিয়ে? কারো সাথে মন খুলে কথা বলতে না পারলে একটা মানুষ সুস্থ থাকে কদিন? রাজ্যেশ্বর আর কুসুমবালার সাথে কথা বলার কথা বললে, তিরস্কারে বাণী মুখর হয়ে ওঠে। বলে, আহারে, কি আমার বুদ্ধির ঢেঁকি! এই জ্ঞান নিয়ে তুমি বুদ্ধির বড়াই করো? দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে কখনো? সাংসারিক কথাবার্তা ছাড়া আর কি কথা চলে তাদের সাথে আমার? হাসি-ঠাট্টা, রসালাপ-এসব কি তাদের সাথে চলে, না করা যায়? অথচ প্রতিটি মানুষের জীবনে এসবের প্রয়োজন আছে যথেষ্ট। মনকে সতেজ আর সজীব রাখার এর চেয়ে বড় দাওয়াই আর নেই। নানা দিকের নানা চিন্তায় মনটা আমার সব সময় ভারী হয়ে থাকে। এটা হাল্কা করতে না পারলে দম বন্ধ হয়ে মরে যাবো না আমি? ওদিকে

www.pathagar.com

আবার তুমি ছাড়া কথা বলার জন্যে আর কাকে ডেকে এনে কোন্ ফ্যাসাদে পড়বো? এছাড়া আমার পড়াশুনাটা অন্যেই বা বুঝিয়ে দেবে কেন?

আলীর আর তৎক্ষণাৎ বলার কিছু থাকে না। বাইরের সমালোচনা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে আলী একদিন বাণীকে বললো– আমি বলছিলাম কি, তুমি একটা কাজ করো। মানে, তুমি এবার চটপট বিয়ে করে ফেলো। দ্রুত মুখ তুলে আলীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো বাণী। পরে স্মিতহাস্যে বললো– কাকে? তোমাকে?

আলী অপ্রস্তুত হয়ে বললো– এ্যাঁ! না-না আমাকে কেন? তোমার কোন স্বজাতিকে বিয়ে করো তুমি। বাণী একইভাবে প্রশ্ন করলো-তাতে তোমার লাভ?

ঃ লাভ তো অনেক। আমার এখানে আসা নিয়ে বাইরের ঐসব গুঞ্জরণ থেমে যাবে।

ঃ তা হয়তো যাবে। কিন্তু ঘরের লাঠিকে থামিয়ে দেবে কি দিয়ে?

ঃ ঘরের লাঠি!

ঃ হ্যাঁ, ঘরের লাঠি। পরের বউয়ের কাছে ঘনঘন আসবে তুমি, গল্প আলাপ-হাসি ঠাট্টা করবে, আর স্বামী বেচারা তা নীরবে দেখবে বসে বসে? ছুটে আসবে না লাঠি নিয়ে?

হোঁচট খেলো আলী। ঢোক চিপে বললো– তা যদি আসেন, আমি তাহলে আর নাইবা এলাম। বাণী বললো– বটে! শেয়ালে ডাঙ্গা পেয়ে গেছে বুঝি?

ঃ তার অর্থ?

ঃ আর ক'দিন পরেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবে তুমি। মোটা বৃত্তি পাবে-স্বাবলম্বী হয়ে যাবে। কতজনকে পাশে পাবে তখন। আমার কাছে আসার আর কি প্রয়োজন পড়বে তোমার?

আলী আহতকণ্ঠে বললো– বাণী!

বলেই চললো বাণী-আমার পড়াশুনা হলো কি না হলো, পরীক্ষা দিতে পারলাম কি না পারলাম-তাতে তোমার কি আসে যায়? মানে আমার সাথে আর কিসের সম্পর্ক তোমার?

ক্ষুব্ধকণ্ঠে ধমক দিয়ে আলী বললো– থামো! এ তুমি কি বলছো? তোমার সাথে সম্পর্ক আমার শুধুই অর্থের সম্পর্ক? আর কিছু নয়? অর্থের প্রয়োজন আমার শেষ হয়ে গেলেই তোমার সাথে সম্পর্ক আমার শেষ হয়ে যাবে?

ঃ তোমার কথায় তাইতো মনে হচ্ছে। আমার প্রতি তোমার অন্য কোন টানই নেই।

ঃ নেই? অন্য কোন টানই যদি না থাকতো, তাহলে কি তোমার সাধ্য ছিল তোমার একটা পয়সাও আমাকে স্পর্শ করানোর? তোমার কোন কিছু কবুল করানো? তোমার প্রতি আমার প্রবল টান ছিল বলেই তো পেরেছো। এখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেলেছিলাম আমি। শুধু তোমার প্রতি আমার ঐ টানটাই আটকিয়ে দিলো আমাকে।

আলীর মুখমণ্ডল মলিন হলো। তা লক্ষ্য করে বাণী কষ্ট অনুভব করলো। তবুও অভিযোগের জের টেনে বললো– তাহলে? তাহলে আজ সেই টানটা গেল কোথায়? আমাকে বিয়ে দিয়ে দিতে চাইছো কেন?

www.pathagar.com

ঃ সেটা কি দোষের?

ঃ নয়? আমাকে বিয়ে দিয়ে দেয়া মানেই তো আমার সাথে তোমার সব সম্পর্ক শেষ করে দেয়া? বিবাহিত মেয়ের সাথে আর কিসের সম্পর্ক থাকবে তোমার? সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করাও তো অবৈধ আর অন্যায় হবে তোমার তখন?

ঃ সে কথা তো ঠিক। কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, সে অবস্থার সৃষ্টি তো একদিন হবেই। যখনই বিয়ে করবে তখনই সেই অবস্থার সৃষ্টি হবে। এটাকে অস্বীকার করবে কি করে?

ঃ সে অবস্থার সৃষ্টি হতে না দিলেই স্বীকার করতে হবে না।

ঃ সৃষ্টি হতে না দিলে মানে? তুমি কি তাহলে বিয়ে করবে না কখনো? আজীবন আইবুড়ো হয়ে থাকবে?

ঃ থাকতেই হবে। বিয়ে নসীবে না থাকলে আইবুড়ো হয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

ঃ বাণী!

ঃ থাক এ সব কথা। অন্য কোন কথা থাকলে তাই বলো।

ঃ অন্য কোন কথা?

ঃ হ্যাঁ, অন্য কথা, অন্যপ্রসঙ্গ। এসব কথা ভাল লাগে না।

এ প্রসঙ্গে আলী সেদিন আর এগুতে পারলো না। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরে বাণী নিজের ইচ্ছায় এ প্রসঙ্গ জোরদারভাবে তুলে বসলো। কারণ, তাদের সম্পর্ক নিয়ে কানাকানিটা ইতিমধ্যে বাণীর সেরেস্তা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কিছু কিছু প্রজাদের মধ্যেও গিয়েছিল। এছাড়া কারণ ঘটলো আর একটা। একদিন দুপুর বেলা নদীর ঘাট থেকে এসে কুসুমবালা বাণীকে বললো– মা মণি, কথাটা কি ঠিক? মানে ঘাটে গিয়ে যা শুনে এলাম, তা কি ঠিক?

বাণী প্রশ্ন করলো-কি শুনে এলে?

কুসুমবালা বললো– ওপাড়ার বাসন্তি ঘাটে তার পড়শী চন্দনাকে বলছিলো-কি নিয়ে তোমরা এত মাতামাতি করছো লো? আলী এ তল্লাটের নাম করা ছাত্র। পরীক্ষা দিলেই পাশ আর সঙ্গে সঙ্গে জজ ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী। মুসলমান মানুষ, আলী একজন মুসলমান জজ ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়েকে বিয়ে করে দূরে চলে যাবে। ভিন জাতির মেয়ে বাণীর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে নাকি তখন, না আলী সেই সম্পর্ক আঁকড়ে ধরে রাখবে? এখন এখানে আছে আর এক সাথে পড়ছে দেখে তোমরা ভেবেছো, চিরদিনের মতো তারা গাঁটছড়া বেঁধে ফেললো বুঝি। আরে দূর দূর! চোখের আড়াল হলে আর কার কথা কে মনে রাখে, বলো? চন্দনা বললো– ওমা তাই নাকি? ওদের ঐ সম্পর্কটা দুদিনের তাহলে? বাসন্তি জোর দিয়ে বললো– দুদিনের-দুদিনের। আলীর পরীক্ষাটাও সামনে। পরীক্ষা হয়ে গেলেই এ স্কুলের পড়া তার শেষ আর সে সঙ্গে সঙ্গেই ফুড়ুৎ। তখন কোথায় আলী আর কোথায় বাণী। খামাখা তোমরা নানা রঙের খোয়াব দেখছো বসে বসে। আর ক'দিন পরে দেখো, আলীকে আর এ অঞ্চলে দেখতেও কেউ পাবে না।

www.pathagar.com

সেই থেকেই ভেবে চলেছে বাণী। যতই ভেবেছে, কুসুমবালার কথাটার সত্যতা ততই বাণীর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে করে বাণী খুবই শংকিত হয়ে পড়লো– তাই তো আলী সত্যি সত্যি হাত ছাড়া হয়ে যাবে! তাই সে নিজেই একদিন আলীকে বললো– তুমি ঠিকই বলেছো আলী। শিগ্গিরই আমার বিয়ে হওয়ার দরকার। আর দেরী করা মোটেই ঠিক নয়।

মুহম্মদ আলী বিস্মিতকণ্ঠে বললো– সেকি! হঠাৎ আবার এ কথা কেন? এ কথায় তো যথেষ্ট আপত্তি তুললে সেদিন?

ঃ সেদিন বুঝতে পারিনি, ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে। আমাদের মেলামেশা নিয়ে কানাকানিটা আমার প্রজাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিয়ে না করে আর কোন উপায় দেখছিনে।

আলী স্বচ্ছন্দকণ্ঠে বললো– বেশতো! তাহলে করে ফেলো বিয়ে।

ঃ কিন্তু বর পাই কোথায়? বর না পেলে তো–

ঃ বর না পেলে কি রকম? বিয়ে করতে চাইলে তোমার মতো মেয়েকে তো যে কেউ লুফে নেবে যখন তখন।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে বাণী বললো– লুফে নেবে যখন তখন?

ঃ অবশ্যই।

ঃ যে কেউ?

ঃ সন্দেহের কোনই কারণ নেই।

ঃ তুমিও?

ঃ আমিও মানে?

ঃ মানে বিয়ে করতে চাইলে তুমিও লুফে নেবে আমাকে?

কিঞ্চিৎ বিব্রত কণ্ঠে আলী বললো– আরে ধ্যাৎ! সে কথা কেন?

ঃ কেন নয়?

আলী কোন উত্তর করলো না। বাণী চাপ দিয়ে বললো– কেন নয় তা বলবে তো?

জবাবে আলী বললো– কি বলবো? আমার কি বিয়ে করার অবস্থা এখন? কাজেই, তোমাকে আমার লুফে নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। সে যোগ্যতাই বা আমার কোথায় আর সেটা সম্ভবই বা কিসে? একটা অবাস্তব আর অসম্ভব প্রসঙ্গে কি বলবো আমি।

বাণী থামলো না। বললো– কেন, অবাস্তব আর অসম্ভব কেন?

ঃ রাখো তো এসব কথা। কেন অসম্ভব আর অবস্তব-সেটা তুমিও বুঝো। খামাখা আমাকে নিয়ে রসিকতা করছো কেন?

বাণী মুখ নামালো। একটু পরে মুখ তুলে গম্ভীরকণ্ঠে বললো– অবাস্তব কি কারণে? আমি হিন্দুর মেয়ে বলে?

ঃ সে তো বটেই।

ঃ আর অসম্ভবটা?

www.pathagar.com

ঃ আমার এখন বিয়ে করার সময়ও নয়, সে সঙ্গতিও নেই আমার। সবে স্কুলের ছাত্র আমি। পেটে অন্ন নেই, মাথা গোঁজার জায়গা নেই, কোন ভিটে-মাটিও নেই আমার। আমি পাগল নাকি যে, সে স্বপ্ন দেখবো এখন?

ঃ আমি যদি দেখতে বলি? মানে দেখতে অনুরোধ করি।

সবিস্ময়ে মুখ তুলে আলী বললো– তুমি?

বাণী দৃঢ়কণ্ঠে বললো– হাঁ আমি। পেটের ভাত আর মাথা গোঁজার জায়গার চিন্তা অবান্তর তোমার। আমাকে বিয়ে করলে আমার সবই তোমার হবে। এছাড়া তোমাকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বও আমারই। আমার গরজেই আমি মানুষ করে তুলবো তোমাকে। আর হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে করার ঘটনা এই নতুন নয়। ভুরি ভুরি নজীর আছে।

'আলী প্রত্যুত্তরে বললো– অনেক সামাজিক বাধা আর জটিলতাও আছে।

বাণী বললো– সব বাধার মেকাবেলা আমি করবো। চূর্ণ করবো হিংসুটে আর নিন্দাকারীদের মুখ। বলো, আমাকে বিয়ে করতে তুমি রাজী কিনা মানে এই দুই একদিনের মধ্যেই?

আলী বিভ্রান্তকণ্ঠে বললো– আমার মনপরীক্ষা করছো নাকি তুমি?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বাণী বললো– মনপরীক্ষা করছি কেমন?

বাণীর চাউনি দেখে আলী ভড়কে গেল। থতমত খেয়ে বললো– না, তুমি তো বরাবরই বলেছো, লেখাপড়া শিখে আমি মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠলে, আমাকে বিয়ে করা যায় কিনা-সে কথা তখন তুমি ভেবে দেখবে। হঠাৎ এখনই সে প্রশ্ন?

ঃ পরিস্থিতিই আমাকে সে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করেছে। ভেবে দেখছি-ভবিষ্যতের অপেক্ষায় না থেকে এখনই বিয়েটা আমাদের হয়ে গেলে সব কুলই রক্ষে হয়। ভবিষ্যৎ তো অনিশ্চিত।

আলীর মাথা ঘুরে গেল। বললো– সেকি! সত্যিই রসিকতা করছো না তুমি?

ঃ না।

ঃ বাণী!

ঃ তুমি শক্ত হও। আমার মন বলছে- শিগ্গিরই আমাদের বিয়েটা না হলে হয় তো ভবিষ্যতে আর হবেই না।

মহাফাঁপড়ে পড়ে গেল আলী। বললো– তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো? এতবড় একটা জটিল ব্যাপারে তোমার হঠাৎ এই তাড়াহুড়া আর অস্থিরতা– এটাতো সুস্থতার আলামত নয়।

ঃ অসুস্থতার কোন প্রশ্নই নেই এর মধ্যে। তোমাকে ছাড়া আর অন্য কারো কথা ভাবা আমার সম্ভব নয়, এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে। দিনে দিনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছো তুমি আমাকে। কাজেই, হাতের কাছে থাকতে তোমাকে না আটকালে ভবিষ্যতে যে পস্তাতে আমাকে হবে না, তা কে বলতে পারে। এ বোকামী করতে আমি রাজী নই। হালকাভাবে না নিয়ে ব্যাপারটা গুরুত্বের সাথে নাও।

www.pathagar.com

বাণীর দৃঢ়তায় আলী ফের থতমত খেয়ে বললো– কিন্তু-

বাণী বললো– আজকেই তোমাকে বিয়ে করতে বলছিনে। ভেবে দেখতে চাও, ভেবে দেখো দু'একদিন। তবে জবাবটা নেগেটিভ হলে চলবে না, পজিটিভ হওয়া চাই।

ঃ তাহলে আর ভাবার দরকার রইলো কি?

ঃ তবু ভেবে দেখো একটু। ভাবলে, দেখবে- না করতে পারছো না তুমিও।

ঃ তা হয়তো ঠিক কিন্তু–

কিছুক্ষণ আগে কুসুমবালা এসে দুয়ারে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে গলাঝেড়ে বললো– ওমা। কিসের এত ভাবাভাবি মা-মণি? সেরেস্তার কাজ নিয়ে নাকি?

আলী ও বাণী উভয়েই হকচকিয়ে গেল। বাণী জড়িতকণ্ঠে বললো– এ্যাঁ-না-মানে, ও তুমি বুঝবে না। কি বলতে এসেছো, তাই বলো।

কুসুমবালা বললো– ম্যানেজার বাবু এসে পাশের ঘরে বসে আছেন। তেমরা খুব ব্যস্ত আছো দেখে তোমাকে ডাকতে পারছেন না। তাঁর নাকি জরুরী আলাপ আছে।

জিহবায় কামড় খেলো বাণী। চোখের ইশারায় আলীকে তখনই বিদায় হতে বলে, বাণী ম্যানেজার আশুতোষ বাবুর উদ্দেশ্যে দ্রুত পদে ছুটলো।

আশুতোষ বাবু মাথা নীচু করে চুপচাপ বসেছিলেন বাণী এসে দাঁড়ালে তিনি ধীরকণ্ঠে বললেন– বসো।

পাশের আসনে বসতে বসতে বাণী ব্যস্তকণ্ঠে বললো– আপনি, মানে আপনি কখন এসেছেন জেঠামশাই?

আশুতোষ বাবু বললেন– তা অনেকক্ষণই হবে।

ঃ ওমা! তাই নাকি? তা আমাকে ডাকেননি কেন?

ঃ ডাকতে আর পারলাম কৈ? তোমরা খুবই ব্যস্ত আছো দেখে–

ঃ না-না, কি আর ব্যস্ততা? তা যাক, কি বলতে এসেছেন জেঠামশাই? সেরেস্তায় কোন গোলমাল টোলমাল হয়েছে নাকি- মানে দাদাদের কর্মচারীদের সাথে?

ঃ না সে সব কিছু নয়।

ঃ তবে?

একটু থেমে ম্যানেজার আশুতোষ বাবু বললেন– সেটা পরেই বলছি। এখন বলোতো, তোমরা যা নিয়ে আলাপ করছিলে, তার কি সত্যিই কোন ভিত্ আছে? মানে তোমার মানসিকতা কি সেটাই?

বাণীর মাথা নুয়ে পড়লো। লজ্জিতকণ্ঠে বললো– তা মানে আপনি সেসব শুনেছেন?

ঃ শুনতে আমি চাইনি। কিন্তু একেবারেই পাশের কামরা তো। কথাও তোমরা খুব উচ্চকণ্ঠেই বলছিলে। কানটাকে আর আটকাতে পারলাম কৈ?

ঃ জেঠামশাই!

www.pathagar.com

ঃ বেশ কিছুদিন থেকেই তোমাদের নিয়ে কিছু কথা কানে এসে পড়ছে। লোকজনের অহেতুক কৌতূহল-বোধেই এতদিন আমল দেইনি। কিন্তু আজ তো দেখছি তা মোটেই অমূলক নয়, পুরোপরি সত্যি। ঐ ছেলেকেই তুমি বিয়ে করতে চাও?

বাণী ফের লজ্জিত কণ্ঠে বললো– জেঠামশাই!

ঃ বর হিসেবে ছেলেটা অবশ্য আসলেই তোফা। যেমনই দর্শনধারী তেমনই মেধাবী। আদব আচরণ নিয়েও যথেষ্ট সুনাম আছে তার। জুটিটা তোমাদের সত্যিই বড় আকর্ষণীয়। তোমার পছন্দের তারিফ করতেই ইচ্ছে হয়। কিন্তু ঐসবই তো যথেষ্ট নয়।

জড়তা কাটিয়ে উঠে বাণী সহজকণ্ঠে প্রশ্ন করলো-কেন নয় জেঠামশাই?

ঃ সে ভিন্ জাতের ছেলে। অনেকে ম্লেচ্ছ যবন বলে, আমি তা বলিনে। তবে সে তো আসলেই বিজাতির আর বিধর্মের কৃষক সম্প্রদায়ের ছেলে। নীচু শ্রেণীর মানুষ।

বাণীর কণ্ঠ শাণিত হলো। বললো– উঁচু শ্রেণীর আর নীচু শ্রেণীর পার্থক্যটা কি জেঠামশাই? শিক্ষা রুচি, চেহারা, আচরণ-এ সব তো? মুহম্মদ আলীর মধ্যে কি এসবের ঘাট্তি আছে কিছু? অন্যদের কথা থাক, খুবই উঁচু শ্রেণীর হিন্দুদের ক'টা ছেলের মধ্যেই মুহম্মদ আলীর মতো এমন উৎকৃষ্ট গুণাবলী আছে? তার অপরাধ, সে মুসলমান। কিন্তু জেঠামশাই, অনেক উঁচু ঘরের হিন্দু মেয়েরাই তো আজকাল বিয়ে করছে তাদের পছন্দমতো মুসলমান ছেলেকে। এরকম অনেক বিয়ের কথাই তো শুনি!

ঃ হ্যাঁ করছে। করলে তো মাথায় লাঠি মারতে কেউ পারবে না। কারো যদি কাউকে পছন্দ হয়, সে তাকে বিয়ে করবে-এটা তার ব্যক্তিগত অধিকার। এ স্বাধীনতা সকলেরই আছে। আইনগত বাধা নেই। কিন্তু এসবই তো শেষ কথা নয়। জাত আর সমাজ বলে আর একটা কথা আছে। ভিন্জাতের সাথে কোন হিন্দু মেয়ের বিয়ে হলে, সে মেয়েকে জাত আর সমাজ-দুটোই খোয়াতে হবে। সমাজে ঠাঁই হবে না।

ঃ এক সমাজে না হোক, আর এক সমাজে হবে।

ঃ হ্যাঁ তা হয়তো হবে।

ঃ তবে?

একটু থামলেন ম্যানেজার বাবু। পরে বললেন– তাহলে আলীকেই তোমার পছন্দ?

ঃ হ্যাঁ জেঠামশাই। আমার বাপ-মা কেউ নেই। শরমের মাথা খেয়ে কথাটা আপনার কাছে পাড়তেই হতো আমাকে। আজ যখন কথাটা আপ্ছে আপ্ উঠে গেল, ভালই হলো। কিছুই আর আপনার কাছে লুকাবো না, আনেকদিন থেকেই আলীকে আমার খুব পছন্দ।

ঃ তাই তাকে বিয়ে করতে চাও?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ জেঠামশাই। আপনি অধিক আপত্তি না তুললে সেইটেই আমার ইচ্ছে।

www.pathagar.com

ঃ না, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াবো না-বিশেষ করে আলীর মতো ছেলেকে যখন পছন্দ করেছো। স্বাভাবিকভাবে হিন্দুর মেয়ে মুসলমানকে বিয়ে করা আমার না পছন্দ। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা আলাদা। তোমার বাপ-মায়ের অনেক নিমক আমি খেয়েছি। তোমার সুখ দেখাটা আমারও কর্তব্য। এ বিয়ে না হলে তোমার দাদারা যে শেষমেষ তোমাকে কার হাতে দেবে তার ঠিক কি? সেখানে তুমি আদৌ সুখী হতে পারবে কিনা-কে জানে।

ঃ জেঠামশাই!

ঃ বিষয় বিত্ত তেমন একটা না পেলেও, তুমি যথেষ্ট সুখ পাবে এখানে-এ ব্যাপারে আমি প্রায় নিশ্চিত। যারা কষ্ট করে মানুষ হয়, তারা খুব বিবেচক, দায়িত্ববান আর সহনশীল স্বামী হয়।

ঃ তবে?

ঃ তবে এই সংকল্পই তোমার যদি দৃঢ় হয়, তাহলে তোমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে। এখনই বিয়ে করা চলবে না।

ঃ কেন, আমরা ছেলে মানুষ বলে?

ঃ না, তোমাদের একেবারেই ছেলে মানুষ বলবো না। তবে আলীর দিক থেকে এটা বড় অসময়। লেখাপড়া শিখে আগে তাকে মানুষ হতে হবে।

বাণী এবার উৎসাহভরে বললো– মানুষ তো তাকে আমি করবোই জেঠামশাই। যতটা সে লেখাপড়া করতে চায় ততটাই তাকে আমি করাবো। বিদেশ যেতে চাইলে বিদেশেও পাঠাবো উচ্চ শিক্ষার জন্যে।

আশুতোষ বাবু ক্লীষ্ট হাসি হেসে বললেন– পারবে না। সে সামর্থ তখন তোমার থাকবে না মা। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে–

কথা তাঁকে শেষ করতে না দিয়ে বাণী বললো– অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মানে? আমার জমানো টাকা পয়সা-এই জমিদারীর আয়–এ সব আমি কি করবো?

ঃ থাকবে না। নগদ টাকা-পয়সাটা থাকলেও এই বাড়িঘর আর জমিদারীটা তোমার আর থাকবে না। তখন ঐ নগদ টাকা-পয়সায় কয়দিন চলবে?

বাণী রানী চমকে উঠে বললো– থাকবে না মানে? থাকবে -না কেন জেঠামশাই?

ঃ আলীকে তুমি বিয়ে করবে কোন্ ধর্মমতে? হিন্দুমতে বিয়ে করতে হলে আলীকে হিন্দু হতে হবে-যা হয় না আর আলীও তা হতে চাইবে না। কোন মুসলমানকে সত্যিকারের হিন্দু করা যায় না। এমন কোন বিধান নেই। কিন্তু হিন্দুকে সহজেই মুসলমান করা যায়। কাজেই, এ বিয়ে হতে হলে তোমাকেই মুসলমান হতে হবে আর মুসলমানদের বিধান মতে বিয়ে হবে তোমাদের।

বাণী জোর দিয়ে বললো– হোক, তাতে ক্ষতি কি?

আশুতোষ বাবু বললেন– আসল ক্ষতিটা তো এখানেই। তুমি মুসলমান হয়ে গেলে তোমার হিন্দু পিতার সম্পত্তির আদৌ তুমি ওয়ারিশ আর থাকবে কিনা-এ নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে প্রচণ্ড। তোমার নামও বদলে যাবে-পদবীও বদলে যাবে। কাজেই

www.pathagar.com

এই সম্পত্তির মালিক হওয়ার ব্যাপারে চরম জটিলতা দেখা দেবে। আইনের ঠিক বিধান আমি জানি না। কিছুটা ফাঁক ফোকর থাকলেও তোমার ধূর্ত দাদারা টাকা দিয়ে সব ফাঁক বন্ধ করে দেবে। এমনিতেই তারা ছুতোনাতায় নানা ইস্যু খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমাকে সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে। এমনটি ঘটলে আর কি রক্ষে আছে? এই অজুহাতে তারা তোমাকে বাড়িঘর আর জমিদারী থেকে উচ্ছেদ করে তবেই ছাড়বে। সব কিছু হারাতে হবে তোমাকে তখন।

ঃ জেঠামশাই!

ঃ তখন তুমিই বা দাঁড়াবে কোথায় আর আলীকে মানুষ করে তুলবেই বা কি করে?

বাণী শংকিত কণ্ঠে আওয়াজ দিলো–সে কি!

ম্যানেজার বাবু বললেন– তাই বলছি, এখন চুপচাপ থাকো। আলী আগে মানুষ হয়ে যাক, তারপর তোমার সংকল্প তুমি কার্যকরী করো।

হতাশায় নির্বাক হলো বাণী। মলিন হলো তার মুখমণ্ডল। তা লক্ষ্য করে আশুতোষ বাবু ফের বললেন– কি হলো? আমার পরামর্শটা গ্রহণ করতে পারছো না?

বাণী উদাসকণ্ঠে বললো– না, একেবারেই পারছিনে-তা নয়। কিন্তু আমি ভাবছি-যখনই বিয়ে করবো আলীকে, তখনই তো এই প্রশ্ন উঠবে। আগেই করি আর পরেই করি, বাড়িঘর আর জমিদারী হারাতে আমাকে হচ্ছেই।

ঃ সেই কথাই যদি বলো, তাহলে জেনে রাখো-জমিদারীটা হারাতে তোমাকে হবেই। শুধু তোমাকে নয়, সবাইকে। এদেশে কোন লোকেরই জমিদারী বেশি দিন আর থাকবে না। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করার দাবী মুসলমানেরা অনেক আগে থেকেই করে আসছে। এখন এ দেশ তাদের হয়েছে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ তারা করবেই। তাদের উপর অত্যাচার তো কম করেনি জমিদারেরা!

ঃ বলেন কি!

ঃ আর দু'চার বছর টিকতে পারে বড় জোর। এরপরেই দেখবে-জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ঃ জেঠামশাই!

ঃ তখন ব্যবসা বাণিজ্য করা বা লেখাপড়া শিখে চাকুরী বাকুরী করা ছাড়া ভদ্রভাবে চলার আর কোন পথ থাকবে না জমিদারদের। কাজেই, এই কয়েকটা বছর ধৈর্য ধরে থাকো আর আলীকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে নাও। পারলে, তুমিও লেখাপড়াটা চালিয়ে যাও। তোমরা দু'জনই-বিশেষ করে আলী লেখা-পড়া শিখে স্বাবলম্বী হয়ে গেলে, জমিদারীর অভাবে তোমরা আর অসুবিধায় পড়বে না।

অত্যন্ত দামী কথা। দ্বিমত পোষণ করার কোন যুক্তিই নেই এখানে। বাণীও তাই দ্বিমত পোষণ করলো না। কিন্তু কিছুটা হতাশকণ্ঠে বললো– কথা আপনার সবই ঠিক জেঠামশাই। এ উপদেশ অগ্রাহ্য করা কোন ক্রমেই ঠিক হবে না আমার। কিন্তু এখানেও যে মুসিবত আছে একটু।

www.pathagar.com

ঃ মুসিবত !

ঃ আলী যদি এতদিনে বদলে যায়? মানে, আমার প্রতি তার টানটা যদি দুর্বল হয়ে যায়? লেখাপড়া শিখে তার স্বজাতির কোন মেয়ের দিকে যদি ঝুঁকে পড়ে? দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার ফলে এমনটি যদি ঘটে?

ম্যানেজার আশুতোষ বাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন– তাহলে বলবো, এখন হোক আর পরে হোক, আলীকে বিয়ে করা কখনই উচিত হবে না তোমার! ভালবাসাটা তার যদি এতটাই নড়বড়ে হয়, তোমার সাথে সে বেঈমানী করতে পারে-এমনটি যদি ঘুনাক্ষরেও মনে হয় তোমার, তাহলে তার সংস্রব তোমার এখন থেকেই ত্যাগ করা উচিত।

চমকে উঠে বাণী তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বললো– না–না, না জেঠামশাই মোটেই সে বেঈমান নয়। খুবই শক্ত ঈমানের মানুষ সে। তার ভালবাসার মধ্যেও এতটুকু ফাঁক নেই। এটা আমি নিশ্চিতভাবে জানি। আমি বলছিলাম, আমাদের ছাড়াছাড়ির কথা ভেবে। মানে আলীকে হাতছাড়া করার কথা ভেবে। নইলে–

ঃ তবু আরো কিছুদিন পরীক্ষা করে দেখো। তোমার প্রতি টানটা তার কতখানি মজবুত– সেটা আরো যাচাই করে নাও। তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত নিও না।

ঃ জেঠামশাই!

ঃ এর বেশি আমার আর কিছু বলার নেই।

উঠে পড়লেন আশুতোষ বাবু। বাণী ফের ব্যস্তকণ্ঠে বললো–ওহো, আপনি যেন কি নিয়ে কথা বলতে এসেছিলেন?

আশুতোষ বাবু বললেন– এসেছিলাম শিকারপুরের প্রজাদের একটা জটিল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে। কিন্তু সে মুড্ এখন তোমারও নেই, আমারও নেই। এ নিয়ে পরে কথা বলবো।

বাণীর সত্যিই সে মুড্ ছিল না। তাই ম্যানেজার বাবুর চলে যাওয়া নিয়ে সে আর কোন কথা বললো না।

অচিরেই বাণীকে বিয়ে করার জোর প্রশ্ন ওঠায় আলী টল্‌টলে হয়ে গেল। বাণীর বাড়ি থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো সে। কি করা উচিত তার, বাণীর এই উষ্ণ আর প্রচণ্ড আগ্রহ প্রত্যাখ্যান করা তার উচিত হবে কিনা আর আদৌ তার পক্ষে তা সম্ভব কিনা– সে কিছুই স্থির করতে পারলো না। সবার উপরে কথা, বাণী তার সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। বলা যায়, বাণী তার জন্যে আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ রহমত। আল্লাহ তায়ালার এ রহমত নসীবে তার না এলে, লেখাপড়া তার অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যেতো। তাছাড়া, তার প্রতি বাণীর ভালবাসা আর টান একেবারেই নিখাদ। নিঃস্বার্থ ভালবাসা। বাণীর প্রতি তার ভালবাসাটাও পুরোপুরি নিখাদ। প্রেমের টানেই বাণীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সে, অর্থের লোভে নয়। ওদিকে

www.pathagar.com

আবার, বাণীর মতো একটা দুর্লভ মেয়ের এমন গভীর ভালবাসা পাওয়াটাও পরম ভাগ্যের কথা। এমনটি– সবার নসীবে জোটে না। আলীর নসীব শানদার, তাই আলীর নসীবে জুটেছে। এই ভালবাসার অমর্যাদা করবে– আলী এমনটি চিন্তা করতেও পারে না। অপরদিকে, এখনই বিয়ে করা মানে চতুর্মুখী অসুবিধা ও বিপত্তিতে পড়া।

লজিং বাড়িতে ফিরে এসে সারারাত আলী এসব কথা ভাবলো। আলীর সিদ্ধান্তটা পজিটিভ হওয়া চাই– এই কথা বাণীর। নেগেটিভ্ হওয়ার জো আলীর কাছেও নেই। তবু উৎসাহ আর সাহস যোগানোর পাশে কেউ না থাকায়, আলী পুনঃ পুনঃ মুষড়ে পড়তে লাগলো।

পরের দিন তার মৌলবি স্যারের শরণাপন্ন হলো আলী। আলীর অভিভাবক কেউ নেই। তবে এখন স্কুলের এই মৌলবি সাহেবই আলীর মোটামুটি একজন অভিভাবক ও বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী। মৌলবি সাহেবের কাছে এসে আলী সালাম দিয়ে দাঁড়ালো। সালামের জবাব দিয়ে চেয়ে রইলেন মৌলবি সাহেব। কিন্তু কিভাবে কথাটা তুলবে– স্থির করতে না পেরে আলী কাঁচুমাচু করতে লাগলো। তা দেখে মৌলবি সাহেব প্রশ্ন করলেন– কিছু বলবে?

আলী নত মস্তকে বললো– জি স্যার।

মৌলবি সাহেব বললেন– বলো!

ঃ কথাটা হলো– মানে কথাটা–

ঃ কি কথা?

ঃ বাণী স্যার, কথাটা ঐ বাণীর ব্যাপার নিয়ে। আমার ক্লাশফ্রেণ্ড বাণী রানী সরকার।

ঃ কেন, কি হয়েছে তার? কোন বিপদ-মুসিবত?

ঃ না, সে সব কিছু নয়। তবে–

ঃ তবে?

ঃ বাণীর ইচ্ছে, মানে বাণী বলছে–

ঃ কি বলছে?

ঃ তাকে বিয়ে করতে বলছে।

মৌলবি সাহেব তালগোল পাকিয়ে ফেললেন। কথাটা সঠিক বুঝতে না পেরে ফের প্রশ্ন করলেন– বিয়ে করতে মানে? কাকে বিয়ে করতে বলছে?

ঃ আমাকে স্যার!

মৌলবি সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– তোমাকে! বাণী তোমাকে বিয়ে করতে বলছে?

ঃ জি স্যার।

ঃ কেন?

ঃ সেই ইচ্ছেই তার হয়েছে।

www.pathagar.com

ঃ তাজ্জব! কাকে বিয়ে করতে বলছে সে? মানে, কাকে তোমার বিয়ে করতে হবে?

ঃ তাকেই। মানে ঐ বাণীকেই।

ঃ সে কি! বানী তোমাকে বিয়ে করতে চায়?

ঃ জি স্যার।

মৌলবি সাহেবের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি সানন্দে বললেন– আলহামদুলিল্লাহ!

ঃ স্যার!

ঃ তোমার বড়ই খোশ নসীব হে। এটা বড়ই খোশ খবর। আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া আদায় করো।

ঃ শুকরিয়া আদায় করবো?

ঃ হ্যাঁ করবেই তো! এযে অকল্পনীয় খোশ-কিস্‌মতি তোমার।

ঃ এটাকে আমার খোশ-কিস্‌মতি বলছেন স্যার? এখনই বিয়ে করাটাকে মানে, ম্যাট্রিকটা পাশ না করতেই–

মৌলবি সাহেব কান দিলেন না তার কথায়। ধ্যানমগ্নভাবে বললেন– বাণী পৃথকভাবে সংসার পেতেছে। সবার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অভিভাবকহীন একা একটা মেয়ে সে। সোমত্ত মেয়ে। ভাবলাম, শিগ্গিরই তার বিয়ে না করে আর উপায় নেই। তোমার কপাল এবার পুড়লো!

সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে আলী বললো– কেন স্যার?

মৌলবি সাহেব বললেন– কেন তা বুঝতে পারছো না? কোন হিন্দু ছেলেকে যদি বিয়ে করে সে, তাহলে তুমি কি আর এত সুযোগ-সুবিধে পাবে? তোমাকে এত পয়সা কড়ি দেয়া– এত সাহায্য-সহানুভূতি করা আর কি সম্ভব হবে তার পক্ষে? তার বর মানে স্বামী তো তখন বাদ সাধবে সেখানে। অন্য কোন ছেলের প্রতি বউ-এর টান থাক, এটা কোন স্বামীই চাইবে না। তার উপর তুমি মুসলমান। কোন হিন্দুকে বিয়ে করলে বাণীর সেই হিন্দু বর এটা কি কস্মিনকালেও বরদাস্ত করতে চাইবে?

ঃ স্যার!

ঃ তা না করে বাণী তোমাকেই বিয়ে করতে আগ্রহী– এটা কি চিন্তা করা যায়? এটা তো যারপরনাই খোশ কিস্‌মতি তোমার।

ঃ জি স্যার, তা বটে। তবে–

বলেই চললেন মৌলবি সাহেব– তোমার প্রতি বাণীর যথেষ্ট টান আছে, তোমার সাথে তার খুবই দহরম-মহরম– এটা প্রায় সবাই জানে। এ নিয়ে পাঁচজনের পাঁচ কথা ইদানিং আমার কানে এসেও পড়ছে। কিন্তু তাই বলে হিন্দু মেয়ে হয়ে তার সমাজ-ধর্ম উপেক্ষা করে বাণী শেষ পর্যন্ত– তোমাকেই শাদি করতে চাইবে– এতটা

www.pathagar.com

কি বিশ্বাস করার কথা, না তা বিশ্বাস করতে পারে কেউ? বদনাম যতই ছড়াক, কোন হিন্দুও কি ভাবতে পারে এটা? আসলে ব্যাপারটা কি বলো তো? এটা কি আসলেই সত্যি?

ঃ কোনটা স্যার?

ঃ বাণী তোমাকে বিয়ে করতে চায়– এটা কি সত্যিই তার মনের কথা, না তোমার সাথে মস্‌করা করেছে সে?

ঃ না স্যার, মস্‌করা নয়। সত্যিই তার মনের কথা। আমি অনেক আপত্তি তুলেছি, কিন্তু সে অনড়। আমাকে শিগ্গিরই মতামত দিতে বলেছে। ঠিক মতামত নয়, আমাকে রাজী হতে বলেছে।

ঃ বলেছে?

ঃ সেরেফ বলা নয়, রীতি মতো পীড়াপীড়ি শুরু করেছে।

ঃ সোবহান আল্লাহ! তাহলে আর আপত্তি তুলছো কেন? শিগ্গির রাজী হয়ে যাও।

ঃ রাজী হবো?

ঃ হবে না মানে? এতে তোমার ভবিষ্যৎটা কতখানি খোলাসা হয়ে যাবে- তাকি কিছুই বুঝতে পারছো না? বিষয় সম্পদের দিকটা না হয় বাদই দিলাম, তবে এতে তোমার লেখাপড়ার পথ কতটা প্রশস্ত হয়ে যাবে জানো– এটা কি চিন্তায় তোমার আসছে না? আশ্রয়হীন অবস্থায় ভেসে বেড়াচ্ছো তুমি। এর চেয়ে মজবুত আশ্রয় আর কি কোথাও পাবে তুমি এ জীবনে?

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে আলী ফের বললো– সবই তো বুঝতে পারছি স্যার। কিন্তু হিন্দুর মেয়ে সে। জমিদারের কন্যা। মুসলমান হয়ে আমি তাকে বিয়ে করতে গেলে যদি কোন্ বাধা আসে আর কোন্ বিপত্তি ঘটে–

মৌলবি সাহেব জোর দিয়ে বললেন– কোনই বাধা-বিপত্তি নেই। সে মুসলমান হতে রাজী হলে বাধার আর কোন প্রশ্নই আসবে না। সে মুসলমান হতে রাজী তো?

ঃ মুসলমানকে বিয়ে যখন করতে চায়, তখন মুসলমান তাকে হতেই হবে আর সেও তা নিশ্চয়ই জানে। মুসলমানকে তো হিন্দু বানাতে পারবে না! আমি ভাবছি অন্য বাধা-বিপত্তির কথা, মানে তার সমাজের কথা– তার দাদাদের কথা।

ঃ সেদিক দিয়েও কোন সমস্যা নেই। সে স্বেচ্ছায় মুসলমান হলে আর স্বেচ্ছায় তোমাকে বিয়ে করতে চাইলে তার সমাজ তার কিছুই করতে পারবে না। ওদিকে আবার, সে পৃথক সংসারে বাস করে। নিজেই নিজের অভিভাবক এখন। কাজেই তার দাদারাও বাধা দিয়ে কিছু করতে পারবে না।

ঃ স্যার!

ঃ বিয়ের বয়স তার ক্লাশ সিক্‌স্–সেভেনে থাকতেই হয়েছে। ক্লাশ টেনে পড়া সাবালিকা মেয়ে সে এখন। তার ইচ্ছায় বাধা দেবে কে? তবে হ্যাঁ। কিছু ফালতু বাধা এলেও আসতে পারে। সে সব আমি দেখবো। তুমি রাজী হয়ে যাও।

ঃ রাজী হবো স্যার?

www.pathagar.com

ঃ ফের সেই কথা? পেয়ে ধন পায়ে ঠেলে কোন বেয়াকুফ? সুযোগ-সৌভাগ্য কি বার বার আসে, না বার বার এই সুযোগ পাবে তুমি? এখান থেকে তুমি চলে গেলেই তো পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে! চোখের আড়াল হলেই টান-আকর্ষণ অনেকখানি ঢিলে হয়ে যায়। পরিস্থিতির চাপে পড়েও বাণী তার সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে ফেলতে পারে? মানে পাল্টিয়ে ফেলতে বাধ্য হতে পারে। শুভ কাজে বিলম্ব করা মোটেই ঠিক নয়।

আলী উপদেশগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনলো। এরপর মাথা দুলিয়ে সায় দিয়ে বললো– জি স্যার, সে কথা খুবই কায়েমী কথা।

ঃ বুঝতে পেরেছো তাহলে?

ঃ জি স্যার পেরেছি। আমরা দুজন দুজনকে গভীরভাবে ভালবাসি। বিয়ে আমাদের না হলে, দুজনের কেউ আমরা এ জীবনে সুখী হতে পারবো না।

ঃ তবে? সুযোগ যে হেলায় হাতছাড়া করে, মৌসুম বুঝে কাজ যে না করে, অধিক ক্ষেত্রেই তাকে পস্তাতে হয়।

ঃ স্যার।

ঃ যাচা খানা, মানে সাধা খানা প্রত্যাখ্যান করলে অনাহার তার অনিবার্য।

ঃ ঠিক স্যার, ঠিক আছে। আপনি দোআ করবেন আর প্রয়োজনে মেহেরবাণী করে একটু সাহায্য করবেন– আমি শিগ্গিরই আমার সম্মতি জানিয়ে দেবো বাণীকে। খেয়াতরী এপারে থাকতে আমি আর গড়িমসি করবো না।

মৌলবি সাহেব খোশকণ্ঠে বললেন– আল্লাহ্ তায়ালা তোমার সহায় হোন।

তার পরের দিনই আলী ছুটে এলো বাণীর কাছে। এসেই সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো– বাণী, রাজী। আমি রাজী।

উৎসুকভাবে চেয়ে বাণী বললো– রাজী? আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছো তুমি?

আলী জোর দিয়ে বললো– একদম রাজী। বিয়ে করতে এখন আমি এক পায়ে খাড়া।

বাণী হাসিমুখে বললো– সত্যি? সত্যি বলছো?

আলী বললো– একশো ভাগ সত্যি। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি–

দ্রুত কাছে এসে বাণীর গায়ে হাত রাখলো আলী। একেবারেই ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে আলী তার আবেগ প্রকাশ করতে লাগলো।

বাণী শিহরিত হলো। কিঞ্চিৎ সরে দাঁড়িয়ে সহাস্যে ও ঈষৎ চাপাকণ্ঠে বললো– এই করো কি– করো কি? এখনই একেবারে দখল করে নিতে লাগলে নাকি? সরো– সরো–

হুঁশ হলো আলীর। বাণী বেগানা মেয়ে। বাণীর প্রতি এভাবে ঝুঁকে পড়া ঠিক হয়নি তার। সেও সরে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে। লজ্জিতকণ্ঠে বললো– সরি! তোমার

www.pathagar.com

গায়ে সরাসরি হাত দিলাম। তোমাকে ছুঁয়ে দিলাম একদম! না-না, এটা মোটেই ঠিক হলো না আমার। ছিঃ-ছিঃ! একি করলাম!

শরমে আলী সংকুচিত হয়ে গেল। অপ্রতিভ কণ্ঠে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো।

বাণী পুলকিত হলো। ঠোঁট টিপে হেসে প্রশ্ন করলো– কি বললে? আমাকে ছুঁয়ে দিলে?

আলী বললো– হ্যাঁ-মানে, তাইতো দিলাম।

ঃ সেই জন্যে জড়োসড়ো হয়ে গেলে?

ঃ হ্যাঁ, তাইতো।

ঃ এই বুঝি প্রথম ছুঁইলে আমাকে?

থমকে গেল আলী। ইতস্তত করে বললো– অর্থাৎ?

বাণী বললো– ক্লাশে দুজন পাশাপাশি বসাতে কতদিন কতবার ধাক্কা লাগলো গায়ে গায়ে, হাত লাগলো হাতে। এরপর এতদিন একসাথে উঠাবসা করতে দুজনের হাতে-পায়ে কতবার দুজনের হাত-পা লাগলো, গায়ে গায়ে ঘষা লাগলো কয়েকবার। এই তো সেদিনও খাবার দেবার সময় 'আর দিওনা–আর দিওনা' বলে দু'হাতে দু'হাত ঠেলে দিলে আমার। একদম কাঁধ পর্যন্ত ছুঁয়ে দিলে– সেগুলো বুঝি ছোঁয়াছুঁয়ি নয়?

আবার আলী অপ্রতিভ হলো। থতমত খেয়ে বললো– এ্যাঁ। তা কথা হলো–

ঃ তখন তো এতটা নুয়ে পড়তে দেখিনি।

ঃ না-মানে, আজকেরটা একেবারেই অন্যরকম কিনা– মানে আজ ইচ্ছে করেই হাত দিয়েছি তোমার গায়ে।

ঃ তাতে কি হয়েছে?

ঃ কি হয়েছে কেমন? তুমি বেগানা মেয়ে। হঠাৎ ঠেকাঠেকি নয়। ইচ্ছে করে হাত দেয়া নাজায়েজ কাজ। সেজন্যেই তো চমকে উঠলে তুমি। চমকে উঠে সরে গেলে।

ঃ সরে গেলাম আমার জাত গেল বলে কি? তুমি ছুঁয়ে দিলে আর অমনি আমার জাত চলে গেল– সেকারণে কি?

ঃ তবে?

ঃ তবে ঐ যে, ঐদিকে চেয়ে দেখো–

চোখের ইশারায় বাণী দূরে ইঙ্গিত করলো। তারা খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সামনের আঙ্গিনার ওপারে আর এক খোলা বারান্দায় কুসুমবালা এবং পাড়াবেড়ানী কয়েকজন মহিলা গল্পরত ছিল। এদিকেই চেয়ে ছিল মহিলারা। সেদিকে ইঙ্গিত করে বাণী বললো– ওরা দেখে ফেললে আর রেহাই আছে? তিলকে তাল বানিয়ে আজই সারা গাঁয়ে ঢোল পিটিয়ে দেবে, বুঝেছো?

আলী সতর্ক হয়ে বললো– ও হ্যাঁ, তাই তো! সরো সরো– এখান থেকে সরে এসো। আরো কথা আছে–

আলীই আগে সরে বসার ঘরে চলে এলো। বাণী তার পেছনে পেছনে আসতে আসতে সকৌতুকে বললো– ওরে বাবা! আজ যে কথা বলার বেজায় আগ্রহ দেখছি।

www.pathagar.com

আলী বললো– দেখবেই তো। আসল কথা বাদ দিয়ে আমরা অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে বিভোর হয়ে যাচ্ছি। কথা হলো, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজী এখন কি করবে তুমি করো।

বাণী চটুলকণ্ঠে বললো– কি করতে বলো? বিয়ের কি আয়োজন করবো তাড়াতাড়ি?

ঃ হ্যাঁ, করলে তাই করবে। সামনেই টেস্ট পরীক্ষা। দেরি করলে পড়াশুনার অসুবিধে হবে। যা করার এখনই করে ফেলো। শুভস্য শীঘ্রম।

ঃ বাপরে! তর সইছে না বুঝি?

ঃ কি রকম? আমার তর সইছে না মানে? তুমিই তো সেদিন বললে, দুই-এক দিনের মধ্যেই আমাকে মতামত দিতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি তুমি বিয়েটা সেরে ফেলতে চাও। এখন আবার উল্টো চাপ কেন?

বাণী এবার নীরব হলো। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলো না। একটু পরে ম্লানকণ্ঠে বললো– হ্যাঁ, তাই তো চেয়েছিলাম আলী। কিন্তু সেটা আর হলো না। আমার সে ইচ্ছা আর পূরণ করতে পারছিনে।

আলী সবিস্ময়ে বললো– পারছো না! পারছো না কেন?

বাণী গম্ভীর আর ভারীকণ্ঠে বললো– সবই আমার অদৃষ্ঠ। অদৃষ্ট প্রসন্ন না হলে সব ইচ্ছাই মানুষ পূরণ করতে পারে না।

আলী চমকে উঠে বললো– তাই তুমিও পারছো না।

ঃ হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই আর কি।

ঃ তার মানে? আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছে তোমার খতম?

এবার চমকে উঠলো বাণীও। ব্যস্তকণ্ঠে বললো– না-না, একি বলছো? তোমাকে বিয়ে করার ইচ্ছে আমার এ জীবনে কি খতম হবার? মৃত্যুতক্ নয়। আমি সে কথা বলছিনে।

ঃ তবে?

ঃ আমি বলছি, শিগ্গিরই মানে এখনই তোমাকে বিয়ে করে বসলে দুজনই আমরা ভীষণ অসুবিধায় পড়ে যাবো।

ঃ অসুবিধা?

ঃ হ্যাঁ। আগে বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পারছি– এই মুহূর্তে আমাদের বিয়ে হলে, আমরা দুজনই অকুল দরিয়ায় পড়ে যাবো। কোন কুল-কিনারা পাবো না।

ঃ কি রকম?

রকমটা বাণী ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলো আলীকে। তাদের বিয়ের দরুণ বাড়িঘর আর জমিদারী বেহাত হওয়ার ব্যাপারে ম্যানেজার আশুতোষ বাবু যে সব কথা বলেছিলেন, সে সব কথা বুঝিয়ে দিলো এক এক করে। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার প্রসঙ্গও বাদ দিলো না বাণী। সবশেষে বললো– লেখাপড়া শিখে তুমি মানুষ হয়ে উঠলে, জমিদারী প্রথা বিলুপ্তই হোক, আর আমাদের বিয়ের কারণে তা বেহাতই হোক, তখন আর কোন অসুবিধায় পড়তে হবে না আমাদের।

www.pathagar.com

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো আলী। বাণী আবার বললো– তাই এই মুহূর্তে বিয়ের কথা না ভেবে, লেখাপড়া কম্‌প্লীট করার কথাটা জোর দিয়ে ভাবো। আমিও আরো লেখাপড়া করি। দুজনই লেখাপড়া শিখলে, ভাত-কাপড় আর আশ্রয়ের কোন অভাবই আমাদের হবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আলী স্বগতোক্তি করলো–হুঁউঁ!

বাণী সাহস দিয়ে বললো– বিয়ে আমাদের আটকায় কে? ওটা আমাদের হবেই। তবে এখন নয়, লেখাপড়া শিখে তুমি মানুষ হয়ে ওঠার পর। বুঝতে পেরেছো?

আলী ফের নিঃশ্বাস ফেলে বললো– পেরেছি। "জাস্টিস্ ডিলেড্, জাস্টিস্ ডিনায়েড্"।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ বিচারে বিলম্ব হলে, মানুষ বিচার আর পায় না। ওটা ধামাচাপা পড়ে যায়। এ ব্যাপারটাও সেইরকমই আর কি?

ঃ মানে?

ঃ এর কোন মানে নেই। বিলম্বে সব কিছুতেই বিস্তর বিপত্তি ঘটে।

ঃ কেন, বিপত্তি কিসের?

ঃ কিসের, তা তুমিও বোঝো। এমনিতেই, না আঁচালে বিশ্বাস নেই, "দেয়ার আর মেনি এ স্লীপ ইন্ বিটুইন দি কাপ্ এ্যাণ্ড দি লীপ" তার উপর এই এত বছরের ব্যবধান। এটাকে এখন একটা নেগেটিভ ইস্যু অর্থাৎ না-বাচক বিষয় হিসেবেই ধরে নিতে পারো। আমাদের বিয়েটা আর শেষ পর্যন্ত হলোই না।

বিষণ্নতায় ছেয়ে গেলো আলীর মুখমণ্ডল। তা লক্ষ্য করে বাণী বললো– বলো কি! তুমি এতটাই হতাশ হয়ে যাচ্ছো।

ঃ আশা যেখানে নিতান্তই কম, মানুষ সেখানে হতাশই হয়।

আলীর এ কথায় বাণীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে সহাস্যে বললো– বা-ব্বা! তলে তলে আশাটা তোমার এতটাই প্রবল ছিল, তা তো আগে বুঝতে পারিনি। ভাবতে যে কি আনন্দ লাগছে আমার!

ঃ কেমন?

ঃ খানিকটা বিলম্বের কথাতেই মুষড়ে পড়ছো এতখানি? এ আশাটা তো মোটেই মামুলী আশা নয়।

বাণীর ঠোঁটে হাসি। আলীর চোখে-মুখে বিরক্তির আভাস। আলী বিরক্তির সুরেই বললো– আশাটা মানে?

বাণী খোশ-আমেজে বললো– আমাকে বিয়ে করার আশা মানে আগ্রহ।

আলী রুষ্টকণ্ঠে বললো– সে আশা পোষণ করার আমার কোন কারণই ছিল না। তুমি নিজে সে আশা জাগিয়ে দিয়েছো বলেই–

মুখ থেকে কথা কেড়ে বাণী হাসি মুখে বললো– আশা জেগেছে তোমার– এই তো? যাক, অদৃষ্ট আমার এক্ষেত্রে খুবই প্রসন্ন যে, অবশেষে সে আশা জেগেছে

www.pathagar.com

তোমার– এবং সে আশাটা প্রবল। আমার তো ভয় ছিল– তোমার মতো সন্যাসী মানুষের মনে সে আশা আমি জাগাতেই পারবো না। আজীবন আমাকে তুষের আগুনে ধিকিধিকি পুড়ে মরতে হবে। তোমাকে ছাড়া আর কারো চিন্তা শত চেষ্টা করেও তো করতে পারবো না জীবনে।

ঃ বটে!

ঃ যে ধ্যানমগ্ন মানুষ কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই চায় না! সেই মানুষের মনে যখন প্রবল আশা জেগেছে, আর আমার ভয় নেই। কোনদিনই তোমাকে হারাতে আমার হবে না। তোমার এই আশা মানে আগ্রহই বার বার তোমাকে টেনে আনবে আমার কাছে।

রীতিমতো নাখোশকণ্ঠে আলী বললো– পরিহাস করছো?

বাণী মিনতি করে বললো– না আলী, পরিহাস নয়। এটা আমার একান্তই অন্তরের কথা। বলাটা হয়তো পরিহাসের মতোই হয়েছে। আসল কথা, আমাকে বিয়ে করার তোমার আগ্রহটা বরাবর এইরকম প্রবল থাকলে সত্যিই আর আমার ভয় নেই। চোখের আড়াল হলেও তোমার মনের আড়াল হয়ে যাবো না আমি।

ঃ বাণী!

ঃ আমি খুবই আশ্বস্ত হচ্ছি আর আনন্দ অনুভব করছি তোমার আজকের এই আগ্রহ দেখে। করুণাময় সৃষ্টিকর্তা যেন এ আগ্রহ তোমার বরাবর অটুট রাখেন।

ঃ এ আবার কি শুরু করলে? তোয়াজ, না হেঁয়ালী?

ঃ তা হেঁয়ালী-তোয়াজ যা-ই ভাবো, আমাদের বিয়েতে এই বিলম্বের প্রশ্নটা আমাকেও যে কতখানি চিন্তিত করে তুলেছে, আমার এই প্রকাশভঙ্গিই তার প্রমাণ। অর্থাৎ ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারছিনে বলেই আবোলতাবোল হয়ে যাচ্ছে।

ঃ বাণী!

ঃ সব কথার শেষ কথা, করুণাময়ের কৃপায় বিয়ে আমাদের হবেই। হওয়ায়ে তবেই আমি ছাড়বো। শুধু এই মুহূর্তে হচ্ছে না। কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদের– এই আর কি।

জবাবে মুহম্মদ আলী নিষ্প্রভকণ্ঠে বললো– তথাস্তু।

ঃ নাখোশ হলে?

ঃ না, সে মওকা কোথায়? যা দুর্নিবার তা তো সইতেই হবে।

ঃ হ্যাঁ, ব্যাপরটা ঠিক তাই-ই।

ঃ হোয়াট ক্যান্ নট্ বি কিওরড্, মাস্ট বি এন্‌ডিওর্ড! আচ্ছা, এখন চলি–

ঃ যাবে ?

ঃ যাই। যে কথা নিয়ে এসেছিলাম, সে কথা তো শেষ হয়ে গেল। এখন আর অন্য কথা ভাল লাগবে না। যাই–

ঃ আচ্ছা এসো। তবে মনোবল হারিও না। সংকল্পে আমরা অটল থাকলে, আমাদের আশা পূরণ হবেই হবে।

www.pathagar.com

যথা সময়ে চলে এলো টেস্ট ও ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা এবং যথা নিয়মে সে সব সমাপ্তও হলো। সকলের যে আশা ছিল, মুনশী মুহম্মদ আলী ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তার চেয়ে অনেক বেশি ভাল রেজাল্ট করলো। তার রেজাল্ট দেখে স্তম্ভিত হলো স্কুলের ছাত্র শিক্ষক সকলেই। অবাক হলো স্কুল কমিটির সদস্যবর্গসহ আশপাশের জনসাধারণ। এতে করে স্কুলের সুনাম যেমন বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, তেমনি নিজে সে এমনই একটা মোটা অংকের বৃত্তি লাভ করলো, যার ফলে পরবর্তী পড়াশুনার খরচা নিয়ে তার আর কোন চিন্তাই রইলো না।

আলীর সহপাঠিনী বাণী সরকারও আলীর সাথেই ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সাংসারিক ঝামেলায় এবার আর তার পরীক্ষা দেয়া হয়নি। আরো ভাল প্রিপারেশান নিয়ে আগামী বছর পরীক্ষা দেবে–

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আছে সে।

আলীর ফল দেখে আনন্দে বিহ্বল হলো বাণী। আলীর কাছে ছুটে এসে আগে সে ভূয়শী তারিফ করলো আলীর। পরে কপট খেদে বললো– একেই বলে "কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ"। তোমার তো পরম সুখই হলো, কিন্তু আমার কপালটা পুরোপুরিই পুড়লো।

মুহম্মদ আলী প্রশ্ন করলো– তোমার কপাল পুড়লো মানে?

ঃ পুড়লো না? এখন তো চলে যাবে কলেজে পড়তে। আগে আশা ছিল–মনের টানে না হোক, দু'চারটে পয়সা কড়ির প্রয়োজনে তুমি কলেজ থেকে মাঝে মাঝেই ছুটে আসবে আমার কাছে। সে আশার গুড়ে বালি পড়লো আমার। যত টাকা বৃত্তি পাবে মাসে–মাসে, তাতে তোমার পয়সাই এখন খায় কে? আমার কাছে আর আসবে কি?

মাথা নীচু করে বাণী হাসি আড়াল করলো। বাণীর রসিকতার জবাবে আলী বললো– মোটেই আসার গরজ নেই। পায়সার গরজ থাকলো না, খামাখা আর কষ্ট করে এত দূরে আসতে যাবো কেন? কলেজে কি একটা মেয়েও পাবো না? ছুটেই যদি যাই, তাদেরই কারো কাছে যাবো।

বাণী কপট রোষে বললো– যেও। চেনা নেই, জানা নেই, অচেনা কোন মেয়ের কাছে ছুটে গিয়ে দেখো, কেমন ল্যাং মারে।

আলী তরল কণ্ঠে বললো– মারুক-মারুক। নতুন মেয়ের ল্যাংটাও পুরানো মেয়ের হাসির চেয়ে অনেক মিষ্টি।

ঃ তার অর্থ? আমি পুরানো?

ঃ ছেঁড়া কাঁথার মতো পুরানো।

ঃ তবেরে–

ছুটে এসে হেসে ফেললো বাণী। হেসে ফেললো আলীও।

www.pathagar.com

গৌরীপুর থেকে মুহম্মদ আলীর বিদায় নেয়ার দিন ঘনিয়ে এলো দ্রুত। স্কুল থেকে টেস্টিমোনিয়াল ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে লজিং বাড়ির লোকজনসহ পরিচিত সবার কাছে এক এক করে বিদায় নিলো মুহম্মদ আলী। সবশেষে এলো সে বাণীর কাছে।

বাণীর সে উচ্ছলতা আজ আর নেই। 'এই যে আলী, এসো-এসো', বলে অন্যান্য দিনের মতো ছুটে আসা নেই। নেই সে কলকণ্ঠও। আজ সে স্থবির। ম্লানমুখে বসে আছে প্রস্তর মূর্তির মতো।

পথের দিকে চেয়ে বাইরের বারান্দায় বসেছিল বাণী। আলী এসে সামনে দাঁড়ালে বাণী ক্ষীণকণ্ঠে বললো– এসো, ভেতরে এসো–

ভেতরে এসে বসতে বসতে আলী বললো– খুব ভেঙে পড়েছো বলে মনে হচ্ছে?

বাণী উদাস কণ্ঠে বললো– না, ভেঙে আর পড়লাম কোথায়?

ঃ একেবারেই প্রাণহীন, নীরব-নিষ্প্রভ হয়ে বসে থাকতে দেখলাম যে?

ঃ হ্যাঁ, তা ছিলাম। দীর্ঘ সাড়ে চার বছরের স্মৃতিটা রোমন্থন করছিলাম।

ঃ সাড়ে চার বছরের স্মৃতি?

ঃ সেই যে ক্লাশ সেভেনে ভর্তি হতে প্রথম তুমি এখানে এলে আর আজ ম্যাট্রিক পাশ করে চলে যাচ্ছো– এই লম্বা খতিয়ানটা নেড়ে চেড়ে দেখছিলাম।

ঃ আচ্ছা। তা কি পেলে? মানে কি দেখলে?

ঃ লাভ-লোকসান–দুটোই।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ লাভটা হলো, তোমাকে একান্তভাবে পাওয়া আর লোকসানটা হলো– সেই পেয়ে আবার তোমাকে হারানোর শংকা। কেনই বা তুমি এলে আর আজ কেনই বা এই অবস্থায় পড়লাম আমি!

ঃ ফের সেই কথা? এ কয়দিন ধরেই তোমাকে এত করে বলছি সে শংকার কোন কারণ নেই। তবু কেন তুমি এতটা লাচার হয়ে পড়ছো?

ঃ না পড়ে পারছি কৈ? সামনে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। কখন কি ঘটে, আমাদের এই টান-আকর্ষণ কখন কি দিয়ে কি হয়ে যায়– কে জানে?

ঃ কিছুই হবে না। আমার প্রতি তোমার টানটা যদি সময়ের ব্যবধানে ঢিলে হয়ে না যায়, তোমার প্রতি আমার টান চিরমজবুত থাকবে।

ঃ আমার টান ঢিলে হয়ে যাবে? এটা তুমি ভাবো?

ঃ যদি যায়– সেই কথা বলছি। বলছি, দিনে দিনে আমার স্মৃতিটা তোমার অন্তরে যদি ফিকে হয়ে না যায়–

ফুঁশে উঠলো বাণী। ফুঁশে উঠে বললো– সে ফাঁকটা কোথায়? এতদিন তুমি এখানে ছিলে, তোমাকে নিয়ে মহানন্দে দিন কেটেছে আমার। আজ থেকে আমি একদম নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছি। এই বিশাল বাড়িতে আমি এখন বস্তুত একেবারেই একা।

www.pathagar.com

তোমার অভাবই প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অনুভব করবো আমি। তোমার কথা আমার ভুলে থাকার প্রশ্নই আসে না। বরং তোমার তরফেই সে সম্ভাবনা প্রকট।

ঃ আমার তরফে?

ঃ হ্যাঁ। তুমি তো আর নিঃসঙ্গ থাকবে না। নতুন নতুন সঙ্গী আর সঙ্গিনীর সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকবে তুমি। আমার প্রতি তোমার টানই ঢিলে হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

আলী হাসলো। পরে স্থির কণ্ঠে বললো–"ওয়াটার ওয়াটার এভ্রি হোয়্যার, বাট্ নট এনি ড্রপ টু ড্রিংক"।

চেয়ে রইলো বাণী। আলী ফের বললো– ইংরেজী রচনা বইতে এ কথাটা আছে।

বাণী বললো– দেখেছি। তুমিই আমাকে দেখিয়েছো। কিন্তু এ দিয়ে তুমি কি বুঝাতে চাইছো?

ঃ তোমার সাথে আমার পরিচয়ের আগে হলে কি হতো জানিনে। এখন আমার কাছে ওগুলো সবই পানের অযোগ্য লবণাক্ত পানি। মিঠে পানি নয়।

ঃ কোনগুলো?

ঃ ঐ নতুন নতুন সঙ্গিনীগুলো।

ঃ বটে!

ঃ মিঠে পানি যেটুকু তা সবই এইখানে– এই বাড়িতে রয়ে যাচ্ছে। ছুটে আমাকে আসতেই হবে বার বার।

বাণী প্রসণ্ন কণ্ঠে বললো– তাই?

আলী বললো– জি।

এরপর তাদের মধ্যে লেখাপড়া ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আরো অনেক কথা হলো। সেই ফাঁকে জোর করেই কিছু টাকা আলীর পকেটে গুঁজে দিলো বাণী। সবশেষে এবং আলীর চলে যাওয়ার মুহূর্তে নিজের হাতে সেলাই করা আর নিজের নাম লেখা একটি সুদৃশ্য রুমাল আলীর হাতে দিয়ে বাণী বললো– এই স্মৃতিচিহ্নটুকু কাছে রেখো সব সময়। হারিয়ে ফেলো না যেন।

বাণীর কণ্ঠ ভারী হলো। জবাবে কিছু না বলে আলী বাণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো অপলক। বাণী ফের বললো– আমি তো অনেক কথাই বললাম। এই যাবার সময় আমাকে কি তোমার বলার কিছু নেই? কোন নির্দেশ, তোমার কোন অভিলাষ?

কিছুক্ষণ ঐভাবেই চেয়ে থাকার পর আলী মাথা নেড়ে বললো– আছে। এরপর সুর করে ক্ষীণ ও করুণ কণ্ঠে বললো–

"যবে তুলসী তলায় প্রিয়ে সন্ধ্যাবেলায় তুমি করিবে প্রণাম, দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক, প্রিয়ে ভুলিয়া বারেক, তুমি নিও মোর নাম"।

আলীর চোখের পাতা আর্দ্র হয়ে এলো। আর্দ্র হয়ে এলো বাণীর চোখের পাতাও। আর না দাঁড়িয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল আলী। বাণী একদৃষ্টে চেয়ে রইলো সেদিকে।

www.pathagar.com

৫

সময় বসে রইলো না। তর তর করে অতিবাহিত হতে লাগলো। তার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে লাগলো ঘটনা প্রবাহ। এগিয়ে চললো মুনশী মুহম্মদ আলীর পড়াশুনা আর পাশাপাশি ঘটতে লাগলো বিভিন্ন ঘটনা। এই সময়ে বড় ঘটনা হয়ে উঠলো ভাষা আন্দোলন। আন্দোলনে কেঁপে উঠলো দেশ।

১৯৫১ সনের ১৬ অক্টোবর আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন লিয়াকত আলী খান। তার স্থলে খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি হলেন। তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলার নেতাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তি ও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর তাঁবেদার। এর একটি হলো ভাষা আন্দোলনকে উস্‌কে দেয়া। ১৯৫২ সনের ৩০ শে জানুয়ারী মুহম্মদ আলী জিন্নাহর অনুসরণে ঢাকার এক জনসভায় তিনি ঘোষণা করলেন-'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'।

ব্যস্! আর লাগে কি? আগে থেকেই ভাষা আন্দোলন উত্তরোত্তর বেগবান হচ্ছিল, নাজিমুদ্দীন সাহেবের এই কথায় ভাষা আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে একেবারে আসমানের কাছাকাছি উঠে গেল। নাজিমুদ্দীনের এই ঘোষণার প্রতিবাদে সংগে সংগে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হলো। তমদ্দুন মজলিসের পাশিাপাশি ছাত্র সংগঠনসহ আরো অনেক সংগঠন ইতিমধ্যেই আন্দোলনরত ছিল। এবার ভাষা আন্দেলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানোর উদ্দেশ্যে গঠিত হলো 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'।

'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এতদুদ্দেশ্যে সারাদেশে হরতাল, সভা, শোভাযাত্রা ও মিছিলের ডাক দেয়া হয়। ২১ শে ফেব্রুয়ারী দিবসকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে এদেশের সংগ্রামী ছাত্র জনতা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হতে সক্রিয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পথসভা ও শোভাযাত্রা এই প্রস্তুতির বিশেষ কর্মসূচী ছিল। এ সময় নূরুল আমীন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। নূরুল আমীন সরকার ২১ শে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী বানচালের উদ্দেশ্যে ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় দীর্ঘ একমাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করেন। এতে ছাত্র-জনতা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

একদিকে '২১ শে ফেব্রুয়ারীকে রাষ্ট্রভাষা দিবস' হিসেবে পালনের ডাক দেয়া হয়েছিল, অন্যদিকে এদিন ছিল পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বাজেট অধিবেশনের দিন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্ররা এক জরুরী বৈঠকে সমবেত হয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একুশে ফেব্রুয়ারী সর্বাত্মক হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা

www.pathagar.com

প্রতি দশজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিছিল বের করে। এ আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য পুলিশ বাহিনী মাঠে নেমে আসে। ছাত্র মিছিলের উপর তারা লাঠিচার্জ করে, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। তবু আন্দোলনের প্রচণ্ডতা কিছুমাত্র প্রতিহত হয় না দেখে এক পর্যায়ে তারা মিছিলের ওপর গুলি বর্ষণ করে। ফলে, বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ শহীদ হন। ভাষা আন্দোলন সমর্থন করার অপরাধে গ্রেপ্তার হন মওলানা ভাসানী, জনাব আবুল হাশিম, জনাব মুজাফফর আহমদ, খন্দকার মোশ্‌তাক আহমদ, জনাব মুনির চৌধুরী, জনাব অলি আহমদ, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, এম. ওসমান আলী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। অধ্যাপক গোলাম আযম তখন ছিলেন রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক। ভাষা আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করার কারণে তিনিও গ্রেপ্তার হন রংপুরে।

পরিষদের অধিবেশনেও এ ব্যাপারে তুমুল বিতণ্ডা শুরু হয়। পুলিশের গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে প্রধান সাংবাদিক আবুল কালাম শামসউদ্দীন আইন পরিষদে তাঁর সদস্যপদ ত্যাগ করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ও পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনসহ সরকারের এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র ধিক্কার ধ্বনী উত্থিত হয়। সেইসাথে বাঙ্গালীদের দাবী আদায়ের সংগ্রাম আরো দুর্বার গতি লাভ করে। ২১শে ফেব্রুয়ারীতে পূর্ব পাকিস্তানের দেয়ালে দেয়ালে, পথ-ঘাট-প্রান্তরে যে রক্ত শপথের বীজ ছড়িয়ে পড়ে তার কাছে সরকারকে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়। ১৯৫২ সালের এপ্রিলে প্রাদেশিক পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অতঃপর বাংলা ভাষা উর্দু ভাষার পাশে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে।

এই সব ঘটনার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলেছে মুনশী মুহম্মদ আলীর পড়াশুনা। এক মফস্বল কলেজ থেকে আই.এ পাশ করে আলী এখন ঢাকায় বি.এ অনার্স পড়ছে। মফস্বল কলেজ মানে কোন থানা বা মহকুমা কলেজ নয়। সে সময়ে এসব স্থানে কোন কলেজ ছিল না বললেই চলে। মফস্বল কলেজ মানে জেলা শহরের কলেজ যা গৌরীপুর থেকে অনেক দূরে।

আলী এখন ঢাকায়। গৌরীপুর থেকে আরো অনেক দূরে। ম্যাট্রিক পাশ করে গৌরীপুর থেকে সেই যে বিদায় নিয়ে চলে এলো আলী, তার পর বাণীর সাথে তার দেখা সাক্ষাত আর একবারও হয়নি। পত্রালাপটুকুই এ পর্যন্ত চলছে মাত্র। আই এ ভর্তি হওয়ার কয়েক মাস পরেই আলী গৌরীপুরে এসেছিল বাণীর সাথে দেখা করতে। দুর্ভাগ্য বশত বাণী তখন গৌরীপুরে ছিল না। দুর সম্পর্কের এক জ্ঞাতির বিবাহের আমন্ত্রণে সে দূরবর্তী এক গাঁয়ে গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্যে। নিরুপায় হয়ে পুরাতন সেই লজিং বাড়িতে দু'দিন অপেক্ষা করে আলী। এরপর তাকে কলেজে ফের ফিরে যেতে হয় বিফল মনোরথে।

www.pathagar.com

বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে এসে আলীর এখানে আসার খবর শুনে বড়ই দুঃখ পায় বাণী। কেন সে মরতে বিয়ে বাড়িতে এ সময় গেল-এই মর্মে খুবই আফসোস্ হয় তার। অপরাধের ক্ষমা চেয়ে বাণী এক দীর্ঘ পত্র লেখে আলীকে। আবার তাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলে গৌরীপুরে।

কিন্তু নানা কারণে সময় হয় না আলীর। মাস কয়েক পর সময় করে আলী যখন আবার গৌরীপুরে আসে, তখনও ঠিক ঐ ঘটনা। বাড়িতে নেই বাণী। গৌরীপুরে এসে দেখে বাণীর ঘরে তালা ঝোলানো। বাণী এবার কলিকাতায়। সেখানকার বাড়িঘর ও বিষয়বিত্ত নিয়ে তার দাদাদের সাথে মামলায় জড়িয়ে পড়েছে বাণী। ম্যানেজার আশুতোষ বাবুও বাণীর সাথে গেছেন। বাণীর সেরেস্তার লোকজনের কাছে খবর নিলে আলীকে তারা জানায়, জোর মামলা চলছে সেখানে। বাড়িঘর সব বেহাত হয়-হয় অবস্থা। কবে উনি ফিরবেন তার কিছুই ঠিক নেই।

আবার ফিরে গেল আলী। কিছুদিন পরে তৃতীয়বার এসে শোনে, বাণী তখনও কলিকাতায়, এখনও ফেরেনি। বাণীর তাড়াতাড়ি গৌরীপুরে ফিরে আসার সম্ভাবনা জোরদার ছিল বলে বাণী আলীকে পত্র লিখেও জানায়নি, এদিকে আবার মামলায় জটিলতার কারণে গৌরীপুরে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতেও পারেনি। কিন্তু বাণীর এই অপারগতা ক্ষুণ্ন করলো আলীকে। কলিকাতায় এতদিন থাকতে গেল বাণী অথচ পত্র লিখে সে কথাটা আলীকে সে জানালো না– এই ঘটনায় ব্যথিত হলো আলী। অভিমানও হলো তার। এর সাথে এই তৃতীয়বার গৌরীপুরে এসে সে আরো লক্ষ্য করলো তাকে দেখে প্রায় সকলেরই চোখেমুখে অপরিসীম কৌতূহল ও ঘৃণা ভাব। অনেকের মুখেই অনেক অপ্রীতিকর মন্তব্য। লজিং বাড়িতেও এ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য উত্থিত হওয়ায় আলী তাড়াতাড়ি ফিরে গেল আবার। বিনা কারণে আলীর এই গৌরীপুরে ঘুর-ঘুর করাটা সকলেই অবজ্ঞার চোখে নেয়ায়, আত্ম সম্মানে আঘাত লাগলো আলীর।

কলিকাতা থেকে বাণী ফিরে এলো আলীর এই তৃতীয়বার ফিরে যাওয়ার কয়েক দিন পরেই। ফের আলী ফিরে গেছে, দু দু'বার– এই খবর শুনে বেদনায় বাণী আছাড় খেয়ে পড়লো। সেদিনই সে পত্র লিখলো আলীকে। পত্রে জানালো, "কলিকাতার বাড়িঘর রক্ষা করার জন্যেই আমাকে এই দুঃখজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি আর পরীক্ষা বেশ ভালই হয়েছে। ফল বেরোনোর পর আই. এ. পড়ার জন্যে আমাকে অধিক সময় কলিকাতাতেই থাকতে হবে। তাছাড়া ওখানকার বাড়িঘর রক্ষা না করলে বড়ই মুসিবত হবে আমার। সব শেষে লিখেছে, পত্র পাঠমাত্র চলে এসো এখনই। মাস দুয়েক এখন আমি গৌরীপুরেই আছি।

জবাবে আলী জানালো, এই কদিন আগে সেখান থেকে এসেছি। এখনই আবার সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এখন অনেক কটু মন্তব্য

www.pathagar.com

শুনতে হয় ওখানে গেলে আর পড়তে হয় একেবারেই বিরূপ এক পরিবেশে। ওখানেই পড়তাম আর এক সাথে পড়তাম বলে আমাদের নিয়ে আগের কানাকানিটা তেমন ব্যাপকতা পায়নি আরও অধিক বিশ্রী হতে পারেনি। কিন্তু ওখান থেকে পাশ করে আসার পরও তোমার খোঁজে আমার বার বার যাতায়াতটা খুবই দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে আর প্রায় সকলেই বিশ্রী মন্তব্য করা শুরু করেছে আমার চরিত্র নিয়ে। 'ছেলেটার চরিত্র তো সত্যিই খুব খারাপ! এতবড় নচ্ছার আর বেহায়া সে- এটা তো আগে বুঝতে পারিনি। আমাকে উদ্দেশ্য করে এমনই সব মন্তব্য আমি নিজের কানে একাধিকবার শুনেছি। সুতরাং এত শিগ্গির নয়, সুযোগ-সুবিধে মতো দু-চার মাস পরে আমি আসছি।'

এতদসত্ত্বেও কিছুদিন পর আবার পত্র লিখলো বাণী। অর্ডিনারী পত্র নয়, খুবই তাগ্‌ড়া পত্র। বলা যায়-সমন।

বাণী লিখলো ঃ

প্রিয় আলী,

শুভেচ্ছান্তে জানাই, তোমার কথার বাস্তবতা আমিও অনুভব করেছি গৌরীপুরে ফিরে এসেই। তোমার এখানে আসার খবর যারাই আমাকে জানাতে এসেছে তাদের সবারই চোখে মুখে হীন ইংগিতপূর্ণ যে অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছি, সতিই তা হজম করা কঠিন। সে কারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমিও। সকলের সকল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে তুমি এবার সোজা চলে এসো আমার কাছে। আমি সব ভ্রূকুটির মূলোৎপাটন করবো। তুমি এলেই তোমাকে বিয়ে করে ফেলবো আমি। তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো সবার সামনে। মুসলমান হয়ে আর তোমাকে বিয়ে করে শিগ্গিরই সব নিন্দুকের মুখে আমি রাশি রাশি ছাই ছিটিয়ে দেবো। আর দেরি করতে চাইনে।

তুমি হয়তো ভাববে, তাতে তো জমিদারী হারাতে হবে আমাকে। সেটা ভেবে লাভ নেই। কারণ, জমিদারী শিগ্গিরই বেহাত আমার হচ্ছেই। কথা উঠেছে, আর অল্প দিনের মধ্যেই জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সবার সাথে আমার জমিদারীটাও চলে যাবে অল্প দিনেই। চলেই যখন যাবে, তখন সকলের থোতামুখ ভোঁতা করতে আর গড়িমসি করি কেন? তুমি চলে এসো। আমার মাথার দিব্যি রইলো, তুমি চলে এসো জলদি জলদি। তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো আমি। ঘর বাঁধবো এখনই। ইতি।

- তোমার বাণী।

কিন্তু জলদি জলদি চলে আসা হয়নি আলীর। আই.এ পরীক্ষাটা আশানুরূপ না হওয়ায়, বৃত্তির পরিমাণ নিয়ে চিন্তায় পড়ে আলী। তাই পরীক্ষার পরেই বি.এ. অনার্স পড়ার ব্যবস্থা করার জন্যে তার এক স্যারের সাথে ঢাকায় আসতে হয় আলীকে। বাণীর সাথে দেখা হওয়াটাই দূরূহ হয়ে উঠায়, বাণীর অর্থ সাহায্যের উপর আলী আর

www.pathagar.com

ভরসা রাখতে পারে না। এ ছাড়া, বাণীর জমিদারীটা শীঘ্রই চলে যাচ্ছে জেনে তার উপর আর অর্থনৈতিক চাপ বাড়াতেও চায় না। অল্প পয়সায় ঢাকায় থেকে বি.এ. অনার্স পড়ার ব্যবস্থা করা নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আয়-উপায়ের ধান্দায় মগ্ন হয়ে যায়। ফলে, বাণীর ডাকে সাড়া দেয়ার সময় হয় না তার। "এখন আমি খুবই ব্যস্ত, আসতে দেরি হবে"-এটুকই সে বাণীকে জানিয়ে দেয় পত্রে। অতঃপর তার অনেক সময় কেটে যায় ঢাকাতে। ইতিমধ্যে আই.এ. পরীক্ষার ফল বেরোয়। কলেজ থেকে সর্টিফিকেটাদি এনে আলী ঢাকায় ভর্তি হয় এবং বি.এ. অনার্সের ক্লাশ করতে শুরু করে। ঢাকাতে থাকার এখনো কোন স্থায়ী আস্তানা করতে না পারায়, আলীর ব্যস্ততা এর পরেও শেষ হয় না। এ মেস-সে মেস্, এ বাড়ি-সে বাড়ি করে দিন কাটে আলীর। নির্দিষ্ট ঠিকানা না থাকায়, বাণীও তাকে আর চিঠি লিখতে পারে না। সব ব্যস্ততা ঝেড়ে ফেলে আলী এক সময় গৌরীপুরে যাবো-যাবো করতেই হঠাৎ ভীষণ অসুখে পড়ে যায়। আবার তার কয়েকমাস হাসপাতালে আর এখানে সেখানে কেটে যায়। বাণী খুবই চিন্তিত হয়ে পড়বে ভেবে, আলী বাণীকে তার অসুখের খবর জানায় না। অবশেষে সময় করে আলী যখন গৌরীপুরে এলো, তখন অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। সে নিজেও তখন বি.এ. অনার্স্ সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র।

এবার এসে সরাসরি বাণীর বাড়িতে ঢুকলো আলী। অন্য কোনদিকে তাকালো না। বাণীর ঘরের দুয়ার এবার খোলা দেখে আনন্দে আলী উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। হৃষ্টচিত্তে ঘরের মধ্যে ঢুকে খোশ কণ্ঠে আওয়াজ দিলো-বাণী, বাণী আমি এসেছি-আমি এসেছি-

সংগে সংগে পাশের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো এক লোক। এসেই সে আলীকে দেখে প্রথমে থমকে গেল এবং পরে রুষ্ট কণ্ঠে বললো– একি! কে, কে তুমি?

না-প্রৌঢ় না-যুবক গোছের এক সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক। অবিন্যস্ত চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, পরণে লুঙ্গি আর গায়ে আধ ময়লা পাঞ্জাবী। এ বাসায় এমন লোক দেখে ভড়কে গেল আলী। থতমত খেয়ে বললো– আমি-আমি, তা আপনি? আপনি কে?

লোকটা আরো রুস্ট হলো। বললো– আমি কে মানে? আমি কছিমুদ্দীন। কছিমুদ্দীন শেখ। এই বাড়ির মালিক।

আকাশ থেকে পড়লো আলী। বিপুল বিস্ময়ে বললো– আপনি! আপনি এই বাড়ির মালিক?

ঃ আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ। বললামই তো, আমি-মানে আমার মামা এই বাড়ির মালিক।

ঃ আপনার মামা?

ঃ জি হাঁ। আপন মামাই বলতে পারেন। আমাকে খুব বিশ্বাস করেন তো। তা সে যা-ই হোক, তুমি? তুমিকে? বলা নেই, কওয়া নেই, হুড়মুড় করে একদম ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছো-মতলবটা কি তোমার? কাকে চাই।

www.pathagar.com

আলী ইতস্তত করে বললো– বাণীকে। আমি বাণীর সাথে দেখা করতে এসেছি। বাণী রানী-সরকার।

দু'চোখ কপালে তুলে কছিমুদ্দীন বললো– বাণী রানী সরকার! পাগল নাকি!

পরে উচ্চকণ্ঠে বললো– হিন্দুর বাড়ি নয়, এটা মুসলমানের বাড়ি। এখানে কোন রানী-দেবী থাকে না।

ঃ থাকে না? তা এখানেই তো ছিল। জমিদারের মেয়ে। এ বাড়িটা তো তারই। তার নিজের অংশ। বরাবর এখানেই ছিল সে।

এবার হুঁশে এলো কছিমুদ্দীন। মুহম্মদ আলীর মুখের দিকে স্থির নয়নে মুহূর্ত খানেক চেয়ে থাকার পরে নড়ে চড়ে উঠে বললো– ওহ হো, দাঁড়াও-দাঁড়াও। তুমি কি তাহলে এই বাড়ির আগেকার মালিকের কথা বলছো? যার কাছ থেকে আমার মামা এই বাড়ি নিয়েছেন, তার কথা?

ঃ আপনার মামা নিয়েছেন?

ঃ হ্যাঁ, আমার মামা। শুনেছি এক জমিদারের মেয়ের কাছ থেকেই এই বাড়িটা নিয়েছেন মামা।

ঃ নিয়েছেন! সেকি! কিভাবে নিলেন?

ঃ বিনিময় করে। ওখানকার দোকান পাটের সাথে এই বাড়ি বিনিময় করে নিয়েছেন।

ঃ বলেন কি! তাহলে জমিদারীটাও কি বিনিময় করে নিয়েছেন? ঐ জমিদারের মেয়ের জমিদারীটা?

ঃ জমিদারীটা! জমিদারী কোথায় পেলেন?

ঃ কেন, তার একটা ছোট খাটো জমিদারী ছিল। আর একেবারে ছোটখাটোও নয়।

কছিমুদ্দীন ব্যঙ্গ করে বললো– আরে মিয়া তুমি কোন্ দুনিয়ার লোক? জমিদারী টমিদারী কি এদেশে আর আছে কারো? ওসব নিয়ম উঠে গেছে। সব জমিদারী নিয়ে নিয়েছে সরকার।

আলী আবার হতভম্ব হয়ে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে বললো– সরকার নিয়ে নিয়েছে!

ঃ জি হাঁ। বেশ কিছুদিন আগেই।

ঃ উনি তাহলে কোথায় এখন? ঐ বাণী রানী সরকার?

ঃ ও, উনি? উনি নিশ্চয়ই এখন কলিকাতায়। হিন্দু মানুষ, হিন্দুস্থানে চলে গেছেন?

ঃ চলে গেছেন?

ঃ না যেয়ে করবেন কি? জমিদারী নেই, বাড়িঘর নেই, এখানে আর থাকবেন কেন আর থাকবেনই বা কোথায়?

ঃ হ্যাঁ, তা ঠিক। আচ্ছা, উনার ঠিকানাটা কি দিতে পারেন? ঐ বাণী রানীর কলিকাতার ঠিকানা?

www.pathagar.com

ঃ কলিকাতার ঠিকানা? না, ওটা আমি দেবো কি করে?

ঃ কি করে কি রকম? তার সাথে বিনিময় করে এলেন-

ঃ আরে না-না, আমি বিনিময় করিনি। বললামই তো, করেছেন আমার মামা।

ঃ তাহলে আপনার মামার ঠিকানাটাই দিন। অর্থাৎ আপনার মামার সেই কলিকাতার বাড়ির ঠিকানাটাই দিন।

কছিমুদ্দীন ঢোক চিপে বললো– না, কথা হলো, সে ঠিকানাটাও আমি জানিনে। কলিকাতায় কোনদিন যাইনি তো।

ঃ বলেন কি? এই যে বললেন, আপনার মামা! মামার বাড়িতে যাননি কোনদিন?

ঃ না। আগে তো মামা হননি। বিনিময় করে এখানে আসার পরে হয়েছেন।

ঃ কেমন?

ঃ উনার এক খালাতো বোনকে আমার চাচা শাদি, মানে নিকাহ্ করেছেন। সেই দিক দিয়ে আমার চাচার সম্বন্ধি হন উনি, আর তাই আমার মামা।

ঃ তাজ্জব!

ঃ তাজ্জব নয়। উনার সেই খালা খালুরা প্রায় দু'বছর আগে বিনিময় করে আমাদের ঐ এলাকায় এসেছেন। ঐ খালা খালুরা আসার পরেই আমার চাচা উনার এক বিধবা খালাতো বোনকে নিকাহ্ করেছেন।

ঃ ও আচ্ছা। তাহলে আপনার নিজের মামা নন?

ঃ না। ঐ যে বললাম, আমার চাচার সম্বন্ধি।

ঃ আপনাদের বাড়িটা তাহলে কোথায়?

ঃ এই নদীর ভাটিতে– পাঁচ-ছ গাঁ পরে।

ঃ হুঁ। তা আপনি এখানে বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

কছিমুদ্দীন উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো– হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক তাই বলতে পারেন।

ঃ আচ্ছা। তাহলে আপনার ঐ মামাকে একটু ডেকে দিন। ঐ জমিদার কন্যার কলিকাতার ঠিকানাটা আমার দরকার।

ঃ মামাতো এখানে নেই। উনি কলিকাতায় গেছেন।

ঃ কলিকাতায় গেছেন? সেকি!

একটু চিন্তা করে আলী ফের বললো– আচ্ছা উনার পরিবারের লোকেরা তো আছেন? তাঁদের কারো কাছ থেকে ঠিকানাটা দয়া করে যোগাড় করে দিন না? আমার খুবই দরকার।

কছিমুদ্দীন বিব্রতকণ্ঠে বললো– দরকার হলে আমি কি করবো? মামা তাঁর পরিবারবর্গ আনার জন্যেই কলিকাতা গেছেন।

ঃ কি ল্যাঠা! ভেতরে কি আর কেউ নেই তাহলে?

ঃ আছে। আমার পরিবার আছে। উনারা না আসা পর্যন্ত আমরাই এ বাড়িটা পাহারা দিচ্ছি কিনা।

www.pathagar.com

মুহম্মদ আলী একেবারেই হতাশ হয়ে গেল। বললো– আচ্ছা বলুন তো, উনাদের সেরেস্তায় যেসব লোক কাজ করতো তাদের কি কেউ এখন এখানে আছেন, এই আশেপাশে কোথাও?

কছিমুদ্দীন জোরে মাথা নেড়ে বললো– নেই নেই, কেউ নেই। জমিদারীই নেই, তার আবার সেরেস্তাই বা কি আর লোকজনই বা কি।

আর কথা বাড়ানো অর্থহীন। মুহম্মদ আলী ঘুরে দাঁড়ালো। কছিমুদ্দীন এবার তাকে ডাক দিয়ে বললো– তা এই যে শুনো, ঐ জমিদারের মেয়ে তোমার কে হন?

ঠেকে গেল আলী। বললো– না, তেমন কেউ নয়। উনি আমার বান্ধবী।

ঃ বান্ধবী! আপনি কি হিন্দু?

ঃ না, মুসলমান।

ঃ আরে সে কি মিয়া! হিন্দু মেয়ে মুসলমানের বান্ধবী! এতো জব্বোর কথা শুনালে? খুব লটোঘটো ছিল বুঝি?

ঃ তাতে আপনার কি?

রুষ্ট নয়নে চেয়ে সেখান থেকে হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে এলো মুহম্মদ আলী।

বাইরে এসে খোঁজ নিয়ে দেখলো, সত্যিই সেরেস্তার কোন লোক এখানে আর কেউ নেই। বাণীর কলিকাতার ঠিকানা দিতে পারে এ সময় এমন কাউকেও আলী হাতের কাছে পেলো না! ফাঁপরে পড়ে গেল আলী। এখন সে করবে কি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো।

এভাবেই সে কলিকাতায় যাবে কিনা, ভাবতেই দমে গেল আলী। অনুমানের উপর কলিকাতায় তাকে খুঁজতে গিয়ে কোন্ মুসিবত হয়– কোথায় বলতে কোথায় গিয়ে কোন বিপদে পড়ে– তার ঠিক কি? কারণ, ওখানে আর গোটা হিন্দুস্থানে মুসলমানেরা তেমন একটা নিরাপদ নয় এখন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর গুপ্ত হত্যা এখানে সেখানে লেগেই আছে আজও। ওদিকে আবার বাণীর দাদারা আগে থেকেই তার উপর খড়্গহস্ত। কলিকাতায় গিয়ে যদি তাদের হাতে পড়ে আর বাণীর খোঁজে এসেছে সে– এটা যদি জানতে পারেন তাঁরা তাহলে পরিণামটা যে সুখকর হবে না, তা বলার অপেক্ষাই রাখে না।

নানা দিক চিন্তা করে দেখে, অবশেষে আর অগত্যা ঢাকার দিকেই ফিরে চললো আলী। আলীর ঠিকানা বাণী আগেই হারিয়ে ফেলেছিল, এবার বাণীর ঠিকানাও হারিয়ে ফেললো আলী। দেখা সাক্ষাত তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকেই বন্ধ। এবার পত্রালাপটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। অন্য কথায়, বাণী ও আলীর মধ্যে ছাড়াছাড়িটা এবার পাকাপোক্ত হলো।

www.pathagar.com

৬

ছুটে চলেছে ঢাকাগামী ট্রেন। আর কয়েকটা স্টেশান পরেই সিরাজগঞ্জ ঘাট। ট্রেনে আজ ভিড় অনেকটা কম। অন্যান্য দিনের তুলনায় সব কামরাই আজ ফাঁকা ফাঁকা। সেই চিরাচরিত চাপাচাপি আর ঠাশাঠাশিটা আজ তেমন নেই। সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত সব শ্রেণীতেই হাত পা মেলে দিয়ে বসে আছেন সবাই। গৌরীপুর থেকে ঢাকায় ফিরে যাচ্ছে মুনশী মুহম্মদ আলী। একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় হাত-পা মেলে দিয়ে বসে আছে সেও। বসে আছে আরামে। কিন্তু সেই আরামটা উপলব্ধি করার মতো হুঁশ বা চেতনা তার মধ্যে আজ নেই। ফাঁকা নেই মন তার। মনটা তার গোটাই আজ দখল করে নিয়ে আছে বাণী। বাণী রানী সরকার। বাণীর বিরহে সে যারপরনাই কাতর।

চোখবুজে বসে আছে আলী। ট্রেনের ঝাঁকুনীতে মৃদু মৃদু দুলছে। এই মৃদু দোলায় ঘুম আসছে অনেকের চোখে। কিন্তু ঘুম নেই আলীর। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর হাই তুলে সে বাইরের দিকে তাকালো। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে নিলো মুখটা। চেয়ে রইলো শূন্যের পানে। এক সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে গান ধরলো গুণগুণ করে। গুণগুণ করে গাইতে গাইতে ক্রমেই গলা ছেড়ে গাইতে লাগলো আলী। ধ্যানমগ্ন সে। পাশের যাত্রীদের নিয়ে তার কোনই মাথাব্যথা নেই। গাইতে লাগলো আলী। চলন্ত ট্রেনের প্রমত্ত হাওয়া আলীর গানের সাথে ধাক্কা খেতে লাগলো। ট্রেনের শব্দ, বাতাসের আওয়াজ আর আলীর গান এক হয়ে মিশে এক অস্পষ্ট ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলো।

আপন মনে গেয়ে চলছে আলী। গেয়ে চলেছে তার অন্তর-ছোঁওয়া গান ঃ

গান শেষ হয়ে এলেও, "ভুলিয়া বারেক, প্রিয়ে ভুলিয়া বারেক, তুমি নিও মোর নাম"–এই কথাগুলি বার বার সে গেয়ে যেতে লাগলো। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে যখন সে তার মুখ ভেতরে টেনে নিলো তখন দেখে, ইতিমধ্যেই এক ভদ্রলোক তার পাশে এসে বসেছেন এবং একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছেন। বয়সটা সাতাশ-আটাশ হবে। খানদানী চেহারা। পরণে ধবধবে পায়জামা পাঞ্জবী।

এটা লক্ষ্য করেই আলী সংকুচিত হয়ে গেল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতেই ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন– ভাইসাহেব তো সুন্দর গান দেখছি।

মুহম্মদ আলী আরো জড়োসড়ো হয়ে বললো– জি?

www.pathagar.com

ভদ্রলোক বললেন– নজরুল সঙ্গীতে আপনার খুব দখল আছে মনে হচ্ছে। আপনি কি নজরুল সঙ্গীতের শিল্পী?

আলী লজ্জিত কণ্ঠে বললো– জিনা, জিনা। আমি কোন শিল্পী টিল্পী নই, আমি একজন ছাত্র।

ঃ ছাত্র? কোথাকার ছাত্র?

ঃ ঢাকা ভারসিটির। সেখানে আমি বি.এ, অনার্স পড়ি।

ঃ খুব ভাল– খুব ভাল। অনেকদিন পরে এমন দরদ দিয়ে গাওয়া নজরুল সঙ্গীত শুনলাম কিনা, তাই এ কথা বলছি।

ঃ অনেকদিন পরে?

ঃ হ্যাঁ, অনেকদিন পরে। হঠাৎ করে দেশে আবার রবীন্দ্র সঙ্গীতের এমন ঝড় বইতে শুরু করেছে যে, নজরুল সঙ্গীত আর শুনাই যায় না বড় একটা।

মুহম্মদ আলী আগ্রহী হয়ে প্রশ্ন করলো– হঠাৎ করে কেমন?

ঃ হঠাৎ করে মানে এই ভাষা আন্দোলনের পর থেকে। আমরা আমাদের মাতৃভাষা ফিরে পেলাম বটে, কিন্তু তার সাথে সাথে একটা অতিরিক্ত জ্বালাও আমদানী হয়ে গেল।

আগ্রহ বেড়ে গেল আলীর। বললো– কি রকম– কি রকম?

ভদ্রলোক অলক্ষে একটু এদিক ওদিক চেয়ে নিলেন। এরপর ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন– সে অনেক কথা ভাইসাহেব। এক কথায় শেষ হবে না এর জবাব আর এ অবস্থায় সেটা ক্লিয়ার করে বোঝানোও সম্ভব নয়। ও কথা থাক। এবার আপনার কথা বলুন। আমিও ঢাকায় থাকি আর ঢাকাতেই যাচ্ছি। ঢাকায় আপনি কোথায় থাকেন?

ম্লান হলো মুহম্মদ আলীর মুখ। বললো– না, থাকার কোন নির্দিষ্ট জায়গা এখনও ঠিক করতে পারিনি। আপাতত কয়েকদিন একটা মেসে আছি।

ঃ ঢাকায় আপনার বাড়ি নয়?

ঃ জি না।

ঃ ও। তা মেসে থাকেন? ভারসিটির হলে থাকেন না?

ঃ না, সে সামর্থ নেই। অর্থকড়ির কিছুটা টানাটানি আছে তো, তাই কম পয়সার মেস খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তেমন মেস্ কোথাও পাচ্ছিনে।

ঃ বলেন কি! কম পয়সার মেস খুঁজে পাচ্ছেন না?

ঃ পাচ্ছি। বলা যায়– অনেকগুলোই পাচ্ছি। কিন্তু পড়াশুনার পরিবেশ একটাতেও পাচ্ছিনে।

ঃ ও, তাই বলুন। ওটা পাবেন না। কম পয়সার বেশি পয়সার যে রকমই হোক না কেন, পড়াশুনার পরিবেশ প্রায় মেসেই পাওয়া কঠিন। তা ভাইসাহেবের নাম?

ঃ আমার নাম মুনশী মুহম্মদ আলী।

ঃ বাড়ি?

www.pathagar.com

একটু থেমে আলী আবার ম্লান কণ্ঠে বললো– এককালে রাজশাহীর ওদিকে বাড়ি একটা ছিল। কিন্তু এখন আর আমার বাড়িঘর বলে কোথাও কিছু নেই। একদম ভাসমান এক জীব।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে, আলী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো এবং এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। আলী একজন নামাজী লোক। স্কুলে থাকতে ও রেগুলার তেমন ছিল না। কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে আসার পর সে পুরোপুরি নামাজী হয়ে গেছে। পারতপক্ষে কাজা করে না কোন ওয়াক্ত। রোজাও রাখে সবগুলো। মুনশী বাড়ির ছেলে সে। অতীতের গাফিলতিকে আর প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। পার্শ্বে উপবিষ্ট ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে বলতে আলী লক্ষ্য করলো, আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে আসছে। তাই সে কথার মাঝেই নড়েচড়ে উঠলো এবং ঐ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলো– আচ্ছা জনাব, আপনি কি বলতে পারেন, সামনের স্টেশানে ট্রেনটা কতক্ষণ থামবে?

আলাপের প্রসঙ্গটা হঠাৎ পাল্টে যাওয়ায় ভদ্রলোক কিছুটা বিস্মিত হলেন। প্রশ্ন করলেন– কোন বলুন তো?

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে আলী বললো– আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে। অজু করার দরকার। অথচ এ কামরায় পানি নেই। সময় পেলে অজু করে নামাজটা সেরে নিতাম।

ভদ্রলোকের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এ কথায় তিনি খুব খুশি হলেন। বললেন– না ভাইসাহেব, দু'তিন মিনিটের অধিক সময় ওখানে পাবেন না। খুব ছোট্ট স্টেশান তো।

আলী হতাশকণ্ঠে বললো– ও! আসরের নামাজটা তাহলে আর হলো না দেখছি।

ভদ্রলোক তাকে উৎসাহ দিয়ে বললেন– ওটা আমারও হয়নি। চলুন, ঘাটে গিয়ে আসর-মাগরিব একসাথে পড়ে নেবো।

ঃ জি, অগত্যা তাই করতে হবে।

ঃ খুব খুশি হলাম। ছাত্র মানুষ, তবু নামাজের প্রতি এমন আগ্রহ, এটা দেখে খুবই আনন্দবোধ করছি।

ঃ সে কি! এতে নতুন কি ব্যাপার দেখলেন? ছাত্র হলেও আমি মুসলমান। সাবালক মানুষ। একজন মুসলমানের অতি আবশ্যকীয় করণীয়টা করতে হবে না? নামাজ-রোজাটা ঠিক ঠিক সম্পন্ন করতে হবে না?

ঃ ভাইসাহেব!

ঃ আখেরের কথাটাও তো ভাবতে হবে দুনিয়াদারীর সাথে?

ঃ সাব্বাস্!

ঃ জি?

ঃ অবশ্যই-অবশ্যই। জরুর ভাবতে হবে। কিন্তু এই মৌলিক বোধটা আজকালকের ছাত্রদের মধ্যে দেখাই যায় না। আর সেরেফ ছাত্রই বা বলি কেন,

www.pathagar.com

অনেক শিক্ষক আর পরিণত বয়সের অনেক মানুষের মধ্যেই এই বোধটার বড়ই অভাব। অথচ সবাই তাঁরা মুসলমান।

ভদ্রলোকের মুখমণ্ডল বিষণ্ন হলো। সেদিকে চেয়ে আলী ক্ষীণকণ্ঠে বললো– জনাব!

বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলে ভদ্রলোক ফের বললেন– ওহো, যে কথা হচ্ছিল– আপনার বাড়িঘর কোথাও কিছু নেই, এইরকম কি যেন বলছিলেন?

ঃ জি। আমার বাড়িঘর বা নিজস্ব ঠাঁই-ঠিকানা বলতে কোথাও কিছু নেই। যেখানে রাত, সেখানেই কাত।

ঃ সেকি! আপনার আব্বা-আম্মা–

ঃ তাঁরাও কেউ নেই। এ দুনিয়ায় আমি সাকুল্যে একা।

ঃ তাজ্জব! বাড়িঘর নেই, ঠাঁই ঠিকানা নেই, আব্বা আম্মাও নেই। অথচ আপনি ভারসিটিতে পড়েন! বড় তাজ্জব ব্যাপার তো!

ঃ কেন, তাজ্জব কেন?

ঃ আপনার পড়াশুনার খরচ যোগায় কে?

ঃ অতীতে একজন ছিল। কিন্তু এখন সে আর নেই। এখন–

ঃ সেই কথাই তো বলছি, এখন যোগায় কে?

মুহম্মদ আলী স্মিতহাস্যে বললো– এখন খানিকটা নিজে আর খানিকটা সরকার। সরকার বৃত্তি দেয় আর বাদবাকীটা আমি নিজে খেটে যোগাড় করি।

ঃ এ্যাঁ! তাই নাকি? আপনি বৃত্তি পান? আই.এ. পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছেন?

ঃ জি, পেয়েছি। তবে যা পেয়েছি তা আগের চেয়ে কম। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় যে বৃত্তি পেয়েছিলাম, তাতে আমার যাবতীয় খরচ চলার পরও প্রতি মাসে বেশ টাকা বেঁচে যেতো। কিন্তু আই.এ পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় কমে গেছে বৃত্তির পরিমাণ। এখন যা পাই তা দিয়ে হলে থাকতে গেলে, হলের খরচ আর বই-পুস্তক, কাগজ-কলম– এসব খরচ ভালভাবেই চলে বটে, কিন্তু জামা-কাপড়, হাত খরচ, রাহা খরচ– মানে কন্‌ভেয়ান্স– এ সবের জন্যে হাতে কিছুই থাকে না। সস্তা মেসে থাকলে আর নিজে পার্টটাইম কিছু রোজগার করলে, সব সমস্যাই মিটে যায়।

ঃ আই সি!

ভদ্রলোক অবাক হয়ে আলীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আলী এবার সরবে বললো– ওহো, আমার পরিচয় তো তামামই দিলাম, কিন্তু জনাবের পরিচয়টা কিছুই জানা হলো না।

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন– আমার পরিচয়ও সাদামাটাই। কোন কেউকেটে নই আমি। তবে আল্লাহতায়ালা আমাকে সুখেই রেখেছেন বলতে পারেন। তেমন কোন অভব-অনটন রাখেননি উনি আমার। আশ্রয় একটা আছে। মোটাভাত মোটাকাপড়ে দিব্বিই দিন চলে যায়।

ঃ জি?

www.pathagar.com

ঃ আমার নাম মুহম্মদ আবুজাফর সরকার। বাড়ি ঢাকার আজিমপুর। লেখাপড়ায় ঐ সাদামাটা গ্র্যাজুয়েট। একটা কাগজের অফিসে চাকুরী করি আর অবসর সময়ে ভূতের বেগার খাটি।

মুখ তুলে আলী বললো– ভূতের বেগার!

শব্দ করে হেসে উঠে ভদ্রলোক মানে আবুজাফর সরকার সাহেব বললেন– তাই করি। ঐ যে কথায় বলে, 'যার নেই কোন গতি, সে করে ওকালতি'। আমি অবশ্য ওকালতি করিনে, তবে ঘরে বসে দিস্তা দিস্তা কাগজ নষ্ট করি।

ঃ জনাব!

ঃ উঁ?

ঃ সেটা আবার কি জনাব?

রুষ্ট হলেন ভদ্রলোক। নাখোশকণ্ঠে বললেন– আরে কি "জনাব–জনাব" করেন। আমি কি আপনার মুনিব না শিক্ষক? বয়েস খুব বেশি হলে সাত-আট বছরের অধিক বড় হবো না। আমাকে অনায়াসে "সরকার ভাই" বলতে পারেন। সবাই তাই বলে।

ঃ সরকার ভাই?

ঃ হ্যাঁ, তাই। সেটা একান্তই না পারলে, ভাইসাহেব বলতে পারেন– আপনাকে যেমন আমি বলছি। আসলে তো আমি আপনার ভাইয়ের বয়সেরই। মানে, বড় ভাইয়ের বয়সের। বাপ-চাচার বয়সের নই।

মুহম্মদ আলী খুশি হয়ে বললো– জি জি, সেটা হতে পারে। ঠিক আছে, এবার বলুন তো ভাইসাহেব, ঐ দিস্তা দিস্তা কাগজ নষ্ট করেন– এ কথার অর্থ কি?

ঃ অর্থ? অর্থটা এখনো বুঝতে পারেননি।

ঃ পারছি কৈ ভাই সাহেব?

ঃ নাঃ! আপনাকে যতটা মেধাবী মনে করেছিলাম, ততটা আপনি নন দেখছি! আরে মিয়া, কাগজ নষ্ট করি মানে লেখালেখি করি। টুক্‌টাক্ গল্প-উপন্যাস লিখি, বুঝলেন? সাহিত্য করার নামে গাদা গাদা কাগজ ধ্বংস করি।

উল্লসিতকণ্ঠে মুহম্মদ আলী বললো– এ্যাঁ! বলেন কি! আপনি একজন সাহিত্যিক?

ঃ ক্ষুদে-ক্ষুদে। একেবারে চুনোপুঁটি সাহিত্যিক।

ঃ তবু তো সাহিত্যিক– মানে লেখক?

ঃ হ্যাঁ তা বলতে পারেন। দু'চারখানা বই বাজারে আছে যখন!

ঃ বাঃ–বাঃ! সোবহান আল্লাহ! আজ কি আমার খোশ্‌কিস্‌মতি! গল্প-উপন্যাস পড়ার বেজায় আমার সখ। সুযোগ পেলেই পড়ি। কিন্তু কোন লেখককে এরকম পাশে পাইনি কোনদিনই। দূর থেকে দু'একজনকে দেখেছি মাত্র। কিন্তু এভাবে পাশে পাওয়াটা–

ঃ পাননি বেঁচে গেছেন। এ বড় ছোঁয়াচে রোগ। কিঞ্চিৎ স্পর্শেই সংক্রমিত হয়।

সরকার সাহেব হাসতে লাগলেন। মুহম্মদ আলী বললেন– ও আচ্ছা। তা ভাইসাহেব, ওতে সংসারের সাশ্রয় হয়?

www.pathagar.com

ঃ সাশ্রয় কেমন?

ঃ সাশ্রয় কথাটা হলো, ওটা সংসারের উপকারে আসে? মানে, সাহিত্য করে সংসার চলে? এই যে আপনি সাহিত্য করেন, এতে কোন অভাব-অনটনে পড়তে হয় না আপনাকে?

ঃ আমাকে? না, আমাকে পড়তে হয় না। বললামই তো, বড়লোক নই। তবে তেমন কোন অভাব অনটনও নেই আমার। কাগজের অফিসে মাইনেটা মোটাই পাই, সেই সাথে আছে খানতিনেক ভাড়া দেয়া বাড়ির মাসিক আয়। সংসারে মানুষ আমরা ঝি-চাকর দিয়ে সাকুল্যে তিন চারজন। আমার সংসার চলবে না কেন?

ঃ ও আচ্ছা–আচ্ছা। তা অপরাধ নেবেন না ভাইসাহেব, শুনেছি সাহিত্য করে এ বাজারে ভাত কারো হয় না তেমন। তবে নষ্টামী আর নষ্টাল্‌জিয়া না কি বলে, ঐ ধরনের সাহিত্য যারা করে শুধু তাদেরই নাকি ভাত হয়।

উৎসাহিত হয়ে উঠে সরকার সাহেব বললেন– ঠিক শুনেছেন। সিনেমা হলের তৃতীয় শ্রেণীর দর্শকদের মতো বিকৃতরুচির পাঠকেরা যা খায়, সেই সাহিত্য করা ছাড়া সৎ সাহিত্য করতে গেলে এ বাজারে অন্নাভাব তার অনিবার্য। আমার সংসারও চলতো না, আমাকেও অন্নাভাবে পড়তে হতো। আমি সাহিত্য করি সাহিত্যের জন্যে। ভাতের জন্যে সাহিত্যের উপর আমি নির্ভরশীল নই কিনা, তাই সে সমস্যায় পড়তে হয় না।

গাড়ি ঘাটে চলে এলো। আলী ও সরকার সাহেব দুজন একসাথে নেমে এলেন ট্রেন থেকে এবং ফেরিতে এসে একসাথে নামাজ পড়লেন, আহার করলেন এবং এক জায়গায় বসে ফের গল্প জমিয়ে তুললেন। বস্তুত সরকার সাহেবই আলীকে সঙ্গছাড়া করলেন না।

গল্পে গল্পে অনেক সময় গেল। চলতে শুরু করে ফেরিও অপর পাড়ের কাছাকাছি চলে এলো। এবার প্রসঙ্গ বদল করে সরকার সাহেব আলীকে প্রশ্ন করলেন– তাহলে ভাইসাহেব, এখন গিয়ে আপনার সেই অস্থায়ী মেসেই উঠবেন আবার?

মুহম্মদ আলী উদাসকণ্ঠে বললো– তাছাড়া আর উপায় কি? কবে যে ভাল জায়গা পাবো আর পড়াশুনায় মনোনিবেশ করতে পারবো, আল্লাহ মালুম!

মুহম্মদ আলীর মুখমণ্ডল ম্লান হলো। তা লক্ষ্য করে সরকার সাহেব বললেন– আচ্ছা, আপনাকে যদি একটা কথা বলি আমি, আপনি কিছু মনে করবেন নাতো?

তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আলী বললো– জি বলুন। মনে করা না করা তো শুনার পরের ব্যাপার! আপনি বলুন।

ঃ বলছিলাম কি, আপনি আমার সাথে চলুন।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে আলী বললো– আপনার সাথে! কোথায়?

www.pathagar.com

ঃ আমার বাড়িতে।

মুহম্মদ আলী বিস্মিতকণ্ঠে বললো– আপনার বাড়িতে! কেন?

ঃ ওখানে থাকবেন।

ঃ ওখানে থাকবো? কি যে বলেন ভাইসাহেব, তা কি করে হয়?

ঃ হয় না?

ঃ না–না, এটা হয় না। অসুবিধায় আছি ঠিকই, তাই বলে আপনার বাড়িতে গিয়ে উঠবো– এটা হয় না।

ঃ তা যদি না হয়, আমার বাড়ির পাশেই, অর্থাৎ একদম লাগালাগি ছোট্ট একটা মেস্ আছে, ওখানে আসুন!

ঃ হ্যাঁ, তা হয়তো যাওয়া যায়। কিন্তু তাতে এমন কি ফায়দা হবে ভাইসাহেব? ফের তো ঐ মেসের হৈচৈ আর মেসের গোলমাল। নিরিবিলিতে পড়াশুনার সুযোগ কোথায়?

ঃ আছে। আপনার ঐ নিরিবিলিতে পড়ার কথা ভেবেই এ প্রস্তাব আপনাকে দিচ্ছি।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন। আমার বাড়িতে খেতে যদি একান্তই ইতস্তত করেন আপনি, ঐ মেসে খাবেন আর আমার বাড়িতে থাকবেন। ঐ মেসের একদম পাশেই আমার বাড়িতে বাইরের দুটো কামরা আছে। একেবারেই নিরিবিলি।

ঃ বলেন কি? কেউ ওখানে থাকেন না?

ঃ না। মাঝে মাঝে একটাতে আমি গিয়ে বসি আর সাহিত্য করি।। অপরটাতে উই-ইঁদুর ডন মারে। থাকার কেউ নেই।

ঃ সেকি! থাকার কেউ নেই তো কামরাটা বানিয়েছিলেন কোন উদ্দেশ্যে?

ঃ সেটা আমার আব্বাজান জানতেন। তিনিই বানিয়েছিলেন বাড়ির সাথে লাগানো এই বাইরের কামরা দুটো। আমি বানাইনি।

ঃ তিনি জানতেন মানে? তিনি কি জীবিত নেই?

ঃ না। বছর দুয়েক আগে আমার আব্বা-আম্মা দুজনই পরপর ইন্তেকাল করেছেন। আর তারপর এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অন্দর মহল অরক্ষিত হওয়ায় বউ নিয়ে আমি অন্দরে ঢুকেছি আর এতে করে এখন এদিকটা অরক্ষিত হয়ে গেছে।

ঃ তাহলে এমনি এমনি ফেলে রেখেছেন কেন, ভাড়া দিলেই তো পারতেন।

ঃ পারতাম আর ভাড়া নেয়ার জন্যে ঐ মেসেরই অনেকে পীড়াপীড়িও করে। তবু ভাড়া দেই নি। অন্যত্র তিন তিনটে বাড়ি ভাড়া দিয়ে রেখেছি। ফের বসতবাড়ির একাংশ ভাড়া দেয়া সমীচিন বোধ করিনি। কখন কোন ধরনের আর কোন্ চরিত্রের লোক এসে উঠবে, তার কি ঠিক আছে?

www.pathagar.com

ঃ ভাইসাহেব!

ঃ আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে, তাই বলছি।

মুহম্মদ আলী উৎফুল্লকণ্ঠে বললো– সত্যি বলছেন ভাইসাহেব?

আবুজাফর সরকার সাহেব সহাস্যে বললেন– আরে হ্যাঁ। আপনি ওখানে উঠলে, আর না হোক, চুটে নজরুল সঙ্গীত শোনা যাবে সময়ে– অবসরে।

ঃ কিন্তু আমি তো কোন শিল্পী নই।

ঃ তা না হোন, যেটুকু নমুনা পেয়েছি, ওতেই চলবে।

ঃ আচ্ছা। তা নজরুল সঙ্গীত আপনার খুবই পছন্দ, তাই না?

ঃ খুব–খুব। এই জন্যেই তো ঐ মেস্ থেকে এক মাস্টার সাহেবকে মাঝে মাঝেই ধরে আনি। ভদ্রলোক বেশ গান নজরুল সঙ্গীত। জব্বোর মিষ্টি গলা।

ঃ মাস্টার সাহেব? কিসের মাস্টার?

ঃ হাইস্কুলের মাস্টার। ইংরেজী পড়ান।'ঐ মেসটায় জনাচারেক ছাত্র, মসজিদের এক ইমাম আর দুই দুজন শিক্ষক থাকেন হাইস্কুলের। সেদিক দিয়ে মেস্টা খুব খানদানী।

মুহম্মদ আলীর আর চাই কি? সে যারপরনাই আগ্রহী হয়ে উঠলো এবং অনুনয় করে বললো– আমি রাজী ভাইসাহেব। দয়া করে আমাকে ঐ মেসেই নিয়ে চলুন। আপনার কামরাটা যদি মেহেরবাণী করে দেন, তবে তো কথাই নেই, না দিলেও ঐ মেসেই যাবো। এমন একটি মেস্ই তো খুঁজছি আমি।

ঃ ঠিক তো?

ঃ জি-জি। এখন আপনার দয়া।

ঃ আরে দয়ার কথা কি বলছেন? আপনার মতো এমন একজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ভাল একটা থাকার জায়গা পাবে না, আর আমার মতো এমন একজন নিঃসঙ্গ লোক ভাল একজন সঙ্গী পাশে পাবে না– এটা কি কোন কথা হলো?

কথার মাঝেই ফেরি এসে ঘাটে ভিড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে জলদস্যুর মতো এক ঝাঁক কুলি বিপুল বেগে ফেরির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাইকে আতংকিত করে তুললো। নানাজনের ব্যাগ-বেডিং ধরে টানাটানি শুরু করলো। হুঁশ হতেই সরকার সাহেব ফের ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– চলুন– চলুন, বাদ বাকী কথা সব ট্রেনে। আগে গিয়ে ভাল সীট দখল করি চলুন–

তড়িঘড়ি নেমে পড়ললেন দুজন।

লেখক আবুজাফর সরকার সাহেবের লেখাঘরে জমে উঠেছে আড্ডা। সান্ধ্য আড্ডার পাশাপাশি সাহিত্য চর্চা। লোক মোটে তিনজন। চাকর হজরতুল্লাহ চা-পানি হাতে নিয়ে হাজির হলে তখন চারজন। গৃহস্বামী আবুজাফর সরকার

www.pathagar.com

সাহেব, পাশের মেস্ থেকে আগত হাইস্কুলের শিক্ষক ও নজরুল গায়ক খালিকুজ্জামান সাহেব এবং নাবগত মুনশী মুহম্মদ আলী– এই তিনজনেই জমিয়ে তুলছেন আড্ডা বা আসর।

উল্লেখ্য যে, আবুজাফর সরকার সাহেবের বিপুল উৎসাহে আর তাকিদে মুহম্মদ আলী সেইদিনই ট্রেন থেকে নেমে সরকার সাহেবের সাথে এসে এখানে উঠেছে। ঠাঁই নিয়েছে সরকার সাহেবের ঐ দু'নম্বর বাইরের ঘরে। অর্থাৎ, বাইরের দুই কামরার এক কামরায়। প্রথম দিকে কিছুদিন মেসের খানাই খাওয়া শুরু করে সে। ঘরে বসেই খায়। মেসের বাবুর্চী মেস্ থেকে খানা এনে ঘরে দিয়ে যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যস্ত বাবুর্চীর পক্ষে দুই বেলা যথাসময়ে খানা পৌঁছানো কষ্টকর হয়ে পড়ায় সরকার সাহেবের চাকর হজরতুল্লাহকে হাত লাগাতে হয় তাতে। অতঃপর হজরতুল্লাহর বদৌলতে কবে থেকে যে খানাটা মেস্ থেকে না এসে এ বাড়িরই ভেতর থেকে আসা শুরু হয়, তা প্রথম প্রথম টের পায়নি আলী। টের পায় লাগাতার কয়েকদিন উন্নতমানের খানা খাওয়ার পরে। মেস্-হোস্টেলে উন্নতমানের খানা পরব্ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কালেভদ্রে হয়, প্রতিদিন হয় না। এটা টের পেয়ে জোরালো প্রতিবাদ করে আলী। কিন্তু এ বাড়ির সাহেব-বিবি-গোলাম তিনজনই তার প্রতিবাদে ভেটো দেয়ায় আলী অসহায়ভাবে হেরে যায়। সেই থেকেই সে এ বাড়িতে থাকে আর এ বাড়িতেই খায়। এখন সে এ বাড়িরই একজন। সরকার সাহেবকে 'বড় ভাই' বলে ডাকে।

বারটা শুক্রবার। কাগজের অফিসে সরকার সাহেবের আজ অফ্‌ডে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। স্কুল–ভারসিটি সবই আজ বন্ধ। সন্ধ্যা হয়-হয়–এই ওয়াক্তে জামান সাহেব অর্থাৎ শিক্ষক খালিকুজ্জামান সাহেব চলে এলেন সরকার সাহেবের সাহিত্যকক্ষে। আলীও বেরিয়ে এলো তার কক্ষ থেকে। সরকার সাহেব তাঁর লেখাঘরেই ছিলেন। বাইরে থেকে আজান ভেসে এলে জামাত করে মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন তিনজন। এরপর সাহিত্যকক্ষে তিনজনই বসে গেলেন এঁটেসেঁটে। শুরু হলো আসর। সপ্তাহে এই একটা দিনই মোটামুটি এ জন্যে নির্ধারিত।

শুরুতেই কিছু রসালাপ, হাসি ঠাট্টা আর সেই সাথে চা-পান। তারপরে নির্ধারিত কার্যক্রম। জামান সাহেব খালি গলায় পরপর খান দুয়েক নজরুল সঙ্গীত গাইলেন। সরকার সাহেবের চাপে আলীকেও তার সেই একমাত্র গানটি আবার গাইতে হলো। গানের মধ্যে আলীর কণ্ঠ মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠায় শিক্ষক জামান সাহেব উৎসাহী হয়ে উঠলেন। গান শেষে সরসকণ্ঠে বললেন– আরে-আরে, এটা তো একটা চোট্-খাওয়া মাল বলে মনে হচ্ছে! কি ভায়া, আছে নাকি এর পেছনে কাব্য-কাহিনী কিছু? মানে, হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার-স্যাপার?

www.pathagar.com

শরমে আলী মাথা নীচু করলো। কোন জবাব না দিয়ে চুপচাপ বসে রইলো। জামান সাহেব তা নিয়ে একাএকাই কিছুক্ষণ হাসাহাসি করলেন আর টিকাটিপ্পনী কাটলেন। এরপর সাহিত্য চর্চা। এই আসরের মুল আকর্ষণ সরকার সাহেবের উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠ। সারা সপ্তাহে যা লেখেন, সপ্তাহান্তে তিনি আগ্রহী শ্রোতাদের তা পাঠ করে শোনান। এ আসরের এককোণে চাকর হজরতুল্লাহ আর দরজার আড়ালে সরকার সাহেবের পত্নী রাবেয়া বেগম সাহেবাকেও পাওয়া যায়। আসলেই খুব ভাল লেখেন আবুজাফর সরকার সাহেব। পাঠককে জব্বোর টানে।

সেদিনের সঞ্চয় অর্থাৎ সপ্তাহকালব্যাপী যা লিখেছিলেন তা একটানা পড়ে গেলেন সরকার সাহেব। শ্রোতারা সবাই মোহিত হয়ে শুনলেন। বলা যায়, দম বন্ধ করে শুনলেন। পাঠ শেষ হলে খুশিতে সবাই কলরব করে উঠলেন। এরপর শুরু হলো লেখার সমালোচনা তথা ভূয়শী-প্রশংসা। এরই এক পর্যায়ে শিক্ষক খালিকুজ্জামান সাহেব বললেন–সত্যি, আপনার লেখার মতো এমন সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন লেখা বাজারে আজকাল আর পাওয়াই যায় না। এ লেখা অনন্য। তুলনা হয় না আপনার লেখার।

সরকার সাহেব সহাস্যে বললেন– ফুলাচ্ছেন আমাকে?

জামান সাহেব সবিস্ময়ে বললেন– অর্থাৎ?

সরকার সাহেব বললেন– তোয়াজ করছেন নাতো?

জামান সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে বললেন– ও অভ্যাস যে আমার নেই, তা আপনি ভালভাবেই জানেন। সত্যিটাই বলছি আমি। এমন কলুষমুক্ত, রুচিসম্পন্ন আর জ্ঞান সঞ্চারক গল্প-উপন্যাস বাজারে আর দেখি কই? গল্প-উপন্যাসের বই আমি মাঝে মাঝেই কিনি। এটা আমার একটা হবিই বলতে পারেন। কিন্তু যা নিয়ে আসি, দুচারপাতা পড়তেই ঘেন্না ধরে যায়। অন্তঃসারহীন ফাঁপা বস্তু। না আছে নীতি-আদর্শের খোরাক, না আছে জীবনবোধ, না আছে রুচির বালাই। অধিকাংশই খিস্তি-খেউড়।

সঙ্গে সঙ্গে কথা ধরে মুহম্মদ আলী বললো–ঠিক-ঠিক, ঠিক বলেছেন। আমিও মাঝে মাঝেই বই কিনি আর তাই আপনার অনুভূতির সাথে আমিও একমত। ওসব বই পাঠকদের বিশেষ করে উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের, চরিত্র ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন উপকারেই আসবে না। অথচ আমি যেটুকু বুঝি, সাহিত্য সংস্কৃতির উদ্দেশ্যই হলো–আনন্দ দানের পাশাপাশি সৎ মানুষ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা। মানুষকে জ্ঞানবান করে তোলার মাধ্যমে তাকে চরিত্রবান ও দায়িত্ববান করে তোলা।

সমর্থন পেয়ে জামান সাহেব বললেন– তাহলেই বুঝুন কেবলই ডু-ফূর্তির উদ্দেশ্যে ঐ সসব রুচিহীন ও দায়িত্বহীন সাহিত্যকর্ম কি সর্বনেশে জিনিস! ঐ সব সাহিত্য চর্চার বদৌলতে সমাজের অবস্থাটা কি হবে, তা কি ওরা ভাবে? ভাবে না এর ফলে সমাজটার ভবিষ্যৎ চেহারা যে কতটা জঘন্য হয়ে উঠবে, তা কল্পনা করা যায়

www.pathagar.com

না। নীতি আদর্শ না থাকায় কেবলই কুৎসিৎ কার্যকলাপ আর হানাহানিতে ভরে যাবে আমাদের এই সুন্দর সমাজজীবন।

মুহম্মদ আলী এবার সরকার সাহেবকে বললেন– আমিও মনযোগানো কথা বলছিনে বড়ভাই। আপনার মতো এই ধরনের সুন্দর, সৎ আর ঈমানী চেতনাসম্পন্ন সাহিত্যের বড় আকাল পড়েছে এদেশে। অল্প কিছু বাদে যা বাজারে আছে– সব রাবিশ্! আর না হোক, মোটেই রুচিসম্পন্ন নয়। সুন্দর ভবিষ্যতের কিছুমাত্র ইংগিতও নেই ওসব লেখায়। এ অবস্থায় আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি?

সরকার সাহেব সংক্ষেপে বললেন– অন্ধকার।

ঃ অন্ধকার?

ঃ ঘোর অন্ধকার। তবে এসব সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নয়, অন্ধকার আমাদের সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আর আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ। এসব সাহিত্যের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হবে আর হতেই থাকবে।

ঃ এ আবার কি বলছেন বড়ভাই? সাহিত্যের নামে এইসব খিস্তি খেউড় আর চরিত্র হননের প্রয়াস অব্যাহত থাকলে, সাহিত্যের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হবে?

ঃ জরুর হবে। খিস্তি খেউড়, অর্থাৎ অবাধ যৌনচর্চাসহ রুচি বহির্ভূত সাহিত্য করে কারা? করে দুই শ্রেণীর লোক– এক. যাদের ধর্মই খিস্তি-খেউড় আর পরকীয়া প্রেমে ভরা, তারা। দুই. সে সব মুসলমান ঐ সম্প্রদায়েরই সেবাদাস আর ভোগবাদী ও সুবিধাবাদী মানুষ, তারা। খিস্তি খেউড়ে এদের অরুচি কি? খিস্তি খেউড় যতই বাড়বে, এদের সাহিত্য ততই সমৃদ্ধ হবে– এটাই তো বাস্তব কথা।

ঃ এদের মানে? সাহিত্য আবার এদের আমাদের আছে নাকি?

ঃ অফকোর্স আছে। হালাল-হারামের ব্যাপার একটা আছে না, এটা সেই রকম। যে সাহিত্যে ঈমানী চেতনা নেই, ইসলামী কৃষ্টি-কালচার নেই, পরকালের ভয় নেই, নীতি আদর্শের বালাই নেই, আছে কেবল খিস্তি খেউড় আর দায়িত্বহীন আমোদ-উল্লাস, সে সাহিত্য আমাদের, অর্থাৎ মুসলমানদের সাহিত্য হতে পারে কি? মুসলমানদের সাহিত্য হবে পরিচ্ছন্ন, রুচিসম্পন্ন ঈমানী চেতনা আর স্রষ্টার প্রতি প্রীতি ও ভীতি সম্পন্ন এবং নীতি আদর্শের সৌরভে নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযোগী সাহিত্য। এক কথায়, মুসলমানদের কৃষ্টি-কালচারের ও স্বকীয়তার প্রতিফলন ঘটতে হবে তাতে। ভিন্ন ধর্মের প্রভাব আর আদর্শের ভারে সেটা ভারক্রান্ত হবে না। ভিন্ন জাতির ছাড়া মুসলমানদের স্বকীয়তা যে সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, কোন ঈমানদার সে সাহিত্যকে নিজেদের সাহিত্য বলে গ্রহণ করতে পারে না। আর তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় না।

ঃ বড় ভাই।

ঃ প্রত্যেক জাতির লেখকদের সাহিত্যে সেই জাতির স্বকীয়তা ও ধর্মবোধের সুস্পষ্ট প্রতিফলন আছে। নেই কেবল এই নব্বুই ভাগ মুসলমানের দেশের অধিকাংশ

www.pathagar.com

মুসলমান লেখকদের সাহিত্যে। কিছু শ্রদ্ধেয় মুসলমান লেখক বাদে এদেশের তামাম মুসলমান লেখকদের লেখায় ইসলাম ও ইসলামী সমাজ করুণভাবে অনুপস্থিত।

ঃ জি-জি। অথচ হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের সংখ্যার তুলনায় মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের সংখ্যা এখন এদেশে অনেক বেশি।

ঃ ওরা নাম সর্বস্ব মুসলমান। সত্যিকারের মুসলমান ওরা নয়। ওদের সাহিত্য আর ইহুদী-খৃস্টান ও পৌত্তলিক সাহিত্য একই সাহিত্য। একই রুচি–একই ভাবধারা।

ঃ বড় ভাই।

ঃ কবি-সাহিত্যিকেরা যে জাতির আর যে ধর্মের হবেন তাঁদের সাহিত্যে তাঁদের আচার-অনুষ্ঠান, তাঁদের ধর্মীয় ও সমাজ জীবন উঠে আসবে– এটাই স্বাভাবিক। এজন্যে বঙ্কিম, শরৎ ও রবীন্দ্রনাথ ভূয়সী প্রশংসার পাত্র। একাজটি তাঁরা শুধু সুচারুরূপেই নয়, অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথেই করেছেন। নিজেদের জাতি ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁরা। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্যে মুসলিম মানস থাকবে না, কেউ কেউ আবার তা কিছু-কিঞ্চিৎ তাঁদের সাহিত্যে আনলেও, ইসলামকে খাটো করার আর ইসলামকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে আনবেন– এটা কতই না করুণ। অথচ নিরপেক্ষ বিবেচনায় ইসলাম অন্যান্য ধর্মের চেয়ে শতগুণে উৎকৃষ্ট ও উত্তম।

অনেকক্ষণ পর জামান সাহেব সায় দিয়ে বললেন– হ্যাঁ–হ্যাঁ, এ দেশের সাহিত্যে ইসলামের অবস্থা এখন এরকমই। একা নজরুল আর কতটুকু সামলাবেন। ফররুখ তো এখনও অন্ধকারের আবরণে। ন্যায্য প্রচার পাচ্ছেন না।

সরকার সাহেবও সমর্থন করে বললেন– রাইট-রাইট।

মুহম্মদ আলী সরকার সাহেবকে পুনরায় প্রশ্ন করলো– এমন অবস্থা কেন? কারণ কি এর?

ঃ ভাল মুসলমান কবি সাহিত্যিকের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য– তাই।

ঃ নগণ্য কেন?

ঃ এইটাই আমাদের বদনসীব। এদেশে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা আজও অনেক কম। যা কিছু শিক্ষিত মুসলমান আছেন, তাঁদের আবার পাঠাভ্যাস নেই। অধিকাংশেরাই বই-পুস্তক পড়েন না। লেখার অভ্যাস বা আগ্রহ আরো কম। ধর্মীয় গ্রন্থাদি কিছু সৎ মুসলমানেরা লিখেন, কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের তেমন লক্ষ্য নেই আর সে সবে গুরুত্বও আদৌ দেন না। এদিকটা অরক্ষিত রাখলে যে ইসলামের শত্রুরা এই পথে আগ্রাসন চালাবে আর মুসলমানদের, বিশেষ করে মুসলমান প্রজন্মকে ইসলাম বিমুখ করে তুলবে, এটা তাঁরা বোঝেন না। ফলে, ব্যাপারটা এখন তাই ঘটেছে। অমুসলমানদের সাথে এদেশের অনেক নাম-সর্বস্ব মুসলমান, সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষকে ইসলামবিমুখ করার জোরদার প্রয়াস

www.pathagar.com

চালিয়ে যাচ্ছে। এদেশের সাহিত্যে ভাল মুসলমানের পদচারণা তেমন একটা না থাকায়, মুসলমানদের অস্তিত্ব আর স্বকীয়তা সেখানে খুঁজেই পাওয়া যায় না। ছিটেফোঁটা যা আছে, তা সবই হাতেগোণা কয়েকজন ইসলামদরদী সাহিত্যিকের সাহিত্য– করার ফসল।

ঃ বড় ভাই!

ঃ অতীতে মুষ্টিমেয় কিছু সৎ মুসলমান, সাহিত্যে মুসলমানদের প্রতিফলন ঘটিয়ে এসেছেন। পাকিস্তান হওয়ার পর পরিস্থিতির প্রভাবে, অর্থাৎ ভাবে-ভরমে অনেক সাহিত্যিকই সাহিত্যে সুরুচি ও মুসলমান অস্তিত্ব তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মুসলমানদের তাহ্জীব-তমদ্দুন তথা স্বকীয়তা ফুটিয়ে তোলার কিছুটা আগ্রহ তাদের মধ্যে এসেছিল। কিন্তু সেটা খুবই অল্প সময়ের জন্যে। এরপর হঠাৎ করেই ম্যাজিকের মতো উল্টে গেল প্রেক্ষাপট। এখন আবার প্রবল বেগে পূর্বস্রোত বইতে শুরু করেছে।

জামান সাহেব আবার নীরব ছিলেন কিছুক্ষণ। মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। এবার বললেন– তাহলে হঠাৎ করে এই উল্টে যাওয়ার পেছনে কারণটা কি সরকার ভাই? এর টার্নিং পয়েন্ট কোন্টা?

সরকার সাহেব বললেন– বলতে পারেন আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। উর্দুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে– আন্দোলন করে উর্দুর পাশে আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলো তো, তাই এর অর্থাৎ এই পরিস্থিতির সুযোগ নিলো সেই বুনিয়াদি চক্রান্তকারীর দল। প্রথম দিকে ভাবে–ভরমে কিছুটা ইসলামী চেতনার ও বোধের সাহিত্য করলেও, ভাষা আন্দোলনের অজুহাত পেয়ে আর ভাষা আন্দোলনকে ইস্যু বানিয়ে আবার তারা সাহিত্য থেকে ইসলামী নাম-নিশানা মুছে ফেলতে উঠে পড়ে লেগেছে। আবার রাবীন্দ্রিক তথা পৌত্তলিক ভাবধারা ফিরিয়ে আনতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ঃ হেতু?

ঃ ভারততোষণ। অমুসলমানেরা তো আছেই, পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে, তাদের সাথে ভারতের পক্ষে কাজ করার জন্যে যে 'ভাদা'কুল অর্থাৎ ভারতের দালালকুল এদেশে সদা-সচেষ্ট আছে, তারা এ সুযোগ ছাড়বে কেন? মতে-আদর্শে, ভাবে-দর্শনে এদেশের মুসলমানেরা যাতে করে বিলকুলই ভারত-পন্থী হয়ে যায়– পৌত্তলিক রীতি আচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে, এই জন্যেই তারা কোমর বেঁধে সাহিত্যে পৌত্তলিক ভাবধারা ছড়াতে শুরু করেছে।

ঃ এতে তাদের লাভ?

ঃ এর পরেও লাভটা খুঁজে পাচ্ছেন না?

মুহম্মদ আলী বললো– নিশ্চয়ই কাল্চারাল কংকোয়েস্ট?

সরকার সাহেব লাফিয়ে উঠে বললেন– এক্জ্যাক্টলী। ভৌগলিক জয় দিয়ে কোন জাতিকে পুরোপুরি কব্জা করা যায় না। সে জাতির কৃষ্টি-কালচার-তাহাজীব-

www.pathagar.com

তমদ্দুন–অর্থাৎ স্বকীয়তা ভুলিয়ে দিয়ে নিজের কৃষ্টি-কালচার আর সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত করতে পারলেন–ব্যস্! আপছে আপ্ সে জাতি কব্জার মধ্যে চলে আসে। পাকিস্তান হতে দিতে ভারতীয় হিন্দুরা কখনো চায়নি। তবু যখন হয়ে গেল, আর না হোক, কায়দা কৌশল করে এর দুর্বল অংশ পূর্ব পাকিস্তানটা কব্জা করতে হবে তো? এদেশবাসী মুসলমানগণ তাদের মতাদর্শের সাথে একাত্ম হয়ে গেলে কাজটা নিঃসন্দেহে সহজ হয়।

জামান সাহেব মাথা দুলিয়ে বললেন– তা বটে– তা বটে। হান্ড্রেড পারসেন্ট ঠিক কথা।

সরকার সাহেব বললেন– এ ছাড়া একটা গাত্রদাহও তারা চরিতার্থ করছে এর মাধ্যমে।

ঃ কি রকম?

ঃ এটা পরিষ্কার করে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। আপনারা জানেন, মুসলিম বিজয়ের আগে সেনদের আমলে বাংলা ভাষার কোন স্থানই ছিল না এদেশের হিন্দুদের, বিশেষ করে বর্ণহিন্দুদের কাছে। বাংলাকে তারা ম্লেছো-ম্লেছনী, নীচ ও অস্পৃশ্যদের ভাষারূপে গণ্য করতো। সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতো তারা আর একমাত্র সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতো। বাংলাভাষা মুখে আনলে রৌরব নরকে– মানে নিকৃষ্টতম নরকে যেতে হবে– এই ধারণা পোষণ করতো তারা। বঙ্গবিজয়ের পর মুসলমান সুলতানেরাই বাংলা ভাষাকে সেই অতল গহ্বর থেকে ভদ্র সমাজে তুলে আনেন এবং আরবী-ফারসী-হিন্দি, প্রভৃতি নানা শব্দের সংমিশ্রণে বাংলা ভাষাকে বেগবান ও বলিষ্ঠ করে তোলেন। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষাকে এনে একদম রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা করেন সুলতানেরা। বাংলা ভাষার বিরোধীরা আর এতে করে করেন কি? সংস্কৃত ভাষার প্রচলন উঠে যাওয়ায় আর সুলতানের দরবারে সুবিধাভোগের লালসায় তারাও শেষে বাংলা ভাষাকে আঁকড়ে ধরে এবং আরবী-ফারসী মিশ্রিত বাংলাকে সরবে জাহির করতে থাকে।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ইতিহাস তাই বলে।

ঃ এইভাবে কেটে যায় প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর। এরপর আসে পলাশীর বিপর্যয়। পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজরা দখল করে এদেশ আর ইংরেজদের দোসর হিসাবে কার্যত হিন্দুরাই প্রকৃত মালিক হয় এদেশের। আর যায় কোথায়? সেই থেকেই তারা বাংলা ভাষাকে বিশুদ্ধ হিন্দু ভাষায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে বাংলাভাষা থেকে দিনে দিনে আরবী-ফারসী শব্দগুলো ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে থাকে এবং অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়ে বাংলা ভাষাকে পরিপূর্ণ করে ফেলে। সেই থেকেই ভাষা ও সাহিত্য থেকে বিলুপ্ত হতে থাকে ইসলামী নীতি আদর্শ আর ইসলামী সমাজের অস্তিত্ব।

ঃ আচ্ছা।

www.pathagar.com

ঃ পাকিস্তান হওয়ার পর আবার সেই ইসলামী ভাবাদর্শ ভাষায় ও সাহিত্যে ফিরে আসতে দেখে গাত্রদাহ শুরু হয় তাদের। সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে তারা। ভাষা আন্দোলনই আবার সেই সুযোগ এনে দেয় তাদের। উর্দুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অছিলায় এখন ইসলামী কালচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তারা। ভাষা আন্দোলনকে উপলক্ষ করে ইসলাম ও ইসলামী সমাজকে এক হাত দেখানোর সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে তারা এখন। গদ্যে-পদ্যে, গল্পে-উপন্যাসে আবার পৌত্তলিক ভাবধারার স্রোত বয়াতে শুরু করেছে একনিষ্ঠভাবে। অমুসলমানদের সাথে মুসলমান লেখকেরাও বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ বানিয়ে নিয়ে তাদের বন্দনায় মুখর হয়ে উঠেছে।

মুহম্মদ আলী এবার সশব্দে বলে উঠলো– ওহো, ঐ যে সেবার ট্রেনে বলেছিলেন, "হঠাৎ করে দেশে আবার রবীন্দ্র সঙ্গীতের এমন ঝড় বইতে শুরু করেছে যে, নজরুল সঙ্গীত আর শোনাই যায় না বড় একটা", সেটা এই কারণে বুঝি?

জবাবে আবুজাফর সরকার সাহেবও সরবে বললেন– কারেক্ট-কারেক্ট। ধর্মের ভিত্তিতে, অর্থাৎ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা মুসলমানেরা একটা পৃথক আবাসভূমি লাভ করেছি আমাদের ধর্ম ও স্বকীয়তা রক্ষা করার জন্যে। আন্দোলন করে আমাদের মাতৃভাষাকেও আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি। তবে দুঃখজনক হলেও, এই আন্দোলনের সাথে এই অতিরিক্ত জ্বালা বা তিক্ততাও আমরা অর্জন করে ফেলেছি।

জামান সাহেব বললেন– ঠিক ঠিক। বড় বাস্তব কথা বলেছেন।

ঃ হিন্দুদের কথা বাদ। তারা এর সুযোগ নেবে– এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের সাথে এদেশের "ভাদা" গোষ্ঠীও এ কাজে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। 'ভাদা'র অধিকাংশই বুদ্ধিজীবী মহলের লোক। লেখক-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মী এরা। এই পৌত্তলিক ভাবধারা প্রতিষ্ঠায় হিন্দুদের চেয়ে তারা যেন আরো অধিক তৎপর হয়ে উঠেছে।

ঃ তাদের এই অতি উৎসাহের কারণ? মানে তাদের লাভ?

ঃ বাহবা আর ব্যক্তি স্বার্থ পিঠ চাপড়ানোর সাথে সুযোগ-সুবিধা তো তারা কম পাচ্ছে না তাদের গুরুদের তরফ থেকে।

ঃ সরকার ভাই!

ঃ বদনসীব-বদনসীব। বাইরের শত্রুকে ঠেকানো যায়, ঘরের শত্রু বিভীষণকে ঠেকাবে কে?

তলে তলে অনেক রাত হয়েছিল। সরকার পত্নী রাবেয়া বেগম সাহিত্য আসর থেকে উঠে এসে পাকশাকে মনোনিবেশ করেছিলেন। এবার সেখান থেকে জোর তলব এলো– খানা-পিনায় পিঁপড়ে ধরে যাচ্ছে। আড্ডাটা আজ ভাঙতে আর কতক্ষণ লাগবে?

এরপর কি আড্ডা আর অধিকক্ষণ চলতে পারে? ভেঙে গেল একটু পরেই।

www.pathagar.com

৭

ঃ মা মণি– মা মণি, সরুন-সরে যান, আগুন ধরলো– কাপড়ে আগুন ধরলো–!

জ্বলন্ত চুলোর পাশে বসে আছে বাণী রানী সরকার। সে ভীষণভাবে আনমনা। তার আঁচলের একাংশ বাতাসে উড়ে উড়ে আগুনের কাছে যাচ্ছে। আগুন ছুঁই ছুঁই করছে। সেদিকে খেয়াল নেই বাণীর। দেখতে পেয়ে কুসুমবালা চিৎকার করে উঠলো। তার চিৎকারে সামান্য একটু সরে বসলো বাণী। টেনে নিলো আঁচলটা। পরক্ষণেই আবার চিন্তামগ্ন হয়ে গেল। রান্নাবান্না কুসুমবালাই করছে। তা দেখতে এসেছে বাণী। তার চোখ দুটো চুলোর দিকে আছে ঠিকই, কিন্তু মনটা পড়ে আছে অন্যজগতে তখন। প্রায় সব সময়ই বাণী এখন উদাসীন। গতকাল থেকে তার এই উদাসীনতা ভীষণভাবে বেড়ে গেছে।

আলীর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকেই বাণী বিমনা। তার সদাপ্রফুল্ল সুন্দর মুখে হাসির চিহ্ন দেখাই আর যায় না। অথচ আলীর সান্নিধ্যে থাকাকালে বাণীর মুখে হাসির নহর ঢেউ খেলতো সর্বক্ষণ। এখন আর সে হাসে না। কদাচিত হাসলেও, সে হাসির রেখা মিলিয়ে যায় ক্ষণিকেই। 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়'–বাণীর এখন এই অবস্থায় হয়েছে। যে ভয় সে আগেই করেছিল, সেইটেই বাস্তব হয়ে গেছে। নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার সাথে-সাথেই একদম হারিয়ে গেছে আলী। শত চেষ্টা করেও বাণী আর তার খবর করতে পারছে না।

জমিদারীটা চলে যাওয়ার কারণে আয়-উপায়ের পথ বন্ধ হয় বাণীর। নগদ টাকার পরিমাণ খুব নগণ্য না হলেও নগদ টাকায় কারো সারাজীবন চলে না। বাঁধা-ধরা আয় একটা থাকতেই হয় সেই সাথে। যে আলীর আশায় বাণীর গৌরীপুরে থাকা, সেই আলী আর দীর্ঘদিন না আসায় এবং আলীর কোন ঠিকানা জানা না থাকায়, জমিদারী যাওয়ার পরও গৌরীপুরে থাকাটা বাণীর অর্থহীন হয়ে গেল। সেই সাথে নগদ টাকা ভাঙিয়ে বেশি দিন বসে বসে খাওয়াটা ঠিক নয় বুঝে উপায়ের প্রশ্নটাও প্রবল হয়ে উঠলো। উপায়ের পথটা কি ভাবতেই বিনিময়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো জাবেদ আলী মোল্লা। গৌরীপুরে এই শেষবার এসে বাণীর বাসাতে যার সাথে দেখা হয় আলীর, সেই কছিমুদ্দীন শেখের সেই জোড়াদেয়া মামা জাবেদ আলী মোল্লা। বাণীর কলিকাতার বাড়ির সাথে লাগানো জাবেদ মোল্লার দুই-দুইখানা বড় বড় অর্থকরী দোকান। নজরকাড়ার মতো বেচাকেনা হয় দৈনিক। কিন্তু নিরাপত্তার ভীষণ অভাববোধে

www.pathagar.com

মুসলমান জাবেদ আলী মোল্লা গৌরীপুরে বাণীর কাছে আসে বিনিময়ের প্রস্তাব নিয়ে। বাণীর বাড়ির সাথে তার দোকান দুটো বিনিময় করতে চায়।

বাণীর বাড়ির মতো দামী বিল্ডিং না হলেও, দোকান দুটোর অর্থকরী দিকটা খুব দামী। বাণী এ প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারে না। গৌরীপুর থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার ইচ্ছে তার না থাকলেও, প্রস্তাবটা আকর্ষণীয় হওয়ায় বাধ্য হয়েই তাকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। উপার্জনের মস্তবড় পথ একটাই নয় শুধু, দোকান দুটো একেবারেই বাণীর বাড়ির পাশে। ঘরে বসেই বাণী দোকান দুটোর তদারকী করতে পারবে। এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে উভয় দিক দিয়েই এতবড় সুবিধা আর কোনদিনই পাবে না বিবেচনায়, বাণী জাবেদ মোল্লার ঐ দোকান দুটোর সাথে তার এই গৌরীপুরের বাড়িটা বিনিময় করে। কলিকাতায় এসে দোকান দুটির কর্মচারীদের পরিচালনার ভার রাজ্যেশ্বর ওরফে তার রাজু কাকার উপর অর্পণ করে বাণী।

গৌরীপুর থেকে কলিকাতায় পাড়ি দেয়ার সময় বাণী এই চিন্তাই করে যে, বিনিময়কারী এই জাবেদ মোল্লার মারফতেই আলীর ঠিকানাটা যোগাড় করে নেবে সে। আলী তো আর আসলেই বেঈমান নয়। বেকায়দায় পড়েই সে আসতে পারেনি এ যাবত আর স্থায়ী ঠিকানা না থাকার কারণেই হয়তো দিতে পারছে না ঠিকানাটাও। একদিন না একদিন তার খোঁজে গৌরীপুরে আসবেই আলী। পরিবার-পরিজন নিয়ে জাবেদ মোল্লা গৌরীপুরে পার হলেই, নিজের ঠিকানাটা তার কাছে দিয়ে রাখবে বাণী আর জাবেদ মোল্লার মাধ্যমে আলীর ঠিকানাটাও যোগাড় করে নেবে। আর না হোক, পত্রালাপটা চালু হবে আবার।

পরিবারবর্গ নিয়ে জাবেদ মোল্লা গৌরীপুরে চলে আসার পরেই নিজের ঠিকানাসহ রাজ্যেশ্বরকে গৌরীপুরে পাঠিয়ে দেয় বাণী। আলী সেখানে এলে বাণীর ঠিকানাটা আলীকে দেয়ার আর আলীর ঠিকানা রেখে দেয়ার অনুরোধ নিয়ে জাবেদ মোল্লার কাছে আসে রাজ্যেশ্বর।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। রাজ্যেশ্বর এসে জানতে পারে, জাবেদ মোল্লার পরিবারবর্গ সেখানে পৌছার আগেই বাণীর খোঁজে আলী গৌরীপুরে এসেছিল এবং বাসার পাহারাদার কছিমুদ্দীন শেখের সাথে কথাবার্তা বলে গেছে। তাদের কথোপকথনটা অন্তরঙ্গ আর অনুকূল না হওয়ায়, আলী তার ঠিকানাটা রেখে যায়নি কছিমুদ্দীনের কাছে। বাণীর ঠিকানাটা অবশ্য বার বার জানতে চায় আলী। কিন্তু কছিমুদ্দীনের তা জানা না থাকায় সেটা দিতে পারেনি কছিমুদ্দীন।

নিরুপায় হয়ে বাণীর ঠিকানাটা মোল্লার কাছে রেখে আর আলী বারেক এলে তার ঠিকানাটা রেখে দেয়ার অনুরোধ মোল্লাকে জানিয়ে, ফিরে আসে রাজ্যেশ্বর।

খবর শুনে পুনরায় ব্যথিত হয় বাণী। বিনিময়টা কেন সে আর ক'টা দিন ঠেকিয়ে রাখলো না এই আফসোস্ আবার পেয়ে বসে তাকে।

গৌরীপুর থেকে কলিকাতায় এসেছে বাণী। এখানে তার দাদাদের বৈরী পরিবেশে বসবাস করতে গিয়ে বাণী আরো গভীরভাবে অনুভব করেছে আলী তার

www.pathagar.com

জীবনের কতখানি জুড়ে বসে আছে। আরো উপলব্ধি করেছে, আলীর শূন্যস্থান অন্য কাউকে দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। এই অনুভূতির তাড়নায় পরপর আরো দুবার রাজ্যেশ্বরকে গৌরীপুরে প্রেরণ করে বাণী। কিন্তু ফলাফল শূন্য। আলী আর গৌরীপুরে আসেনি।

তাকিদ দুর্নিবার। তাই এই কয়দনি আগে রাজ্যেশ্বরকে ঢাকায় পাঠায় বাণী। ইউনিভারসিটিতে খোঁজ নিলে আলীর ঠিকানাটা পাবেই সে– এই ধারণা নিয়ে সে রাজ্যেশ্বরকে পাঠিয়ে দেয় ঢাকায়। কিন্তু প্রৌঢ় রাজ্যেশ্বরের পক্ষে এ কাজটি ছিল একেবারেই অসম্ভব। শুধু বাণীর ইচ্ছার অন্যথা করতে না পেরেই ঢাকায় আসে রাজ্যেশ্বর। ঢাকা তার কাছে একেবারেই এক অচেনা জগৎ। ভারসিটির অঙ্গন-চত্বর সবই তার অজ্ঞাত। এর আগে কখনও ঢাকায় আসেনি সে। আলী কি পড়ে আর কোন ক্লাশে এখন– তার সঠিক কোন তথ্যও দিতে পারেনি বাণী। ফলে, অনেক কষ্ট ভোগ করে অনাহার অনিদ্রায় নানা জায়গায় ঘুরে এবং অনেকের অনেক কটু কথা শুনে আধমরা অবস্থায় ফিরে এসেছে রাজ্যেশ্বর, খবর করতে পারেনি কিছুই। অনেক লোকের ভিড়ে হয়তো আলীর পাশ দিয়েও হেঁটে গেছে রাজ্যেশ্বর, কারো নজরে কেউ তারা পড়েনি।

বিধ্বস্ত রাজ্যেশ্বর কলিকাতায় ফিরে এসেছে গতকাল সন্ধ্যায়। সে ব্যর্থতার খবরটুকু বাণীকে জানিয়ে দিয়ে শয্যা নিয়েছে সে। ভীষণ জ্বর আর সারা গায়ে ব্যথা। তার দিকে তাকালেও এখন মায়া হয় সকলের।

ঢাকার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় একেবারেই ভেঙে পড়েছে বাণী। বন্ধ হয়েছে মুখের কথা। সে বিমর্ষ ও আনমনা ছিল আগে থেকেই। গতকাল থেকে সে প্রায় আওয়ারা। কোন কিছুতেই মন নেই, খেয়াল নেই কোনদিকেই। কুসুমবালার রান্না দেখতে এসে চুলোর পাশে বসে আছে বাণী। আঁচলটা উড়ে যাচ্ছে আগুনে। গায়ে তাপ লাগার আগে, আঁচল পুড়ে ভস্মিভূত হলেও সেটা খেয়াল করার অবস্থা নয় বাণীর এখন। আলীটা বুঝি সত্যি সত্যিই হারিয়ে গেল চিরতরে, তার স্বপ্ন-সাধ সবটুকুই বুঝি মিথ্যা হয়ে গেল– এই শংকায় বাণী এখন লাচার।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বাণীকে উদ্দেশ্য করে কুসুমবালা বললো– আমি বলি কি মা মণি, ঐ খামাখা ধান্দা আপনি ছাড়ুন। যা কোনদিন হবার নয়, তাই নিয়ে আত্মঘাতী হয়ে লাভ কি?

কুসুমবালার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো বাণী। মুখে কিছু বললো না। গলায় জোর দিয়ে কুসুমবালা বললো– কথাটা কি আমার বুঝতে পেরেছেন কিছু?

স্বপ্নোত্থিতের মতো বাণী বললো– কোন কথা?

কুসুমবালা বললো– ঐ আলী বাবাজীর কথা। ভিন্ন জাত, ভিন্ন সমাজ। ওদের কি ধর্ম বলে আছে কিছু?

ঃ ধর্ম!

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ মা, ধর্ম। মানে, বিবেক-বিবেচনা আর ধর্মজ্ঞান। উনাকে বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছে আপনার।

ঃ ভুল?

আলীর প্রসঙ্গে কুসুমবালার মনটা বেশ কিছুদিন ধরেই তিরিক্কে হয়েছিল। জবাবে সে উষ্মার সাথে বললো–মহাভুল। ঐ যে লোকে বলে –"যার বিয়ে তার খবর নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই"– এ ব্যাপারটাও সেই রকম। উড়াল যে উনি দেবেনই– গৌরীপুরে থাকতেই এ কথা আমি শুনেছি। বাবাজী হয় তো তার কোন স্বজাতি মেয়ের পিরীতে এখন হাবুডুবু খাচ্ছেন আর আপনি এখানে বসে বসে ছাইয়ের দড়ি পাকাচ্ছেন। কি ঘোরতর পাগলামী!

বাণী রুষ্টকণ্ঠে বললো–মাসী!

কুসুমবালাও চড়াকণ্ঠে বললো– তাই যদি না হবে, তাহলে তাঁর পাত্তা নেই কেন? তিনি তো আর আপনার মতো মেয়ে ছেলে নন, জোয়ান-তাজা ব্যাটা ছেলে। হিল্লীদিল্লী চষে বেড়ানোর তাকদ আছে তার। দরদই যদি থাকবে, তাহলে ঐ একবার গৌরীপুরে এসেই তিনি নীরব হয়ে যাবেন কেন? ভেতরে টান থাকলে আরো দশ-দশবার চলে আসতেন এতদিন। আপনি মন ভারী করলেও বলবো, আসলে তাঁর তেমন দরদও নেই, টানও নেই আপনার প্রতি।

ঃ টান নেই?

ঃ না, মা মণি। এখন আমার দিনদিন সেই কথাই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে– এখানে যা করেছেন, আপনার অনেক সুবিধে খেয়েছেন বলেই করেছেন। এখন এখান থেকে চলে গেছেন আর ওগুলো সব গলার নীচে নেমে গেছে, ব্যস আর কি! আপনার এই যন্ত্রণা কি একটুও অনুভব করছেন উনি? করছেন না। যাঁরা আসলে পাষাণ, তাঁরা তা করেন না। কোনদিনই করেন না। অতীতের কথা কিছুই মনে থাকে না তাঁদের।

শেষের দিকে কুসুমবালার কণ্ঠে বেদনার সুর ধ্বনিত হলো। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে গিয়ে বাণী তাই ক্ষিপ্ত হতে পারলো না। ঠাণ্ডাকণ্ঠে বললো– এত অল্পতেই মানুষকে কি এতটা অবিশ্বাস করা ঠিক মাসী? আলীকে চিনতে তাহলে এতটাই ভুল করেছো তুমি?

মুখ অন্যদিকে নিয়ে কুসুমবালা বললো– তা আমার ভুল যতটাই হোক, আপনার ভুলটা তার চেয়েও অনেক বেশি বড় বাছা!

ঃ আমার ভুল!

ঃ গোড়াতেই ভুল করেছেন আপানি। ছেলেবেলা থেকেই ঐ আলী বাবাজীকে নিয়ে ঘর বাঁধার চিন্তাটা আপনার মোটেই সঠিক ছিল না।

ঃ ছিল না?

ঃ না। আপনি চিন্তা করে দেখেননি যে, সে ঘর আপনার শুরুতেই ঝড়ের মুখে পড়ে যাবে। নিরাপদে ঘর বাঁধতে কখনই পারবেন না। ভিন জাতির ছেলে, তাই

www.pathagar.com

প্রথমেই হিন্দু সমাজ বাধা দেবে। সে বাধাও যদি উৎরে যান বা না মানেন, ভিন জাতের লোককে বিশ্বাস নেই। 'যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর'– এ রকমও হতে পারে। মানে, নিজেও পিছটান দিতে পারে।

ঃ মাসী।

ঃ এখন ব্যাপারটা তো তাই হলো। তিনি নিজেই পিছটান দিয়ে বসে রইলেন। যে ঘর না বাঁধতেই ঝড়ে নড়ে ওঠে, বাঁধলেই বা সে ঘর টিকে থাকবে কয়দিন? গোড়াতেই মস্তবড় ভুল করে বসে আছেন আপনি।

বাণী রানী গম্ভীরকণ্ঠে বললো– বটে! কি করা আমার উচিত ছিল?

ঃ কোন হিন্দু ছেলের সাথে যদি মিতালী করতেন, তাহলে এসব মুসিবতের কোনটাই হতো না। বিয়েটাও আপনাদের হয়ে যেতো ঘুড়িটা হাতছাড়া হওয়ার আগেই।

বাণী এবার খেদ করে বললো– হায়রে মাসী! আলীকে এতভাবে দেখেও তাকে চিনতে তুমি পারলে না? মিতালী করতে চাইলেই কি তা সবার সাথে করা যায়? রূপগুণের প্রশ্ন কি কিছুই নেই? মনে ধরার যোগ্য কি হতে হবে না তাকে?

কিছুটা থমকে গিয়ে কুসুমবালা বললো– এ্যাঁ! হ্যাঁ, তা তো হতেই হবে।

ঃ রূপের কথা বাদ দিলেও, আলীর মতো সর্বগুণে গুণবান একটা হিন্দু ছেলেও কি আজ পর্যন্ত চোখে পড়েছে তোমার। মনের মতো মানুষ নিয়ে পাতালে ঘর বাঁধলেও মহাসুখী হওয়া যায় মাসী, নির্গুণকে নিয়ে স্বর্গবাসও সুখকর হয় না।

ঃ মা মণি!

ঃ ব্যাপারটা মনের মাসী, বাইরের ব্যাপার নয়।

আম্‌তা আম্‌তা করে কুসুমবালা বললো– হ্যাঁ, সেটা কি বুঝি না বাছা? তবে–

ঃ তবে আর আলীকে এত অপছন্দ কেন তোমার? আগে তো এমনভাব কখনো দেখিনি? বরং আলীকে দেখলেই নেচে উঠতে আনন্দে।

ঃ ওমা, অপছন্দ করলাম কোথায়? আলী বাবাজীতো মোটেই আমার অপছন্দের ছেলে নয়? অপছন্দ তার এই এখনকার আচরণ। এখনকার এই স্বভাব। নইলে, আপনার মতো মেয়ের বর হিসাবে ঐ আলী বাবাজীকেই আমার একমাত্র পছন্দ ছিল এতদিন। জব্বোর পছন্দ। ভিন জাতের হলেও, এইটেই আমি এ যাবত মনে-প্রাণে চেয়েছি। কিন্তু আমার সেই চাওয়াটা এখন আর ধরে রাখতে পারছি কই? এমনভাবে পিছটান দিলো যে, তাকে আর বিশ্বাস করবো কি করে?

ঃ পিছটান দিলো– শুধু এ কথাটাই ভাবছো কেন মাসী? কোন বিপদ মুসিবতও তো হতে পারে তার। আমি এখন এই কথাই শুধু ভাবছি। পিছটান দেয়ার লোক সে কস্মিনকালেও নয়।

ঃ তাই যদি মনে করো, তাহলে আর এত মনমরা ক্যান্ বাছা?

বিপদ-আপদ কেটে গেলেই চলে আসবেন উনি। খোঁজ করতে করতে মানুষ ভগবানকে খুঁজে পায়, আর উনি আপনাকে খুঁজে পাবেন না?

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ, তা হয়তো পাবেন ঠিকই। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। অন্য এক শংকার কথা। এতদিন তার নিখোঁজ হয়ে থাকার কথা যতই আমি ভাবছি, ভয়ে আমার প্রাণটাও ততই কেঁপে কেঁপে উঠছে মাসী।

বাণীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। কুসুমবালা সন্ত্রস্তকণ্ঠে বললো– মা মণি!

বাণী কম্পিতকণ্ঠে বললো– আসলেই আমার স্বপ্ন-সাধ সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি তা ইতিমধ্যে? পথে-বিপথে কোথাও তো মারা পড়েনি আলী?

চমকে উঠে কুসুমবালা বললো– এ্যাঁ সেকি! বালাইষাট!

ঃ নইলে তার সাথে যোগাযোগটা এমন আচানকভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে কেন?

থেমে গেল কুসুমবালা। ক্ষণিক চিন্তা করেই ভীতকণ্ঠে বলে উঠলো– হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো সত্যিই চিন্তার কথা মা! এদিকটা তো মোটেই আমি ভাবিনি!

ঃ এই ভয়ই এখন আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে মাসী। শুকিয়ে দিচ্ছে বুক আমার। না আসতে পারে না আসুক, যোগাযোগটা হচ্ছে না, না হোক। সে বেঁচে আছে– এ খবরটা পেলেও তো স্বস্তি আসে মনে, ঘুমুতে পারি রাতে।

কুসুমবালা শশব্যস্তে বললো– ঠিকই তো–ঠিকই তো! খুবই ভাবনার কথা। রাজু দাদা ঢাকায় গিয়েও দেখা পায়নি তার, খোঁজটাও পায়নি– এটা তো সত্যিই বড় ভয়ের কথা!

কুসুমবালা চঞ্চল হয়ে উঠলো। বাণী উদাসকণ্ঠে বললো– এই ভয়টাই এখন মন থেকে দূর করতে পারছিনে। তার তিনকূলে কেউ নেই। মারা পড়লেই বা তা জানবে কে?

ঃ মা মণি!

ঃ একবার যাকে মনের মধ্যে যত্ন করে বসিয়েছি, তাকে তো আর মন থেকে উপড়ে ফেলতে পারবো না। তাকে না পাই, না পাই। সে বেঁচে থাকলেও অনেকখানি তৃপ্তি আমার। অশ্রুভারে বাণীর দুচোখ ঝাপসা হয়ে এলো। নীরব হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলো কুসুমবালা। এরপর ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস চেপে উঠে দাঁড়ালো শক্ত হয়ে। বাণীর কাছে এসে তার হাত ধরে টানতে টানতে বললো– উঠুন মা মণি। এর তো সান্ত্বনা কিছু হয় না, তবু দুঃখ করে কি করবেন? তার চেয়ে এখন উঠুন। পাক নেমে গেছে, আপনি স্নান করে আসুন। দু'মুঠো খেয়ে নিয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন আর ভগবানকে ডাকুন। ভগবানের কৃপা হলে কত বড় বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পায় মানুষ, আর এটা তো ঠিক বিপদ নয়, একটা সন্দেহ কেবল। ভগবানকে ডাকলে, নিশ্চয়ই এ বিপদ আপনার কেটে যাবে মা মণি!

বাণীর বাহু ধরে কুসুমবালা টানতে লাগলো। উঠতে উঠতে বাণী শ্রান্তকণ্ঠে বললো– মাসী!

কুসুমবালা বললো– বিশ্রামে আর ঘুমে মনের জোরটাও ফিরে আসে। ঘুমটা বড়ই দরকার এখন আপনার। যান, আপনি স্নানে যান–

www.pathagar.com

'আলী' নাম জপতে জপতে বাণী যখন দেবতার নাম ভুলে গেছে বিলকুলই, তখনও বাণীর উদ্দেশ্যে আলীর দিলে এস্তার আকুতি– "দেবতার নাম নিতে ভুলিয়ে বারেক, তুমি নিও মোর নাম"। অবসরে– আনমনে আলীর দিলে বেজে চলেছে এই একই সুর আর বিচ্ছুরিত হচ্ছে এই একই আর্তি। যেন, আলীর কথা একেবারেই ভুলে গেছে বাণী, শেষ হয়ে গেছে বাণীকে তার পাওয়ার সম্ভাবনা, তাই আত্মতৃপ্তির জন্যে বাণীর প্রতি আলীর এই আকুল আহবান।

এ গানটা বাণীর কণ্ঠেই প্রথম শোনে আলী। এ আকুতির সূত্র বাণীই ধরিয়ে দেয় তাকে। দিন যতই যাচ্ছে, আলীর মনে ততই জীবন্ত হয়ে উঠছে স্কুলের ফাংশানে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী বাণী রানী সরকারের এই গান গাওয়ার দৃশ্যটি। চাপাহাসির আড়ালে আলীর দিকে চেয়ে চেয়ে চোখের ইশারায় বাণীর এই গান গাওয়ার ভঙ্গিমাটি। এ গানটি তাই এত প্রিয় আলীর কাছে।

মুহম্মদ আলীর ধরা ছোঁয়ার একদম বাইরে এখন বাণী। গৌরীপুরের চেনা গণ্ডীর মাঝে বাণী আর নেই। এই পূর্ব পাকিস্তানেও এখন নেই সে। বাণী এখন কলিকাতায় তথা হিন্দুস্থানে। কলিকাতার কোথায়, তাও আলীর জানা নেই। এ অবস্থায় পড়িমরি তাকে খুঁজতে যাওয়ারও সুযোগ নেই আলীর। অচেনা অজানা ভিনদেশে, বিশেষ করে পাকিস্তানের বৈরী রাষ্ট্র ভারতবর্ষে, যাওয়াটা খুব সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। সরকারীভাবে গেলে অনেক ফরম্যালিটির প্রশ্ন আছে। চোরাপথে গেলে অনেক মুসিবতের শংকা আছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন– সময়। সরকারী বেসরকারী যে পথেই যাক না কেন আলী, বাণীর খোঁজে ভিনদেশে গেলে এই কাজে অনেক সময় দিতে হবে তাকে। প্রস্তুতি, যাতায়াত, খোঁজাখুঁজি– সব মিলে দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। পড়াশুনা চাঙ্গে তুলে রেখে, ক্লাশ ও লাইব্রেরী ওয়ার্ক বর্জন করে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে এই কাজে লিপ্ত হওয়া এখন আদৌ সম্ভব নয় আলীর পক্ষে। প্রেমিকার অর্থাৎ ভাবী বউয়ের পেছনে ছুটে বেড়ানো প্রেমিকের একটা কর্তব্য। কিন্তু বউকে ভাত দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করাটা আরো বড় কর্তব্য। আই.এ. পরীক্ষার ফলাফলটা আশানুরূপ হয়নি। অনার্সে একটা ফার্স্ট ক্লাশ পেতেই হবে তাকে। নইলে এম.এ. পড়ার অর্থ সংকট ঘুচবে না। হারিয়েই যখন গেছে বাণী, হারিয়েই সে থাক। পরীক্ষা দিয়ে অবসর না হওয়া পর্যন্ত বাণীকে খুঁজতে যাওয়ার কোন মওকাই নেই আলীর। তবে স্মৃতির দহন বলে কথা আছে একটা। দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার আছে একটা যাতনা। কাজেই, আলীর দিল ক্ষণে ক্ষণে বেকারার তো হবেই।

পরীক্ষার পর অবসর। তাই পরীক্ষার অপেক্ষায় দিন গুণছে আলী। বলা যায়, দিন ঠেলছে দুহাতে। সেই সাথে পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্যে মনোযোগ সহকারে ক্লাশ ও পড়াশুনা করতে সে ইচ্ছুক। তার ইচ্ছা, সময় থাকতে স্যারেরা কোর্স কমপ্লীট

www.pathagar.com

করুন এবং প্রয়োজনীয় সাজেশান গাইডেন্স দিন। কিন্তু ইচ্ছা তার বার বার ব্যাহত হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুণ। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ক্লাসগুলো ঠিকমতো হচ্ছে না, কোর্স কম্‌প্লীট হচ্ছে না, টিউটোরিয়াল ওয়ার্ক হচ্ছে না, স্যারেরাও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুতির দিকে মন দিতে পারছেন না।

ক্লাশ করতে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইউনিভারসিটি থেকে ফিরে এলো আলী। আজও ক্লাশ হলো না। স্কুল-কলেজ–ভার্সিটি– সর্বত্রই ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাশ বর্জন করেছে। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর একটার পর একটা অন্যায় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ লেগেই আছে একটানা।

ভার্সিটি থেকে বাসায় ফিরে মুহম্মদ আলী দেখলো, গৃহস্বামী আবুজাফর সরকার সাহেবের লেখাঘরে আজ অদিন ও অসময়ে জমে উঠেছে আড্ডা। সরকার সাহেবের কাগজের অফিসে কাজ আজ হালকা পাতলা। সন্ধ্যের পরে একটা ঢুঁ মেরে এলেই চলবে। আজ তাই তাঁর লম্বা অবসর। তিনি সরবে জমিয়ে তুলছেন আসর। তাঁর মুখোমুখি বসে আছেন হাইস্কুলের সেই শিক্ষক ও নজরুল গায়ক খালিকুজ্জামান সাহেব এবং তাঁরই সহকর্মী অন্য শিক্ষক গোলাম মোস্তাফা সাহেব। একই সাথে একই মেসে বাস করলেও গোলাম মোস্তফা সাহেব আড্ডা আসরে বড় একটা আসেন না। বইপুস্তক হাতে আজ তাঁকে এখানে দেখে মুহম্মদ আলী বুঝতে পারলো ঘটনা ঐ এক। ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করায় এঁরাও ফিরে এসেছেন স্কুল থেকে।

এঁদের দেখে মুহম্মদ আলী নিজকক্ষে না ঢুকে খাতা-পত্র হাতে এক পা দু'পা করে চলে এলো লেখাঘরে। তাকে দেখে সরকার সাহেব সহাস্যে বললেন– আরে এই যে মুনশী সাহেব, আসুন–আসুন। আড্ডাটা এবেলাতেই জমিয়ে তুলি, আসুন।

শিক্ষক জামান সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন– মুনশী সাহেব! আলী সাহেব আবার মুনশী হলেন কবে থেকে?

সরকার সাহেব সরবে বললেন– আরে জানেন না, এই আলী সাহেব কোন ফালতু ঘরের ছেলে নয়। মস্তবড় খানদানী ঘরের ছেলে। পদবীতে এঁরা মুনশী। জব্বোর পরহেজগার লোক ছিলেন এঁর বাপ-দাদারা। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আজ এই দশা এই পড়ুয়া মানুষটার।

ঃ বলেন কি!

ঃ আরে হ্যাঁ। আস্তে আস্তে অনেক কথাই বেরিয়ে আসছে এই চাপা লোকটার পেট থেকে।

ঃ আচ্ছা।

এরপর সরকার সাহেব ফের মুহম্মদ আলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন– তা ভায়া, এত সকাল সকাল ফিরলেন যে? ক্লাশ তাহলে আজ আর হলো না? মানে ক্লাশের দরওয়াজা বন্ধ?

www.pathagar.com

পাশের এক আসনে বসতে বসতে মুহম্মদ আলী বললো– আর বলেন না, ছুতোনাতা একটা কিছু পেলেই ছেলেরা আর ক্লাশ করতে চায় না। কেবলই হৈচৈ আর তাফালিং।

জামান সাহেব বললেন– না আলী সাহেব, না। ছুতোনাতা নয়। স্কুলের ছাত্রেরাও মাঠে নেমেছে যেখানে, সেখানে বিষয়টাকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

আলী বললো– তা বিষয়টা ছোটবড় যেমন করেই দেখা হোক, এদেশে আর পড়াশুনা কিছু হবে না। উচ্ছন্যে যাবে সবাই।

জামান সাহেব এবার কিঞ্চিৎ রুষ্টকণ্ঠে বললেন– শুধু পড়াশুনার কথাটাই ভাবছেন আপনি? দেশটার কথা ভাবছেন না? যা টলটলায়মান অবস্থা এখন, তাতে দেশটার ভবিষ্যৎ কি, সেই কথাটাই ভাবুন আগে।

সরকার সাহেব হেসে বললেন– খুব স্টুডিয়াস লোক কিনা, তাই পড়াশুনার কথাটাই উনি আগে ভাবেন।

জামান সাহেব তাচ্ছিল্য করে বললেন– লাভ নেই, লাভ নেই। দেশটাই যদি ছারখার হয়ে যায়, তাহলে ঐ পড়াশুনা করে খুব বেশি সুবিধে হবে না।

এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন শিক্ষক গোলাম মোস্তফা সাহেব। তুলনামূলকভাবে অধিক গম্ভীর মানুষ তিনি। চিন্তাশীলও বটে। তিনি এবার মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন– ছারখার হয় যাবে মানে?

জামান সাহেব বললেন– মানেটা বুঝতে পারছেন না? ভেতর বাহির উভয় দিক থেকেই আমাদের, অর্থাৎ এই পূর্ব পাকিস্তানের উপর যেরকম ছুরি শানানো হচ্ছে, তাতে এই পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের, বিশেষ করে মুসলমানদের, স্বাধীন স্বত্তা বলে ভবিষ্যতে কোন কিছু থাকবে কিনা, সেইটেই এখন চিন্তার বিষয়।

ঃ আচ্ছা। তা ভেতর-বাহির উভয় দিক বলতে আপনি আর কোন্ বিষয়টা বুঝাতে চাচ্ছেন?

জামান সাহেব নারাজ কণ্ঠে বললেন– আপনার মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় না মোস্তফা সাহেব। মস্তবড় বিজ্ঞলোক আপনি। আপনি জানেন না, ভেতর বাহির বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছি আমি? আরে, যারা পাকিস্তান হতেই দিতে চায়নি, তারা তো পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান ভাঙার জন্যে ওঁৎ পেতে বসে আছে। টার্গেট করেছে এই পূর্ব পাকিস্তানকে আর তাদের পক্ষে কাজ করার জন্যে এখানে একটা শক্তিশালী ভাড়াটে দল তৈরী করে ফেলেছে। এই ভাড়াটে দলকে, অর্থাৎ ভারতের দালাল গোষ্ঠীকে দিন রাত আঙ্গুল দিয়ে নাচাচ্ছে এইদেশে বসবাসকারী এমন একটি সম্প্রদায় যারা জাতে-ধর্মে সম্পূর্ণ ভারতীয় জীবন আর ভারত-অন্ত প্রাণ। এরা সবাই মিলে কলকাঠি ঘোরাতেই আছে। অহরহ প্ল্যান আসছে সীমানার ওপার থেকে। এদের সাথে যদি মাথামোটা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীও আমাদের উপর অবিচার আর পক্ষপাতিত্ব চালায়, তাহলে আমরা আর যাই কোথায়?

www.pathagar.com

ঃ ভাইসাহেব।

ঃ বাইরের আঘাতটা ছাঁদা যায়, ভেতর থেকে আঘাত এলে সেটা ছাঁদি কি করে?

মোস্তফা সাহেব ধীরকণ্ঠে বললেন– কথাটা যে কিছুই বুঝতে পারছিনে, তা নয়। তবু প্রসঙ্গটা উঠলো যখন, আর একটু খোলাসা করে বলুন, আমার ঝাপসা ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে যাক। ভেতর থেকে আঘাত বলতে মেন্‌লি আপনি কোনটাকে বোঝাচ্ছেন? 'ভাদা'কুলের কার্যকলাপকে, না পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর আচরণকে?

ঃ দুটোই। তবে এক্ষণে বড় আঘাত–

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আবুজাফর সরকার সাহেব সশব্দে বলে উঠলেন– আরে, ভাদাকুলের কার্যকলাপ তো একটা আনুসঙ্গিক বিষয় মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বেপরোয়া শোষণ আর বৈষম্য। এই পূর্ব পাকিস্তানকে একটা উপনিবেশ বানিয়ে যেভাবে তারা শোষণ করতে শুরু করেছে এটাকে, তাতে এই দেশের, অর্থাৎ আমাদের সামনে এখন ঘোর অন্ধকার। পাকিস্তান বানানো হলো পাকিস্তানের পূর্ব-পশ্চিম উভয় অঞ্চল এক সাথে ভাই ভাই হয়ে থাকার জন্যে। ওরাও মুসলমান আমরাও মুসলমান। এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। কিন্তু দেখছেন না, শুরু থেকেই ওরা আমাদের দাবিয়ে রাখার জন্যে কি অপচেষ্টাই না চালিয়ে যাচ্ছে? যেরকম শোষণ আর বৈষম্য চলছে, তাতে কি এ অঞ্চল কখনো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে?

সংগে সংগে কথা ধরে জামান সাহেব বললেন– শোষণ বলে শোষণ? হাড়ে চুঙ্গি লাগানোর মতো শোষণ। প্রাকৃতিক সম্পদে অনুর্বর ও মরুময় পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে এই পূর্ব অঞ্চল, মানে পূর্ব পাকিস্তান অনেক বেশি সম্পদশালী। পাকিস্তান হওয়ার আগে শিল্প-প্রতিষ্ঠানও ঐ পশ্চিম অঞ্চলে তেমন একটা ছিল না। রপ্তানী দ্রব্য হিসাবে পাট, চা ও চামড়ার যথেষ্ট যোগান আছে পূর্ব পাকিস্তানে। প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই পূর্ব-পাকিস্তানের স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিন্তু এখন হচ্ছেটা কি? এ অঞ্চলকে বঞ্চিত করে অবিবেচক পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এ অঞ্চলের সম্পদ এক ধারছে নিয়ে যাচ্ছে তাদের অঞ্চলে। সিংহভাগই নিয়ে যাচ্ছে তারা।

সরকার সাহেব বললেন– এর সাথে শুরু হয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। গোটা দেশের রাজস্ব আয়ের ষাট ভাগ আয় হয় এই অঞ্চল থেকে। রপ্তানী আয়েরও ষাটভাগ আয় হয় এই পূর্ব অঞ্চল থেকে। অথচ এই আয়ের অতি নগণ্য অংশই ব্যয় করা হচ্ছে এখানে আর বাদবাকী সবই ব্যয় করা হচ্ছে ওখানে। ওদিকে আবার আমদানী দ্রব্যেরও ন্যায্য হিস্যা এ অঞ্চল পাচ্ছে না। শিল্পের অধিকাংশ কাঁচামালই উৎপন্ন হয় পূর্ব পাকিস্তানে অথচ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো হু হু করে গড়ে উঠছে পশ্চিম পাকিস্তানে। অন্তত দৈনিক এই রকম সংবাদই আমরা পাচ্ছি।

www.pathagar.com

গোলাম মোস্তফা সাহেব চিন্তিতকণ্ঠে বললেন– ঐ সংবাদ আর তথ্যগুলো অধিকাংশই বানানো নয়তো? সবগুলোই কি সত্যি?

ঃ আপনার এ প্রশ্নের অর্থ?

ঃ প্রচার মাধ্যমটা এখন পরের মুখে ঝাল খেতে অধিক অভ্যস্ত হয়ে উঠছে কিনা?

ঃ হ্যাঁ, আপনার এ ধারণাও একেবারে অমূলক নয়। তবে সব খবরগুলোই তো, "একগুণি রামায়ন আর দশগুণি ভ্যাবায়ন" নয়। অনেকাংশেই যে সত্য, তার প্রমাণ তো হাতে হাতেই পাচ্ছি। শাসকগোষ্ঠী যে আমাদের সাথে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আচরণ করছে না– এটা তো ঠিক?

মোস্তফা সাহেব সায় দিয়ে বললেন– অবশ্যই– অবশ্যই। এ নিয়ে কারো মনে কোন সন্দেহই নেই।

এই সময় মুহম্মদ আলী মাথা তুলে বললো– শিক্ষা ক্ষেত্রেও বৈষম্যের যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, অতিরঞ্জিত বলে তাকেও সন্দেহ করার বড় একটা অবকাশ নেই। তথ্য বলছে, ১৯৪৭-৪৮ সালের দিকে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার শতকরা হার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এখনকার তথ্য বলছে, এই কয় বছরেই ওদের হার আমাদের হারকে ডিঙিয়ে চলেছে। অর্থাৎ, এখানে শিক্ষার সুযোগ সংকোচন করে ওখানে তা ব্যাপকভাবে বাড়ানো হচ্ছে। এটাকে সবটুকুই অতিরঞ্জিত খবর বলতে পারেন না, নিজেরাই তা দেখতে পাচ্ছি আর বুঝতে পারছি। চাকুরীর ক্ষেত্রেও যে যথেষ্ট বৈষম্য হচ্ছে, তা কাগজ পড়ে জানার অপেক্ষা নেই। এ ঘটনা আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে। পশ্চিম পাকিস্তানী ক্যাণ্ডিডেট থাকলে পূর্ব পাকিস্তানী ক্যাণ্ডিডেটরা যে ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে, তা আপনারা নিজেরাও জানেন। আরো জানেন যে, সিভিল, মিলিটারী আর অন্যান্য বড় বড় চাকুরীতে এই দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য আজ আর কোন গোপনীয় ব্যাপার নয়। ওপেন সিক্রেট, অর্থাৎ সর্বজনবিদিত দিনের মতো ব্যাপার?

মোস্তফা সাহেব এ কথাতেও সায় দিয়ে বললেন– হ্যাঁ– হ্যাঁ, এসব তো চোখের সামনের ব্যাপার। অহরহই অনুভব করছি।

সরকার সাহেব এবার মোস্তফা সাহেবকে উদ্দেশ্যে করে সহাস্যে বললেন– ভাইসাহেবের ঝাপ্‌সা ধারণাটা এবার স্পষ্ট হয়েছে তো?

মোস্তফা সাহেব বললেন– না হওয়ার কি আছে ভাইসাহেব? দেখে শুনে এসব বোধ কি কিছুই হয়নি আমার? আমি বলছিলাম, "একে নাচুনে বুড়ি, তাতে ফের ঢোলে বাড়ি," ব্যাপারটা এমন নয় তো? পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এইসব বৈরী আচরণের প্রেক্ষিতে আজকের এই গোলমালটা অধিকাংশই 'ভাদা'কুলের উস্‌কে দেয়া নাচন নয়তো? হঠাৎ করে ছাত্র সমাজের আজ আবার হলো কি? ছাত্র সমাজ আর তরুণ সমাজের পেছনেই তো বেশির ভাগ লেগে আছে উস্কানী দাতাগোষ্ঠী।

সরকার সাহেব বললেন– কথাটা আপনার একেবারেই উপেক্ষা করার নয়। এর পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। তবে এখন যে পরিস্থিতি চলছে, তাতে কারো উস্কে দেয়ার

www.pathagar.com

অপেক্ষা রাখে না। সুপ্রীমকোর্টের রায় সত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন দিতে সরকারের এই গড়িমসি আসলেই তো ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিচ্ছে সবার। বয়স্ক ব্যক্তিরাই সহ্য করতে পারছে না, তরুণেরা নীরব রইবে কতক্ষণ? নির্বাচনটা সবাই চায়, তারাও চায়।

ঃ নির্বাচন?

ঃ হ্যাঁ নির্বাচন, দ্বিতীয় নির্বাচন। দেখলেন না, পশ্চিম পাকস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এই শোষণ আর বৈষম্যের কারণে সরকারী দল মুসলিম লীগের উপর কেমন আস্থা হরিয়ে ফেললো এ অঞ্চলের জনগণ? শোষণ আর বৈষম্যের মোকাবলি করার জন্যে শেরে বাংলা– এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে এবং একুশ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলো, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে। এটাও দেখেছেন যে, ১৯৫৪ সনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে কি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে জনাব এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করলো। এতেই তো কেঁপে উঠলো পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বুক। পূর্ব পাকিস্তানের শাসন যদি তাদের দল মুসলিম লীগ ছাড়া অন্যের হাতে যায়, তাহলে তো বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি হবে তাদের শোষণে আর বৈষম্যমূলক আচরণে। তাদের মাতবরী খর্ব হয়ে যাবে। তাই দুটো মাস না যেতেই যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহম্মদ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে না পারার ফালতু এক অভিযোগ এনে। এও দেখলেন যে, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা হলো আর মামলাটা শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়ালো। সুপ্রীম কোর্টও ফের নির্বাচন দেয়ার রায় দিয়েছে সেই কবে, তবু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সেই নির্বাচন দিতে আজও গড়িমসি করছে। এসব বিলকুলই জানা আপনার।

মোস্তফা সাহেব বললেন– জি-জি!

সরকার সাহেব বললেন– এ কারণে কি ক্ষেপে যাবে না এদেশের জনগণ? এ যাবত তারা ক্ষোভে ফুলছিলো, আজ সেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে। অগ্রণী ভূমিকাটা ছাত্রেরা নিয়েছে– এই আর কি!

গোলাম মোস্তফা সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে অতিশয় লম্বা করে বললেন– হুঁউঁউ–

তাঁর এই লম্বা 'হুঁউঁ'-এর প্রেক্ষিতে সরকার সাহেব কিছুটা বিব্রতকণ্ঠে বললেন– কি ব্যাপার! তবুও পরিষ্কার হলো না নাকি?

মোস্তফা সাহেব বললেন– জিনা, সে কথা নয়। আমি ভাবছি ঐ আসল কথা। অর্থাৎ, আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা। ঐ যে বললাম, "একে নাচুনে বুড়ি, তাতে ফের ঢোলে বাড়ি"? মাথা মোটা আর দাম্ভিক পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী যা শুরু করেছে, তাতে উস্কানীদাতাদের উস্কে দেয়ার পথ দিন দিন সুপ্রশস্ত হচ্ছে। সত্যি কথা বলেই উস্কে দিতে পারছে তারা। বেশি বানিয়ে বলতে হচ্ছে না বা নিছক মিথ্যা

www.pathagar.com

বলতেও হচ্ছে না। এতে করে গোটা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপর একেবারেই আস্থা হারিয়ে ফেললে আর ক্ষেপে গেলে অবস্থাটা যে কোন দিকে মোড় নেবে, সেই কথাটাই ভাবছি আমি ভাইসাহেব– আপনাদের সেই কথাটাই ভাবছি। আমাদের এই স্বাধীন অস্তিত্বটা শেষমেষ টিকবে তো?

এবার জামান সাহেব জোর দিয়ে বললেন– সেইটেই-সেইটেই। এতক্ষণ আর বললাম কি? সেইটেই তো আসল চিন্তা সবার। না কি বলেন, সরকার ভাই?

সরকার সাহেব বললেন– এর আর বলাবলি কি? বিজ্ঞজন সবারই মাথায় এই চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে এখন।

মোস্তফা সাহেব বললেন– এই চিন্তার সাথে আরো একটু অতিরিক্ত চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে ভাইসাহেব।

সরকার সাহেব বললেন– অর্থাৎ?

মোস্তফা সাহেব বললেন– যে আদর্শ আর চেতনা নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হলো, সেই ইসলামী নীতি-আদর্শ আর ঈমানী চেতনা ক্রমেই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। ইসলামী নীতি আদর্শ নিয়ে মুসলমানদের জীবনযাপন বিপন্ন হয়ে পড়ায়, পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করা হলো নিরাপদে ইসলামী জীবনযাপন করার জন্যে। কিন্তু ক্রমেই আবার অনৈসলামিক, অর্থাৎ সেকুলার চেতনায় আচ্ছন্ন হচ্ছি আমরা। এ অঞ্চলের মুসলমানদের কাছে ইসলামী ঐক্য, চিন্তাধারা আর ইসলামী মুল্যবোধের চেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে আঞ্চলিক মূল্য ও সেকুলার চিন্তাধারা। প্রেরণা বা হুজুগ যা কিছু এ অঞ্চলের জনগণের পেছনে আসছে, তা সবই আসছে সেকুলার পরিমণ্ডল থেকে। তাই ভাবি, এমনটিই হবে যদি তাহলে আর ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করার প্রয়োজন কি ছিল? সেকুলার আর পৌত্তলিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে আমরা অনায়াসেই ভারতবর্ষে থাকতে পারতাম।

সরকার সাহেব এতক্ষণ মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সমর্থন দিচ্ছিলেন। এই শেষের কথায় প্রতিবাদ করে বললেন– না-না, তা পারতেন না। তাদের সাথে সহজ আর সমভাবে বসবাস করতে পারতেন না। যেহেতু আপনি মুসলমান, সেই হেতু ভারতবাসীরা আপনাকে সবসময়ই চেপে রাখতো পায়ের তলে। কখোনোই মাথা তুলতে দিতো না।

মোস্তফা সাহেবও জোরালো কণ্ঠে বললেন– এখানেই বা সে সুযোগ থাকবে আপনার কতদিন? বাঙালী জাতীয়তাবোধের নামে এই পূর্ব পাকিস্তানে পুরো সেকুলার আর পৌত্তলিক চিন্তাধারার মাতামাতির মাঝে ইসলামী চিন্তাধারা নিয়ে এখানেই বা মাথা তুলে টিকে থাকবেন কতদিন? একাজে নিজের ঘরে নিজেই চোর হয়ে যাবেন না?

বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে সরকার সাহেব এবার লাফিয়ে উঠে বললেন– জব্বোর কথা, এটা তো অবশ্য জব্বোর কথা বলেছেন। আমরা মুসলমানেরা মুসলমান হয়ে, অর্থাৎ আমাদের কৃষ্টি ধর্ম নিয়ে থাকার উদ্দেশ্যে আমাদের জন্যে এই পৃথক

www.pathagar.com

আবাসভূমি বানালাম। এখন অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে, মানে আমাদের এ অঞ্চলে সেকুলার চেতনা যে হারে আমদানী হওয়া শুরু হয়েছে, তাতে করে ভবিষ্যতে আমাদের এই পৃথক আবাসভূমিতে মুসলমান হয়ে থাকতে চাওয়াটাই আবার অপরাধ হয়ে না যায়! আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের নিজের ঘরেই আমরা চোর বনে না যাই।

মোস্তফা সাহেব বললেন– আমার বড় চিন্তা এইটেই। কিন্তু জামান ভাইসাহেবকে এই দিকটা বোঝাতে পারছিনে।

জামান সাহেব সরবে বললেন– বুঝেছি-বুঝেছি। আপনার কথা ঠিকই বুঝেছি। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে? যাদের নিয়ে পাকিস্তান বানালাম, সেই ক্ষমতালিপ্সু আর অপরিণামদর্শী পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীই তো এ অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের। তারা যদি একাত্মতা বজায় রাখে আমাদের সাথে, বজায় রাখে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ, তাহলে ঐ চক্রান্তকারী সেকুলার গোষ্ঠীর কি সাধ্য যে আমাদের স্বকীয়তা গ্রাস করে ফেলে?

মোস্তফা সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন– না, আমি বলবো– ঠিক ওরা নয়। এর জন্যে দায়ী আমাদের নসীব। নইলে একভাই কেন আর এক ভাইয়ের উপর দুশমনী করবে? ইসলামের শিক্ষা তো এটা নয়! কারবালা আর পলাশীর প্রেতাত্মারা কি আবার এসে ভর করলো পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর উপর?

এই সময় সরকার সাহেবের চাকর হজরতুল্লাহ এসে তাকিদ দিয়ে বললো– বেলা কিন্তু এখন প্রায় তিনটে। গোছল খাওয়ার দরকার থাকলে আড্ডাটা এখনই ভাঙা উচিত।

সেইদিনই সাঁঝের আগে চা খেতে বসে মুনশী মুহম্মদ আলী আবুজাফর সরকার সাহেবকে অকস্মাতই প্রশ্ন করলো– আচ্ছা বড় ভাই, এখন কেউ ইণ্ডিয়ায়, মানে কলিকাতায় যেতে চাইলে কি সরকারের অনুমতি পাওয়া যাবে?

সরকার সাহেব স্বাভাবিককণ্ঠে বললেন– কারণটা উপযুক্ত হলে পাওয়া যেতেই পারে। সরকারী কাজ হলে তো অবশ্যই পাওয়া যাবে।

মুহম্মদ আলী ঢোক চিপে বললো– কারণটা মানে, এই একটু বেড়াতে যাওয়া আর কি।

কাপ থেকে মুখ তুলে সরকার সাহেব বললেন– বেড়াতে? সেরেফ বেড়াতে?

ঃ জি-জি।

ঃ তাহলে আর সরকারের অনুমতির প্রশ্ন কেন? অনুমতি পেতে হলে অনেক ফ্যাকড়া– অনেক ফরম্যালিটি। বেসরকারীভাবেই তো যাওয়া যায়।

ঃ যেমন?

www.pathagar.com

ঃ বিভিন্ন চোরাপথে হিন্দুরা প্রতিদিন দলে দলে এপার ওপার করছে। এ ভাবেই যাওয়া সহজ। তা সে লোকটা হিন্দু, না মুসলমান?

ঃ মুসলমান।

ঃ তাহলেও সে ওদের পথই অবলম্বন করতে পারে।

ঃ তাতে বিপদ আপদ হবে না তো?

ঃ পথে চোর ডাকাতের হাতে পড়লে বিপদ তো কিছু হতেই পারে। কিন্তু সে ভয় আর করে ক'জন? চোর-ডাকাতের হাতে তো সব সময় সবাই পড়ে না?

ঃ না, আমি বলছি ওপারের কথা। ওপারে গেলে ওখানকার লোকেরা কোন অসুবিধা–

ঃ ওদের ভক্ত আর অনুরক্ত কেউ হলে ওরা সানন্দে গ্রহণ করবে তাকে। অনসুবিধা করবে কি? তা না হলে অবশ্য বিপদ কিছু আছে। প্রাণের ভয়ে মুসলমানেরা যেখানে দলে দলে পাড়ি দিচ্ছে এদেশে, সেখানে একজন মুসলমান ভ্রমণকারী গা মেলে ঘুরে বেড়াবে সেখানে, এটা হয় কি করে? অনেকেই ভাববে, এ ব্যাটা নিশ্চয়ই পাকিস্তানের গুপ্তচর। কোন গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছে।

ঃ বড় ভাই!

ঃ তবে সবাই যে তা ভাববে, এমন নয়। সাধারণ আর সাদামাটা লোকেরা এসব নিয়ে মাথা হয়তো ঘামাবে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ জন বা গোষ্ঠীর মুখোমুখি হলে, এমন সন্দেহ অবশ্যই তারা করবে।

ঃ খুবই নিরীহ আর গোবেচারা লোক হলেও?

ঃ জরুর। গুপ্তচরদের আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ আর গোবেচারই দেখায়।

মুহম্মদ আলী হতাশকণ্ঠে বললো– নাঃ! বড়ই সমস্যা তো তাহলে!

সরকার সাহেব উৎকর্ণ হয়ে প্রশ্ন করলেন– কে, লোকটা কে?

একটু বেখেয়াল থাকায় মুহম্মদ আলী বললো– কোন্ লোকটা?

ঃ ঐ যে ওপারে যে যেতে চায়? আপনার কোন বন্ধু-বান্ধব নাকি?

হুঁশে এসে মুহম্মদ আলী ইতস্তত করে বললো– এ্যাঁ না, কোন বন্ধু-বান্ধব কেউ নয়।

ঃ তবে? কার জন্যে এত কিছু জানতে চাইছেন আপনি?

ঃ কার জন্যে? না-না, এই এম্‌নি একটু এসব জানার ইচ্ছে হলো– তাই।

আগ্রহ বেড়ে গেল সরকার সাহেবের। তিনি প্রশ্ন করলেন– হঠাৎ করে এমনি এমনি এত কথা জানার ইচ্ছে হলো আপনার? তাই কি কারো হয়? ব্যাপারটা কি বলুন তো? কে যেতে চায় কলিকাতায়?

মাথা নীচু করে মুহম্মদ আলী ঈষৎ লজ্জিতকণ্ঠে বললো– না, অন্য কেউ নয়। এই আমিই একটু যাওয়ার ইচ্ছে করেছিলাম।

দুচোখ বড় বড় করে সরকার সাহেব বললেন– আপানি! আপনিই কলিকাতায় বেড়াতে যেতে চান?

www.pathagar.com

ঃ জি, সেই ইচ্ছেই একটু হয়।

ঃ কেন বলুন তো? কে আছে ওখানে? কোন আত্মীয়-স্বজন?

ঃ জি না। আত্মীয় স্বজন এখানেই আমার নেই, ওখানে থাকবে কি করে?

ঃ তাহলে কি কোন বন্ধুর আত্মীয়-স্বজন? কার কাছে বেড়াতে যাবেন আপনি?

ঃ তাও নয়। আমি আমার এক ক্লাশ ফ্রেণ্ডের সাথে দেখা করতে যেতে চাই। ইস্কুলে আমরা এক সাথে পড়েছি।

ঃ খুব ঘনিষ্ঠ ফ্রেণ্ড বুঝি?

ঃ জি-জি, খুবই ঘনিষ্ঠ।

ঃ কি জাত? হিন্দু?

ঃ জি।

ঃ নাম?

ঃ বাণী রানী সরকার।

কথায় কথায় নির্বিকারে বলে গেল মুহম্মদ আলী। শুনে বিকারগ্রস্ত হলেন শ্রোতারা। শুধু সরকার সাহেবই নন, উদ্বেলিত হয়ে উঠলো আর দুজন লোকও। এর একজন সরকার পত্নী রাবেয়া বেগম। অন্দরের এক বারান্দায় চা পান চলছিল। সরকার পত্নী সে দিকেই একটু আড়ালে ছিলেন। দ্বিতীয়জন চাকর হজরতুল্লাহ। চা-পানি এগিয়ে দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে। আলাপটা শুরু হওয়ার পর থেকেই এরা দুজন আকৃষ্ট ছিল এদিকে। এবার মেয়ে বন্ধুর কথা উঠতেই দম বন্ধ করে চেয়ে রইলেন রাবেয়া বেগম। চোখ-মুখ ফুটিয়ে তুলে চেয়ে রইলো হজরতুল্লাহ। চায়ের কাপ ঠক করে পিরিচের উপর রেখে সরকার সাহেব বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন– বাণী রানী সরকার? মানে মেয়ে বন্ধু?

সলজ্জকণ্ঠে আলী বললো– জি-জি।

সরকার সাহেব বললেন– তার সাথে দেখা করতে যেতে চান?

ঃ জি।

কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকার পর সরকার সাহেব স্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন– ওগো শুনছো, এই অবলা আর অবোধ ছেলেটা আজ বলে কি শুনেছো?

রাবেয়া বেগম আড়াল থেকে আওয়াজ দিলেন– শুনেছি শুনেছি। বড় আজব ব্যাপার তো?

সরকার সাহেব এবার মুহম্মদ আলীকে জেরা করতে শুরু করলেন। বললেন– তা দেখা তো করতে চান, কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ দেখা করতে গেলে আপনার সে ক্লাশফ্রেণ্ড আপনাকে চিনতে পারবে তো?

আলী নত মস্তকে বললো– জি, তা পারবে।

ঃ কতদিন একসাথে পড়েছেন?

ঃ চার বছর। ক্লাশ সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত।

www.pathagar.com

ঃ কোথায় পড়েছেন, কলিকাতায়?

ঃ জিনা-জিনা, আমাদের দেশেই। রাজশাহী জেলার গৌরীপুর গাঁয়ের হাইস্কুলে পড়েছি। ঐ গৌরীপুরেই বাড়ি ছিল বাণীদের। ওরা ছিল ওখানকার জমিদার। জমিদারী প্রথা উঠে যাওয়ার পর বাণী এখন বিনিময় করে কলিকাতায় গেছে।

বিস্ময় বেড়েই চললো সরকার সাহেবের। বললেন– কি তাজ্জব– কি তাজ্জব! জমিদার কন্যা আপনার বন্ধু? তার সাথে দেখা করতে যাবেন?

ঃ হ্যাঁ, তার সাথেই।

ঃ দারুণ কথা! কিন্তু আপনি মুসলমান, তারা হিন্দু। এ অবস্থায় আপনার বন্ধু, অর্থাৎ আপনার বান্ধবী বাণী রানী, আপনাকে পাত্তা কিছু দিলেও, তার পরিবারের লোকেরাও কি পাত্তা দেবেন আপনাকে? মানে, আপনি কি তাই মনে করেন?

ঃ না, বাণী তো তার পরিবরের লোকদের সাথে থাকে না। পৃথকভাবে থাকে।

ঃ পৃথকভাবে থাকে? ও, তাহলে বুঝি বিয়ে হয়েছে তার? সে বুঝি বিবাহিতা মেয়ে?

ঃ না, বছর দুই-আড়াই আগে পর্যন্ত জানি, তার বিয়ে হয়নি।

ঃ তাহলে পৃথকভাবে বাস করে, বলছেন যে? এটা জানলেন কি করে?

ঃ গৌরীপুরে থাকতেই পৃথক অন্নে আর পৃথক গৃহে বাস করতো বাণী। সাথে তার দুজন বিশ্বস্ত চাকর চাকরানী থাকতো।

ঃ তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও কি ওখানে থাকতেন?

ঃ না। তার পরিবারের লোক বলতে তার দুইদাদা। পরিবার-পরিজন নিয়ে তার দাদারা তখন কলিকাতায়। ভাগ বাঁটোয়ারা করে সবাই তাঁরা পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন।

ঃ ভাগ বাঁটোয়ারা।

ঃ ওটা ওদের পারিবারিক ব্যাপার, আরো অনেক কথা।

ঃ ও, আচ্ছা। তা ঐ অনেক কথা জানতে আমি চাইনে। আপনি শুধু বলুন, বাণী রানী আগের মতোই আপনার অন্তরঙ্গ আছে– এই কি আপনার ধারণা?

ঃ জি। ধারণা নয়, সে তাই আছে।

ঃ তাই আছে? আপনি এখন গেলে সে খুব খুশি হবে আর আপনার যত্ন করবে– এইটেই কি মনে করেন?

ঃ জি, তা করি।

ঃ মন-প্রাণ ঢেলে করবে?

ঃ মন-প্রাণ ঢেলেই করবে।

ঃ কিন্তু এই দুই বছরের মধ্যে যদি বিয়ে হয়ে থাকে তার? আপনি গিয়ে দেখলেন, সে তার স্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত খুব, তখন?

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মুহম্মদ আলী বললো– আরে দূর। তার স্বামী থাকতেই পারে না। জান গেলেও বিয়ে করবে না সে।

www.pathagar.com

ঃ বিয়ে করবে না কি রকম? তাহলে কি চিরকুমারী হয়ে থাকার ইচ্ছে তার?

ঃ দরকার হলে তাই থাকবে?

ঃ দরকার! তাহলে সেই দরকারটা কি? কি কারণে চিরকুমারী হয়ে থাকতে হবে তাকে?

ঃ বাঃ! যাকে সে বিয়ে করতে চায়, মানে বিয়ে করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাকে না পেলে কি সে চিরকুমারী হয়ে থাকবে না? যাকে তাকে কি বিয়ে করবে?

ঃ আই.সি! তাহলে এ কথা আপনি জানেন?

ঃ জানিই তো।

ঃ যাকে বিয়ে করতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাকেও নিশ্চয়ই তাহলে চেনেন?

ঃ আলবত–আলবত। নইলে এতটা নিশ্চিত হলাম কি করে?

ঃ তা বটে– তা বটে! এবার বলুন দেখি, সেই লোকটা কে?

অর্থাৎ কাকে আপনার বাণী রানী বিয়ে করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ?

আলী ফের মাথা নীচু করলো এবং হাসিমুখে বললো– আছে সে একজন। আছে বলেই তো বাণী এমন অনড়। মানে, অন্য আর কাউকেই সে বিয়ে করবে না এ জীবনে।

সরকার সাহেবের সন্দেহ ক্রমেই দানা বাঁধতে লাগলো। তিনিও নাছোড়বান্দা হয়ে গেলেন। বললেন– আছে তো বুঝলাম। কিন্তু লোকটা কে?

এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে আলী বললো– তা শুনে কি করবেন ভাই? ওসব কথা থাক।

ঃ উঁহুঁ, থাক বললে শুনছিনে। আপনার মুখ থেকে তা শুনতে চাই আর এখনই তা শুনতে চাই।

ঃ আরে জ্বালা! একি বিপদে ফেললেন আপনি?

ঃ বিপদ! সে লোকটা কে, তা বলতে– আপনার বিপদের কি ব্যাপার হলো?

ঃ হলোই তো! একটা কথা জানতে চেয়ে একি চাপে পড়লাম।

ঃ বটে!

ঃ থাক না ভাই, ও প্রসঙ্গ ছেড়ে দিন না।

ঃ ছেড়ে দেবো? তবু সে কথা আপনি বলবেন না?

সরকার পত্নী আড়াল থেকে বললেন– খামাখা আর চাপাচাপি করছেন কেন? সে লোকটা কে, এরপরও কি তা বুঝতে কিছু বাকী আছে? এই আলী সাহেবই সেই লোক– এখনো কি বুঝতে সেটা পারছেন না?

তবুও জিদ ধরে সরকার সাহেব প্রশ্ন করলেন– কি আলী সাহেব, আপনার ভাবী যা বলছেন, তা কি সত্যি? মানে, ঐ বাণী রানী কি একমাত্র আপনাকেই বিয়ে করতে আগ্রহী?

ঃ বড় ভাই!

ঃ এরপরও যদি না বলেন, তাহলে সত্যিই আমরা দুঃখিত হবো।

www.pathagar.com

এরপর আর আলী চেপে রাখতে পারলো না। আবার সে মাথা নীচু করলো এবং স্মিতহাস্যে বললো– জি, আমাকেই।

উল্লাসে লাফিয়ে উঠে সরকার সাহেব বললেন– সোবহান আল্লাহ। আপনাকেই? ওরে শেয়ান ঘুঘুর ছা, এই কথাটা বলতে তাহলে এত পাঁয়তারা কেন বাছা?

আলী কাচুমাচু করে বললো– শরমের ব্যাপার তো! কপট রোষে সরকার সাহেব বললেন– শরম? প্রেম করার বেলায় শরম হলো না, এখন তা বলতেই শরম? এমন দু'নম্বরী আচরণ কেন, বলুন তো?

ঃ বড় ভাই!

ঃ তা ভায়া, প্রেমটা আপনাদের মধ্যে তাহলে সত্যিই এতটা গভীর? উনি হিন্দুর মেয়ে আর জমিদারের মেয়ে। তবু একমাত্র আপনাকেই বিয়ে করবেন উনি, আর কাউকেই করবেন না?

ঃ না।

ঃ এত দৃঢ় আপনার বিশ্বাস?

ঃ জি, তাই। সেই আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলেছে যে!

ঃ বলেন কি!

ঃ আপনার মনে আছে কিনা জানিনে। সেই যে আপনার সাথে প্রথম সাক্ষাতকালে ট্রেনে আপনাকে বলেছিলাম, আগে একজন আমাকে বরাবর পড়ার খরচ দিয়েছে। এই বাণীই সেই মেয়ে। এই বাণীই আমাকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ার তামাম খরচ দিয়েছে। আই.এ. পড়াকালে প্রয়োজন না হলেও, জোর করেই মাঝেমাঝে বেশ টাকা পয়সা দিয়েছে।

ঃ তারপর?

ঃ তার জমিদারীও চলে গেল আর বছর আড়াই হলো আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। কারো ঠিকানা এখন কেউ আমরা জানিনে। তাই তার টাকা পয়সা পাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে।

ঃ সাব্বাস! এয়সা মাফিক কাহিনী?

একই সাথে সরকার পত্নীও স্বগতোক্তি করলেন– ওম্মা! এই ঘটনা।

আনন্দে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ সবাই নীরব। এরপর সরকার সাহেব রসিকতা করে বললেন– একেই বলে জহুরী জহর চেনে। তাইতো সেদিন জামান সাহেব গানের মধ্যে আপনার আবেগ দেখে বলেছিলেন, 'মালটা একটা চোট্ খাওয়া মাল বলে মনে হচ্ছে।' বড় ঠিক কথাই তো বলেছিলেন তিনি। এত দরদ দিয়ে গানটা কি তাকেই উদ্দেশ্য করে গান আপনি? ঐ যে, "দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক, তুমি নিও মোর নাম"– এ কথাটা কি তারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত?

জবাব দিলো না আলী। মাটির দিকে চেয়ে থেকে মুখ টিপে হাসতে লাগলো শুধু। স্বামীকে উদ্দেশ্য করে রাবেয়া বেগম বললেন– কি গো, একা একা বসে থেকে আলী সাহেবের ঐ লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলার রহস্যটা পাওয়া গেল তাহলে?

www.pathagar.com

খেই ধরে সরকার সাহেব বললেন– ও হ্যাঁ-হ্যাঁ। তা আলী সাহেব, মলিন মুখে বসে থেকে লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলতে আপনাকে অনেকেই দেখেছে। বিশেষ করে আপনার এই ভাবী সাহেবা আর ঐ হজরত মিয়া। এরও কেন্দ্রবিন্দু কি ঐ বাণী রানী সরকার?

একইভাবে বসে থেকে হাসতে লাগলো আলী। রাবেয়া বেগম ফের বললেন– এযে একদম আরব্য উপন্যাস দেখছি। কাহিনীটা আগাগোড়া না শুনলে তো রাতে আজ ঘুমই আসবে না চোখে।

সশব্দে সায় দিয়ে সরকার সাহেব বললেন– অফকোর্স-অফকোর্স। এমন রসালো আর অভূতপূর্ব কাহিনী পুরোপুরি না শুনলে কখনোই ঘুম আসবে না চোখে। জরুর শুনতে হবে। তবে এখন নয়, আমার অফিসে যাওয়ার সময় হয়েছে। রিপোর্টটা জমা দিয়েই ফিরে আসবো তাড়াতাড়ি।

এরপর মুহম্মদ আলীকে লক্ষ্য করে বললেন– এই যে নায়ক-প্রবর, ঐভাবে ঘুবশিমেরে বসে থেকে কিন্তু পার পাবেন না আজ। তামাম ঘটনা এক এক করে শোনাতেই হবে শোয়ার আগে। রেডী থাকবেন।

হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন সরকার সাহেব।

কাগজের অফিস থেকে ফিরে এসেই আবার আলীকে নিয়ে বসে পড়লেন আবুজাফর সরকার সাহেব। তাঁর বিবি রাবেয়া বেগম সাহেবাও অদূরে বসে পড়লেন। এসব ব্যাপারের মধ্যে চাকরের সামনাসামনি থাকাটা অনুচিত ভেবে হজরতুল্লাহ দূর দিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগলো।

নিদারুণ চাপের মুখে মুহম্মদ আলীকে বলতেই হলো সব কথা। গৌরীপুর হাইস্কুলে এসে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে অদ্যতক তামাম কথা একের পর এক বলে গেল মুহম্মদ আলী। ক্লাশ রুমে বাণীর পাশে বসা, স্কুলের ফাংশানে বাণীর ঐ গান গাওয়া, আলীর তামাম ব্যয়ভার বাণীর গ্রহণ করা, তাদের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা গড়ে উঠা, তাদের বিবাহের জোরদার উদ্যোগ, ঢাকায় অনার্স পড়তে আসা– এসব কোন কথাই বাদ দিলো না আলী। সবশেষে বললো– সব কথার বড় কথা, ম্যাট্রিক পাশ করে গৌরীপুর থেকে সেই যে চলে এলাম, এরপর থেকেই আর দেখা নেই বাণীর সাথে।

সরকার সাহেব প্রশ্ন করলেন– কেন, তারপরে আর গৌরীপুরে যাননি?

আলী বললো– ঐ তো বললাম, পরপর তিনবার গেলাম, আর তিনবারই বাণীকে বাড়িতে পেলাম না। এই শেষের বারে গিয়ে দেখি, বাণীর বাড়িটাই বিনিময় হয়ে গেছে।

ঃ তার পরে আর যাননি কেন?

www.pathagar.com

ঃ যাবো কি করে? বাণী তো এখন কলিকাতায় আর সে ঠিকানা আমি জানিনে।

ঃ ঠিকানা জানেন না কেমন? যারা বিনিময় করে এসেছে তাদের কাছে গেলেই তো ঠিকানা পেতে পারেন। বাণীর নিজস্ব ঠিকানা না হোক, বিনিময় করা জায়গাটাতে গেলেও তো বাণীর ঠিকানা সেখানে গিয়ে পাবেন।

ঃ হ্যাঁ, এখন সেই কথাই ভাবছি। সেবার গিয়ে আসল বিনিময়কারীকে বাসায় পাইনি। এখন গেলে তাকে পাওয়া যাবে আর তার কাছ থেকে ঠিকানাটাও পাওয়া যাবে– এই চিন্তাই করছি।

আবেগের বশে সরকার সাহেব তাকিদ দিয়ে বললেন– তাহলে যান। দেরি করছেন কেন? আপনার প্রতি ভদ্র মহিলার যে গভীর দরদ আর আপনাকে নিয়ে তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষার যে কথা শুনালেন, তাতে তো এতদিন না গিয়ে আপনি মস্তবড় অন্যায় করে ফেলেছেন। যোগাযোগ হারিয়ে ফেলার দরুণ ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই ভীষণ যাতনায় আছেন।

ঃ জি, সেটা অনুভব করি।

এ কথায় আড়াল থেকে রাবেয়া বেগম সাহেবা মুহম্মদ আলীকে আক্রমণ করে বললেন– এখনও ঐ অনুভবটুকুই করেন শুধু? এর বেশি কিছু করেন না? পুরুষ মানুষেরা এই রকমই হয়। একজন বেদনায় কাতরাচ্ছেন, অন্যজন দূর থেকে তা অনুভব করেই কর্তব্য শেষ করছেন। ছুটে যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করছেন না। মুহম্মদ আলী বিনম্র কণ্ঠে বললো– যাবো ভাবী, আর কিছু দিন পরেই এবার যাবো।

সরকার সাহেব নাখোশ কণ্ঠে বললেন– আবার পরে কেন?

মুহম্মদ আলী বললো– সামনেই যে আমার অনার্স্ ফাইন্যাল পরীক্ষা বড় ভাই। ইণ্ডিয়ায় যাওয়া আসা করতে যতটা সময় লাগবে, ততটা সময় খরচ করা আমার পক্ষে এখন অসম্ভব। এই মুহূর্তে এতদিন পড়াশুনা না করলে, পরীক্ষায় ভাল ফল করার আমার কোন আশাই নেই। আর অনার্সে ভাল ফল করতে না পারলে, এম.এ. পড়ার আশাও আমার শেষ। এই জন্যেই ভাবছি, এতদিন যখন গেল, এক'টা দিনও যাক। আল্লাহ্ আমার নসীবে যা রেখেছেন তার তো কোন এদিক ওদিক হবে না। খামাখা পরীক্ষাটা খারাপ করি কেন?

খেয়াল হওয়ায় সরকার সাহেব বললেন– ও হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই ঠিক। তাহলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেই রওনা দিন। তারপরে আর গড়িমসি করবেন না।

মুহম্মদ আলী মৃদু হেসে বললো– তা করতে চাইনে বলেই তো কলিকাতায় যাওয়ার সুবিধে অসুবিধের ব্যাপারটা এই এ্যাড্ভান্স্ জেনে নিতে চাইলাম। কিন্তু "পড়বি পড় মালীর ঘাড়ে"! এই জেনে নিতে চেয়েই তো–

সাহেব বিবি দুজনই সঙ্গে বলে উঠলেন-চোর ধরা পড়ে গেল।

এবার সশব্দে হেসে উঠলেন তিনজনই।

www.pathagar.com

৮

ঃ আরে কে? ঘোড়ালাল পাঁড়ে নয়? হ্যাঁ, ঘোড়ালালই তো! আরে এই যে ঘোড়ালাল ঠাকুর, আপনি এদিকে যে! আসুন– আসুন–

ঃ নেহি বাবুজী, হামারা নাম ঘোড়ালাল না আছে। হামারা নাম ছিরিমান অঘোরলাল আছে। ছিরিমান অঘোরলাল পাঁড়ে।

ঃ ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, অঘোরলাল। তা এমন ঘোরলাল চেহারা আপনার, টাট্টু ঘোড়ার মতো লাল টুকটুকে, তবু অঘোরলাল হতে গেলেন কেন?

ঃ কই জানে বাবু! নাম তো হামারা বাপুজী আওর মাইঝী রাখিয়া দিলো, হামি রাখিলো না।

ঃ ও হ্যাঁ, সেটা ঠিক। তা কেমন আছেন?

ঃ হুনুমানজীকা কির্‌পায় তবিয়ত হামারা আচ্ছা আছে। লেকিন মোন্ আচ্ছা না আছে বাবুজী, হামারা দিল আচ্ছা না আছে।

ঃ সে কি! দিলে আবার আপনার কোন পোকামাকড় ঢুকলো। এমন নাদুস নুদুস কার্তিক ঠাকুরের মতো চেহারা যার, তার দিল আচ্ছা থাকে না কেন?

ঃ ক্যায়ছে থাকিবেক, কহিয়ে? ঘর খালি তো দুনিয়া খালি। ভিনদেছে বেউসা করিতে আসিয়া হামি পরদেছী হৈ গৈল্। আভিতক্ ছাদি-উদি কুচু না হৈল্‌রে বা!

ঃ কেয়া বাত্! এমন খাশা যার চেহারা তার শাদি কি কখনো আটকায়? করে ফেলুন না শাদি একটা।

ঃ হাইরে বা! ক্যায়ছে করিবেক বাতাইয়ে? লড়কি মোনে না ধরিলে ছাদি করিয়া ফায়দা কি হোবে?

ঃ লড়কি। ও, মেয়ে?

ঃ ওহি-ওহি।

ঃ একটা কথা বলবো?

ঃ কহো-কহো-

ঃ আসলেই কি শাদি করার তাকত্ আপনার আছে? মানে, পৌরষ?

ঃ পৌরছ!

ঃ নইলে কলিকাতার বাজার মানেই লড়কির মেলা, মেয়ের হাট। এর মধ্যে একটা মেয়েও মনে ধরেনি আপনার?

ঃ নেহি বাবুজী, নেহি। আভিতক্ কুই লড়কি হামার পছন্দ না হৈ। তব্ হুনুমানজীকা কির্‌পায়, আখুন একঠো লড়কি হামার বহুত্ পছন্দ হৈ গেছে।

www.pathagar.com

ঃ পছন্দ হয়ে গেছে! আচ্ছা। তা কে সে?

ঃ এহি ছরকার বাবুকা বহিন। বহুত খাছা লড়কি।

ঃ ছরকার বাবুকা বহিন মানে? কোন্ সরকার বাবুর বোন?

ঃ আরে এহি ছরকার বাবুকা বহিন এহি বীরেন্দর নাথ ছরকার বাবু। নাম ইহার বাণী রানী ছরকার। ওহি লড়কি হামার বহুত পছন্দ্।

ঃ বলো কি! তা সরকার বাবুরা তাতে রাজী?

ঃ একদোম রাজী। হুনুমানজীকা কিরপায় বহুত বহুত রাজী।

ঃ আর ঐ লড়কি? ঐ বাণী রানী কি বলে? সে কি রাজী?

ঃ উওভি, উওভি। উওভি হামারে বহুত খাতির করে-ছম্মান করে। জব্বোর ছম্মান।

ঃ তাজ্জব! তাহলে আপনার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি ওটাই?

ঃ ওহি-ওহি।

ঃ আচ্ছা! তা দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

বাণী রানী সরকারের দাদারা, অর্থাৎ গৌরীপুরের জমিদার বীরেন বাবু ও নীরেন বাবুরা এখন কলিকাতার এবাড়িতে বাস করেন। কলিকাতার বাড়ির এ অংশ তাদের। এখান থেকে একটু ফাঁকে অপর অংশে কুসুম বালা আর রাজ্যেশ্বরকে নিয়ে বাস করে বাণী। গৌরীপুরের সেই মোহিনীবাবু, অর্থাৎ বাণী ও বীরেন বাবুদের সেই গ্রাম সম্পর্কের কাকা আর পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্বের ব্যাপারে ঘোর অনাস্থা পোষণকারী সেই মোহিনী বাবুও বিনিময় করে এই কলিকাতায় এসেছেন এবং বীরেন বাবুদের পাড়াতেই বাস করেন এখন। তিনি এসে বীরেন বাবুদের বৈঠকখানায় বসে আছেন বীরেন বাবুর সাথে গল্পালাপ করার জন্যে। এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো শ্রীমান অঘোরলাল পাঁড়ে। মোহিনীবাবুর ভাষায় ঘোড়ালাল পাঁড়ে। অঘোরলালেরও প্রয়োজন বীরেন বাবুর সাথে।

বীরেন বাবু এতক্ষণ ভেতরে ব্যস্ত ছিলেন। এবার বেরিয়ে এসে বৈঠকখানায় ঢুকলেন। দুজনকে দেখে আগে মোহিনী বাবুকে বললেন– বসুন কাকাবাবু, আপনি একটু বসুন। ওর সাথে কাজটা আমি চট্ করে সেরেনি।

অঘোরলালের প্রতি ইংগিত করলেন বীরেন বাবু। মোহিনী বাবু বললেন– আচ্ছা– আচ্ছা, নাও।

অঘোরলাল বসেছিল খানিকটা ফাঁকে। তার কাছে এসে বীরেন বাবু বললেন– এই যে অঘোরলাল, তুমি এসে গেছো?

অঘোরলাল খোশকণ্ঠে বললো– হঁ দাদা, হামি আসি গৈল্ জরুর। আদমী পাঠাই খবর দিলেন, হামি আছিবেকনাই কেনে?

ঃ বেশ-বেশ। তা আর তুমি এদিকে তেমন আসো না কেন?

ঃ ফায়দা কি হোবে, কহিয়ে? হাপনি কহিলেন, জলদি জলদি ছাদি হই যাবে। লেকিন আভিত্ক না হৈল্রে বা!

www.pathagar.com

ঃ হবে কি করে? বাণীর মনটা জয় করতে হবে তো! শিক্ষিতা মেয়ে। জোর করে বিয়ে দিতে চাইলে বেঁকে বসবে। কিন্তু তুমি ঘনঘন তার বাড়িতে যাও, পিরীত জমিয়ে তোলো। কিন্তু তোমার পাত্তা নেই।

ঃ গৈল্-গৈল্, হামি জিয়াদা বার ইহার মকানে গৈল্। বহুত পিরীতি জমা হই গেছে।

ঃ না, ও টুকুতে হবে না। আরো খাতির জমাতে হবে। বাণী যখন তোমার দিকে খুবই ঝুঁকে পড়বে, ঠিক তখনই দিয়ে দেবো শাদি তোমাদের। এক মুহূর্ত দেরী করবো না।

অঘোরলাল ইতস্তত করে বললো– লেকেন এত্তাবার কেয়ছে যাইবেক, কহিয়ে? হামার বেউছা ঔছা তো হ্যায়। বেউছা ঔছার জিয়াদা লোকছান হৈ যাবে।

ঃ ব্যবসার কথা এত বেশি ভাবলে তো শাদি হবে না। এমন সুন্দরী বউ কখ্খনো পাবে না। শুধুই কি সুন্দরী বউ? সাথে বহুত মালমাত্তা, বাড়িঘর আর টাকা পয়সা। ব্যবসা করে এ যাবত যা কামিয়েছো তার চেয়ে অনেক বেশি কামাই হবে তোমার এই বিয়েটা হলে।

অঘোরলাল খুশি হয়ে বললো– কেয়া, এয়ছা বাত? তব্ ঠিক হ্যায়! হামি আভি উহার সাথে হররোজ পাত্তা লাগাইবেক জরুর।

ঃ হ্যাঁ, তাই লাগাও। তার বাড়িতে রোজ রোজ যাওয়া আসা করো। আরো খাতির জমিয়ে তোলো। মোটা লাভ করতে হলে কিছু ছোট ক্ষতি করতে হয়। খানিকটা কষ্টও করতে হয়। বিনে কষ্টে কি কেষ্ট মেলে?

ঃ বহুত আচ্ছা-বহুত আচ্ছা। তব্ হামি জলদি উহার মকানে যাইবেক। আভি যাইবেক-

ঃ হ্যাঁ, এখনই যাও-

ব্যস্ত সমস্ত ভাবে অঘোরলাল বেরিয়ে গেল। এবার মোহিনীবাবুর পাশে এসে বসতে বসতে বীরেন বাবু বললেন– তা কাকাবাবু, কখন এসেছেন আপনি?

মোহিনীবাবু বললেন– এই তো, সামান্য একটু আগে। আমি এসে বসতেই ঐ অঘোরলাল চলে এলো।

ঃ ও,আচ্ছা।

ঃ ব্যাপার কি বাবাজী? ঐ অঘোরলালের এমন ঘোড়ারোগের কারণ? মানে, বাণীকে বিয়ে করতে সে এত আগ্রহী কেন?

বীরেন বাবু স্মিতহাস্যে বললেন– সহজে কি হয়? এ জন্যে বেশ কিছুটা কাঠখড়ি পোড়াতে হয়েছে আমাকে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যবসা ছাড়া অঘোরলাল কিছুই বোঝে না। কায়দায় পেয়ে ওকে আগ্রহী করে তুলেছি আর লেলিয়ে দিয়েছি এদিকে।

ঃ কায়দায় পেলে ওকে?

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ। বাণীর দুই দোকানে ওর ব্যবসাটা জমে উঠেছে বেশ। মাল দেয়া-নেয়া করতে করতে প্রথমে কর্মচারীদের সাথে আর পরে বাণীর সাথে তার ঘনিষ্ঠতাও জমে উঠেছে ভালই। দেখি, বাণীর বাড়িতে সে মাঝে মাঝেই যায় আসে। চেহারাটাও খাশা। ব্যবসার খাতিরেই হোক আর চেহারা দেখেই হোক, বাণীও তাকে খায়-খাতির করে। জলখাবার-টাবার দিয়ে প্রায়দিনই তার আদর যত্ন করে।

ঃ তাই নাকি?

ঃ হ্যাঁ, আমিও সুযোগটা নিয়ে নিলাম। বাণীতো বিয়ে-থার কথা মুখেই আনে না। তাই এই দর্শনধারী লোকটাকে তার দিকে লেলিয়ে দিলাম। চেহারা দেখে মনটা বাণীর টলে যদি টলুক। বয়সটা তো দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না?

ঃ বলো কি! খোট্টা হলেও বামুন। এক কথায় রাজী হলো অঘোলাল?

ঃ ঐ তো বললাম, এক কথায় কি হয়? বাণীর রূপ আর ধন সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে তবেই অঘোরলালকে এদিকে টানতে পেরেছি।

ঃ আচ্ছা!

ঃ ওদিকে আবার, বাণীর বিয়েটাও তাড়াতাড়ি হওয়ার দরকার। সু সম্পর্ক না থাকলেও এই পরিবারেরই মেয়ে বলে তাকে সবাই জানে। কোন অখ্যাতি-অঘটন ঘটে গেলে মুখ পুড়বে আমাদেরও।

ঃ তা ঠিক। কিন্তু সে জন্যে ঐ খোট্টা লোকটা কেন? বাঙ্গালী ঘরের কোন সুদর্শন ছেলে পেলে না? বিশেষ করে এই কলিকাতার? কত সুন্দর সুন্দর স্বজাতির ছেলে গিজগিজ করছে এখানে।

বীরেন বাবু এবার নারাজকণ্ঠে বললেন– কথাটা কিন্তু কাকা বাবুর উপযুক্ত হলো না। তাতে কি হবে? এই কলিকাতার, মানে স্থানীয় কোন ছেলের সাথে বিয়ে হলে, আপদ আরো শক্ত হয়ে চেপে বসবে ঘাড়ে আমাদের। বাণীর এখানে বসবাস আরো মজবুত হয়ে যাবে। বিষয় বিত্ত আঁকড়ে ধরে থাকার তার শক্তি আরো বেড়ে যাবে। স্থায়ীভাবে ঘর সংসার পেতে বসবে এখানে।

ঃ বাবাজী!

ঃ আমি চাই-আপদটা জলদি-জলদি বিদায় হোক দূরে কোথাও। বিষয় বিত্ত আঁকড়ে ধরে থাকার সুযোগ যেন তার না থাকে। শহরের বাইরের কোন বাঙ্গলী ছেলের সাথে বিয়ে হলেও, ঐ ঝামেলাই হবে। সেও চেষ্টা করবে সব কিছু আঁকড়ে ধরে থাকার। শহরের বাইরের ছেলে হলেও, জ্ঞাতি গোত্র, আত্মীয় স্বজন তার থাকবেই কিছু এখানে। তাকেও সহজে উচ্ছেদ করা যাবে না।

ঃ আর এই অঘোরলালের সাথে বিয়ে হলে?

ঃ তামাম রাহা খোলা। অঘোরলালের সে সুযোগ কিছুমাত্র নেই। ঐ খোট্টাটার একদম বিভূঁই-বিদেশ এটা। আহা বলার তার কেউ এখানে নেই। বিয়ের পর বউ নিয়ে ভালোয় ভালোয় তার সুদূর খোট্টার দেশে পাড়ি দিলো তো দিলো। নইলে এমন ফান্দে ফেলবো যে, বউ নিয়ে বাপ বাপ করে স্বদেশের দিকে দৌড়াতে দিশে পাবে

www.pathagar.com

না। পিলে চমকানো ধাঁতানী খেলে জীবনেও আর এই কলিকাতায় ফিরে আসার সাহস করবে না। নগদ টাকা পয়সা যা যায় যাক। ঐ ঘরবাড়ি আর দোকান পাট তখন সব আমাদের।

মোহিনী বাবু তারিফ করে বললেন– সাব্বাস! তোফা বুদ্ধি বের করেছো তো বাবাজী!

ঃ করেছি কি আর সাধে কাকাবাবু? গৌরীপুরে থাকা অবধি তো দেখেছেন, কি জ্বালানটাই না জ্বালিয়েছে মেয়েটা আমাদের। কোথাকার কোন এক ম্লেচ্ছ ছেলের সাথে দিন-রাত মাখামাখি করে জাতকুলের মুখে কালি দিয়েছে রাশি রাশি। চোখের সামনে তাকে কি আমরা বরদাস্ত করবো আজীবন? না তা পারি আমরা, বলুন?

ঃ তা বটে-তা বটে। এটা সত্যিই অসহ্য।

ঃ দেখুন দেখি, কি স্পর্ধা তার! ভেতরে যা-ই থাক্, আমরা তোর দাদা। বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা। আমাদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে আমাদেরই চোখের সামনে পৃথক সংসার পেতে বস্‌লি তুই? স্বামী নেই, সহায় নেই, এক চাকর আর এক চাকরানী আছে! এতেই তোর পা পড়ে না মাটিতে?

ঃ বাবাজী!

ঃ এর উপর যদি স্থানীয় স্বামী পায়, আর কি তাকে রোখা যাবে কাকাবাবু!

ঃ তা ঠিক। কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি, ভিনজাতের ঐ ম্লেচ্ছ ছেলেটা ছাড়া আর কাউকেই নাকি বিয়ে করতে রাজী নয় বাণী। অঘোরলালকে বিয়ে করতে শেষ পর্যন্ত সে রাজী হবে তো?

ঃ অধিক রাজী হওয়ার কি দরকার কাকাবাবু? মাখামাখিটা ঐ খোট্টার সাথে জমে উঠুক আর একটু। তারপর কায়দামতো দুজনকে এক সাথে ধরে মস্তবড় বদনাম রটিয়ে জোর করেই দিয়ে দেবো বিয়ে ওদের। বদনামের গন্ধ পেলে, পাড়া প্রতিবেশী, সমাজ-কেউ ওর সাহায্যে আসবে না।

ঃ আচ্ছা!

ঃ রাজী সে আসলেই হবে বলে মনে হয় না। তাই এই কায়দার অপেক্ষায় বসে আছি। আর কিছু দিন অঘোরলাল ঘনঘন আসতে থাকুক আমাদের ঐ বাণী রানীর বাড়িতে। এরপরেই দেখতে পাবেন খেল!

ঃ বেশ-বেশ। পরিকল্পনাটা তোমার মন্দ নয় বাবাজী। গৌরীপুরে থাকতে মেয়েটার যে বেহায়াপনা দেখেছি। তাতে এই রকমই শিক্ষা একটা হোক ওর, এ ইচ্ছে আমারও।

বীরেনবাবু জোর সমর্থন দিয়ে বললেন– শুধু আপনারই নয় কাকা। ঐ গৌরীপুরের যারাই এখন এই কলিকাতায় আমাদের আশেপাশে আছে, সবারই ঐ একই ইচ্ছে। তার এত দেমাক কেউ পছন্দ করেনি। শুধু পাকিস্তান হয়ে যাওয়ায় ওখানকার হিন্দু সমাজ ঐ ম্লেচ্ছটাকে ঠ্যাংগাতে আর বাণীর চুলের মুঠি ধরতে সাহস করেনি-এই যা। একটা মুসলমান ছেলেকে নিয়ে বেহায়া মেয়েটার প্রকাশ্যে ঐ নষ্টামী কোন হিন্দু কি সহজভাবে মেনে নিতে পারে?

www.pathagar.com

ঃ না-না, কখ্খনো না। তা বাবাজী, ঐ যে একবার একটা ইংগিত তুমি দিয়েছিলে-অর্থাৎ বাণী তোমাদের বংশেরই নয়-এই রকম কি একটা সন্দেহের কথা তুমি আমার কানে কানে বলেছিলে, তার কি কোন হদিস-পাত্তা পেলে?

বীরেনবাবু হতাশকণ্ঠে বললেন– না কাকাবাবু, তা আর পেলাম কৈ? সন্দেহের উৎসটা এমনই অস্পষ্ট যে আপ্ছে আপ্ বেরিয়ে না এলে খোঁজ করে তা বের করা কঠিন।

ঃ ও আচ্ছা।

ঃ তা এসব কথা থাক কাকাবাবু। তা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের খবরটবর কি? আমাদের নেতারা কি বলেন-সে সব কিছু বলুন।

ঃ কোন্ ব্যাপারে? রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তো অনেক প্রশস্ত।

ঃ ব্যাপার তো এখন আমাদের কাছে একটাই কাকাবাবু। আমাদের নজর তো এখন ঐ একদিকেই। অর্থাৎ, ভিটেমাটিটা আবার কবে ফিরে পাচ্ছি আমরা-সেই দিকেই।

ঃ বাবাজী।

ঃ আপনি তো এখন বেশ একটা বড়ো সড়োই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। বড় বড় নেতাদের সাথে হরহামেশাই এখন উঠাবসা আপনার। পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান হাল-হকিকত আপনার কাছে এখন কেমন মনে হচ্ছে?

মোহিনীবাবু সপুলকেই বললেন-এগুচ্ছে বাবাজী, সঠিক পথেই এগুচ্ছে সবকিছু। যা আমি বরাবর শুনে আসছি, তার একটুও ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

ঃ যেমন?

ঃ আমাদের নেতাদের অনুমান ঠিক। মরুভূমি আর পাহাড়-টিলার মধ্যে বাস করে যারা, তাদের মাথায় যে মগজ বেশি থাকে না, থাকে শুধু হঠকারিতা, ক্ষমতা লিপ্সা আর নিজেদের আরাম আয়েশের চিন্তা-অন্যদের বেলায় কথাটা না খাটুক, পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান নেতৃবৃন্দ আর শাসকগোষ্ঠী এই পরিচয়ই তুলে ধরছে। পূর্ব পাকিস্তান যে তাদের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু, অর্থনীতির ভিত এবং পূর্ব পাকিস্তানীরা যে পাকিস্তানের উন্নতি আর সংহতির প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল-এ বিবেচনা ব্যাটাদের মাথায় একটুও আসছে না। ফলে, পূর্ব পাকিস্তানের উন্নতির দিকে তেমন নজর না দিয়ে আর পূর্ব পাকিস্তানীদের সাথে হৃদ্যতার বাঁধন মজবুত করতে না গিয়ে, তারা সে অঞ্চলটাকে শোষণ আর সেখানকার অধিবাসীদের সাথে রীতিমতো বৈরী আচরণ শুরু করেছে।

ঃ হ্যাঁ, এ কথা তো অনেকদিন থেকেই শুনছি। কিন্তু প্রতিক্রিয়া কি তাদের? এটা কি তারা আজও বুঝতে পারছে না?

ঃ পারছে। ক্রমে ক্রমে এখন বেশ বুঝতে পারছে। কিন্তু দেশের প্রতি দরদটা তাদের একটু বেশি তো! পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথে শ্রম, নিষ্ঠা ও ত্যাগের মাত্রা তাদেরই অধিক। তাই তারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের আচরণে ক্ষুব্ধ হলেও বিদ্রোহ

www.pathagar.com

করতে চাচ্ছে না। দেশটার ক্ষতি হবে ভেবে অধিকাংশরাই পারতপক্ষে সয়ে যেতে চাচ্ছে।

ঃ তাহলে আমাদের লোকেরা সেখানে করছে কি? তাদের উস্কে দিতে পারছে না? এতদিন ধরে অঢেল অর্থকড়ি আর সুযোগ সুবিধে দিয়ে ভারত যাদের লালন করছে সেখানে, সেই মুসলমানদের দল বাকী মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলতে পারছে না? সবাই কি তারা ঘুমুচ্ছে নাকি?

ঃ না বাবাজী, ঘুমুবে কেন? তাদের কাজ তারা নিষ্ঠার সাথেই করে যাচ্ছে। এর উপর, পরিস্থিতি তাদের জন্যে এতই অনুকুলে যে, জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে তাদের মোটেই বেগ পেতে হচ্ছে না। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর এক একটা বৈষম্যমূলক কার্যকলাপের সূত্র ধরে তারা একটু নাড়া দিলেই বেশ জোরে নড়ে উঠছে জনগণ। এর সাথে আমাদের প্রচার মাধ্যম তো আছেই। অধিকাংশরা যারা এই নড়ে উঠার বিপক্ষে, তারাও দেখতে পাচ্ছে, নাড়াটা একেবারেই ভিত্তিহীন নয়। প্রচারটা মাত্রাধিক হলেও, একেবারেই প্রচার সর্বস্ব নয়, বেশ খানিকটা যুক্তি আছে পেছনে। তাই আমাদের কর্মীদের উস্কানীতে তারা না নাচলেও, যারা নাচছে তাদের বিরোধিতা করতে পারছে না।

ঃ কাকাবাবু।

ঃ দেশটার মধ্যে ক্রমেই একটা বিভক্তি সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে আর একটা ভিন্নধর্মী চেতনা জোরদার হয়ে উঠছে। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের আবির্ভাবই এর প্রমাণ। এক কথায়, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বুদ্ধিহীন পদক্ষেপ আমাদের দালালদের কাজ খুবই সহজ করে দিচ্ছে।

ঃ কাকাবাবু!

ঃ এখন এক একটা ইস্যু ধরে চলছে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ আর আন্দোলন। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা দু'মাস না পূরতেই ভেঙে দেয়ার পর এলো শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় নির্বাচন। নির্বাচন অন্তে দ্বিতীয় গণ পরিষদ গঠিত হয়েছে, সদ্যই এই গত জুনমাসে। কেন্দ্রের ষড়যন্ত্রের ফলে পূর্ব পাকিস্তানেও শুরু হয় রাজনৈতিক দলাদলী আর কোন্দল। সেই কোন্দল ক্রমেই চরমে উঠে যাচ্ছে। এখন দেখা যাক কি ঘটে।

মুর্হূত খানেক চিন্তা করার পর বীরেন বাবু বললেন আচ্ছা কাকা, এমন যদি হয়, মানে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে যদি হুঁশে ফিরে আসে আর পূর্ব পাকিস্তানীদের সাথে সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গ হয়ে যায়, তাহলে কি তামাম আন্দোলন-বিক্ষোভ থেমে যাবে?

ঃ অর্থাৎ?

ঃ দুই অঞ্চলের মধ্যে যদি গভীর একাত্মতা স্থাপিত হয়, তাহলে কি সকল আশাই ফুরিয়ে যাবে আমাদের?

মোহিনীবাবু দীপ্তকণ্ঠে বললেন– ফুরিয়ে যাবে মানে? ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যেই কি পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই এত কাঠখড়ি পুড়াচ্ছে ভারত সরকার? বস্তা বস্তা টাকা

www.pathagar.com

ঢেলে আর আশাতীত টোপ-লোভ ছড়িয়ে ভারতের পক্ষে কাজ করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানে যে দক্ষ আর একনিষ্ঠ বাহিনী গঠন করা হয়েছে, সেটা কি এম্‌নি-এমনি? পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে সম্প্রীতি ভেঙে কোন্দল বাধানোর জন্যেই তারা নিয়োজিত আছে সেখানে। সম্প্রীতিটা যত মজবুতই হোক, সেটা তারা ভাঙবেই-এই ব্রত নিয়ে শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে কাজে নেমেছে তারা। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর হঠকারিতাগুলো তো তাদের জন্যে বোনাস্। বিদ্বেষের কোন কারণ না থাকলেও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে হবে যাদের আর বাঙ্গালী জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করে ইস্‌লামী চেতনাকে কবর দিতে হবে যেখানে, সেখানে তো ওগুলো তাদের জন্যে বাড়তি সুবিধে।

ঃ ঠিক ঠিক। একথা সম্পূর্ণ সত্যি।

ঃ অধিক কষ্ট করে যেকাজটা করতে হতো তাদের, সেকাজটা করা এখন খুবই সহজ হয়ে গেছে। আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে যাবে মানে? আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, ভগবানের কৃপায় পূর্ব পাকিস্তান আবার আমাদের অধীনে আসবেই আর আমাদের প্রভুত্ব সেখানে পূনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেই। সেকাজ আমাদের দালালেরা ঠিকই করে দেবে। যুক্তকর কপালে তুলে বীরেণ বাবু আপন মনেই গেয়ে উঠলেন-! জয়ো জয়ো জয়ো হে-ভারত ভাগ্য বিধাতা!"

অনার্স ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। পরীক্ষা খুব সন্তোষজনক হওয়ায় শেষের দিন খোশদিলে হল থেকে বেরিয়ে এলো মুনশী মুহম্মদ আলী। হল থেকে বেরিয়েই যে কথা তার প্রথম মনে হলো, তাহলো-এখন সে ড্যাম্‌ফ্রি। আর কোন কথা নেই। এবার আর এখনই সে কলিকাতায় ছুটবে বাণীর সন্ধানে। তার এক সহপাঠী আতাউল্লাহর সাথে কথা বলেই সে চলে এলো আস্তানায়। অর্থাৎ, আবুজাফর সরকার সাহেবের বাসায়।

ঘরে ফিরেই মুহম্মদ আলী আবুজাফর সরকার সাহেবকে তার ইরাদার কথা জানালো। শুনে সরকার সাহেব চিন্তিতকণ্ঠে বললেন– এখনই যাবেন? এতবড় পরীক্ষার একটা ধকল গেল, আপনি তো এখন ক্লান্ত। দু'চার দিন বিশ্রাম নেবেন না?

মুহম্মদ আলী বললো– না বড় ভাই, সে সুযোগ নেই। আগামী কাল সকালেই রওনা হতে হবে।

ঃ কেন, সুযোগ নেই কেন?

ঃ আমি তো পথঘাট কিছু চিনিনে। একজন সঙ্গী পেয়েছি, সে আগামী কাল সকালেই রওনা হবে। আমি তারই সাথে যাবো।

ঃ সঙ্গীটি কে?

ঃ আমারই এক সহপাঠী। এক সঙ্গে পরীক্ষা দিলাম। নাম-আতাউল্লাহ। সে অবশ্য মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত যাবে। সেখানে তার এক আত্মীয় আছেন। তার সাথে কথা

www.pathagar.com

হয়েছে। সেই আমাকে সাথে করে নিয়ে যাবে। সে নাকি কয়েকবার ওপারে গিয়েছে, পথ ঘাট সব তার জানা। মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতা যাওয়ার পথ সে-ই আমাকে বাৎলে দেবে।

ঃ আচ্ছা সে না হয় হলো। কিন্তু কলিকাতায় যে যাবেন আপনার সেই বাণী রানীর ঠিকানাটা কি পেয়েছেন?

ঃ জি না, পাইনি। ভাবছি, আতাউল্লাহকে সাথে নিয়েই গৌরীপুর যাবো। পথ তো ঐ দিক দিয়েই। গৌরীপুরে গিয়ে বাণীর সেই বিনিময়কারীর সাথে সাক্ষাত করবো আর বাণীর ঠিকানাটা নেবো। অন্তত তার দোকান দুটোর ঠিকানা সে দিতে পারবে তো?

ঃ তাও যদি না পারেন? অর্থাৎ আবার যদি বাসাতে তাকে না পান?

ঃ তবুও আর ফিরবো না বড় ভাই। গৌরীপুরের অনেক লোক কলিকাতায় গেছে। বাণীর বা তার দাদাদের ঠিকানা না পাই, তাদের কারো না কারো ঠিকানা পাবোই। সেই সূত্র ধরে বীরেন বাবু তথা বাণীর ঠিকানা বের করে নেবো।

ঃ কিন্তু সেটা তো একটা রীতিমতো এ্যাড্‌ভেঞ্চার হয়ে যাবে। সঠিক ঠিকানাটা যোগাড় করার আগেই এইভাবে বেরিয়ে পড়াটা কি ঠিক হবে? এ্যাড্‌ভেঞ্চার মানেই বেশ কিছু বিপদ আপদের ঝুঁকি। এ ছাড়া গৌরীপুরের যে লোকের ঠিকানাই নিয়ে যান না কেন, শুনেছি-ওপারে যে হিন্দুরা যায়, তাদের কাছে নাকি অতি পরিচিত জনও অপরিচিত হয়ে যায়। মুসলমান হলে নাকি দেখাই করে না।

ঃ সে যা-ই হোক বড় ভাই। ওসব চিন্তা করে করেই এতদিন গেল। আর নয়। নো রিস্ক, নো গেন্।

গেনের আশায় রিস্ক নিয়েই বেরিয়ে পড়লো মুহম্মদ আলী। নসীব একার তার শানদারই ছিল। গৌরীপুরে এসে বিনিময়কারী জাবেদ মোল্লাকে সঙ্গে সঙ্গে বাসায় পেলো সে। বাণী আর তার দাদাদের বাসার নম্বর সঠিকভাবে বলতে না পারলেও, জাবেদ মোল্লা বিনিময় করে আসা তার দোকান দুটোর বিস্তারিত ঠিকানা তখনই মুহম্মদ আলীকে দিলো।

আতাউল্লাহর সাথে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই চলে এলো মুহম্মদ আলী। কিঞ্চিৎ বাধা আর কিছুটা রুষ্ট আচরণের মোকাবিলা করে কলিকাতাতেও এসে সে যথা সময়ে পৌঁছলো এবং জাবেদ মোল্লার দোকান দুটোও খুঁজে পেলো অবশেষে।

ঠিকানা মিলিয়ে দেখে মুহম্মদ আলী দোকান দুটির সামনে এসে দাঁড়ালো। লাগালাগি দুই দোকান। মুহম্মদ আলী সেখানে এসে হাজির হলো যখন, তখন বেচাকেনার পিক্ আওয়ার, অর্থাৎ চরম লগ্ন। মুহম্মদ আলী দেখলো, ক্রেতাদের খুব ভিড় জমেছে দোকানে। বিক্রেতারাও মাল দিতে আর দাম নিতে মহাব্যস্ত। নিঃশ্বাস ফেলার মত সময় যেন নেই তাদের। কয়েকবার চেষ্টা করেও মুহম্মদ আলী দোকানের লোকদের অর্থাৎ বিক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হলো না। ক্রেতাদের দু' একজন দু' কথা বললেও মুহম্মদ আলীর প্রশ্নের সঠিক কোন জবাব দিতে পারলো না। "ওসব আমরা কিছু জানিনে" বলে মুখ ফিরিয়ে নিলো তারা।

www.pathagar.com

একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো মুহম্মদ আলী। ভিড়টা পাত্‌লা হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও ভিড়টা তেমন পাত্‌লা হলো না। সামান্য একটু ফাঁকা হলো মাত্র। এরই সুযোগ নিলো মুহম্মদ আলী। এক ফাঁকে ঢুকে পড়লো দোকানের মধ্যে। দোকানের এ ধারে যে কাজ করছে, তার নাম গয়ানাথ, লোকজনের ডাকে হাঁকেই বোঝা গেল এটা। গয়ানাথকে উদ্দেশ্য করে মুহম্মদ আলী বললো– এই যে দাদা, শুনছেন? মুখ না তুলে গয়ানাথ সঙ্গে সঙ্গে বললো কি চাই?

মুহম্মদ আলী নম্রকণ্ঠে বললো– এ দোকানের মালিক কে, দাদা?

গয়ানাথ ব্যস্তকণ্ঠে বললো– মালিকের দরকার নেই। কি চাই আমাকে বলো, আমিই দিচ্ছি।

ঃ আমি মালিককেই চাই। এই দোকানের মালিককে।

গয়ানাথ মুখ তুলে বললো– কি বললে? এই দোকানের মালিককে চাও?

ঃ জি জি, তাকেই। তাকেই আমি চাই।

দু'চোখ বড় বড় করে গয়ানাথ বললো– কে হে তুমি? তোমার এতবড় সাহস? এই দোকানের মালিককে তুমি চাও?

ঃ হ্যাঁ, তাকেই আমি চাই। সে আছে এই দোকানে?

ঃ তবেরে! এই দোকানের মালিক একজন মেয়ে ছেলে, তা জানো?

ঃ আরে সেটা তো জানিই। সেটা জেনেই আমি এখানে এসেছি।

ঃ কি? কি বললে? সেটা জেনেই এসেছো? মালিক একজন মেয়ে ছেলে, সেটা জেনেই তুমি এসেছো এখানে?

ঃ জি-জি। তাকে কোথায় পাবো-একটু বলুনতো! এখানে না থাকলে তার ঠিকানাটা দিন তো একটু! কোথায় গেলে তাকে ধরতে পারবো বলুন! ধরতেই হবে তাকে আমার।

ঃ ধরতে হবে তাকে?

ঃ হ্যাঁ, তাকে ধরার জন্যেই তো এত দূর আমার আসা। বলুন, তার ঠিকানাটা দিন।

ঃ দিচ্ছি-দিচ্ছি, এই এখনই দিচ্ছি-

ঃ বলেই গয়ানাথ হাঁক দিলো-ভোম্বলদা-ও ভোম্বলদা, এদিকে এসো তো। দোকানে এক পাগল, না-না পাগল নয়, এক বদমায়েশ এসে ঢুকেছে-শিগ্গির এসো-

ভোম্বলদার পুরো নাম ভোম্বল চন্দ্র দাস। হাড্ডিসার এক লম্বাকৃতির লোক। চেহারা রুক্ষ। দোকানের অপরদিক থেকে সে ছুটে এসে বললো– কে, কোথায় সেই বদমায়েশ? এই ভীড়ের মধ্যে বদমায়েশটা ঢুকলো কি করে?

মুহম্মদ আলীর প্রতি ইংগিত করে গয়ানাথ বললো– ঐ যে, ঐ সেই বদমায়েশ। কোন এক ফাঁকে ঢুকে পড়েছে ব্যাটা।

ভোম্বলদাস বললো– এ্যাঁ, তাই নাকি? কি চায় সে? কি বলে?

www.pathagar.com

ঃ সে কথা শুনলে, তোমার মাথা গরম হয়ে যাবে দাদা। কোন সওদাপত্তর চায় না সে। সে চায় আমাদের মালিককে। কি বলে জানো? বলে, মালিক মেয়ে ছেলে- এটা জেনেই সে এখানে এসেছে।

ঃ তাজ্জব!

মুহম্মদ আলীকে লক্ষ্য করে ভোম্বলদাস বললো– আরে এই ব্যাটা, এ যা বলছে, তা কি ঠিক?

মুহম্মদ আলী বললো– কি মুস্কিল, ঠিকই তো! তাকেই আমি চাই। এখানে না থাকলে তার বাড়ির ঠিকানাটা দিন, সেখানে আমি যাবো।

ঃ সেখানেই তুমি যাবে?

ঃ হ্যাঁ। তার জন্যেই এসেছি আর তার কাছে আমি যাবো না?

ঃ এই খবরদার! কোথা থেকে এসেছো? নাম কি তোমার?

ঃ আমার নাম মুনশী মুহম্মদ আলী। আমি ওপার থেকে এসেছি।

শূন্যে লাফিয়ে উঠে ভোম্বলদাস বললো– এ্যাঁ সেকি! রাম-রাম! ম্লেচ্ছ? যবন? একদম দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়েছো ব্যাটা অস্পৃশ্য অচ্ছুৎ! বেরোও, বেরোও শিগ্গির! দোকানটাই অপবিত্র করে দিলে।

একই সাথে গয়ানাথকে উদ্দেশ্য করে বললো– জল খাবারের ঘটিবাটি সব টান দেনারে গয়া? ও সব কি এদিকে আছে?

গয়ানাথ বললো– না দাদা, ও সব ঐ দিকে, ঐ আলমারীর মাথার উপর আছে।

ঃ তবু রক্ষে। রাম-রাম।

ফাঁপড়ে পড়ে মুহম্মদ আলী বললো– কি মুস্কিল! আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনারা আমার কথাটাতো শুনবেন আগে?

ঃ তবেরে ব্যাটা! আগে বেরো এই দোকান থেকে, তারপর কথা। বাইরে দাঁড়িয়ে কি বলছো বলো।

ঃ যাচ্ছি-যাচ্ছি। এই মালিকের বাড়ির ঠিকানাটা একটু বলে দিন, আমি একবারেই চলে যাচ্ছি

গয়ানাথ সন্ত্রস্তকণ্ঠে বলে উঠলো-দিও না। দিও না দাদা, দিও না-দিও না। ঐ যবনটার মতলব শুরু থেকেই খুব খারাপ।

আস্তিন গুটাতে গুটাতে ভোম্বলদাস বললো– তবেরে নেড়ের ব্যাটা নেড়ে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই ঠিকানা চাইছিস? তবুও বের হলিনে? দাঁড়া, তোকে আমি যমের বাড়ির ঠিকানাটাই দিয়ে দিই আগে-

বলেই সে ছুটে এলো মুহম্মদ আলীকে আঘাত করতে। অগত্যা রুখে দাঁড়ালো মুহম্মদ আলীও। তখনও দোকানের ভেতর-বাহিরে খুব ভিড়। পরিস্থিতি দেখে সবাই হৈ চৈ করে উঠলো।

ঠিক এই সময় ছুটে এলো রাজ্যেশ্বর দাস। বাণীর রাজুকাকা আর এই দোকানের সর্বময় কর্তা। "কি হয়েছে-কি হয়েছে? বেচাকেনার সময় এসব হুটপাট কিসের?"-

www.pathagar.com

বলতে বলতে রাজ্যেশ্বর ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়লো ভেতরে। এরপর মুহম্মদ আলীর উপর নজর পড়তেই উল্লাসে লাফিয়ে উঠলো রাজ্যেশ্বর। বিহবল কণ্ঠে বলতে লাগলো-এ্যাঁ-একি! কত্তাবাবু! খোদ কত্তাবাবু এখানে! জয় বিশ্বনাথ! জয় শিবশম্ভু। একি আচানক কাণ্ড। আমি স্বপন দেখছি নাতো! পেন্নাম হই কত্তাবাবু-পেন্নাম হই-

বলতে বলতে রাজ্যেশ্বর হুড়মুড় করে মুহম্মদ আলীর পায়ের উপর পড়লো এবং উপর্য্যুপরি পায়ে কয়েকটা টিপ্ মেরে উঠতে উঠতে আকুলকণ্ঠে বললো– হায়-হায়-হায়! কত খুঁজাই না খুঁজলাম! কত জায়গায় দৌড়ালাম। মা মণি আমার কেঁদে কেঁদে অন্ধ হওয়ার যোগাড়! এত দিন কোথায় ছিলেন কত্তাবাবু? এমন নির্দয় হয়ে কোথায় লুকিয়ে ছিলেন?

রাজ্যেশ্বরের দু'চোখ অশ্রুতে প্লাবিত হয়ে গেল। তা দেখে ভিড় জমানো ক্রেতারা সকলেই হতবাক। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সবাই। বাণী রানী মূল মালিক হলেও, রাজ্যেশ্বরই দোকান দুটির আসল হত্তাকত্তা আর কর্মচারীদের ভাগ্য বিধাতা। তাদের রুটির মালিক। এদৃশ্য দেখে দোকানের সকল কর্মচারী প্লেগে ধরা রুগীর মতো থর থর করে কাঁপতে লাগলো। চোখ মুখ সবার ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ভোম্বলদাসের সাথে আর কার কার যে ভাত উঠলো এখানে-এই চিন্তায় দিশেহারা হয়ে গেল তারা। লক্ষ লক্ষ বেকারের এই বাজারে, দোকানের একটা চাকরীও সাত রাজার ধন মানিকের চেয়ে অনেক বেশি দামী। এ বাজারে বেকার হওয়া মানেই, অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মরা।

ভোম্বলদাসের অবস্থা তখন দেখে কে? রাজ্যেশ্বরের কথার জবাবে মুহম্মদ আলী কিছু বলার আগেই, রাজ্যেশ্বরের পায়ের উপর ধপাশ্ করে পড়ে গেল ভোম্বলদাস। রাজ্যেশ্বরের পায়ে অবিরাম মাথা কুটতে কুটতে সে আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলো -ক্ষমা করে দিন বাবু, মাফ করে দিন। এই দাসানুদাস অধমকে দয়া করে মাফ করে দিন। চিনতে পারিনি বাবু, আমি বুঝতে পারিনি কিছুই। না চিনে না বুঝে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি। মহাপাপ করে ফেলেছি। আমার বাল বাচ্চাদের মুখের দিকে চেয়ে এবারের মতো ক্ষমা করে দিন বাবু।

রাজ্যেশ্বর থতমত করে বললো– আরে আরে সেকি। তোমার আবার কি হলো? তুমি কিসের ক্ষমা চাইছো?

উপস্থিতিদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলো-চাইবে না? আপনার এই কত্তাবাবুকে ভোম্বল যে মারতে গিয়েছিল আর একটু হলে মেরেই বসতো নির্ঘাৎ।

মাথায় বাজ পড়লো রাজ্যেশ্বরের। সে আর্তনাদ করে উঠলো। বলতে লাগলো-সে কি! কি সর্বনাশ! হায় ভগবান, একি অলুক্ষণে কথা শুনতে হলো আমাকে! যুগ যুগ সাধনা করে যার দর্শনটাই পাইনে আমরা, সদয় হয়ে তিনি সেই দর্শনটা দিতে না দিতেই তাঁর গায়ে হাত! মানে, গায়ে হাত দেয়ার উদ্যোগ। একি অনাসৃষ্টি! একি দুর্ভাগ্য আমাদের!

www.pathagar.com

ভোম্বলদাস তার দুই পা জড়িয়ে ধরেই ছিল। পুনরায় সে আর্তকণ্ঠে বললো– ভুল হয়ে গেছে বাবু, মহাভুল করে ফেলেছি। আমাকে মাফ করে দিন। এমন ভুল আর হবে না।

সজোরে পা দু'টো ছাড়িয়ে নিয়ে রাজ্যেশ্বর এবার গর্জে উঠলো বাঘের মতো। বললো– বেরোও বেরোও ব্যাটা! তোমার মতো কর্মচারীর আর একদণ্ডও দরকার নেই আমার। চাকরী তোমার খতম। এখনই তুমি বেরিয়ে যাও এই দোকান থেকে। দূর হও। তোমার মুখ দর্শন করতে আর চাইনে।

এবার দু'হাত জোড় করে ভোম্বলদাস কাতর কণ্ঠে বলতে লাগলো-মারা যাবো বাবু চাকরী গেলে পাঁচ-ছয়টা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে অনাহারে মারা যাবো বাবু।! শুকিয়ে মারা যাবো সবাই। একদম খালি হাতে দেশ ছেড়ে এসেছি। এই চাকরীটার উপরই আমাদের সাত-আটটা লোকের জীবন। আমাকে ক্ষমা করে দিন। কিছুই আমি বুঝতে পারিনে। মা ঠাকরুণকে নিয়ে কথা উঠলো বলেই আমার মাথাটা কেমন গরম হয়ে গেল!

রাজ্যেশ্বর ফের ধমক দিয়ে বললো– আরে থামো! তোমার মতো নরাধমের কোন ক্ষমা নেই। অকৃতজ্ঞ কাঁহাকার। পথ থেকে তুলে এনে চাকরী দিলাম, আর সেই তুমিই কিনা আমাদের দেবতুল্য কত্তাবাবুর গায়ে-

রাজ্যেশ্বরের কথার মধ্যেই ভোম্বলদাস এবার ধপ করে মুহম্মদ আলীর পায়ের উপর পড়লো। তার দুই পা জড়িয়ে ধরে অনুনয় করে বলতে লাগলো-আপনি আমাকে মাফ করে দিন হুজুর। আপনি এতবড় লোক-তা বুঝতে পারিনি বলেই ভুলটা করে ফেলেছি। চরম বেয়াদবী করে ফেলেছি হুজুর। আপনি দয়া করুন! আপনি মাফ করে দিলে আমাদের বাবুও আমাকে মাফ করে দেবেন। বিশ্বাস করুন হুজুর, দেশভাগের পর একদম শূন্য হাতে এখানে এসে একজনের ভাঙা এক চালার নীচে বালবাচ্চাসহ মাথা গুঁজে আছি। এই চাকুরীটার জন্যেই গ্রাস ওঠে আমাদের সাত-আটটা প্রাণীর মুখে। চাকুরীটা গেলে সত্যিই আমরা মারা যাবো হুজুর!

এইসব আকস্মিক ঘটনা প্রবাহে মুহম্মদ আলী হতভম্ব হয়ে গেল। হতবাকও বটে। তার ঘোর কাটলো ভোম্বলদাসের নিরতিশয় আকুতিতে। ঘোর কাটার সঙ্গে সঙ্গে মুহম্মদ আলী অনুভব করলো ঈমানের নিদারুণ ঘাটতির কারণে এদের চরিত্র এই রকমই হয়। বেকায়দার দিনে এরা সুবিধে ভোগের লালসায় প্রভুভক্ত প্রাণীর মতো পায়ের তলে বসে লেজ নাড়ে। ভক্তিতে গদ গদ থাকে। কায়দা পাওয়া মাত্রই এতটুকু ইতস্তত না করে সঙ্গে সঙ্গে লাথি তোলে মাথায়– যা কোন ঈমানদার কখনো কল্পনা করতেও পারে না। ঈমানদারেরা কখনো অকৃতজ্ঞ হতে পারে না আর এত শিগ্গির, চরিত্রের এমন নির্লজ্জ পরিবর্তন তাদের মধ্যে আসে না। ঈমানদার আর বেঈমানের মধ্যে এখানেই পার্থক্য। কায়দা পেলে লাথি মারা আর বেকায়দায় পড়লে সঙ্গে সঙ্গে পায়ে পড়া বেঈমানদেরই চিরন্তন চারিত্রিক বৈশিষ্ট। এরা ক্ষমা পাওয়ার অযোগ্য।

www.pathagar.com

কিন্তু ভোম্বলদাসের বালবাচ্চাদের কথা ভেবে আর বাণীর সম্মান রক্ষার্থে এরা সচেষ্ট থাকার কারণে, আলী কিছুটা সদয় হলো ভোম্বলদাসের উপর। রাজ্যেশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বললো– থাক রাজুকাকা, এরকম নাদানের চাকরী খেয়ে কাজ নেই। ওকে ছেড়ে দাও।

রাজ্যেশ্বর বিস্মিতকণ্ঠে বললো– ছেড়ে দেবো কত্তাবাবু? আপনার সাথে এতবড় বেয়াদবী করলো, আর ওকে ছেড়ে দেবো আমি?

আলী বললো– না দিয়ে কি করবে? শুনলে না, ওর ঘাড়ে এক গাদা পোষ্য? পাঁচ-ছয়টা অসহায় বালবাচ্চা? ওকে শাস্তি দিতে চাকুরী কেড়ে নিলে তো ওর চেয়েও বেশি শাস্তি পাবে ওর নিরপরাধ আর অসহায় বালবাচ্চারা। অনাহারে তারা শুকিয়ে মারা যাবে। কাজ নেই একের পাপে দশকে শাস্তি দিয়ে। এবারের মতো ওকে মাফ করে দাও।

ঃ মাফ করে দেবো?

ঃ হ্যাঁ, তাই দাও। চাকুরীটা এবার আর খেয়ো না। তবে এসব লোকদের উপর সতর্ক নজর রাখবে সব সময়।

ঃ আজ্ঞে কত্তাবাবু। কত্তাবাবুর হুকুম হলে, একবার কেন, দশবারও এ ব্যাটাকে ছেড়ে দেবো আমি।

ঃ আচ্ছা, এখন চলো। তোমার মা-মণি কোথায়? বাসা কোথায় তোমাদের? সেখানে আগে চলো।

উল্লাসে নেচে উঠে রাজ্যেশ্বর বললো– আজ্ঞে কত্তা, আজ্ঞে-আজ্ঞে। সেখানে চলুন। জলদি জলদি চলুন। আপনাকে দেখলে মা-মণি যে কি পরিমাণ খুশি হবেন– তা আমি বলে শেষ করতে পারবো না। মা-মণির মরাদেহে নতুন করে প্রাণ ফিরে আসবে আজ।

কথা বলতে বলতে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে নামলো তারা। দোকানের কর্মচারীবৃন্দ আর খদ্দেররা সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো মুহম্মদ আলীর দিকে। মুহম্মদ আলীরা একটু দূরে যেতেই সবাই বলাবলি করতে লাগলো– লোকটা তো আজব! ভোম্বলদাস মারতে গেল তাকে, যাচ্ছেতাই অপমান করলো, তবু ভোম্বলদাসকে ক্ষমা করে দেয়ার নির্দেশ রাজ্যেশ্বর বাবুকে দিলো। সত্যি, লোকটার বাইরের চেহারার মতো ভেতরটাও বড় পরিষ্কার। দেবতুল্য লোক আর কি।

পথ চলতে চলতে মুহম্মদ আলী রাজ্যেশ্বরকে প্রশ্ন করলো– তোমার মা-মণি কেমন আছে কাকা? তার শরীর-স্বাস্থ্য ভাল আছে তো?

এর জবাবে রাজ্যেশ্বর ধরা গলায় বললো– আর শরীর-স্বাস্থ্য! আপনার কোন খবর-বার্তা না থাকায়, মা-মণি কি আর মা-মণি আছেন? শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে গেছেন।

ঃ রাজু কাকা!

www.pathagar.com

ঃ গেলেই দেখতে পাবেন। তাঁর দিনরাত একমাত্র চিন্তা– আপনি বুঝি আর বেঁচে নেই, নির্ঘাত মারা পড়েছেন কোথাও। নইলে এত দীর্ঘদিন কোন খবর-বার্তা থাকবে না কেন?

ঃ বড় বেকায়দায় ছিলাম আমি রাজু কাকা। তোমার মা-মণির সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে প্রথম দিকে আমিও বড় কষ্টে ছিলাম। অর্থকড়ির অভাবে কোন জায়গায় স্থায়ী হতে পারিনি। স্থায়ী ঠিকানা গড়ে ওঠেনি অনেক দিন। কেবলই ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি। পরে যখন স্থায়ী ঠিকানা হলো একটা, তোমরা তখন ভারতে– মানে এই কলিকাতায়। এখনকার পথঘাট আর তোমাদের ঠিকানা– সবই আমার অজানা।

ঃ কত্তাবাবু!

ঃ তা এসব কথা পরে হবে। এবার বলো তো, বাণীর, মানে তোমার মা-মণির দাদারা তোমার মা-মণির সাথে কেমন আচরণ করছে এখন? তাকে সহ্য করতে পারছে তো?

ঃ তাই কি পারে কত্তাবাবু? সংসারটা পৃথক বলে সরাসরি করতে কিছু পারছে না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে মরছে। কিভাবে মা-মণিকে উচ্ছেদ করবে এখান থেকে, দিনরাত সেই শলা আঁটছে।

দোকান থেকে বাণীর বাড়িটা মোটেই দূরে নয়। এই কয়টি কথার মধ্যেই তারা চলে এলো সে বাড়িতে। দেউটিতে পা দিয়েই রাজ্যেশ্বর বিপুল উল্লাসে হাঁক দিলো– মা-মণি– মা-মণি, শিগ্গির বেরিয়ে আসুন। দেখুন-দেখুন, কে এসছেন! অমাবস্যার আকাশে চাঁদ উঠেছে মা-মণি!

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বাণী উচ্চকণ্ঠে বললো– কি হয়েছে রাজুকাকা? এত চেঁচামেচি করছো কেন?

দেউটি পেরিয়ে আঙ্গিনায় ঢুকতে ঢুকতে রাজ্যেশ্বর বললো– চেঁচামেচি করছি কি এমনি এমনি? আসমানের চাঁদ হাতের মধ্যে চলে এলে চেঁচামেচি করবে না এমন মানুষ কে আছে? এই দেখুন, কাকে সাথে করে এনেছি?

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাণী বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। নজর তুলে আঙ্গিনার দিকে চেয়েই আত্মহারা হয়ে গেল সে। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললো পুরোপুরি। "এ্যাঁ-একি। আলী! আলী! আমার আলী!"–বলে উচ্চকণ্ঠে আওয়াজ দিতে দিতে আলীর দিকে ছুটে আসতে লাগলো। ছুটে আসতে গিয়ে বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়লো আঙ্গিনায়। ব্যস! এতেই ঘটে গেল অঘটন। অনাহার আর অনিদ্রায় ভেঙে-পড়া শরীর এতটা সামাল দিতে পারলো না। লাফিয়ে পড়ার সাথে সাথে বাণী শাট্‌পাট্ হয়ে পড়ে গেল আঙ্গিনায় আর তখনই জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। বাণীকে দেখে আলীও উদ্বেলিত ছিল। বাণী পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললো আলীও। "এ্যাঁ! সেকি! বাণী–বাণী"! বলে সন্ত্রস্তকণ্ঠে আওয়াজ দিতে দিতে আলী ছুটে এলো বাণীর কাছে এবং চ্যাংদোলা করে বাণীকে সে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিলো নিজের দুই বাহুর উপর। ভুলে গেল বেগানা আর জায়েজ না-জায়েজের কথা।

www.pathagar.com

কুসুমবালা নিকটেই ছিল। সে ছুটে এসে বাণীর মুখের দিকে তাকিয়েই চিৎকার দিয়ে উঠলো– হায়-হায়-হায়! মা-মণির ফিট্ লেগে গেছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে। শিগ্গির তাকে খাটে এনে শুইয়ে দিন। রাজুদাদা, জলদি জলদি পাখা আনো, আমি জল আনছি এখনই–

তাই করা হলো। বাণীকে এনে তাড়াতাড়ি খাটে শুইয়ে দিলো আলী। এরপর চলতে লাগলো পানির ছিটা আর পাখার বাতাসের পরিচর্যা। বাণীর গায়ে বড় কোন চোট্-আঘাত লাগেনি। অত্যন্ত উত্তেজনা আর আবেগের দরুণ অল্প আঘাতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সে। অল্পক্ষণের পরিচর্যাতেই জ্ঞান ফিরে এলো তার। জ্ঞান ফিরে আসতেই বাণী আবার আকুলকণ্ঠে বলে উঠলো– কই, আলী কই? আলীকে দেখলাম বলে মনে হলো যে? আলী কই, আমার আলী?

খাটের পাশেই বসেছিল আলী। সে বাণীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলো– এই তো, এই তো আমি এখানে!

আলীকে চিনতে পেরেই খপ করে আলীর দুহাত চেপে ধরলো বাণী। বিপুল আবেগে "তুমি এসেছো–তুমি এসেছো" বলতে বলতে বাণী ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে রে-রে করে উঠলো। বাণীকে ধরে শুইয়ে দিতে দিতে কুসুমবালা বললো– করো কি, করো কি মা-মণি! আপনি শুয়ে পড়ুন– স্থির হোন। আলী বাবাজী এসেছেন যখন, তখন আর এখনই তিনি পালিয়ে যাবেন না। আপনি শান্ত হোন। একটু আগেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, এখন আর অধিক নড়াচড়া করবেন না। শান্ত হয়ে শুয়ে থাকুন কিছুক্ষণ। বিশ্রাম নিন।

বাণী তখনও হাঁপাচ্ছিল। তাই কুসুমবালার কথা সে উপেক্ষা করতে পারলো না। আস্তে আস্তে আলীর হাত ছেড়ে দিয়ে স্বস্তির সাথে চোখ বুজলো বাণী। তাকে ঘিরে নিয়ে অন্যেরা সবাই চারপাশে দাঁড়িয়ে বসে রইলো। কুসুমবালা বাণীকে মৃদু মৃদু বাতাস করা অব্যাহত রাখলো।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর বাণী অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠলো। শরীরে শক্তি ফিরে এলো। ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসে বাণী এবার আলীর খানাপিনা ও বিশ্রামের ব্যাপার নিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলো। এ ব্যাপারে কুসুমবালা আর রাজ্যেশ্বরকে ইংগিত দিতেই তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল সে সবের আয়োজনে।

শূন্য হলো ঘর। আলী ও বাণী বিহ্বল নেত্রে চেয়ে রইলো একে অপরের দিকে। এরপর আনন্দাশ্রু বর্ষণ করার মধ্য দিয়ে শুরু হলো একে অপরের খোঁজ খবর নেয়া। তাদের বিচ্ছিন্নতার কারণ ও অতীত দিনগুলিতে উভয়ের হালহকিকত ও সুখ দুঃখ নিয়ে অনেকক্ষণ তাদের মধ্যে অনেক কথা হলো। কথা হলো, একে অপরকে জীবনে আর না-পাওয়ার আশংকায় নিদারুণ হা-হুতাশের বিষয় নিয়ে। বাণীর বড়ই আক্ষেপ হলো, অর্থাভাবে আলীর বিগত দিনের কষ্টের কথা শুনে। তবে সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে একে অন্যকে হারানোর বা না পাওয়ার আতংকটাই আলোচনার মুখ্য বিষয় হলো

www.pathagar.com

তাদের। অবশেষে বাণী বললো– যে বেয়াকুফী অতীতে করে ফেলেছি আমরা, এখন সেটা আর কিছুতেই হতে দেবো না আলী। অতি অবশ্য করণীয়টা এবার শেষ করে ফেলবো দু'একদিনের মধ্যেই।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে আলী বললো– অতি অবশ্যকরণীয় বলতে তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছো? আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা কি?

বাণীর দু'চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। খুশিতে আপ্লুত হয়ে বললো– ঠিক-ঠিক ধরেছো। এর চেয়ে বড় করণীয় আর আমাদের জীবনে কি আছে এখন? বিয়েটা হয়ে গেলেই আমরা একদম নিশ্চিন্ত। যে যেখানেই থাকিনে কেন, একে অপরকে না পাওয়ার দুরন্ত শংকা আর দুর্ভাবনা আর আমাদের থাকবে না। সে চিন্তায় আর কাতর হতে হবে না আমাদের।

জবাবে আলী চিন্তিতকণ্ঠে বললো– তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এখানে আর এখনই তা সম্পন্ন করবে কি করে? সেটা কি সম্ভব?

বাণী বললো– সম্ভব নয় কেন?

ঃ কেন তা কি কিছুই বুঝতে পারছো না? কোন মতে বিয়ে হবে আমাদের? হিন্দু মতে যে কিছুতেই হতে পারে না তার কারণটা তুমি জানো। মুসলমান কখনো হিন্দু হতে পারে না আর তা হতে আমি রাজী নই কখনোও– এটা তোমার জানা। বিয়ে হতে হলে, তোমাকেই মুসলমান হতে হবে আর বিয়েটাও মুসলমান মতেই হতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে বাণী সশব্দে বললো– আরে হবে তো তাই-ই। এ নিয়ে আবার নতুন করে চিন্তা-ভাবনার কি আছে? ও ব্যাপারটা তো আগেই সেটেল হয়ে আছে। ও নিয়ে তোমার চিন্তা করার কিছুমাত্র কারণ নেই।

আলী বললো– আছে। তুমি ভুলে যাচ্ছো কেন? এটা পাকিস্তান নয়, হিন্দুস্থান? গৌরীপুরে থাকতেই যে বিষয়টাকে একেবারে সহজ বলে চিন্তা করা যায়নি, এখানে– এই হিন্দুস্থানে সেটাকে খুব সহজ বলে মনে করছো কিভাবে? এমনিতেই মুসলমানেরা এখানে হিন্দুদের হিংস্রতার ভয়ে সদাসর্বদাই কম্পমান। বিনা কারণেই যেখানে তারা খাঁড়া তুলছে মুসলমানদের মাথার উপর, সেখানে তুমি নির্বিঘ্নে হিন্দু থেকে মুসলমান হবে আর ধুমধাম করে বিয়ে করবে মুসলমানকে, এটা তুমি কল্পনা করতে পারছো? তোমার দাদারা তো তাহলে জ্যান্তই পুঁতে ফেলতে চাইবেন আমাদের! গৌরীপুরেই তাঁরা আমাদের মোটেই সহ্য করতে পারেননি। এর পাশাপাশি তোমাদের হিন্দু সমাজও ছেড়ে কথা বলবে না। জাতকুল গেল বলে তোমার দাদাদের মতো তারাও ঐ একই ব্যবস্থা নিতে চাইবে আমাদের বিরুদ্ধে! কিংবা বলী দিতে ছুটে আসবে খাঁড়া হাতে নিয়ে।

বাণী এ কথায় হেসে বললো– তুমি কি এতটাই ছেলেমানুষ মনে করো আমাকে? এসব কি কিছুই আমি বুঝিনে?

ঃ তাহলে?

www.pathagar.com

ঃ সবকিছু করতে হবে গোপনে। মুসলমানদের বিয়ের জন্যে এখানেও কিছু কাজী অফিস্ আছে। গোপনে আমরা দুজন সেখানে যাবো আর গোপনে সবকিছু শেষ করে আসবো। আমার মুসলমান হওয়া আর আমাদের বিয়ে হওয়া, সব।

ঃ অর্থাৎ গোপনে তুমি মুসলমান হয়ে মুসলমানের বউ বনে যাবে?

আড় নয়নে চেয়ে বাণী হাসিমুখে বললো– জি জনাব, জি-জি।

ঃ তারপর?

ঃ তারপর দুচারদিন এখানে থেকে তুমি চলে যাবে ঢাকায়।

পড়াশুনা শেষ করে চাকুরী-বাকুরী নিয়ে সেখানে তুমি সেটেল হলেই ব্যস। এখানকার পাট চুকিয়ে দিয়ে তোমার কাছে পাড়ি দেবো আমি।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আর অধিক সময়ের ব্যাপারও তো নয় এটা। এম.এ. পরীক্ষা দিতে বড়জোর আর একটা বছর লাগবে তোমার। তারপর তোমার চাকুরী আটকায় কে? এমন ব্রিলিয়ান্ট যার কেরিয়ার, তার চাকুরী তো সব সময়ই লাঠির আগায় বাধা।

ঃ তা তো বুঝলাম। কিন্তু এই একটা বছরই বা তুমি এখানে থাকবে কি করে? কেমন করে কাটাবে? মুসলমান হওয়ার পর হিন্দু সমাজের আচার অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে কেমন করে চলবে তুমি? ধরা পড়ে যাবে না?

ঃ সেটা চালিয়ে নেবো একভাবে। বাইরের সমাজে তো বড় একটা মিশিনে। বাইরেও বড় একটা যাইনে। ঐ যে বললাম, ম্যাট্রিক পাশ করে এসে কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু তোমার শোকে সেই কলেজ যাওয়া বাদ গেছে অনেকদিন আগেই। এবার বাইরের যোগাযোগটা একেবারেই খাটো করে ফেলবো।

আলী তবু নিশ্চিন্ত হলো না। প্রশ্ন করলো– কিন্তু ঘর সামলাবে কি করে? কি করে ফাঁকি দেবে মাসী আর রাজুকাকার চোখকে?

ঃ আরে, ফাঁকি দিতে হবে কেন? আমার ইরাদার কথা, অর্থাৎ আমার ইচ্ছা–অভিলাষের তামাম কথাই জানে তারা। তারাও এটাই চায় আর আগে থেকেই সেটা মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে বসে আছে। কাজেই এই একটা বছর তারাও গোপন রাখবে সব কিছু।

ঃ বাণী!

ঃ আর কোন অসুবিধে আছে?

ঃ তা অসুবিধার কথা বললে, অসুবিধে তো হাজারটা। এই গোঁড়া হিন্দু পরিবেশ এতবড় একটা ঝুঁকি নিয়ে বসলে কখন কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় তার কি কিছু ঠিক আছে?

বাণী সাহস দিয়ে বললো– আরে রাখো তো ওসব তবু-তুবু ভাব। বাদ দাও ঐ সব ভীরু চিন্তাভাবনা। এত ভয় করলে চলবে কেন? এই ভয় করে করেই তো এতটা ভুগলাম। আর ভুগতে রাজী নই। রিস্ক একটু নিতেই হবে, বুঝেছো?

ফিরে এলো কুসুমবালা। গোসল আহারের প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর কুসুমবালার তাকিদে এবার উঠতে হলো আলীকে। সাথে সাথে উঠে এলো বাণীও। গোসল করে

www.pathagar.com

মুহম্মদ আলী তৈয়ার হয়ে এলে, নিজে বসে থেকে বাণী তাকে খাওয়ালো এবং আহারান্তে বিশ্রামে পাঠিয়ে দিলো।

কিন্তু মানুষ চায় এক ঘটে আর এক। বাণীর তামাম জল্পনা কল্পনা ভেস্তে গেল পরের দিনই। আলীর আগমনটা তার দাদারা যাতে করে টের না পায়, এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান ছিল বাণী। কুসুমবালা আর রাজ্যেশ্বরকে সাবধান করে দেয়ার পরও, আলীকে বাড়ি থেকে বের হতে দিলো না। ঘরের মধ্যে আর বাড়ির ভেতেরই রাখলো তাকে সবসময়। কিন্তু পরের দিন সকালেই অঘোরলালের আকস্মিক আগমনে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

সূর্য উঠেছে মাত্র আধাঘন্টা আগে। এত সকালে অঘোরলাল কোনদিন আসে না। কোন শব্দ বা আওয়াজ না দিয়েও বাড়ির মধ্যে ঢোকে না সে। কিন্তু হঠাৎ করেই আজ সকাল সকাল চলে এলো অঘোরলাল এবং কোন শব্দ আওয়াজ না দিয়েই ঢুকে পড়লো বাড়ির মধ্যে। তার ভাব দেখে বোঝা গেল, কি যেন এক জরুরী বিষয় নিয়েই ছুটে এসছে সে।

ঘরের দুয়ারের কাছে বারান্দায় বসে বাণী নিজের হাতে আলীকে চা-নাস্তা পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছিল। পাখা হাতে বাতাসও করছিলো মৃদু-মৃদু। দৌড়ের উপর এসে তা দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল অঘোরলাল। পলক খানেক চেয়ে রইলো অবাক হয়ে। এরপরেই সবিস্ময়ে বলে উঠলো– হাইরে বা। এহি আদমী ফিন কৌন আদমী হো গৈল্?

চমকে গিয়ে বাণী বললো– এ্যাঁ! আরে পাঁড়ে জী যে! তা কি বললে?

অঘোরলাল বললো– এহি নয়া আদমী তুম্হারা কৌন আছেরে বা?

বাণী থতমত করে বললো– আমার? ইনি আমার বন্ধু। মানে, মেহমান–মেহমান।

ঃ মেহমান? এয়সা মাফিক মেহমান কাঁহছে আ-গৈল্, বাতাইয়ে?

ঃ ঐ ওপারছে–ওপারছে। ঐ যে, ঐ পূর্ব- পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের মকান ছিল না? ওখান থেকে।

ঃ উধারছে? তাজ্জব, এত্না পেয়ারা মেহমানরে বা!

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, পেয়ারা তো বটেই। তা ঠাকুর, আজ এত সকালে হঠাৎ এখানে যে? দোকানে মাল দিতে কি? দোকান কি খোলা নেই?

অঘোরলাল ব্যস্তকণ্ঠে বললো– মালুম নেহি-মালুম নেহি। লেকেন এহি বাত বাতাইয়ে না- ওহি আদমী তুহার এত্না পেয়ারা হো গৈল ক্যায়ছেরে বা? কুয়ী রিস্তেদার হোবে তো জরুর?

ঃ রিস্তেদার?

ঃ হঁ-হঁ, রিস্তেদার। রিস্তেদার না হোবে তো ঘরে ঢুকিয়া যাইবেক কেনে? এত্না পেয়ারা হোবে কেনে? আভি কহিয়ে, ওহি বাবুজী তুমহারা কৌন রিস্তেদার আছে? ভাই-বেরাদার-কৌন্ হৈলরে বা?

www.pathagar.com

ঃ না-না, আমার সে রকম কোন রিস্তেদার নয়। ঐ তো বললাম, ইনি আমার বন্ধু– আমার মেহমান?

দুই চোখ বড় বড় করে অঘোরলাল বললো– কেয়া কাহা? কুয়ী রিস্তেদার নাই আছে? কুয়ী রিস্তেদার না হৈ, বিলকুল ঘরের ভেতর ঢুকি গৈলরে বা?

বাণী এবার বিব্রতকণ্ঠে বললো– আহ্‌হা, এ ব্যাপার নিয়ে তুমি এত পীড়াপীড়ি করছো কেন ঠাকুর? কি বলতে এসেছো, সেইটে বলো?

ঃ বলিবেক তো জরুর। লেকেন, ওহি বাবুজী কা নাম তো জানিয়ালিতে হোবে কম্‌ছে কম? দুসরা কুয়া পাঁড়েজী না হোবে তো তুম্‌হারা এত্‌না পেয়ারা হোবে কেনে? নামটা তো কহিয়ে?

অঘোরলালের ব্যস্ততা দেখে এবার মুহম্মদ আলী ফস করে বলে ফেললো– না-না আমি কোন পাঁড়েজী নই। আমার নাম, মুনশী মুহম্মদ আলী।

বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল অঘোরলালের। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলো– কিয়া কাহা? কিয়া নাম।

মুহম্মদ আলী চড়াকণ্ঠে বললো– মুহম্মদ আলী –মুহম্মদ আলী, মুনশী মুহম্মদ আলী।

দুনিয়াটা গোটাই এবার বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগলো অঘোরলালের সামনে। সে চিৎকার করে বলে উঠলো– হাইরে বা! মুচলমান? মুচলমান আদমী? রাম–রাম। ঘরে মুচলমান ঢুকি গৈল? গজব হো গৈল্–তুফান হো গৈল-হামারা জাতকুল ছোব বরবাদ হো গৈল! হাই ভোগোয়ান। হাই ছীতারাম!

আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে ভূতে ধরা রুগীর মতো হাত-পা ছুড়তে লাগলো অঘোরলাল। বাণী তা দেখে বিস্মিতকণ্ঠে বললো– কি হলো পাঁড়েজী? তুমি এমন করছো কেন?

আরো অধিক বেহাল হয়ে অঘোরলাল বললো– হুনুমানজীকা কিরিয়া, সীতামাইজী কি কিরিয়া, এহি মকান পর হামি ফিন্ কভ্‌ভি না আসিবেক, জরুর না আসিবেক বটে। এহি মকান অপবিত্তর হো গৈল–জাত চলি গৈল–রাম রাম। গজব হো গৈল–

বলতে বলতে লাফিয়ে উঠে দৌড় দিলো অঘোরলাল। প্রাণপণে দৌড় দিয়ে বাণীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলো। হাতপা ছুড়ে লাফানোর সময়ই অঘোরলালের পরণের কাপড় ঢিলে হয়ে এসেছিল। দৌড়ে যাবার কালে তার কাছা খুলে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগলো মাটিতে।

বাণীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে অঘোরলাল আর কোথাও থামলো না। ঐভাবেই সে চলে এলো বাণীর দাদা বীরেনবাবুর বৈঠকখানায়। বীরেনবাবু এ সময় বৈঠকখানাতেই ছিলেন। প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে ঘুরতে ঘুরতে মোহিনীবাবুও সেখানে এসে জুটেছিলেন। অঘোরলাল হাজির হলো আলুথালু বেশে আর কাছাটা হাতে করে ধরে নিয়ে। খুলে যাওয়া কাছাটা গোঁজারও হুঁশ অঘোরলালের ছিল না। সে সময়ও ছিল না। তাকে এ অবস্থায় দেখে বীরেনবাবু বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন– কি হলো অঘোরলাল? কেউ তোমাকে তাড়া করেছে নাকি?

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে কথা ধরে মোহিনীবাবু বললেন– নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। পথে একটা ছেড়ে দেয়া ষাঁড় দেখে এলাম। নিশ্চয়ই সেই ষাঁড়েই তাড়া করেছে অঘোরকে!

অঘোরলাল তখনও সমানে হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো– নেহি-নেহি। ছাঁড় নেহি আছে। মুচলমান আছে, মুচলমান!

বীরেনবাবু বললেন– মুচলমান!

অঘোরলাল বললো– হুনুমানজীকা কিরিয়া। ঘরে মুচলমান ঢুকি গৈল– জাতকুল ছোব চলি গৈল– হামি অপবিত্তর হো গৈলরে বা।

ঃ ঘরে মুচলমান ঢুকি গৈল্– মানে? কার ঘরে মুসলমান ঢুকে গেল? তোমার?

ঃ নেহি-নেহি। ওহি লড়কীর ঘরে ঢুকি গৈল। আপকা বহিন বাণী রানী ছরকারের ঘরে ঢুকি গৈল বটে।

ঃ বাণীর ঘরে? কি বলছো?

ঃ সাচ বাত বাবুজী। হামি দেখি লই আছিল বটে, হলফিল দেখিলই আছিল।

ঃ তুমি দেখে এলে? কখন?

ঃ আভি বাবুজী। উহার ঘরে মুচলমান দেখি, হামি সিধা ইখানে আছি গৈল বটে।

ঃ এখনই তুমি তা দেখে এলে?

ঃ লছমনজীকা কিরিয়া, আখুনই।

ঃ সেকি! মুসলমান এলো কোত্থেকে?

বীরেনবাবু মোহিনীবাবু মুখ চাওয়াচায়ী করতে লাগলো। অঘোরলাল বললো– উধারছে-উধারছে।

ওহি মুচলমান পূর্ব পাকিস্তানকা আদমী আছে বটে। উধারছে আছি গৈল্।

বীরেনবাবু চমকে উঠে বললেন– সেকি! ঐ ম্লেচ্ছ ব্যাটাটা নয় তো? ঐ বদমায়েশ আলী?

তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে মোহিনী বাবু বললেন– ঠিক-ঠিক। তাহলে ঠিকই ঐ ব্যাটা।

বীরেনবাবু উচ্চস্বরে হাঁক দিলেন- সুধামুখী-সুধামুখী-

সঙ্গে সঙ্গে সুধামুখী নামের এক দাসী ছুটে এলো বৈঠকখানায়। সুধামুখীর বাড়িও পূব পাকিস্তানে। পূব পাকিস্তানের গৌরীপুরেই। বীরেনবাবুরা গৌরীপুর ছেড়ে এখানে আসার কালে এই সুধামুখীও সাথে এসেছে তাঁদের। সুধামুখী হাজির হতেই বীরেনবাবু বললেন– এখনই বাণীর বাড়িতে যাও তো। গিয়ে দেখে এসো তো, কোন্ মুসলমান ব্যাটা তার বাড়িতে এসেছে? ঐ ব্যাটা ম্লেচ্ছ আলী কিনা-খোঁজ নিয়ে এসো তো জলদি।

শুনেই দৌড় দিলো সুধামুখী। অস্থির অঘোরলাল এই ফাঁকে কাছাকুছি এঁটে নিয়ে তৈরী হলো। সুধামুখী বিদায় হতেই নড়ে চড়ে উঠে অঘোরলাল বললো– হামি ভি চলিয়া যাইবেক বাবুজী। রাম-রাম! ইধার হামি ফির্ না আছিবেক, কভ্ভি না আছিবেক।

ঃ মানে?

www.pathagar.com

ঃ মানে তো জরুর কুচ আছে বাবুজী। হাপনি হামারে ঠকাই দিলেন কেনে? জব্বোর ঠকাই দিলেন কেনে? হাপনার ছরম লাইরে বাবু?

বীরেনবাবু রুষ্ট কণ্ঠে বললেন– অঘোরলাল! ঠকাই দিলাম মানে?

ঃ মানে তো সিদা আছে বাবুজী। হাপনি ছরকার আদমী-ছোটা জাত। হামি পাঁড়ে আছে বামুন আদমী-বড়া জাত। হামারে বহুত দৌলত দেখাইলেন, খুবসুরাত দেখাইলেন, বাণীরে ছাদি করিতে হামি রাজী হৈ গেলো। ছোটা বড়া কা বাত্ ভুলিয়া গেলো। লেকেন উহার জাতিকুল কুচু না আছে, ঘরে মুচলমান আছে-ই ছোব্ কথা কুচু না কহিলেন। হামার জাতকুল ভি মারিয়া দিতে চাহিলেন বটে।

ঃ মেরে দিতে কেমন?

ঃ বাণীরে ছাদি করিলে হামার জাতকুল চলি যাইতো বিলকুল। হামার লরকবাস হইতো জরুর। হুনুমানজীকা কির্‌পা হইলো, হুনুমানজী হামারে বাঁচাই দিলেক বটে। জাতকুল হামার বাঁচি গৈল্ এহি দফা।

ঃ তার মানে? তুমি বাণীকে আর শাদি করতে চাও না?

ঃ রাম-রাম! কভ্‌ভি নেহি। হরগিজ নেহি।

ঃ অঘোরলাল!

ঃ হুনুমানজীকা কছম, ইহারে হামি কভ্‌ভি ছাদি করবেক লাই। উহার মকান আওর হাপনার মকান অপবিত্তর হই গেছে, অচ্ছুৎ হই গেছে। ইধার ভি হামি আসিবেক লাই। ফিন কভভি আসিবেক লাই। জয় হুনুমানজী-জয়– ছীতামাইজী– বলেই প্রণাম করার ভঙ্গিতে দুহাত কপালে তুলে উর্ধমুখে চেয়ে বীরেনবাবুর বৈঠক খানা থেকে দ্রুত পদে বেরিয়ে এলো অঘোরলাল এবং পথে নেমেই ভক্তিভরে গান ধরলো–

"আগে চলে রামাভাই,
পিছে চলে ছীতা মাই,
ও তার পিছে চলে লছ্‌মন ভাই-হো-"

ভক্তিতে এমনই বিভোর হয়ে অঘোরলাল পথ চলতে লাগলো যে, বীরেনবাবুর ডাকহাঁক কিছুই তার কানে প্রবেশ করলো না আর তাই ডাকাডাকি করেও বীরেনবাবু আর তাকে ফেরাতে পারলেন না। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় বজ্রাহতের মতো বসে রইলেন বীরেনবাবু। হতবাক হয়ে বসে রইলেন মোহিনী মোহনবাবুও।

কিছুক্ষণ পরেই বাণীর বাড়ি থেকে ফিরে এলো সুধামুখী। বীরেন বাবুরা তখনও বৈঠক খানাতেই ছিলেন। নামটা সুধামুখী হলেও, সুধা বা অমৃত এক বিন্দুও মুখে তার ছিল না। যা কিছু ছিল তা সবই বিষ। ঘটনাটা সত্যি হলেও মুখের বিষ মিশিয়ে সুধামুখী ঐ সত্যটাকে এমনই অতিরঞ্জিত, কদর্য আর অসহনীয় করে পরিবেশন করলো যে, বিষের ক্রিয়ায় বীরেনবাবুর সর্বাঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো। যা হয়-তা তো বললোই, যা নয়-তা বলতে গিয়ে আলী ও বাণীকে এক সাথে, এক বিছানায় আর জড়াজড়ি অবস্থায় আবিষ্কার করলো সুধামুখী।

www.pathagar.com

ক্রোধে বীরেনবাবু আগুনে দেয়া লোহার মতো লাল হয়ে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন তাঁর ছোট ভাই নীরেনবাবুকে। নীরেনবাবু হাজির হলে ঘটনাটা বর্ণনা করার পর বীরেনবাবু বললেন– এত বড় স্পর্দ্ধা তো আর সহ্য করা যায় না! ব্যাটার এতবড় দুঃসাহস যে, এখানে এই কলিকাতাতেও সে বাণীর সাথে নষ্টামী করতে এসেছে। শুধু তাই নয়। আমার এমন পাকিয়ে আনা পরিকল্পনাটাও এতে করে একদম ভেস্তে দিলো শয়তানটা। আর তো ঐ হারামজাদাকে ছেড়ে দেয়া যায় না।

শুনে নীরেনবাবুও সক্রোধে বললেন– কখ্খনো না-কখ্খনো না। এমন কায়দায় পেয়েও কি আর ছেড়ে দেবো যবনটাকে, আপনার একটু সম্মতি পেলে, ঐ ম্লেচ্ছটাকে আজ রাতেই সাবাড় করে দেই। ঝাউতলার কালীচরণের দল এ কাজে সদাসর্বদা নিয়োজিত আছে। আমারও খুব বাধ্যগত তারা। কিছু পয়সা হাতে দিয়ে দিলেই ব্যস্! বিশ পঁচিশজন এসে ব্যাটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে যাবে আর চণ্ডীতলায় বলী দিয়ে ভাসিয়ে দেবে নদীতে। এক তুড়িতে সব সমাধা করে দেবে।

জোর সমর্থন দিয়ে বীরেনবাবু আর মোহিনীবাবু এক সাথে বললেন– তাহলে আর দেরী করো না। আজ রাতেই শেষ করে ফেলো ব্যাটাকে। গৌরীপুরে থাকতে ব্যাটা আমাদের অনেক জ্বালিয়েছে। একদম মুঠোর মধ্যে পেয়ে ও ঐ ইল্লতটাকে আজ ছেড়ে দেয়াটা শুধু মূর্খামীই নয়, মস্তবড় পাপ হবে। শেষ করে দাও আজই ওকে।

নীরেনবাবু বললেন– কোন চিন্তা করবেন না আজকের সাঁঝের মধ্যেই দেখবেন হাহাকার পড়ে গেছে ঐ ভ্রষ্টা মেয়েটার বাড়িতে। সে ব্যবস্থায় এখনই আমি যাচ্ছি।

ক্ষিপ্তভাবে বেরিয়ে গেলেন নীরেনবাবু। বিনোদিনী নামের আর একজন দাসী ছিল বীরেনবাবুদের বাড়িতে। সে খুবই সাদাসিদে আর সৎ স্বভাবের মেয়ে। এক কাজে বৈঠকখানার এদিকে এসে ঝাউতলার কালীচরণের নামটা কানে পড়তেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এরপর একটু আড়ালে এসে কান পেতে রইলো। ঝাউতলার ওদিকেই বিনোদিনীর বাড়ি। সে জানে, কি সাংঘাতিক লোক এই কালীচরণ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা। এরা করতে পারে না, এমন কাজ নেই। নেশা করার কিছু পয়সা হাতে পেলেই মশামাছির মতো মানুষ মেরে ফেলে এরা। বিশেষ করে মুসলমান নিধনে কালীচরণদের হিংস্রতা সর্বজনবিদিত।

আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে নীরেনবাবুদের কথা শুনে শিউরে উঠলো বিনোদিনী। বাণীকে খুব ভালবাসে সে। আলীর প্রতি বাণীর দরদের কথা কুসুমবালার মুখেই শুনেছিল বিনোদিনী। তাই সে আর চুপ থাকতে পারলো না। বাণীর খাতিরেই এই নির্ঘাত মৃত্যু থেকে আলীকে বাঁচানোর জন্যে তখনই সে ছুটে গেল বাণীর বাড়িতে। ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আলীকে এই বেলার মধ্যে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়ে তখনই আবার ফিরে এলো বিনোদিনী। নিমকদাতার সাথে নিমকহারামী করতে নেই ঠিকই, কিন্তু নিমকদাতার নৃশংস কার্যকলাপ খর্ব করাকেও বিনোদিনী কর্তব্য বলে মনে করে।

www.pathagar.com

খবর শুনে ভীষণ চমকে গেল বাণী। ঝাউতলার কালীচরণদের কথা শুনে কাঁপ ধরলো তার শরীরে। কাঁপ ধরলো কুসুমবালা ও রাজ্যেশ্বরের গায়েও। এ ছাড়া, নীরেনবাবুকেও চেনে সবাই। অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির মানুষ তিনি। এসব কাজে তিনিও সিদ্ধহস্ত। এক পলকে বাণীর তামাম পরিকল্পনা উলটপালট হয়ে গেল। আলীকে বিয়ে করার চেয়ে আলীর প্রাণ বাঁচানো অধিক জরুরী বোধে আলীকে নিয়ে বাণী তখনই পরামর্শে বসলো।

বাণী বললো– ঘটনাটা তো শুনলে। নামটা তখন ঐ ভাবে অঘোরলালকে না বললে হয় তো এতো কিছু ঘটতো না। সে যাক। যা ঘটবার তা তো ঘটেই গেল। এখন যে কোন সময় তোমার প্রাণ বিপন্ন হতে পারে। কাজেই, আর মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করে তুমি এক্ষুণি চলে যাও এখান থেকে। সাঁঝের আগেই গোপনে কলিকাতা ত্যাগ করা চাই। এর কোন বিকল্প নেই।

আলী হতাশকণ্ঠে বললো–হ্যাঁ, সেইটেই করা উচিত হবে এখন। এটা একেবারেই অচেনা দেশ আমার। শ্বাপদ সংকুল দেশ। প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোন সাধ্যই এখানে আমার নেই। সুতরাং তুমি যেতে দিলে এখনই বেরিয়ে পড়বো আমি।

বাণী ধরা গলায় বললো– যেতে দিতে মন কি আদৌ চায়? কিন্তু বিপদে নিয়ম নাস্তি। পরিকল্পনা যা কিছু করেছিলাম, সে সব পড়ে মরুক তুমি ভালয় ভালয় এখান থেকে ফিরে যেতে পারলেই আমি খুশি। তোমার প্রাণের চেয়ে আর কোন কিছুই আমার কাছে বড় নয়।

ঃ বাণী।

ঃ ভগবান করুন, বিয়ে আমাদের অবশ্যই হবে। এখানে হলো না-এই যা। সামনের এই এক বছরের মধ্যে চাকুরী বাকুরী নিয়ে তুমি ওখানে কিছুটা সেটেল্ হতে পারলেই, আমি চলে আসবো তোমার কাছে আর আমাদের বিয়েটা ওখানেই হবে তখন।

ঃ হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে বেরিয়ে পড়ি-

ঃ পড়ো–

ট্যাঁকে কিছু অর্থ গুঁজে দিয়ে অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে বাণী তখনই পেছন দরজা দিয়ে আলীকে সন্তর্পণে বের করে দিলো এবং যতক্ষণ আলী এই বাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে না যায়, ততক্ষণ চেয়ে রইলো সেই দিকে।

আলীকে বিদায় করে দেয়ার পর কুসুমবালা ও রাজ্যেশ্বরকে সাথে নিয়ে বাণীও বাড়ি থেকে ফাঁকে গিয়ে রইলো। সাঁঝ ওয়াক্তে বাড়িতে কেও রইলো না।

সাঁঝওয়াক্তে সত্যি সত্যিই বিশ-পঁচিশজন লোকের একটা দল হা-রা-রা রবে হানা দিলো বাণীর বাড়িতে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল হলো না। অনেক খোঁজা খুঁজি করে কোথাও কাউকে না পেয়ে, বাড়ির আসবাবপত্রগুলো তছনছ করে রেখে বেরিয়ে গেল তারা।

www.pathagar.com

৯

কলিকাতা থেকে ঢাকায় মোটামুটি নিরাপদেই ফিরে এলো মুহম্মদ আলী। ছোটখাটো বিপদ মুসিবত হলেও সেগুলো ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ফিরে এসে কলিকাতার তামাম ঘটনার কথা মুহম্মদ আলী সবিস্তারে আবুজাফর সরকার ও তাঁর বিবি রাবেয়া বেগমকে বর্ণনা করে শুনালো। বিশেষ জোর দিল বাণীর দাদাদের চক্রান্তের উপর। সেই ভয়ানক চক্রান্তের কথা শুনে মাথায় হাত দিলেন সরকার দম্পতি। সরকার সাহেব সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন– কি সাংঘাতিক। এমন অবস্থার মধ্যে থেকে আপনি যে ভালয় ভালয় ফিরে আসতে পেরেছেন, এ জন্যে আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করুন। এই চক্রান্তের খবরটা ভাগ্যক্রমে তখনই জানতে না পারলে যে পরিস্থিতি কি হতো, তা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ভয়ে।

মুহম্মদ আলী বললো– হ্যা, ভয়েরই কথা। তবে সত্যি সত্যিই ঐ ঘাতকদল বাণীর বাড়িতে হানা দিলো, না এটা তাদের তর্জন গর্জনই ছিল কেবল, তা জানতে পারলাম না!

জবাবে সরকার সাহেব ঠেশ দিয়ে বললেন– সে জন্যে খেদ হচ্ছে বুঝি? তাহলে আর পালিয়ে এলেন কেন? থেকে গিয়ে খেদটা পূরণ করে নিলেই পারতেন?

মুহম্মদ আলী স্মিতহাস্যে বললো– বড় ভাই!

সরকার সাহেব সাবধান করে দিয়ে বললেন– খবরদার-খবরদার। এমন খেদকে আর জীবনেও কখনো স্থান দেবেন না মনে। আপনার বর্ণনা থেকেই বুঝতে পেরেছি, এদেশে থাকতেই বাণীর দাদাদের কি পরিমাণ আক্রোশ ছিল আপনার উপর। আর আক্রোশটাও তাঁদের সঙ্গত। একজন অনাথ-এতিম মুসলমান হয়ে একজন সেরেফ হিন্দু কন্যারই নয়, হিন্দু জমিদার কন্যার আপনি জাতকুল মারবেন, আর দুর্দান্ত প্রতাপশালী হওয়া সত্ত্বেও তার জমিদার দাদারা তা চেয়ে চেয়ে দেখবে– এটা কি কোন চিন্তা করার কথা? এদেশে থাকতেই যে আপনাকে খতম করে দেননি, সেইটেই আপনার বিরাট খোশনসীব। পাকিস্তান হয়ে না গেলে হয়তো তা তাঁরা দিতেনও। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে ঐ দেশে গিয়ে আপনি একদম তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকেছেন। এরপর আর কি রেহাই পাওয়ার কথা, না রেহাই কেউ দেয়? সত্যিই নসীব আপনার অত্যন্ত শানদার– এ কথা আমাকে বলতেই হবে!

মুহম্মদ আলী বললো– হ্যাঁ বড় ভাই, এক্ষেত্রে সত্যিই শানদার বলতে পারেন। নইলে ঐ সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে বিনোদিনী নামের ঐ দাসীটা এই খবর পৌছে দিতে আসবে কেন?

www.pathagar.com

ঃ বেঁচে গেছেন। বরাতের জোরে বেঁচে গেছেন। এই জন্যেই তো প্রথম যেদিন কলিকাতায় যাওয়ার প্রসঙ্গ আমাদের কাছে তুলেছিলেন, আমি বলেছিলাম, আপনার ক্লাশফ্রেণ্ড আপনাকে কিছুটা পাত্তা-আমল দিলেও, তার পরিবারবর্গ তা দেবেন তো? আপনি মোক্তাছার বলেছিলেন, বাণী পৃথক অন্নে বাস করে আর তাই তাদের নিয়ে আপনার কোন মাথাব্যথা নেই। এবার টের পেলেন তো ঠ্যালাটা?

সরকার সাহেবের বিবি রাবেয়া বেগম সাহেবা এতক্ষণ চুপচাপ এঁদের কথা শুনছিলেন। এবার তিনি ফোঁশ করে বলে উঠলেন– শুধু আলী সাহেবের দিকটা নিয়েই যে বক বক করছেন সারাবেলা? ওদিকে ঐ মেয়েটার কি হাল হলো এরপর, সে দিকটাতো একটুও ভাবছেন না? একেই বলে পুরুষের পক্ষপাতিত্ব। মেয়েদের নিয়ে কোন মাথাব্যথাই নেই তাদের!

সরকার সাহেব বললেন– মাথাব্যথা থাকবে না কেন? তবে আলী সাহেবের মতো এতবড় কোন বিপদ তার উপর আসবে না- এটা আশা করা যায়। কারণ, হাজার হলেও সে তাঁদের বোন আর হিন্দু মেয়ে। চরম কিছু করতে চাইলে, ওদের ঐ হিন্দু সমাজ নীরবে চেয়ে দেখবে না। এ ছাড়া, তার শুভাকাঙ্ক্ষী একটা পরিমণ্ডলও সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। বাণীর বিপদ হলে সবাই এরা ছুটে আসবে প্রতিবাদ নিয়ে। ছুটে আসবে তার সাহায্যে। যা ইচ্ছে তাই করতে চাইলেই তা করতে পারবে না তার দাদারা। তবে হ্যাঁ, শাসন গর্জন করার সাথে পরোক্ষভাবে কিছু অসুবিধা তাঁরা করতেই পারেন মেয়েটার। এখানে বসে তা নিয়ে আমরা ভেবে কি করবো?

ঃ কি করবেন বলেই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিলেন? আলী ভাইকে বিয়ে করার তামাম প্রচেষ্টাই যে মেয়েটার বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, এ নিয়ে কিছু ভাববেন না? কিভাবে শাদিটা তাদের সম্ভব হতে পারে– এ নিয়ে তো চিন্তাভাবনা করার কিছু আছে? আহারে! হিন্দুর মেয়ে হয়ে একজন মুসলমানকে শাদি করার এমন দুর্বার আগ্রহ এ দুনিয়ায় দুর্লভ! একেই বলে মুহব্বত। সার্থক প্রেম!

সরকার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে রসিকতা করে বললেন– আর আমাদের প্রেমটা বুঝি অসার্থক ছিল? তোমার চিঠি পেয়ে ঐযে ঝড়-বাদলা মাথায় করে গিয়ে তোমাকে শাদি করে নিয়ে এলাম, এটা বুঝি প্রেম নয়? এ প্রেমের বুঝি কোন দাম নেই?

লজ্জায় জড়সড় হয়ে রাবেয়া বেগম অস্ফুট কণ্ঠে বললেন– ছিঃ! মরণ আর কি!

সরকার সাহেব উদ্বেল কণ্ঠে বললেন– না-না, এখনই মরণটা ডেকে এনো না। ঐযে শুনলে না, আমাদের আলী ভাই পাশ করে বেরিয়ে একটা চাকুরী বাকুরী নিলেই, বাণী সাহেবা চলে আসবেন এখানে আর এখানে এসে বিয়ে করবেন আলীকে। বিয়েটা তো অন্য কোথাও হতে আমি দেবো না। বিয়ের অনুষ্ঠান এই বাড়িতেই করে তবে ছাড়বো। ততদিন মরণটা ঠেকিয়ে রাখো। বিয়েটা দেখার পর না হয় আমার গলা ছেড়ে দিয়ে মরণের গলা জড়িয়ে ধরো।

www.pathagar.com

ঃ ছিঃ! এই লোকটার সাথে কথা বলাই বিপদ।

রাবেয়া বেগম নিকটেই আড়ালে বসেছিলেন। ঝট্‌কা মেরে উঠে সেখান থেকে সরে গেলেন তিনি। তাঁকে উদ্দেশ্য করে সরকার সাহেব বললেন– যেও না-যেও না। আর একটা কথা শুনে যাও। দুজনের ঠিকানাই কিন্তু দুজনের জানা এখন। আলী সাহেবের নামে এখন চিঠি আসবে ঘন-ঘন। আমরা তো সব সময় বাড়িতে থাকিনে। বাড়িতে থাকো তুমি। চিঠিগুলো গুছিয়ে রাখবে ঠিকই কিন্তু ভুলেও যেন কোন চিঠি খুলো না। পরের চিঠি খোলা কিছুতেই ঠিক নয়, বুঝেছো? বলেই সশব্দে হেসে উঠলেন সরকার সাহেব।

ঢাকায় ফিরে এসে ফের পড়শুনায় মনোনিবেশ করলো মুনশী মুহম্মদ আলী। আল্পদিনেই ফল বেরুলো অনার্স পরীক্ষার। আলীর আশাটা পূর্ণ হয়েছে পুরোপুরি। অনার্সে সে ফার্স্টক্লাশও পেয়েছে, প্রথম স্থানও পেয়েছে। এম.এ.পড়ার জন্যে তার আর কোন অর্থ চিন্তা রইলো না। কিছু পরিমাণ অর্থ কলিকাতা থেকে আসার কালে বাণী তাকে দিয়েছিল। অধিক পরিমাণে দেয়ার আগ্রহ থাকলেও. পথে সেই অর্থই আলীর প্রাণনাশের আর একটা কারণ হতে পারে আশংকায় বাণী তা দেয়নি। বাণীর দেয়া সেই অর্থেই এম.এ. তে ভর্তি হয়ে আলী ফের মন দিলো পড়াশুনায়।

পড়াশুনা এগিয়ে চললো আলীর আর সেই সাথে জটিল থেকে জটিলতর হতে লাগলো দেশের অবস্থা। ঢাকার বাইরে তেমন না হলেও, হৈ চৈ আর হট্টগোলে ঢাকা শহর পূর্বাপর অস্থির হয়েই রইলো। এতে করে পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটাই নয় শুধু, যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটাও অনিশ্চিত হয়ে গেল। সরকার বিরোধী আন্দোলন দিনের পর দিন জোরদার হতে লাগলো। সরকার কতৃক পরীক্ষাটা বিলম্বিত না হলেও, পরীক্ষা দেবো না বলে কখন যে ছাত্রেরা আওয়াজ তুলে বসে-তার ঠিক কি? আর সে আওয়াজ উঠলে পরীক্ষাটা আবার যে কয়মাস পেছনে চলে যাবে তা কে বলতে পারে? অথচ তর সইছে না আলীর। বাণীর ঐ অস্বস্তিকর প্রতীক্ষমান জীবনের কথা চিন্তা করে আলীও চরম অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। পরীক্ষাটা শেষ হলেই আর যথাসময়ে ফল বেরুলেই একটা চাকুরী যোগাড় করতে পারবেই সে, হয়তোবা ইউনিভারসিটিতেও হয়ে যেতে পারে চাকুরীটা– এই রকমই আলীর চিন্তাভাবনা। চাকুরী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাণীকে তা জানালে, চলে আসবে বাণী- আলীর এই প্রত্যাশা। কিন্তু সে প্রত্যাশা তার কবে পূরণ হবে, যথা সময়ে হবে কিনা আল্লাহ মালুম।

রাজনৈতিক অবস্থাটাই আলীর এই সব দুর্ভাবনার কারণ। যুক্তফ্রন্টের সরকার ভেঙে যাওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন চলতে থাকে আর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মীর্জাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করা হয়। দেশের শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালের জুন মাসে নির্বাচন হয় এবং

www.pathagar.com

নবনির্বাচিত দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠিত হয়। ঐ বছরই অক্টোবর মাসে গোলাম মোহাম্মদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে, তার স্থলে ইস্কান্দার মীর্যা পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র গৃহিত হলো এবং ২৩ শে মার্চ থেকে তা কার্যকরী করা হলো। গড়িমসি করে হলেও চৌধুরী মুহম্মদ আলী ও এ.কে.ফজলুল হকের অক্লান্ত চেষ্টায় ছয় মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ হলো। শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত করা হলো এবং ইস্কান্দার মীর্জা প্রথম প্রেসিডেন্ট ঘোষিত হলেন। এটিই হলো পাকিস্তানের সর্বপ্রথম শাসনতন্ত্র। এর পরবর্তী ইতিহাস বলতে গেলে, একটার পর একটা ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পতন আর তা নিয়ে এন্তার হৈ চৈ এর ইতিহাস।

মুনশী মুহম্মদ আলীর নসীব ভাল। এত শতের পরও এম.এ. পরীক্ষাটা যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলো এবং এই বছরের (১৯৫৬ সালের) আগষ্ট মাসের প্রথম থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার বিজ্ঞপ্তি এলো। মুহম্মদ আলী কোমর বেঁধে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো পরীক্ষার।

ওদিকে কলিকাতায় শুরু হলো আর এক নাটক। শুরু হলো বাণীর জীবনে এক নতুন অধ্যায়। ঘটনাটা ঘটে গেল একেবারে অকস্মিকভাবে। অথচ ব্যাপারটি যেমনই অভিনব তেমনই অকল্পনীয়। কলিকাতা থেকে আলীর সেই পালিয়ে আসার কিছুদিন পরের ঘটনা। শুধু ঘটনা বললে ঠিক বলা হয় না। বলা যায় ঘটনাগুলো। শুরুটা বাস্তাবিকই আকস্মিকঃ

ছুটে আসছে কলিকাতামুখী দিল্লী এক্সপ্রেস। একটা কামরাতে পাশাপাশি বসে আছেন দুই প্রৌঢ়। দুইজনই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। পোশাকে আর আবরণে এমনটাই মনে হচ্ছে। এঁদের একজন মাঝপথে উঠেছেন। ভিড়ের মধ্যে তিনি অপরজনের পাশে এসে বসেছেন। কোন পরিচয় বা কথাবার্তা হয়নি। সামনের স্টপেজে বড় একটা উৎসব ছিল হিন্দুদের। সেখানে এসে ট্রেনটা ফাঁকা হয়ে গেল। সকালও হয়ে গেল পুরোপুরি। হাতমুখ ধুয়ে এসে দুইভদ্রলোক ফের পাশাপাশি বসলেন। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে এক ভদ্রলোক চা-ওয়ালাকে কাছে ডেকে বললেন– চা দাও এক কাপ। মাটির পটে করে চা-ওয়ালা তাঁকে এক পট চা দিতেই দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন– আমাকেও দাও একপট।

চা-ওয়ালা তাকেও একপট দিলো। তাঁরা চা-খাওয়া শেষ করতেই ছেড়ে দিলো ট্রেন। দাম নেয়ার জন্যে চা-ওয়ালা দৌড়াতে লাগলো ট্রেনের পাশাপাশি। তাড়াহুড়া করে প্রথম ভদ্রলোক দুইপটের দাম দিয়ে দিলেন চা-ওয়ালাকে। এরপর সুস্থ হয়ে বসতেই দ্বিতীয় ভদ্রলোক পয়সা বের করে বললেন– এই যে দাদা, আমার চায়ের দামটা নিন।

www.pathagar.com

প্রথম ভদ্রলোক সেদিকে একটু চেয়ে থাকার পর হেসে বললেন– আরে না-না, কি আর এমন দাম! ওটা দিতে হবে না।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক আপত্তি তুলে বললেন– না-না, তা কি করে হয়? আমার চায়ের দাম আপনি দেবেন–

ঃ তাতে কি হয়েছে? এক সাথে আছি আমরা এখন। আপনি আমার সহযাত্রী। সহযাত্রী বন্ধু। এক কাপ চা তো আমি খাওয়াতেই পারি আপনাকে।

হাসতে লাগলেন প্রথমজন। দ্বিতীয়জন আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন– তা পারেন। তবে–

ঃ ঐ সব তবে টবে রাখুন তো! এই সামান্য পয়সা কয়টা নিতে আমাকে বাধ্য করবেন না। আমার জন্যে এটা বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

অগত্যা পয়সা কয়টা ফের পকেটে রাখতে রাখতে দ্বিতীয় ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন– আপনি দেখছি বড় অদ্ভুত লোক! তা দাদার গন্তব্যস্থল কোথায়? মানে কোথায় যাবেন?

প্রথম ভদ্রলোক বললেন– এই কলিকাতাতেই। আপনি?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন– আমিও-আমিও। তা কলিকাতায় কোথায় যাবেন?

ঃ রাইটার্স বিল্ডিং-এ।

ঃ আচ্ছা। বাড়ি কি আপনার কলিকাতায়?

ঃ না, ঠিক কলিকাতায় নয়। আপনার বুঝি কলিকাতায়?

ঃ আজ্ঞে-আজ্ঞে। কলিকাতাতেই থাকি আমি এখন।

ঃ দাদার নামটা জানতে পারি কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন– আমার নাম ডা. হরেন্দ্রনাথ মল্লিক। আমি একজন এম.বি.বি.এস ডাক্তার। আপনার?

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন– আমার নাম কাজী মঞ্জুরুল ইসলাম। সংক্ষেপে কে.এম. ইসলাম।

এ কথায় একটু থেমে গেলেন ডা. মল্লিক। পরে ফের প্রশ্ন করলেন তা রাইটার্স বিল্ডিং-এ আপনার কাজ কি দাদা? ওখানে বুঝি চাকুরী করেন?

কাজী মঞ্জুরুল ইসলাম সাহেব বললেন– আগে করতাম। দেশ বিভাগের পরের বছরই রিটায়ার করেছি আমি। কিছু পাওনা-টাওনা বাকী ছিল। চিঠি পেয়ে সেটা আনতে যাচ্ছি।

ঃ কোথা থেকে আসছেন এখন?

ঃ ডাব্‌লিন থেকে। মানে, আয়্যারল্যান্ডের ডাব্‌লিন শহর থেকে।

তাঁর দিকে দ্রুত ঘুরে বসলেন ডা. মল্লিক। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন– ডাবলিন থেকে? ওখানেই থাকেন বুঝি?

www.pathagar.com

ঃ জি, আপাতত তাই আছি। নিজের কোন ছেলেমেয়ে নেই তো, দেশে তেমন কোন আত্মীয়ও নেই। তাই আমরা বুড়োবুড়ি দুইজন ওখানে এক ভাগ্নের কাছে আছি।

ঃ আসল বাড়িটা কোথায় তাহলে?

ঃ পূর্ববঙ্গের যশোরে। ওটা এখন পূর্ব পাকিস্তানে পড়েছে।

আরো অধিক আগ্রহী হয়ে ডাক্তার মল্লিক বললেন– যশোরে? নামটা আপনার কি যেন? মি. কে.এম. ইসলাম?

ঃ জি-জি।

ঃ কি চাকুরি করতেন আপনি? মানে, কিছু মনে করবেন না, কি ধরনের চাকুরি ছিল আপনার?

ঃ প্রশাসনিক। আমি বৃটিশ আমলের বি.সি.এস। রিটায়ার করার সময় ঐ রাইটার্স বিল্ডিংয়েই ছিলাম।

দুইচোখ বিস্ফারিত করে ডাক্তার মল্লিক বললেন– এ্যাঁ, তাই নাকি? আপনি কি তাহলে সেই ব্যক্তি? মানে, আপনি কি কখনো বারাসতের ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছিলাম।

ঃ এ্যাঁ? ছিলেন?

ঃ হ্যাঁ, ছিলাম। তা আপনি জানলেন কি করে?

ডাক্তার মল্লিক ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন– আমি জানি মানে, আমার বাড়িও যে ঐ বারাসতে। ডাক্তারী শুরু করার পর থেকে এই কলিকাতায় আছি। তা সে যাক। আপনি বলুন তো, আপনি কি কখনো ক্যালকাটা ম্যাটারনিটি সেন্টারে এসেছিলেন, আপনার স্ত্রীকে নিয়ে?

ঃ হ্যাঁ, এসেছিলাম। আমার স্ত্রীর ডেলিভারী কেস নিয়ে এসেছিলাম।

ডাক্তার মল্লিক ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠলেন। অস্থির কণ্ঠে বললেন– ইউরেকা ইউরেকা! আপনার স্ত্রী একটা মৃত কন্যা সন্তান প্রসব করেন– তাই নয়?

ঃ হ্যাঁ–হ্যাঁ, তাই। কিন্তু–

মি. ইসলামেরও বিস্ময়ের অবধি রইলো না। অবাক বিস্ময়ে তিনি ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ডাক্তার মল্লিক খপ করে মি. ইসলামের দুই হাত চেপে ধরে বললেন– পেয়েছি! পেয়েছি! ওরে দাদারে, আপনিই সেই মি. কে.এম. ইসলাম? হায়-হায়-হায়! কিছুদিন হলো, কতই যে খোঁজ করছি আপনার, কিন্তু আর আপনার কোন খোঁজ খবর পাচ্ছিনে!

ঃ তার অর্থ?

ঃ আমাকে ক্ষমা করুন দাদা, আগে আমাকে ক্ষমা করুন। সেই ম্যাটারনিটি সেন্টারে এক নজর দেখা, এরপর কতদিন হয়ে গেল।

www.pathagar.com

ডাক্তার মল্লিক ছটফট করতে লাগলেন। অপরিসীম বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে মি. ইসলাম বললেন– আরে-আরে, কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি এমন করছেন কেন? ঘটনা কি?

অনুতপ্ত কণ্ঠে ডা. মল্লিক বললেন– পাপ-পাপ! মহাপাপ দাদা। সেই পাপ মুক্তির প্রয়োজনেই খোঁজ করছি আপনার।

ঃ মহাপাপ! কি পাপ।

ঃ চুরি। সন্তান চুরি।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আপনার স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করেননি। জীবিত সন্তানই প্রসব করেছিলেন তিনি। ফুটফুটে একটি কন্যা সন্তান। ঐ ম্যাটারনিটি সেন্টারের আমিই তখন ছিলাম ইনচার্জ ডাক্তার।

এবার মি. ইসলামও আওয়ারা হয়ে উঠলেন। রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন– তারপর?

ডাক্তার বললেন– সেই সন্তান সেদিন চুরি করি আমি।

মি. ইসলাম বললেন– এ্যাঁ সেকি! চুরি করলেন? চুরি করে কি করলেন?

ঃ একজনকে দিয়ে দিলাম।

ঃ দিয়ে দিলেন? কাকে দিলেন?

ঃ পূর্ব বঙ্গের এক জমিদারকে। মানে, সেই জমিদারের স্ত্রীকে। এই কলিকাতাতেও একটা বাড়ি আছে তাঁদের।

ঃ বলেন কি! তাহলে? বলুন ডাক্তার, তাহলে? আমার সেই মেয়ে তাহলে কি বেঁচে আছে আজও, না মরে গেছে, বলুন?

ডাক্তার মল্লিক ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন– বেঁচে আছে দাদা, আজও বেঁচে আছে। ইদানিং তারও খোঁজ আমি পেয়েছি। আপনার মেয়ে এখন এই কলিকাতাতেই আছে।

ঃ এসব কি বলছেন আপনি? আমি কি স্বপন দেখছি, না আপনি আমাকে কল্পকাহিনী শোনাচ্ছেন?

ঃ না দাদা, কাহিনী নয়। কৃত অপরাধের তীব্র দংশন সহ্য করতে না পেরে সত্যটা উন্মোচন করছি আমি। আপনি এখন আমাকে মারুন, কাটুন, যা হয় তাই করুন।

ঃ আশ্চর্য! তাহলে সেই চুরিটা করলেন কিভাবে?

ঃ আমি পেসেন্ট লিস্ট দেখে সব তথ্য জেনেছি। সেটা ছিল ৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৪ সন। সেই ক্যালকাটা ম্যাটারনিটি সেন্টারে সেই জমিদারের স্ত্রী আর আপনার স্ত্রী এক সাথে দুইজন দুই কন্যা সন্তান প্রসব করেন।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ বছরের ঐ তারিখেই আমার স্ত্রী সেখানে এক মৃত কন্যা সন্তান প্রসব করেন। মানে, তাই দেখলাম আর জানলাম।

www.pathagar.com

ডাক্তার বললেন– না, আপনার স্ত্রী জীবিত কন্যাই প্রসব করেন। মৃত কন্যা প্রসব করেন ঐ জমিদার পত্নী।

ঃ আচ্ছা!

ঃ আমি আমার নার্সদের দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সন্তান দুটো বদল করে ফেললাম। ঐ জমিদারের এক বোন আর আমার নার্সরা ছাড়া, ওখানে তখন আর অন্য কোন লোক ছিল না। তারা মৃত সন্তানটা আপনার স্ত্রীর কাছে আর আপনার জীবিত সন্তানটা জমিদারের স্ত্রীর কাছে শুইয়ে দিলো। অবসন্ন ও অচেতন প্রসূতিরা কিছুই টের পেলেন না।

মি. ইসলাম আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন– ডাক্তার।

ডাক্তার বললেন– বদল করার আগে আমি জানতাম না, উনিই আপনার স্ত্রী। মানে, বারাসতের ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী। আগে সেটা বুঝতে পারলে হয় তো এ সাহস করতাম না। একজন হাকিমের বাচ্চা চুরি করার সাহস নিশ্চয়ই আমার হতো না। বুঝতে পারলাম কাজটা সম্পন্ন হওয়ার পর। বুঝতে পেরেও তখন আর করার কিছু ছিল না।

ঃ কেন ছিল না?

ঃ কারণ, এরপর ওটা শোধরাতে গেলে আপনারা কোন পক্ষই আমাকে ছেড়ে কথা বলতেন না। তাই সেধে বিপদ ঘাড়ে নিতে চাইনি।

ঃ কি সাংঘাতিক! তাহলে এমন কাজ করলেন কেন?

ঃ পয়সার লোভে দাদা। প্রচুর পয়সার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি।

ঃ তাহলে আজ আর এ কথা প্রকাশ করছেন কেন?

ঃ পাপের প্রতিফল তীব্র হয়ে উঠেছে দাদা। আর সইতে পারছিনে, তাই। তিনি তিনটে সন্তান ছিল আমার। ঐ ঘটনার পরে কয়েক বছরের ব্যাবধানে তিনটে সন্তানই আমার মারা গেল পরপর। এর পরে আরো কয়েকবার সন্তান প্রসব করলেন আমার স্ত্রী। কিন্তু প্রতিবারেই অতঃপর মৃত সন্তান প্রসব করতে লাগলেন তিনি। এই শেষ বয়সে যদিও বা একটা জীবিত সন্তান প্রসব করলেন, সে সন্তানটি হলো বিকলাঙ্গ। ডিফর্মড। অনেক চেষ্টা করেও তার বডিটা আর ফর্মে আনতে পারছিনে। এতে করে আমি আর আমার স্ত্রী উভয়েই এখন একমত যে, এটা আমারই পাপের ফল। তীব্রভাবে অনুভব করছি, একজনের কোল খালি করারই প্রতিফল এটা।

ডাক্তার সাহেব!

ঃ যতই অনুভব করছি, ততই অনুশোচনায় তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছি আমি। কয়েক বছর আগে থেকেই তাই খোঁজ করছি আপনার। আমার পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যে আর আপনার সন্তান আপনাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে হণ্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি আপনাকে। কিন্তু কোথাও আপনাকে পাচ্ছিনে। না যশোরে, না বারাসতে, না এই কলিকাতায়।

www.pathagar.com

ফের উদ্বেলিত কণ্ঠে মি. ইসলাম বললেন– ডাক্তার বাবু!

ডাক্তার বাবু বললেন– চলুন দাদা, ভগবান যখন আজ সদয় হয়েছেন, আপনার সন্তান আপনি ফিরিয়ে নেবেন, চলুন– হতবুদ্ধিভাবে মি. ইসলাম বললেন– এ্যাঁ! ফিরিয়ে নেবো? আমার সন্তান আপনি ফিরিয়ে দেবেন আমাকে?

ঃ অবশ্যই দেবো। আপনি নিতে চাইলেই দেবো।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে মি. ইসলাম কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ডা. মল্লিকের দিকে। এরপর ক্লীষ্ট হাসি হেসে তিনি করুণ কণ্ঠে বললেন ফিরিয়ে নেবো? হুঁ! কি যে বলেন ডাক্তার? এতদিন পরে তা ফিরিয়ে নিতে চাইলেই কি আর তা ফিরিয়ে নেয়া যায়?

ঃ কেন যায় না?

ঃ এ কথা তাঁরা বিশ্বাস করবেন কেন? ওটা আমার সন্তান, তাঁদের সন্তান নয়– এ ব্যাপারে তাঁরা নিসন্দেহ হবেন কি করে?

ঃ হতেই হবে তাঁদের। তাঁদের এক আপনজনই টাকা দিয়ে এ কাজটি করিয়ে নিয়েছিলেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি আজও জীবিত আছেন আর এ নিয়ে কথাও হয়েছে আমার সাথে। তিনিও কৃত এই অপরাধের জন্য অনুতপ্ত। বিশেষ করে সেই জমিদার বাবু আর তাঁর সেই স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে আপনার মেয়েটা এখন অনেকখানি অনাথ হয়ে পড়েছে। তা দেখেও তিনি এই সত্যটা প্রকাশ করতে আগ্রহী। কিন্তু আপনার হদিস বের করতে না পেরে আমরা মুখ খুলিনি কেউ। কারণ, এতে করে ঐ মেয়েটা আরো অসহায় হয়ে পড়বে। সে মুসলমানের মেয়ে– এটা প্রকাশ পেলে, তার অবস্থা হবে না ঘরকা, না ঘাটকা। একদম নিরাশ্রয় হয়ে যাবে সে।

ঃ ডাক্তার বাবু!

ঃ তা ছাড়া, সেই জমিদারের ম্যানেজার আশুতোষ বাবুও উপস্থিত ছিলেন সেই প্রসবের সময়। বোধ করি ব্যাপারটা তিনিও কিছু কিছু টের পেয়ে থাকবেন। আমার সেই নার্সেরাও সত্য কথা বলবে।

ঃ কিন্তু এসব লোক যোগাড় করবো কি করে?

ঃ যা করার সব আমিই করবো। আপনি শুধু সাথে থাকবেন।

ঃ ডাক্তার।

ঃ আমার পাপ খণ্ডনের এমন মওকা আজ আর আমি ছাড়বো না দাদা। দয়া করে সে সুযোগটা আমাকে দিন।

মি. ইসলামের শরীরে তখন রীতিমতো কাঁপন ধরে গেছে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বললেন– সত্যি বলছেন ডাক্তার বাবু? সত্যিই আমার মেয়ে বেঁচে আছে আর তাকে ফিরে পাবো আমি? ও পক্ষের লোকেরা কি সত্যিই ফিরিয়ে দেবেন আমার মেয়েকে?

রুমালে চোখ মুছলেন মি. ইসলাম। ডাক্তার মল্লিক জোর দিয়ে বললেন না দিয়ে যাবেন কোথায়? একাধিক চাক্ষুস প্রমাণ হাতে আছে আমার। আমি নিজেও ঐ

www.pathagar.com

পরিবারের অনেকের কাছে অনেকখানি পরিচিত লোক এখন। সব চেয়ে বড় কথা, আপনার মেয়ের ওখানে আপন বলতে কেউ নেই। যারা আছেন সবাই তাঁরা সৎভাই আর সৎ মায়ের লোকজন। খুবই আঁকড়ে ধরে রাখার কারণ তাঁদের না থাকারই কথা। এমন দরদী কেউ আর নেই ওখানে।

মি. ইসলাম আকুল কণ্ঠে বললেন– তাহলে চলুন ডাক্তার, ট্রেন থেকে নেমেই আমরা ঐ লোকজনদের যোগাড় করে নিই। আর সবাইকে নিয়ে সরাসরি হাজির হই ঐ জমিদারের বাড়িতে। নিঃসন্তান মাতাপিতার শূন্য কোল পূরণ করে দেবেন, চলুন।

ডাক্তার মল্লিক দ্বিগুণ উৎসাহে বললেন– অবশ্যই-আবশ্যই। এর বাইরে কোন কাজই আর নেই আজ।

তাঁদের কথার মাঝেই শিয়ালদহ স্টেশানে এসে ভিড়ে গেল দিল্লী এক্সপ্রেস। ট্রেন থেকে নেমে প্রয়োজনীয় লোকদের যোগাড় করে নিয়ে সেইদিনই বিকেলে তাঁরা এসে হাজির হলেন বাণীর দাদাদের অর্থাৎ বীরেনবাবুদের বৈঠকখানায়। সংবাদ গেল বাণীর কাছেও। তাদেরও ডেকে পাঠানো হলো।

লোকজন নিয়ে ডাক্তার মল্লিক ও মি. ইসলাম যখন বীরেনবাবুদের বৈঠক খানায় পৌঁছলেন, তখন বীরেনবাবুরা দুই ভাই বাড়ির বাইরে ছিলেন। বৈঠকখানায় তখন বীরেনবাবুদের সেই গ্রাম সম্পর্কের কাকা মোহিনীবাবু ও জগদীশচন্দ্র সাহা নামক এক ভদ্রলোক পাশপাশি বসে গল্পগুজব করছিলেন। এই জগদীশবাবু, অর্থাৎ জগদীশচন্দ্র সাহা বাবু, বাণীর ও বীরেনবাবুদের পিতা মহেনবাবুর ওরফে মহেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয়ের ক্লাশফ্রেণ্ড এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এ ছাড়া এই পরিবারের তিনি ছিলেন একজন একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী। বেশ কিছুদিন যাবত জগদীশ বাবু কলিকাতার বাইরে ছিলেন। কলিকাতায় ফিরে এসেই তিনি বন্ধু মহেনবাবুর ছেলেমেয়েদের, তথা বীরেন, নীরেন ও বাণীর খোঁজ খবর নিতে এখানে এসেছেন। মোহিনীবাবুকে পথে পেয়ে তিনি তাঁকে সঙ্গে করেই এসেছেন আর বৈঠকখানায় বসে আলাপরত আছেন।

একসঙ্গে এত লোককে বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখে জগদীশবাবুরা বেশ হকচকিয়ে গেলেন। অধিকাংশই অপরিচিত লোক। তবে এদের মধ্যে তিনজনকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন তাঁরা। এই তিনজনের একজন বীরেনবাবুদের পিতা মৃত মহেনবাবুর, অর্থাৎ জমিদার মহেন্দ্রনাথ সরকারের বয়োজ্যেষ্ঠা পিসতুতো বোন ইন্দুমতি দেবী। অপর দুইজন মহেনবাবুর এস্টেটের ম্যানেজার আশুতোষবাবু ও ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ মল্লিক। এঁদের মধ্যে ইন্দুমতি দেবী জগদীশবাবুর খুবই পরিচিতা জন এবং বয়সে কিছুটা বড় হেতু শ্রদ্ধেয়াজনও বটে। তাঁর উপর নজর পড়তেই জগদীশবাবু ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন– আরে, দিদি যে! সেকি দিদি, হঠাৎ আপনি? সঙ্গে ম্যানেজারবাবু, ডাক্তারবাবু আর এসব লোক! ব্যাপার কি?

www.pathagar.com

ইন্দুমতি দেবী এর জবাবে বললেন– ব্যাপারটা খুবই গুরুতর ভাই। খুবই অপ্রত্যাশিতও বটে। তা আপনি কলিকাতায় ফিরলেন কবে?

জগদীশবাবু বললেন– গতকাল। গতকালই এসেছি। তা আপনি কি এখন আবার কলিকাতার বাসাতেই ফিরে এসেছেন? অনেক দিন তো ছিলেন না।

ঃ হ্যাঁ, অনেক দিনই বটে। তবে ফিরেও এসেছি বেশ কিছুদিন হলো। বছর পার হয়ে গেছে।

ঃ আচ্ছা-আচ্ছা। আসুন, বসুন আপনারা সব।

প্রশস্ত বৈঠকখানার এক পাশে বেশ কয়েকখানা চেয়ার ও হেল্‌না বেঞ্চ পাতা ছিল। সবাই এসে বসে পড়লেন সেসব আসনে। ইন্দুমতি দেবী ফের জগদীশ বাবুকে প্রশ্ন করলেন– তা আপনারা দুইজন শুধু যে? বীরেনরা কি বাড়িতে নেই?

জগদীশ বাবু বললেন– না. দিদি। খবর পেলাম, সামনেই কোথায় যেন গেছে– এক্ষুনি এসে পড়বে। তা বলুন তো, কি ব্যাপার নিয়ে এসেছেন? কিছুটা শালিশ দরবারের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে?

ঃ হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই। শালিশ দরবারেরও অনেকটা উপরের ব্যাপার।

ঃ তাজ্জব! তাহলে কি ব্যাপার সেটা? আমাদের কি জানানো যাবে না?

ঃ যাবে না কেন? শুধু আপনাদের নয়, এ দুনিয়ার সবাইকে জানানোর ব্যাপার এটা। তবে কথাটা তোলার আগে বীরেনদের উপস্থিতিটা এখানে খুবই জরুরী। তাদের সামনে কথাটা তুললেই হয়।

তাই? তা আমরা কি তার আভাসটাও পেতে পারিনে দিদি?

ঃ আভাস কেন, পুরোটাই শুনাতে চাই আপনাদের। আপনার আর এই মোহিনীর এখানে উপস্থিতিটা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। যে সমস্যা নিয়ে এসেছি তার সমাধানে খুবই কাজে লাগবেন আপনারা।

মোহিনীবাবু বললেন– তাহলে সেই সমস্যাটা কি দিদি? বলুন না, একটু শুনি? সমস্যাটা কাকে বা কি নিয়ে?

ইন্দু দেবী বললেন– সমস্যাটা মহেনের মেয়ে বাণীকে নিয়ে।

মোহিনীবাবু চমকে উঠে বললেন– বাণীকে নিয়ে! সেকি? তার চরিত্রগত ব্যাপার স্যাপার কিছু নাকি?

এই সময় কুসুমবালা ও রাজ্যেশ্বর সহকারে বাণী এসে হাজির হলো সেখানে। ডাক্তার মল্লিকের লোকেরাই ডেকে আনলো তাকে। মোহিনীবাবুদের প্রশ্নের জবাবে ইন্দুমতি দেবী বললেন– তা-না, তা কিছু নয়। তার জন্মগত ব্যাপার। তার জন্মগত ব্যাপার নিয়েই আমরা এখানে এসেছি।

ঃ জন্মগত ব্যাপার!

ঃ হ্যাঁ। এই যে বাণীও এসে গেছে। তাহলে কথাটা এখন শুরু করা যায়।

মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে বাণী ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলো ইন্দু দেবীর মুখের দিকে। ডাক্তার মল্লিক এইসময় সবার অলক্ষ্যে বাণীর প্রতি ইংগিত করে মি.

www.pathagar.com

ইসলামকে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন– ঐ যে দাদা, ঐ মেয়েই আপনার মেয়ে। নাম বাণী। বাণী রানী সরকার।

বিস্ফারিত নেত্রে বাণীর দিকে চেয়ে রইলেন ইসলাম সাহেব। সুন্দর ও সুশ্রী বাণীকে দেখে ভরে গেল বুক তাঁর। অপলক নেত্রে তিনি চেয়ে রইলেন মেয়ের দিকে। ইন্দু দেবীর কথার জের ধরে জগদীশ বাবু বললেন– তাহলে শুরু করুন দিদি। বাণীর জন্মগত ব্যাপার, না কি যেন বললেন? কি সেই জন্মগত ব্যাপার?

ইন্দুমতি দেবী এবার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন– তা বললে আপনারা হয়তো ভীষণ চমকে যাবেন আর তা বিশ্বাস করতেও চাইবেন না। কিন্তু সেটা বলার জন্যেই আমি আজ এখানে এসেছি। কাজেই, ইতস্তত করলে আমার চলবে না। সত্যটা প্রকাশ আমাকে করতেই হবে।

দম বন্ধ করে ইন্দু দেবীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন সকলে। ইন্দু দেবী অতঃপর বললেন– জন্মগত ব্যাপার মানে, জন্মগতভাবে এই বাণী আমাদের মহেনের মেয়ে নয়। কোন হিন্দুর মেয়েও নয় সে।

শুনামাত্র অনেকেই কলরব করে উঠলেন– সেকি!

দুই হাতে মাথার দুইদিক চেপে ধরে বাণী আর্তনাদ করে বললো–পিসী!

ইন্দু দেবী ফের বললেন– বাণী একজন মুসলমানের মেয়ে আর এই যে এই ভদ্রলোক, তৎকালীন ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মি. কে.এম. ইসলাম, বাণীর আসল পিতা।

মি. ইসলামের প্রতি ইংগিত করলেন ইন্দু দেবী। আর এক দফা চমকে উঠে জগদীশ ও মোহিনীবাবু বলে উঠলেন– আসল পিতা মানে? তাহলে কি বাণীর মায়ের চরিত্র–

তাঁদের থামিয়ে দিয়ে ইন্দু দেবী বললেন– না-না, সেসব কিছু নয়। বাণীর মা বলে আপনারা যাকে জানেন, সে আসলেই মা নয় বাণীর। এই ইসলাম সাহেবের স্ত্রীই বাণীর আসল মা।

ইতিমধ্যে বাণীর দুই দাদা বীরেনবাবু ও নীরেনবাবু একসাথে এসে হাজির হলেন। বৈঠকখানায় ঢোকার পথেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু আভাস তারা পেলেন। তাই উচ্চবাচ্য না করে তারা নীরবে এসে বৈঠকখানায় বসলেন এবং ঘটনাটা শুনতে লাগলেন।

জগদীশবাবু ও মোহিনীবাবু ফের সমস্বরে প্রশ্ন করলেন– কি করে– কি করে? ব্যাপারটা খুলে বলুন তো?

ইন্দুমতি দেবী এবার প্রায় বাইশ বছর আগের সেই ক্যালকাটা ম্যাটারনিটি সেন্টারের ঘটনাটা একের পর এক বর্ণনা করে গেলেন। বর্ণনা শেষ করে বললেন– এই যে ইনিই সেই ডাক্তার মল্লিক। পরিস্থিতি অনুমান করে আমি আর মহেন বেশ কিছু টাকা পয়সা দিয়ে এঁকে আগেই হাত করে রেখেছিলাম। আমার সামনেই কর্তব্যরত নার্সেরা দুই বাচ্চা দুই দিকে পার করে দিলো। এই যে সেই নার্স দুইজনের একজন এই কিরণময়ী দাসী এখানে আজ উপস্থিত।

www.pathagar.com

ডাক্তার ও নার্সের প্রতি ইংগিত করলেন ইন্দু দেবী। ঘটনাটা আগা গোড়া শুনে সকলে হতবাক হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা ফুটলো না। এরপর জগদীশ বাবু সন্দেহাকুল চিত্তে প্রশ্ন করলেন– কিন্তু ব্যাপারটা অনেকখানি গোঁজামিলের ব্যাপার হয়ে গেল না দিদি? আপনারা আগেই কি করে জানলেন যে, মহেনের স্ত্রী, মানে মহেনের ঐ দ্বিতীয় স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করবেন? প্রসবের সাথে সাথে সন্তান বদল করতে হবে আর সেজন্যে ডাক্তার নার্সদের আগেই হাত করতে হবে– এসব অগ্রিম চিন্তা আপনাদের মাথায় কোথা থেকে এলো? এর সাথে, ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রীও ওখানে একই সাথে এক জীবিত কন্যা সন্তান প্রসব করবেন– এই অলৌকিক খবর কে আপনাদের দিলো?

এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে একটুখানি মুচকি হাসলেন ইন্দুমতি দেবী। একটু থেমে বললেন– এ প্রশ্নের জবাব এক কথায় হবে না। তাহলে গোটা পরিস্থিতিটাই ব্যাখ্যা করতে হবে আমাকে যদিও তা কারো কারো কাছে প্রীতিকর হবে না। তবু সত্যটা আজ আমাকে মেলে ধরতেই হবে। আপনারা জানেন, প্রথমা স্ত্রী আর সে পক্ষের সন্তানদের ঘোর আপত্তির বিরুদ্ধে মহেন ঐ দ্বিতীয় বিবাহ করেন। এতে করে ঐ দ্বিতীয় বউ ঘরে আনার পর থেকেই বেচারী বউ তার সতীন ও সতীনের সন্তানদের রোষাণলে পড়ে যায়। সেই রোষ আরো চরমে ওঠে যখন সে, অর্থাৎ মহেনের ঐ নতুন স্ত্রী, অন্তঃসত্ত্বা হয়। জমিদারীর অহেতুক আর অবাঞ্ছিত অংশীদার পয়দা হতে যাচ্ছে দেখে প্রতিপক্ষ আরো হিংস্র হয়ে ওঠে এবং গর্ভের সন্তানসহ প্রয়োজনে গর্ভবতীকেও হত্যা করার নানা কৌশল অবলম্বন করতে থাকে তারা। এ ব্যাপারটা মহেনের কাছেও একেবারেই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। মহেনের দ্বিতীয় স্ত্রী অতঃপর ভয়ংকর আতংকের মধ্যে জীবন যাপন করতে থাকে। পানাহারের সাথে কখন কে তাকে বিষ বা অন্য কিছু খাওয়ায়, এই আতংকে পানাহারটাই প্রায় ছেড়ে দেয় সে। একমাত্র মহেন নিজের হাতে তাকে কিছু খাওয়ালে তখনই সে খায়, অন্যথায় অনাহারেই কাটিয়ে দেয় দিনরাত।

একটু থেমে ইন্দু দেবী ফের বললেন– এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রসবের সময় চলে আসে। মহেন খুব ভালবাসতো আর বিশ্বাস করতো আমাকে। এ অবস্থায় মহেন এসে আমার শরণাপন্ন হলো আর আমার সাহায্য প্রার্থনা করলো। বললো, 'বাড়িতে ডেলিভারী হলে সেই নবজাত মোটেই নিরাপদ নয় বলে আমার স্ত্রী ভয়ানক আতংকিত হয়ে উঠেছে। অবশ্য তার সে আতংকের যথেষ্ট কারণও আছে। সে এখন অর্ধোন্মাদিনী। অহরহ বলছে, আমার সন্তানের যদি কিছু হয় তাহলে এ জীবন আমি রাখবো না। আমি আত্মহত্যা করবো।" আমি বললাম– 'তারপর?' মহেন বললো এই অবস্থায় আমি এখন কি করবো দিদি– তুমি বলে দাও। প্রসূতি আর নবজাতককে হেফাজত করার দায়িত্বটা তুমি নাও। তুমি ছাড়া আমার আর তো কেউ নেই দিদি! এই চরম মুহূর্তে তোমার সাহায্য না পেলে আমি পাগল হয়ে যাবো।"

www.pathagar.com

কি আর করি? মহেনের করুণ মুখের দিকে চেয়ে আমি রাজি হয়ে গেলাম। কয়েকদিনের জন্যে চলে এলাম তার বাড়িতে এবং প্রসবের দিন তিনেক আগে প্রসূতিকে নিয়ে গিয়ে ক্যালকাটা ম্যাটারনিটি সেন্টারে ভর্তি করে দিলাম। আমি সার্বক্ষণিকভাবে প্রসূতির সাথে রয়ে গেলাম আর মহেন ক্ষণেক্ষণেই সেখানে গিয়ে হাজির হতে লাগলো।

ইন্দু দেবী আবার একটু থামলে জগদীশ বাবু প্রশ্ন করলেন– তারপর?

ইন্দু দেবী ফের বলতে লাগলেন– প্রসবের আগের দিন প্রসূতির গর্ভে সন্তানের নড়াচড়া হঠাৎ করে একেবারেই নিস্তেজ হয়ে গেল। অনাহার আর অনিদ্রায় প্রসূতির শরীর অত্যন্ত দুর্বল থাকার কারণে সন্তানের নড়াচড়া কোন সময়েই তেমন একটা জোরদার ছিল না। এবার সেটা একেবারেই ক্ষীণ হয়ে গেল। পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– প্রসূতি জীবিত সন্তান প্রসব করবে, এমন আশা এক আনারও কম। যদি তা নিতান্তই করে– সেটা ভাগ্যের ব্যাপার।

শুনে মহেন আওয়ারা হয়ে গেল। ডাক্তার বাবু সরে যেতেই সে বললো, "মৃত সন্তান প্রসব করেছে দেখলে ও একদম আত্মঘাতী হয়ে যাবে দিদি। তার ধারণাই ঠিক বোধে, এ সংসারে আর থাকবে না। আত্মহত্যাই করে বসবে। কাজেই, পথ একটা দেখো দিদি। পথ একটা বের করতেই হবে। ভগবান না করুন, যদি মৃত সন্তানই প্রসব করে বসে, তাহলে একটা জীবিত সন্তান তৎক্ষণাৎই যোগাড় করতে হবে দিদি, নইলে প্রসূতিকে বাঁচানো যাবে না। এ নিয়ে তুমি ডাক্তারের সাথে কথা বলো। যত টাকা লাগে আমি দেবো।

ডাক্তার এবং নার্সদের প্রচুর টাকার প্রস্তাব দেয়ায় তাঁরা রাজী হলেন। ডাক্তার নার্সদের বললেন, "বর্তমানে অনেকগুলো আসন্ন-প্রসবা মেয়ে এই সেন্টারে আছে। সবার প্রতি নজর রাখো। যদি লাগালাগি দ্বিতীয় কেউ জীবিত সন্তান প্রসব করে আর এ প্রসূতি মৃত সন্তান প্রসব করে, তাহলে সংগে সংগে সন্তান দুটো বদল করে ফেলবে।"

নার্সেরা বললো, "যদি ঐ মুহূর্তে অন্য কোন প্রসূতিই সন্তান প্রসব না করে?" ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "সেটা এঁদের ভাগ্য। সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই।"

আবার একটু দম নিয়ে ইন্দু দেবী বললেন– ক্ষণটা মাহেন্দ্রক্ষণ ছিল। মহেনের স্ত্রী সত্যি সত্যিই একটা মৃত কন্যা সন্তান প্রসব করলো। ভগবানের কৃপায় ঠিক ঐ মুহূর্তেই একদম পাশের বেডে এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পত্নীও সন্তান প্রসব করলেন। জীবিত কন্যা সন্তান। আমি নার্সদের সাথেই ছিলাম। নার্সেরা সঙ্গে সঙ্গে সন্তান দুটি বদল করে ফেললো। সেই সন্তান এই বাণী।

কথা শেষ করে ইন্দু দেবী দম নিতেই মোহিনী বাবু বললেন– কি তাজ্জব! তাহলে মহেন বাবু প্রথম থেকেই জানতেন– এই সন্তান তাঁর নিজের সন্তান নয়?

www.pathagar.com

জবাবে ইন্দু দেবী বললেন– না, মহেন বা তার স্ত্রী কেউই এ কথা জানতেন না। সন্তানের প্রতি মহেনের দরদ কমে যাবে– এই মর্মে আমি আর ডাক্তার একমত হলাম। নার্সেরাও ব্যাপারটা বুঝলো। তাই ডাক্তারের পরামর্শে মহেনকে এসে আমি হাসিমুখে বললাম, "ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। তোমার স্ত্রী জীবিত সন্তানই প্রসব করেছে– অত্যন্ত সুন্দর, স্বাস্থ্যবতী এবং ফুটফুটে এক কন্যা সন্তান।" এ খবরে মহেন যে কত খুশি হলো সেদিন, তা বলে আর শেষ করতে পারবো না। অত্যন্ত খুশি হলো প্রসূতিও। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এরা দুইজনই জেনে গেলেন– এ সন্তান তাদের নিজেরই সন্তান।

ইন্দু দেবীর কথা শেষ হলে বিপুল বিস্ময়ে বৈঠকখানাটা গোটাই কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলো। জগদীশবাবু একটু পরে বললেন– এ যে একদম আরব্য উপন্যাসের কাহিনী দিদি। এমন ঘটনা এতদিন বিলকুল চাপা পড়ে রইলো?

ইন্দু দেবী বললেন চাপা রাখতে হলো ভাই। মেয়েটার মানে এই বাণীর তো কোন কসুর নেই। অপরাধী আমরাই। তাই বাণীর ভবিষ্যৎ কল্যাণ চিন্তা করে ঘটনাটা বিলকুল চেপে রাখতেই হলো।

অতঃপর ইন্দু দেবীর সমর্থনে ডাক্তার, নার্স ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যেরাও অনেক কথা বললেন। ডাক্তার ও নার্স কিরণময়ী বললেন– লজ্জাটা আমাদের অধিক। কারণ, এ অপরাধটা আমরাই নিজের হাতে করেছি। এজন্য আমরা আজ বড়ই অনুতপ্ত। তবে আসল ঘটনাটা মানে সত্যটা প্রকাশ করতে পেরে, নিজেকে আজ অনেকখানি হালকা বোধ করছি। ম্যানেজার আশুতোষ বাবু বললেন– হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেদিন এঁদের গোপন কাথাবার্তা আর ইশারা ইংগিত লক্ষ্য করে এ রকমই ধারণা একটা হয়েছিল আমার। কিন্তু ধারণাটার পেছনে নিশ্চিত কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় অদ্যাবধি কোন কিছু বলিনি।

বাণী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল সম্বিতহীন অবস্থায়। ঘটনা শুনে সে পাথর হয়ে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে ছিল প্রস্তর মুর্তিবৎ। ইন্দু দেবী এবার তাকে লক্ষ্য করে বললেন– এই যে মা, ইনিই তোমার আসল পিতা। তোমার আসল বাপ। বাপের কাছে যাও–

ইন্দু মতির ডাকে সম্বিতে ফিরে এলো বাণীর এবং ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে চিৎকার দিয়ে বললো– পিসী!

চিৎকার দেয়ার সাথে সাথে ফের সম্বিত হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল বাণী। ইন্দু দেবী দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেললো তাকে।

ইতিমধ্যে বৈঠকখানার ভেতরে ও বাইরে অনেক লোকের সমাগম হয়েছিল। এবার শুরু হলো ফিস্‌ফাস, গুঞ্জরণ ও চাপা অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। নানাজন নানাভাবে নিজ নিজ অনুভূতি প্রকাশ করতে লাগলেন। দুঃখ, বেদনা, বিস্ময় ও হরষমিশ্রিত অনুভূতি। বীরেন-নীরেন ভ্রাতৃদ্বয় এ ঘটনায় কিছুটা বিস্মিত হলেও, এতে তাঁরা একবিন্দুও নাখোশ হলেন না। বরং আপদ বিদায় করার একটা আশাতীত মওকা মিলে গেল দেখে মনে মনে তাঁরা খুশিতে ডগমগই ছিলেন। খুশির আধিক্যে

www.pathagar.com

বীরেনবাবু মোহিনীবাবুকে উদ্দেশ্য করে বললেন– দেখলেন কাকা, বাণী আমাদের বংশের মেয়ে নয় বলে অনেকদিন আগে আপনাকে যে একটা সন্দেহের কথা বলেছিলাম, সেটা কেমনভাবে ফলে গেল, দেখলেন? ঐ ম্যাটারনিটি সেন্টারের ঐ সময়ের ক্রিছু লোকের কিছু উড়ো কথা কানে আসে আমার। কিন্তু সে সব কথার কোন সূত্র উৎস পাইনি বলে এর জট খুলতে পারিনি। আজ দেখলেন, কিভাবে আপছে আপ খুলে গেল জট?

এদিকে ইসলাম সাহেব এগিয়ে এলেন বাণীর কাছে। তাঁকে দেখে আস্তে আস্তে আবার সম্বিতে ফিরে এলো বাণী। অশ্রুসিক্ত নয়নে ইসলাম সাহেব বললেন– এসো মা, এসো আমার নয়নমণি, আমার বুকে এসো মা।

বাণী চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে 'বাবা' বলে আওয়াজ দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইসলাম সাহেবের বুকে। সন্তানের পরশে আর আকস্মিকভাবে সন্তানের পিতা হওয়ার আনন্দে ইসলাম সাহেব আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁর দুইচোখ ঢেকে গেল অশ্রুর বন্যায়। বাণীর পিঠ-মাথা অবিরাম নাড়তে নাড়তে তিনি বিহ্বল কণ্ঠে বলতে লাগলেন– মা-মণি, আমার মা-মণি, ওরে আমার হারানিধি, আমাকে ফেলে এতদিন কোথায় ছিলি মা!

বীরেনবাবুর চেয়ে তাঁর ছোট ভাই নীরেনবাবু অনেকখানি বুদ্ধিহীন। গোঁয়ার ও বখাটে। পরিস্থিতির গুরুত্বের দিকে না চেয়ে, এরই মধ্যে তিনি ইসলাম সাহেবকে লক্ষ্য করে কর্কশ কণ্ঠে বললেন– তা যেখানেই থাক, আজ যখন ফিরে পেয়েছেন মেয়েকে, তখন মেয়ে নিয়ে জলদি জলদি বিদেয় হোন এবার। মুসলমানের মেয়েকে হিন্দুর বাড়িতে আর একদণ্ডও রাখতে চাইনে আমরা।

জগদীশবাবু ও ইন্দু দেবী এ কথায় বিস্ময়ের সাথে যথেষ্ট নাখোশ হলেন। ইন্দু দেবী বললেন– রাখতে চাও না মানে? তোমার বাড়িতে থাকতে যাবে কেন বাণী? বাণীর কি নিজের বাড়ি নেই?

নীরেন বাবু ভ্রুকুটি করে বললেন– নিজের বাড়ি? এই কলিকাতায় বাণীর নিজের বাড়ি কোথা থেকে এলো?

ইন্দু দেবী বললেন– কোথা থেকে এলো কি রকম? এতদিন সে যেখানে আছে, সেটা কি তার নিজের বাড়ি নয়?

ঃ না, নয়। ওটা আমাদের বাড়ি। আমাদের এই পৈতৃক বাড়িরই একটা অংশ। হিন্দুর পৈতৃক বাড়ি মুসলমানের বাড়ি হবে কি করে? ও বাড়ি এখনই তাকে ছেড়ে দিতে হবে। একদণ্ডও আর থাকতে দেবো না ওখানে।

ঃ এ তুমি কি বলছো? মেয়েটার প্রতি এই তোমাদের দরদ?

নীরেনবাবুর পরিবর্তে এবার বীরেনবাবু ঈষৎ হেসে বললেন– তা রাগ করবেন না মাসী! জানেনই তো, নীরেনটার বুদ্ধি সুদ্ধি বরাবর একটু কম! তাই সে ও কথা বলেছে। থাকতে চায়– বাণী থাকুক না কয়েকদিন ও বাড়িতে। আজই তাকে চলে

www.pathagar.com

যেতে হবে– এমন কোন কথা নেই। কয়েকটা দিন থাকতে চায়, থাকুক। কয়েকটা দিন বই তো নয়?

ইন্দু দেবী বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন– কয়েকটা দিন।

বীরেনবাবু বললেন– হ্যাঁ, কয়েকটা দিন। দুইচার দিন বড়জোর। কিংবা তারও কম। আসলে নীরেন তো আর অন্যায্য বলেনি কিছু? বাণী এ বংশের মেয়ে নয়। আমার পিতার সন্তান নয়। মুসলমানের মেয়ে সে। ভিন্নজাত, ভিন্ন পরিচয়, ভিন্ন পিতামাতা। কাজেই বাণী আমাদের পৈতৃক সম্পত্তির একবিন্দুরও ওয়ারিশ হতে পারে না। বিষয়টা অজ্ঞাত ছিল বলেই এতদিন সেসব কিছু ভোগ করেছে ওয়ারিশ হিসাবে। আর তো সে অধিকার তার থাকছে না। আজ হোক আর দুএক দিন পরে হোক, বাণীকে তো যেতেই হবে ওখান থেকে। যেতে হবে একদম রিক্তহস্তে আর এক কাপড়ে। এখনকার কোন কিছুই তার নয়। তাই কিছুই সে নিয়ে যেতে পারবে না।

ইন্দু দেবী আহতকণ্ঠে বললেন– বীরেন!

ঃ যে দুএকদিন থাকতে দিতে চাচ্ছি, সেটা তো সেরেফ আমাদের দয়া মাসী। অধিকার বলে থাকবে– এমন কোন কিছুই আর নেই তার।

খুশিতে বীরেনবাবু পা দোলাতে লাগলেন। ইন্দু দেবী, বাণী, কুসুমবালা, রাজ্যেশ্বর ও তাদের অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের মুখ এ কথায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জগদীশবাবু এতক্ষণ সব শুনলেন। এবার তিনি নাখোশ কণ্ঠে বললেন– কি যে তোমাদের জ্ঞান আর হীন মনোমানসিকতা।

বীরেনবাবু মুখ তুলে রুষ্ট কণ্ঠে বললেন– কেন কাকা, অন্যায় কি বলেছি? আমি উচিত বক্তা মানুষ।

জগদীশবাবুও শাণিত কণ্ঠে বললেন– তা তুমি যেই হও, বাণী তার বর্তমান বাড়িতে অধিকার বলেই থাকবে, তোমাদের দয়ার উপর নয়। অধিকার বলেই তার বাড়িতে সে আজীবন আর বংশ পরম্পরায় থাকবে, দুই এক দিনের জন্যে নয়।

বীরেনবাবু ফুঁশে উঠে বললেন– খোয়াব দেখছেন কাকা? অধিকার মানে? কিসের অধিকার? এতবড় জ্ঞানী মানুষ আপনি, তবু এটা কেন মাথায় আপনার ঢুকছে না যে, এই সম্পত্তির এক কনার ওয়ারিশ বাণী এখন নয়? আমার বাপেরই যে মেয়ে নয়, সে আমার বাপের সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে কি করে?

জগদীশ বাবু একই কণ্ঠে বললেন– ওয়ারিশের প্রশ্ন তুললে বাণী এ সম্পত্তির এক বিন্দুরও ওয়ারিশ নয়– এটা পাগলেও বুঝে। কিন্তু যে সম্পত্তি বাণীর নিজের, যে সম্পত্তির নিজে সে মালিক সে সম্পত্তি তার কেড়ে নেবে কে?

বীরেনবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– নিজের! বাণীর নিজের!

জগদীশবাবু আরো জোর দিয়ে বললেন– অবশ্যই। তোমার বাপই তাকে তাঁর সমুদয় সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের মালিক বানিয়ে গেছেন। দলিল করে দিয়ে গেছেন বাণীকে। কাজেই, ওয়ারিশ সূত্রে নয়, দলিলী স্বত্বে স্বত্ববান বাণী।

www.pathagar.com

আরো ক্ষিপ্ত হয়ে বীরেনবাবু বললেন– কিসের দলিল? বাণী এখন মুসলমান। সে দলিল এখন কার্য্যকর হবে কি করে?

জগদীশবাবু বললেন– মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টান কিংবা-হাড়ি-ডোম-চাঁড়াল, যে জাতের হোক না কেন গ্রহিতা, দাতা যাকে দলিল করে সম্পত্তি দেবেন, সে সম্পত্তির মালিক সেই গ্রহিতাই হবে। জাতের প্রশ্ন উঠবে না বা এর প্রতিবাদে যে যতই হাত-পা ছুড়ুক, তাতে লাভ কিছুই হবে না।

বীরেনবাবু খামুশ হয়ে গেলেন। আর কোন যুক্তিই খুঁজে পেলেন না তিনি। হতাশ হয়ে কেবলই মোহিনীবাবুর মুখের দিকে চাইতে লাগলেন। ফলে, বীরেনবাবুর পক্ষ নিয়ে মোহিনীবাবু জগদীশবাবুকে বললেন– কিন্তু বাণীর যে পরিচয় ছিল, সে পরিচয় তো বদলে গেল দাদা, আর সে মালিক থাকে কি করে?

জগদীশ বাবু বললেন– পরিচয় বদল হয়েছে, কিন্তু মানুষটি তো আর বদল হয়নি? পরিচয় বড় কথা নয়, মানুষটাই বড় কথা। যাকে দিয়েছে, সে সম্পত্তি তারই। আপনি আইন জেনে দেখতে পারেন।

এরপর আর কথা চলে না কিছু। আপাতত কারোই আর কিছু বলার রইলো না। শেষ হলো দয়-দরবার আর আলোচনা। লোকজন যারা এসেছিলেন ও জুটেছিলেন ধীরে ধীরে সবাই চলে যেতে লাগলেন। বাণীর শুভাকাঙ্ক্ষীরা এবার খোশদিলে বাণী ও ইসলাম সাহেবকে বাণীর বাড়িতে নিয়ে গেল।

কিন্তু বাণী তখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারলো না। জীবনের আকস্মিক এই বিবর্তনে বাণী সেই যে দিশেহারা হয়ে গেল, সে ঘোর এখনও কাটলো না। দুলতে লাগলো গা-মাথা। বাড়িতে এসে তাই সে সরাসরি শুয়ে পড়লো বিছানায়। পিতার প্রশ্নের 'হাঁ-হুঁ' সূচক কিছু জবাব দেয়ার বাইরে পিতার খেদমতে সে মুহূর্তে সে কিছুই করতে পারলো না। যা করার তা সবই করতে লাগলো কুসুমবালা ও রাজ্যেশ্বর এবং সানন্দেই তা করতে লাগলো তারা। বাণী এতদিনে রাহুমুক্ত হলো– এই আনন্দেই আনন্দিত হলো তারা।

সকলের কল্যাণ কামনা করে একে একে সকলেই বিদায় নিলেন বীরেনবাবুদের বৈঠকখানা থেকে। কিন্তু মোহিনীবাবু ও বীরেনবাবুরা দুইভাই উঠলেন না। তাঁরা তখনও বসে রইলেন বৈঠকখানায়। সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে এসেছিল। সকলে বিদায় হওয়ার পর বীরেনবাবু হতাশ কণ্ঠে মোহিনীবাবুকে বললেন– 'এ কি হলো কাকা বাবু? এত দিনের আশা আকাঙ্ক্ষাটা তাহলে সবই শেষ হয়ে গেল? বাণীর বিষয়বিত্ত তো হাতছাড়া হলোই, এর উপর আমাদের এই হিন্দু পরিবারের পাশে বাণীর ঐ মুসলমান পরিবার এখন থেকে সদম্ভে বিরাজ করবে চিরদিন– এমন একটা অভিশাপও শেষে নেমে এলো আমাদের উপর?

মোহিনীবাবু শুধু ধূরন্ধর ব্যক্তিই নন, একজন মামলাবাজ ব্যক্তিই বটে। তিনি ভরসা দিয়ে বললেন– আরে কিসের অভিশাপ? জগদীশবাবু বিজ্ঞলোক হতে পারেন, কিন্তু আইনের তিনি কি জানেন? যে পরিচয়ে দলিল করে দেয়া হলো, সে পরিচয়ই

www.pathagar.com

থাকলো না, তবু ঐ সম্পত্তিতে বাণীর স্বত্ব থাকে কি করে? এটা চ্যালেঞ্জ না করেই ছেড়ে দেবো? চলো, হলধর মজুমদারবাবু একজন ডাকসাইটে উকিল। কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনবিদ। চলো, তার কাছে কথাটা এখনই তুলে দেখি, তিনি কি বলেন।

দুই ভাই উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো– হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাহলে তাই চলুন কাকাবাবু। তাই চলুন শিগ্গির। এর একটা ফায়সালা করতে না পারলে, রাতে ঘুমুতে পারবো না আমরা।

কিন্তু যে উৎসাহ নিয়ে তারা হলধরবাবুর কাছে এলেন, হলধরবাবু তাঁদের সে উৎসাহ পুরোপুরি বজায় রাখতে পারলেন না। সব কথা শুনে তিনি বললেন– বিষয়টা খুবই জটিল। দুই পক্ষেই যুক্তি আছে শক্তিশালী। তাই, এক কথায় এর সমাধান হওয়া কঠিন। ওদিকে আবার দখলী স্বত্ব বড় স্বত্ব। বিবাদী যখন আছে ওখানে, মানে ও মেয়েটা যখন অনেক দিন থেকেই বাড়ি ঘর সব দখল করে নিয়ে বসে আছে, তখন তাকে জোর করে তুলে দিতে গেলে আপনারাই ফেঁশে যাবেন। তার চেয়ে স্বত্বের মামলা করুন আদালতে। আমি আপনাদের প্রাণপণে সাহায্য করবো। এরপর বিজ্ঞ আদালতের যে রায় হয়, সেইটেই সবাইকে মেনে নিতে হবে।

মোহিনীবাবু বললেন– স্বত্বের মামলা? সে তো অনেক দিনের ব্যাপার! দু'চার মাসেও রায় পাওয়া যাবে না?

হলধরবাবু বললেন– দুচার মাস বলছেন কেন? দুচার বছরও লাগতে পারে। এর নাম স্বত্বের মামলা। অনেক ঝানু ঝানু উকিল ও পক্ষেও থাকবেন। আইনের মস্ত মস্ত প্যাঁচ তুলে ধরবেন তাঁরাও। নিদেন পক্ষে দেড় দুই বছর তো লাগবেই। বৃটিশ আইনের বিচার মশাই, সামরিক আইনের নয়।

হলধরবাবুর বাড়ি থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন তাঁরা তিনজন। কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র তাঁরা নন। অধিক ধৈর্য্যও নীরেন বাবুদের নেই। ফিরে আসতে আসতে পথের মাঝেই যুক্তি এঁটে ফেললেন। স্থির করলেন, ওসব স্বত্বফত্ব দেখতে তাঁরা যাবেন না। লোহা গরম থাকতেই তাঁরা জোরে ঘা মেরে কাজ হাসিল করে নেবেন। সিদ্ধান্ত হলো, ঐ কালীচরণদের খবর দাও আবার। বাণী এখন মুসলমান, তার বাড়িতেও আর এক মুসলমান এসে জুটেছে। আজ রাতেই ঐ দুটোকে সাবাড় করে দিলে সব ল্যাঠা চুকে যাবে। বাণী এ যাবত হিন্দু থাকায় হিন্দু সমাজের ভয়ে যে কাজটা করা যায়নি, বাণী মুসলমান হওয়ায় সে কাজটা এখন জলবৎ তরলং হয়ে গেছে। তার পক্ষে হিন্দু সমাজ আর একটা কথাও বলবে না। রাতের আঁধারে হামলা করে শুধু ঐ মুসলমান দুটোকে শেষ করে দিলে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেবেলে এ হত্যাকে চালিয়ে দেয়া যাবে। খুনের দায় সরাসরি কারো উপর আসবে না।

মতলব এঁটে নিয়ে পথ থেকেই নীরেনবাবু আবার ঐ ঝাউতলার কালীচরণের দলের উদ্দেশ্যে ছুটলেন।

www.pathagar.com

এদিকে রাজেশ্বরও এবার আর নীরবে বসে রইলো না। রাত নেমে এলো দেখে তৎপর হলো সেও। কুসুমবালার সাথে আলোচনা হলো তার। গতবারে আলী সাহেবের, অর্থাৎ বাণীর বন্ধু মুহম্মদ আলীর উপর হামলার কথা স্মরণ করে তারা বিবেচনা করে দেখলো, হিংস্র পশুর মতোই স্বভাব ঐ বীরেন নীরেন দুই ভাইয়ের। স্বার্থের লোভে এঁরা সব করতে পারেন। বাণীর সম্পত্তিটা না পাওয়ার এতবড় শোক বীরেনবাবুরা নীরবে সইবেন না। এমনিতেই তাঁদের দুই চোখের বিষ ছিল বাণী। এখন সে মুসলমান। তাকে আর কিছুতেই তাঁরা সহ্য করতে চাইবেন না। এর উপর আবার বাণীর মুসলমান পিতা এখন বাণীর বাড়িতে। মুসলমানদের উপর এঁরা বরাবরই খগড়হস্ত। একদম বাড়ির সাথে লাগানো এমন অবস্থা তাঁরা কিছুতেই মেনে নেবেন না। আলী সাহেবের মতো এই দুই বাপ-বেটির উপরও নেমে আসতে পারে তাদের হিংস্রতার ঝড়।

বিবেচনা করে দেখে প্রতিরোধের প্রয়োজন অনুভব করলো তারা। ইসলাম সাহেবের তয়-তদ্‌বিরের কাজ খানিকটা এগিয়ে দিয়েই কুসুমবালার পরামর্শে রাজেশ্বরও বেরিয়ে পড়লো প্রতিরোধ গড়ে তোলার ধান্দায়।

দোকান দুটির মারফত রাজ্যেশ্বরের ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা খায়-খাতির আর সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে পাইকার, মহাজন আর পাড়ার ক্রেতাদের সাথে। বাকীতে আর সস্তায় সওদাপাতি পাওয়ার সুবাদে কয়েকজন মস্তান গোছের ডানপিটেরাও রাজ্যেশ্বরকে খাতিরের চোখে দেখে। রাজ্যেশ্বর এসে এদের সবার মাঝে তার বিপদের আশংকার কথা বলতেই, ছুটে এলো কয়েকজন ডানপিটে। তারা এসে সদর্পে ও সগর্জনে বললো– কোন ভয় নেই। ঝাউতলা থেকে ঐ ব্যাটা কালীচরণের লোক এসে মাস্তানী করবে আমাদের এলাকাতে– এত বড় সাহস? আমরা কি সব মরে গেছি। সেবার কিছু জানাননি বলেই ব্যাটারা এসে আপনাদের বাড়ি ঘর তছনছ করে ফিরে যেতে পেরেছে। এবার আর সে সুযোগ পাবে না। যান, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুনগে। আমরা জেগে আছি সারারাত। দরকার হলে পরপর কয়েক রাত জেগে থাকবো ঐ ব্যাটাদের অপেক্ষায়। ঐ ব্যটারাই হোক আর যারাই হোক, ভিন এলাকা থেকে এসে এ এলাকায় মাস্তানী করার মজাটা টের পাইয়ে দেবো এবার, যান।

বীরেন বাবুদের পরিকল্পনা মাফিক সেই রাতেই সত্যি সত্যিই হামলা হলো বাণীদের বাড়িতে আর রাজ্যেশ্বরের চেষ্টা মাফিক এই পাড়ার ডানপিটেদের দলও সত্যি সত্যিই ছুটে এলো প্রতিরোধে। নীরেনবাবু এবার কালীচরণের মূল দলকে পাননি। তারা অন্য জায়গায় অপারেশানে গিয়েছিল। সে দলের কিছু চাঁই-চেলা নিয়ে নীরেনবাবু নিজেই এবার গড়ে তুললেন দল এবং মুখে মুখোশ এঁটে নিজেই তিনি নেতৃত্ব দিতে আসেন সেই দলের। কিন্তু বাড়ির সকলে আগে থেকেই সজাগ থাকায়, হানা দেয়া মাত্রই নীরেনবাবুরা বাড়ির কাউকেই নাগালের মধ্যে পাননি। খোঁজাখুঁজি আর ছুটোছুটি করতেই তারা পড়ে যান পাড়ার ডানপিটেদের প্রতিরোধে। এদের দুই তিনজনকে নীরেনবাবু চিনতেন। তারাও খুব দুর্ধষ্য। খুন করতেও ভীত নয় এরা।

www.pathagar.com

এটা দেখেই নীরেনবাবু ঘাবড়ে গেলেন। হামলাটা অধিকক্ষণ চালিয়ে যাওয়া যাবে না বুঝে, সবদিক ছেড়ে দিয়ে শুধু বাণীর খোঁজে ছুটতে লাগলেন নীরেনবাবু। এ ঘর ও ঘর করতে করতে সিঁড়ির কাছে এসেই হঠাৎ বাণীকে একদম সামনে পেয়ে গেলেন তিনি। বাণী হয়তো নীচে নেমে যাবার জন্যে এই সময় সিঁড়ির কাছে এসেছিল। এক কোপে কাজ সারা করে দেবেন বলে বাণীর মাথার উপর নীরেনবাবু খাঁড়া তুলতেই রাজ্যেশ্বর এসে ঝাপিয়ে পড়লো সেখানে। বাণীকে আড়াল করে দাঁড়াতেই সেই কোপ এসে লাগলো রাজ্যেশ্বরের বাহুতে। বাধাগ্রস্ত হওয়ায় কোপটি মারাত্মক হতে পারলো না। রাজ্যেশ্বরের বাহুর মাসংটাই শুধু কেটে গেল খানিক। হাড়ে কোপ বসলো না। তবে ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগলো। ঐ অবস্থাতেই রাজ্যেশ্বর আর নীরেনবাবুতে শুরু হলো ধস্তাধস্তি। ধস্তাধস্তির মধ্যে খুলে গেল নীরেনবাবুর মুখোশ। একপাশে দণ্ডায়মান বাণী ঐ রক্ত আর ধস্তাধস্তি দেখে যারপরনাই চমেকে গেল। ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার দিয়ে উঠতেই প্রতিরোধকারীদের টর্চের আলোতে নীরেনবাবুর খোলা মুখে নজর পড়লো বাণীর। চমকের মাঝে বাণী আর্তনাদ করে বলে উঠলো– একি, দাদা আপনি! আপনি নিজেই ডাকাত?

চমকে উঠলেন নীরেনবাবুও। চমকে উঠে বললেন– তবেরে হারামী! তুই চিনে ফেললি আমাকে? দাঁড়া, তোকে আজ কিছুতেই ছেড়ে কথা নেই।

বলেই বৃদ্ধ রাজ্যেশ্বরকে সজোরে এক পাশে ঠেলে দিয়ে খাঁড়া হাতে ছুটে এলেন নীরেনবাবু। আঁতকে উঠে বাণী দৌড় দিতে গিয়ে সিঁড়ির উপর আছাড় খেয়ে পড়লো এবং গড়াতে গড়াতে একদম নীচের বারান্দায় চলে এলো। বাণীর মাথাটা ভীষণ জোরে শানের উপর পড়ায় মাথার একাংশ ফেটে গেল এবং গড়িয়ে পড়ার সময় সিঁড়ির আঘাতে তার শরীরের অন্যান্য অংশও কেটে ছিঁড়ে গেল। মাথাসহ অন্যান্য সকল ক্ষতস্থান বেয়ে দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগলো। জ্ঞান হারিয়ে বাণী শাটপাট হয়ে পড়ে রইলো বারান্দার উপর।

ঠিক এই সময় 'ঐ যে শালা একজন, ধর শালাকে' বলে প্রতিরোধকারীদের কয়েকজন নীরেনবাবুর দিকে ছুটে আসতেই ভয়ে দৌড় দিলেন নীরেনরাবু। হুটপাট হৈচৈ শুনে ইতিমধ্যেই পাড়ার অনেক লোক জুটে গেল সেখানে। বেকায়দা দেখে নীরেনবাবুর দলের যে যেদিক দিয়ে পারলো দৌড়ে পালিয়ে গেল আগেই। এবার নীরেনবাবুও পালিয়ে গেলেন পড়িমরি। তাঁর মুখ তখন খোলা।

থেমে গেল হুটপাট। অজ্ঞান বাণীকে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো এবং সাথে সাথে চলতে লাগলো শুশ্রুষা। শুশ্রুষা চলতে লাগলো আহত রাজ্যেশ্বরেরও। খবর গেল থানায়। হিন্দু রাজ্যেশ্বর আহত হওয়ায় আর পাড়ার হিন্দু সমাজ বাদী হওয়ায় থানা থেকে তৎক্ষণাৎ ছুটে এলো পুলিশ। পালিয়ে যাবার সময় নীরেনবাবুকে অনেকেই চিনে ফেলায়, পুলিশ এসে সরাসরি হানা দিলো নীরেনবাবুদের বাড়িতে। ঠ্যালার নাম বাবাজী। বিপদটা আঁচ করেই বীরেন

www.pathagar.com

নীরেন দুই বাবুই পড়িমরি পালিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে এবং অনেক দূরে এক বস্তিতে গিয়ে গা ঢাকা দিলেন।

স্থানীয় ডাক্তার এসে সকাল সকাল ব্যাণ্ডেজ করে দেয়ায় বাণী ও রাজ্যেশ্বর– দুজনেরই ক্ষতস্থানের রক্তাপাত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সারাদিনের চিকিৎসা ও পরিচর্যায় মোটামুটি সুস্থও হয়ে উঠলো দুজন। জ্ঞানও ফিরে এলো বাণীর। কিন্তু সবই নসীব। জ্ঞান ফিরলে দেখা গেল স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে বাণী। স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে তার। সে আর চিনতে পারছে না কাউকেই।

খবর পেয়ে আবার ছুটে এলেন ইন্দুমতি দেবী, বাবু জগদীশ চন্দ্র সাহা এবং ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ মল্লিক। অভিজ্ঞ ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ মল্লিক বাণীকে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখে গম্ভীর হয়ে গেলেন। এরপর দুঃখিত কণ্ঠে বললেন– শক্ত আঘাতে আর পরপর প্রবল মানসিক বিপর্যয়ের ফলে বাণীর স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এটা আর সহজে ফিরে আসার নয়। অত্যন্ত উন্নতমানের চিকিৎসা আর দীর্ঘদিনের সেবা শুশ্রুষার ফলেই হয়তো স্মৃতিটা তার ফিরে আসতে পারে, নইলে তার একেবারেই এই ড্যামেজ স্মৃতিশক্তি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার আর সম্ভাবনা নেই। অল্প দিনের মধ্যে সে আশা করা একেবারেই বাতুলতা।

একটু থেমে ডাক্তার মল্লিক আরো বললেন– এর সাথে আর একটা বিপদের আশংকাও আছে। তাকে স্বাভাবিক আর স্বাচ্ছন্দপূর্ণ পরিবেশে না রাখলে এবং তার পছন্দ আর চাহিদা ঠিক মতো বুঝে তা পূরণ করতে না পারলে, ঘোর উন্মাদও হয়ে যেতে পারে সে। যেহেতু অসুখটা মানসিক, তার সাথে সঠিক ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণটাও গুরুত্বপূর্ণ।

সব দেখে আর শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন বাণীর নতুন পিতা কাজী মঞ্জুরুল ইসলাম সাহেব। ভাগ্যক্রমে তাঁর সন্তানকে যদিও বা ফিরে পেলেন তিনি, সেটা আবার না পাওয়ারই শামিল হয়ে গেল। এখন কি তার করণীয়, সেটা স্থির করতে না পেরে দিশেহারা হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর অবস্থাও হলো আধ্‌পাগলের মতো।

পরিস্থিতি অনুধাবন করে ডাক্তার মল্লিক ও জগদীশবাবু ইসলাম সাহেবকে সাহস দিয়ে বললেন– এতটা ভেঙে পড়ছেন কেন? আপনি ভেঙে পড়লে তো মেয়েটার ভবিষ্যৎ বলে আর কিছুই থাকবে না। মেয়েটাকে নিয়ে আপনি তাড়াতাড়ি আপনার বর্তমান নিবাসে, অর্থাৎ আয়্যারল্যান্ডে চলে যান। সেখানে অনেক উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। তাড়াতাড়ি ভাল চিকিৎসা পেলে হয়তো অল্প দিনেও মেয়ে আপনার ভাল হয়ে যেতে পারে। ফিরে আসতে পারে তার স্মৃতি। এখানে খামাখা দেরি করা আর ঠিক নয়।

ইসলাম সাহেব কথাগুলো বুঝলেন। এ ছাড়া এই বিপদসংকুল স্থান তাড়াতাড়ি ত্যাগ করার তাকিদও তিনি শক্তভাবেই অনুভব করলেন। তাই বাণীকে নিয়ে তিনি শীঘ্রই আয়্যারল্যান্ডে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তের কথা শুনেই তাঁকে

www.pathagar.com

ঘিরে ধরলেন কুসুমবালা ও রাজ্যেশ্বর। তারাও তাঁর সাথে যাওয়ার জন্যে নাছোড় বান্দা হয়ে উঠলো। তারা একবাক্যে জানালো, বাণীকে তারা শিশুকাল থেকে আপন সন্তানসম লালন পালন করেছে। বাণী ছাড়া তাদের আর কোন অবলম্বন নেই। বাণীকে ছাড়া তারাও বাঁচবে না, তাদের অভাবে বাণীও বাঁচবে না। কারণ, বাণীর যাবতীয় চাহিদা আর প্রয়োজন একমাত্র তারাই জানে ও বুঝে এবং একমাত্র তারাই তা পুরণ করতে পারবে।

খুবই সঙ্গত কথা। তবু ইসলাম সাহেবকে ইতস্তত করতে দেখে রাজ্যেশ্বর বললো– আমাদের খরচের জন্যে মোটেই কোন চিন্তা আপনি করবেন না। বাণী মা-মণির অনেক জমানো অর্থ আছে আর তা আমাদের হেফাজতেই আছে। সে অর্থে মনে হয় পাঁচ সাত বছর অনায়াসেই কেটে যাবে। এর সাথে থাকবে দোকান পাটের চলতি আয়। ঠিকমতো ব্যবস্থা করে যেতে পারলে, সে অর্থও আমরা সেখানে নিয়ে যেতে পারবো। বাণী মা-মণি নিজে ব্যাংকে যা রেখেছেন, সেগুলো তো আছেই।

অর্থের চিন্তা ইসলাম সাহেবের মোটেই ছিল না। নিঃসন্তান মানুষ। তাঁরা বুড়োবুড়ি দুইজন ছাড়া সংসারে আর কেউ না থাকায়, তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় আজও পড়ে আছে অক্ষত অবস্থায়। তাই তিনি বললেন– অর্থের কথা আমি মোটেই ভাবছিনে। আপনারা মানে, তোমরা সাথে গেলে যে আমার প্রভুত সুবিধে আর উপকার হবে– এটাও বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।

ঃ কি কথা সাহেব?

ঃ কথা মানে, আমি মুসলমান। আমার স্ত্রী মুসলমান। ওখানে আমরা যাদের সাথে থাকি তারা সবাই মুসলমান। কিন্তু তোমরা হিন্দু। ওখানে গিয়ে তোমরা আমাদের সাথে কেমন করে থাকবে আর কিভাবে তোমাদের পানাহার চলবে?

জবাবে এবার কুসুমবালা বললো– আমাদের আগের বাড়ি পূর্ব পাকিস্তানের গৌরীপুরে থাকতে মুসলমানদের সাথে থাকার অভ্যাস আমাদের অনেকখানি হয়েছে। বাণী মা-মণির মুসলমান বন্ধু হরদম আসতেন, খেতেন আর দিনমান থাকতেন সেখানে। মুসলমানী খানাও খেতে আমরা অভ্যস্ত। গরু ছাড়া খাশি মুরগী ভেড়া সবই আমরা খাই। তবু যদি আপনারা অসুবিধে মনে করেন, আমরা পৃথক অন্নে খাবো। তবু বাণী মা-মণিকে একা আমরা ছেড়ে দেবো না কিছুতেই।

ইসলাম সাহেব আর আদৌ আপত্তি করলেন না। জগদীশবাবুদের সহায়তায় বাণীর দোকান দুটো মাসিক ভাড়ায় দোকানের কর্মচারী ভোম্বলদাস আর গয়ানাথের কাছে ইজারা দেয়া হলো। বাড়িটাও একজন সৎ হিন্দুর কাছে ভাড়া দেয়া হলো। রাজ্যেশ্বরের নামে ব্যাংকে একাউন্ট খোলা হলো এবং সেই একাউন্টে মাসিক ভাড়া জমা দেয়ার শর্তে ভাড়া দেয়া হলো তাদের। মাসিক ভাড়া ঠিকমতো জমা পড়ছে কিনা সে তদারকীর ভার জগদীশবাবুরা খোশদিলেই নিলেন। অতপর বাণী, কুসুমবালা ও রাজ্যেশ্বরকে নিয়ে ইসলাম সাহেব আয়্যারল্যান্ডে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

১০

মুনশী মুহম্মদ আলীর এম.এ পরীক্ষা যথাসময়ে শুরু হয়ে শেষ হয়ে গেল। সময় চলে যেতে লাগলো আপন গতিতেই। বাণীর চিন্তায় মুহম্মদ আলী অনুক্ষণ চিন্তাগ্রস্ত থাকলেও, পড়াশুনা আর পরীক্ষার চাপে সে চিন্তা প্রকট আকার ধারণ করার সুযোগ পায়নি। পরীক্ষা দিয়ে অবসর হওয়ার সাথে সাথে সে চিন্তা তাকে চেপে ধরলো আষ্টেপৃষ্ঠে। প্রায় নয় দশ মাস যাবত বাণীর সাথে আবার তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কলিকাতা থেকে ফিরে আসার অল্পদিনের মধ্যেই বাণীর চিঠি পায় আলী। বাণী উদগ্রীব হয়ে জানতে চায়, আলী নিরাপদে ঢাকায় এসে পৌঁছেছে কিনা। আলীও সে চিঠির জবাব দিয়েছে সাথে সাথেই। আলীও জানতে চেয়েছে বাণীর নিরাপত্তার খবর। তার বর্তমান অবস্থার কথা। কি হালে আছে সে, তার দাদারা তার সাথে কেমন আচরণ করছে, তাদের অত্যাচার বেড়েছে না কমেছে– এসব খবর জানতে চায় আলী। কিন্তু সে চিঠির কোন জবাব আজ পর্যন্ত আসেনি। তার পরেও আরো দুই দুইখানা চিঠি লিখে হতাশ হয়েছে আলী। বাণীর কোন সাড়াশব্দই নেই আর। ব্যাপার কি? বাণীর বিপদ কি চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে তাহলে? না কি তার দাদারা মেরেই ফেলেছে তাকে? আলীর মাথায় হাজার প্রশ্ন।

পরীক্ষা শেষ হওয়া মাত্রই এই সব চিন্তা তাড়িয়ে নিয়ে ফিরতে লাগলো আলীকে। বাণীর আর কোন চিঠিপত্র না আসায় আবুজাফর সরকার সাহেব ও তাঁর বিবিও সবিশেষ চিন্তিত ছিলেন। আলী এবার সে কথা তাদের কাছে তুলতেই তারা সমস্বরে বলে উঠলেন– ভাল নয়-ভাল নয়। আলামতটা মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। এতদিন আর কোন চিঠিই তার আসবে না– তোমার চিঠিরও কোন জবাবই সে দেবে না– এটা কি সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করা যায় আলী সাহেব? তোমাকে নিয়ে যে মানুষ এতটা উদগ্রীব, সে মানুষ হঠাৎ করে এমন নীরব হয়ে যাবে– এটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়! নিশ্চয়ই ওদিকে কোন অঘটন ঘটে গেছে। চরম কোন মুসিবত ঘটে গেছে তার।

মুহম্মদ আলী করুণকণ্ঠে বললো– আমারও তাই মনে হচ্ছে বড় ভাই? আমাকে মারতে না পেরে তার দাদারা তাকেই মেরে ফেললো কিনা, কে জানে।

সরকার সাহেবের বিবি রাবেয়া বেগম সাহেবা সঙ্গে সঙ্গে কথা ধরে বললেন– 'কে জানে' ঐ বলেই বসে থাকলে কি চলবে? খোঁজ নিতে হবে না তার? সেখানে গিয়ে জেনে আসতে হবে না, মেয়েটা আসলেই বেঁচে আছে কিনা?

www.pathagar.com

সরকার সাহেব চমকে উঠে বললেন– ওরে বাপরে! একবার গিয়ে নেহায়েতই নসীবের জোরে বেঁচে এসেছে বেচারা। মউতের হাত থেকে ফস্‌কে এসেছে কোনমতে! আবার তাকে ঐ মরণ ফাঁদে পা দিতে বলছো?

ফুঁশে উঠে সরকার পত্নী বললেন– বা-বা-বা! কি আমার প্রেম রে! নিজে মরবে বলে ঐ মেয়েটা মরলো কিনা– সে খবরটা নিতেও যাবে না? আহারে, কি আমার ভালবাসা! নিজের জানের মায়া এত বেশি হলে, মুহব্বত করতে যাওয়া তার সাজে না আর সে মুহব্বত নিয়ে একথা বলাও চলে না!

সরকার সাহেব বললেন– বেগম!

বেগম সাহেব বললেন– ভালবাসার পাত্রীই যদি মরে যায়, তাহলে যে প্রকৃত প্রেমিক তার নিজের জিন্দেগীর কি আর দাম থাকে কিছু? কি করবে সে তার ঐ পোড়-খাওয়া জিন্দেগীটা রেখে? এখানেই বোঝা যায় কার প্রেমটা খাঁটি আর কারটা মেকী!

সরকার সাহেব সবিস্ময়ে বললেন– তার মানে? তুমি আলীটাকে না মেরে আর ছাড়বে না?

বেগম সাহেবা আরো জোর দিয়ে বললেন– হৃদয়ের লেনদেনে মরণেও অনেক সুখ, বুঝেছেন? আপনি না বুঝলেও যারা আসল প্রেমিক তারা তা ঠিকই বোঝে।

ঃ আলী ভাই, সাবধান! এই মহিলাটা কিন্তু আপনার মরণের কারণ হতে চলেছে।

মুহম্মদ আলী ঈষৎ হেসে বললেন– না বড় ভাই, ভাবী সাহেবা ঠিক কথাই বলেছেন। আমার নিরাপত্তা নিয়ে যে মেয়ে এত ব্যস্ত সে মেয়ে নিজে বেঁচে আছে কিনা– সে খোঁজটা কি নিতে হবে না আমাকে? এটা তো আমার জন্যে একদম ফরজ। মরি-বাঁচি, শিগ্গিরই আবার কলিকাতায় যাবো, এ সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে নিয়েছি আমি। কোন ভয়ই আমাকে আটকাতে পারবে না। কাজেই, ভাবী সাহেবার বলা না বলায় দোষ ধরার কিছু নেই। কলিকাতাতে আবার আমি যাবোই।

দিন দুয়েকের মধ্যেই আবার কলিকাতার উদ্দেশে রওনা হলো আলী। অনেক সতর্কভাবে পোশাক পরিচয় পাল্টিয়ে আবার আলী চলে এলো কলিকাতায়। সরাসরি বাণীর বাসায় যাওয়ার সাহস না করে আলী এসে আবার হাজির হলো বাণীর সেই দোকানে। দোকানে এসেই সে ভোম্বলদাস ও গয়ানাথকে সামনে পেয়ে গেল। আলীকে দেখে এবার তারাই এগিয়ে এসে বললো– এই যে কত্তা, আপনি এসেছেন? নমস্কার-নমস্কার! উনি তো কলিকাতায় আর নেই!

মুহম্মদ আলী বিস্মিতকণ্ঠে বললো– উনি মানে?

ভোম্বলদাস বললো– উনি মানে ঐ মা ঠাকরুন কত্তা। এই দোকানের মালিক।

ঃ কে? বাণী রানী?

ঃ আজ্ঞে-আজ্ঞে, উনিই।

ঃ নেই কি রকম? বাণী তাহলে কোথায়?

ঃ অনেক দূরে কত্তা। একেবারে সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে।

ঃ তের নদীর ওপারে! সেকি?

www.pathagar.com

ঃ আজ্ঞে কত্তা, একেবারে ঐ– কি যেন নামরে গয়া? জায়গাটার নাম যেন কি?

গয়ানাথের সাহায্য নিতে গিয়ে ফের ভোম্বলদাস নিজেই বললো– ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে হয়েছে। আয়্যারল্যান্ড-আয়্যারল্যান্ড। ইংরেজদের দেশের কাছেই দেশ।

মুহম্মদ আলী বিস্মিতকণ্ঠে বললো– কেন, আয়্যারল্যান্ডে কেন?

ঃ তাঁর বাপ এসে নিয়ে গেছেন। উনার বাপ যে এখন ওখানেই থাকেন।

মুহম্মদ আলী বিভ্রান্তকণ্ঠে বললো– কি আবোল-তাবোল বকছো? আয়্যারল্যান্ডে থাকবেন কি রকম? বাণীর বাপ তো অনেক আগেই মারা গেছেন।

ঃ আজ্ঞে না কত্তা। যিনি মারা গেছেন উনি আসল বাপ নন। মা ঠাকরুনের আসল বাপ হিন্দু নয়, মুসলমান। ঐ মুসলমান বাপ এখন আয়্যারল্যান্ডেই থাকেন।

আলীর বিস্ময়ের অবধি রইলো না। হা করে সে চেয়ে রইলো তাদের দিকে। এবার ভোম্বলদাসের পার্টনার গয়ানাথ সংক্ষেপে ঘটনাটা বর্ণনা করে বললো– হঠাৎ করে এতদিনে ঐ আসল ব্যাপারটা প্রকাশ পেয়েছে কত্তা। ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে ডাক্তারখানাতেই দুটি বাচ্চা বদল হয়ে যাওয়ায় এই ঘটনা ঘটেছে। বাণী ঠাকরুন এ বংশের মেয়ে নন। তিনি ঐ মুসলমানের মেয়ে। এ বংশের মেয়েটা আসলে মরা মেয়ে ছিলো। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই মরে গিয়েছিল।

অপরিসীম বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে আলী ফের বললো– এ তোমরা কি বলছো! এও কি সম্ভব?

দোকানে এই সময় ক্রেতাগণ সহকারে আর যারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে বললেন– আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, ঐ অসম্ভবটাই এখন বাস্তব। আমরাও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু যা দিনের মতো সত্য, তা আর বিশ্বাস না করে কতক্ষণ পারি? সব কিছু প্রকাশ পাওয়ার পর মেয়ের মুসলমান বাপ মেয়েকে নিয়ে আয়্যারল্যান্ডে চলে গেছে।

নির্বাক হয়ে আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মুহম্মদ আলী প্রশ্ন করলো– তাহলে তার রাজুকাকা আর কুসুমবালা নামের সেই মাসীটা? তারা কি ঐ বাড়িতেই আছে?

গয়ানাথ বললো– তাই কি থাকে? বাচ্চাকাল থেকেই উনাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে তাঁরাই। তাঁরাও উনার সাথেই গেছে।

ঃ ঐ আয়্যারল্যান্ডেই গেছে?

ঃ আজ্ঞে-আজ্ঞে।

ঃ আর বাড়ি ঘর দোকানপাট? এসব কি বিক্রি করে দিয়েছে?

ঃ আজ্ঞে না। ইজারা, মানে ভাড়া দিয়ে গেছেন। দোকান দুটো আমরাই নিয়েছি আর বাড়িটা ভাড়া নিয়েছেন অন্য এক ভদ্রলোক। সে ভদ্রলোক সপরিবারে এখন বাস করছেন ওখানে।

ঃ তাই? তাহলে তো ওখানে গিয়ে আর লাভ নেই, না কি বলো?

ঃ আজ্ঞে কত্তা। ও বাড়িতে এখন অন্যলোক আছেন।

www.pathagar.com

সব কিছু শুনে জেনে মুহম্মদ আলী একেবারেই হতভম্ব হয়ে গেল। ফিরে যাওয়া ছাড়া আর করার কিছু নেই বুঝে সে ভোম্বলদাসদের অবশেষে বললো– তাহলে তাদের ঠিকানাটা দাও তো! চিঠি লিখে জেনে নিতে হবে সব।

ভোম্বলদাস বললো– ঠিকানা? ঐ যে বললাম আয়্যারল্যান্ড, এটাই ঠিকানা।

ঃ সে কি! ওটা তো একটা দেশের নাম। ওটা কি কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা? শুধু ভারত বললেই কি একটা লোকের ঠিকানা বলা হলো? শহরের নাম, গলি নং, বাড়ি নং– এসব লাগবে না?

ভোম্বলদাস চিন্তিতকণ্ঠে বললো– হ্যাঁ, তাতো ঠিকই। কিন্তু এর বেশি তো আর কিছু জানিনে কত্তা। আয়্যারল্যান্ড গেলেন, ঐ টুকুই জানলাম। এর বেশি আর কিছুই জানিনে আমরা।

মুহম্মদ আলী অতঃপর অনেকের কাছেই ঠিকানাটা জানার অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু নির্দিষ্ট ঠিকানা কেউ দিতে পারলো না। শুধু এটুকুই নয়, বাণী যে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে– এ কথাও তাকে কেউ জানালো না। এর কারণ দুটো হতে পারে। হয়তো এটাও কেউ জানে না, নয় দুই একজন জানলেও আলীকে তা জানানোর খেয়াল ঐ দুই একজনের ছিল না।

আলী অতঃপর হতাশ চিত্তে ফিরে এলো ঢাকায়। আসার কালে সারা রাস্তা সে কেবলই ভাবলো– কি তাজ্জব! তার দাদারা আবছা আবছা যে ধারণা পোষণ করতেন, অবশেষে সেইটেই ফললো! তা ফল্‌বি তো আগেই ফল! আগে এটা প্রকাশ পেলে তাদের বিয়ের ব্যাপারটা কতই না সহজ হয়ে যেতো।

ঢাকায় ফিরে এসে আবুজাফর সরকার সাহেবদের এ খবর জানালে, আবার তাঁরা তাজ্জব হয়ে গেলেন। সরকার সাহেব আলীকে বললেন– এটা হয় কি করে? এটাতো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার!

জবাবে আলী বললো প্রথমে আমার কাছেও তাই মনে হয়েছিল বড় ভাই। কিন্তু এই অসম্ভবটাই এখন একেবারেই বাস্তব মানে সবার কাছে এখন একেবারেই সম্ভব ব্যাপার হয়ে গেছে।

ঃ কি আজব কথা বলছেন? এটা তো কোন ষড়যন্ত্রের অংশ নয়? আপনাকে তো ব্লাফ দেয়নি ওখানকার লোকেরা?

ঃ না বড় ভাই। একজন দুইজনের কাছে তো নয়। বহুজনের সাথেই আলাপ করেছি এ নিয়ে। যতটা সম্ভব বিভিন্নভাবে খোঁজ খবর নিয়েছি। আসলেই ব্যাপারটা সত্য। বাণী মুসলমানের মেয়ে আর সত্যি সত্যিই সে আয়্যারল্যান্ডে চলে গেছে তার নয়া পিতার সাথে।

ঃ তাহলে সে কথা কি বাণী আপনাকে জানাবে না? সেবার গিয়ে আপনার ঠিকানাটা কি দিয়ে আসেননি তাকে?

ঃ জরুর দিয়ে এসেছি। নইলে, আমি আসার পরে পরেই তার ঐ প্রথম চিঠিখানা এলো কি করে?

www.pathagar.com

সরকার সাহেব চিন্তিতকণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ, সেও তো ঠিক কথা! না! সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। হিসেবে কিছুই মিলছে না। হিন্দু থাকতে একদিনও ভুলে থাকতে পারতো না আর মুসলমান হওয়ার সাথে সাথেই সে ভুলে গেল সবকিছু?

ঃ কথা তো সেইটেই বড় ভাই। হিসাবে আমারও কিছুই মিলছে না।

হিসেব তাদের মিলুক আর না মিলুক দিন বসে রইলো না। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই কয়েকটা মাস কেটে গেল। ফল বেরুলো আলীর এম.এ পরীক্ষার। ফলটা সকলের আশানুরূপই হলো। আলী ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করলো এখানেও আর পুরস্কার স্বরূপ আলীর চাকুরি হলো ভারসিটিতেই। বাসাও পেলো ইউনিভারসিটির ক্যাম্পাসেই।

কিন্তু বাসাটা পূরণ করার তার সে লোকটির কোন খবর বার্তা রইলো না। শূন্য বাসায় একা থাকার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আলী বাসা ছেড়ে দিয়ে ফের চলে এলো সরকার সাহেবের বাড়িতে। আর না হোক, মন খুলে দুটো কথা বলার মানুষ আছে এখানে। এখানে থেকেই সে ইউনিভারসিটির চাকুরি করতে লাগলো।

চাকুরি পাওয়ার পর মাত্র মাস তিনেক হয়েছে। এরই মধ্যেই আলী একটা মস্তবড় বৃত্তি লাভ করলো বিলেতে উচ্চ শিক্ষায় যাওয়ার জন্যে। অনেক টাকার ফরেন স্কলারশিপ আর অনেক দিনের মেয়াদ। পি.এইচ.ডি.র পরেও ইচ্ছে করলে সে আরো অনেক ডিগ্রী টাইটেল নামের সাথে যোগ করতে পারবে। বৃত্তি পাওয়ার বিষয়টা পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার পরে মুহম্মদ আলী উল্লসিত চিত্তে খবরটি সরকার সাহেবকে জানালো। মুহম্মদ আলীর উল্লাস এতবড় বৃত্তি পাওয়াটাই নয় কেবল। তার উল্লাসের বড় দিক আয়্যারল্যান্ডের একদম কাছাকাছি যাওয়ার ঐ সুযোগটা। শুনে সরকার সাহেবেরাও অবাক। খুশি হলেন ঐ একই কারণে। আয়্যারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড একদম লাগালাগি দেশ। বাণী ঐ আয়্যারল্যান্ডে আছে। যদিও, আয়্যারল্যান্ড ইংল্যান্ডের যত কাছেই হোক, ঠিকানাবিহীন বাণী আয়্যারল্যান্ডে থাকা আর কুমেরুতে থাকা একই কথা।

তবু সেই আনন্দেই একদিন ইংল্যান্ডে পাড়ি জমালো আলী। সেখানে গিয়ে লেখাপড়াতে ভর্তি হয়েই মুহম্মদ আলী দৌড় দিলো আয়্যারল্যান্ডে। যাকে বলে, 'ফুলস্ এর‍্যান্ড'। সেখানে গিয়ে দিক নিশানার অভাবে প্রথমে একবার দেশটার দৈর্ঘ-প্রস্থ জরীপ করে এলো। এরপর লেখাপড়ার মাঝে আর ছুটির ফাঁকে ফাঁকে আরো কয়েকবার আয়্যারল্যান্ডে ব্যর্থ সফর করে এলো সে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে চার চারটি বছর কেটে গেল বিলেতে। পি.এইচ.ডি ডিগ্রীটা তার আগেই নেয়া হয়ে গেছে। আর একটা নাম মাত্র গবেষণার কাজ নিয়ে আলী তবু ইংল্যান্ডেই পড়ে আছে বাণীর নেশায়। ইংল্যান্ড বা আয়্যারল্যান্ডের পথে ঘাটে হঠাৎ যদি সাক্ষাত মিলে বাণীর– এমনই এক আকাশকুসুম কল্পনা নিয়ে ইংল্যান্ডে পড়ে আছে আলী। দেশে ফিরে যাচ্ছে না। একমাত্র আবুজাফর সরকার পরিবারের প্রতি একটা নিবিড় টান ছাড়া, আত্মীয়হীন দেশের প্রতি মুহম্মদ আলীর কোন টান-আকর্ষণই নেই।

www.pathagar.com

সেই নিবিড়টানেই টান পড়লো শেষ পর্যন্ত। আবুজাফর সরকার সাহেবের স্ত্রী রাবেয়া বেগমের একদিন হঠাৎ এক চিঠি পেলো আলী। রাবেয়া বেগম লিখেছেন, 'সরকার সাহেব এখন আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঞ্জা লড়ছেন মৃত্যুর সাথে। তাঁর বাঁচার আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। এখন একবার তাড়াতাড়ি আসতে পারলে, শেষ দেখাটা হলেও হতে পারে।' তাঁর আহত হওয়ার কারণটা বলতে গিয়ে রাবেয়া বেগম শুধু বলেছেন– 'রাজনীতি'। এর বেশি আর কিছু বলেননি। সেই রাজনীতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও দেননি।

কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আলীর কাছে বড় কথা নয়। আলীর কাছে বড় কথা– সরকার সাহেব মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন হাসপাতালে। এখন যেতে পারলে শেষ দেখাটা হতেও পারে। শেষ দেখা। বাণীর পরেই এ দুনিয়ায় আলীর যিনি আপন, সেই সরকার সাহেবের সাথে শেষ দেখা। এ কথা ভাবতেই হু-হু করে কেঁদে উঠলো আলীর অন্তর। আর কোনদিকে সে তাকালো না। বিলেতের পাট তৎক্ষণাৎ চুকিয়ে দিয়ে রওনা হলো দেশের দিকে।

অস্থির মন নিয়ে আলী যেদিন ঢাকায় এসে পৌঁছলো, সরকার সাহেবের আহত হওয়ার দিন থেকে সেদিনের ব্যবধান প্রায় বিশ দিনের মতো। কারণ, ইংল্যান্ড ঢাকা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। রাবেয়া বেগমের চিঠি গিয়ে সেখানে পৌঁছা এবং তাড়াহুড়া করা সত্ত্বেও বিলেত থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ফের ঢাকায় ফিরে আসা–অনেক সময়ের ব্যাপার। তাই এতদিন পরে ঢাকায় এসে নামার পর মুহম্মদ আলীর বুকটা কেবলই দুরুদুরু করতে লাগলো। ভাবতে লাগলো, সরকার সাহেবের বাড়িতে গিয়ে কি খবর শুনতে হয়– কে জানে। বাঁচার আশা অত্যন্ত যাঁর ক্ষীণ, তিনি আজও বেঁচে আছেন–এমন আশা করাটা দুরাশারই শামিল।

মুহম্মদ আলীর নসীবটা প্রসন্নই ছিল। সরকার সাহেব বেঁচেই শুধু নেই, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে গত পরশু তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে এসেছেন। আঘাতটা মাথায়। মাথায় আঘাত লাগার জন্যেই হাসপাতালে যেতে হয় সরকার সাহেবকে। মাথার সেই ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলা হয়েছে এবং সরকার সাহেব এখন বেশ সুস্থই আছেন।

সরকার সাহেবের বাড়িতে পা দিয়েই মুহম্মদ আলী এই সুখবরটা পেলো। ব্যাগ ব্যাগেজ কাঁধ থেকে ফেলে দিয়েই সে অন্দর মহলে ছুটলো এবং জানান দিয়ে ঢুকে পড়লো সরকার সাহেবের বেডরুমে। সরকার সাহেব তখন একাই শুয়ে ছিলেন। আলীকে দেখেই তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে ডেকে নিলেন। এরই মাঝে আলী লক্ষ্য করলো, সরকার সাহেবের বাম কানের উপর মাথার একপাশে দগদগে এক মস্তবড় ঘা। ব্যান্ডেজ খোলা হলেও, ঘা'টা এখনো পুরোপুরি শুকোয়নি। তা দেখে আলী আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো– ওরে বাপরে! কি সাংঘাতিক। এমনটি কেমন করে হলো বড় ভাই?

www.pathagar.com

জবাবে সরকার সাহেব মৃদু হেসে বললেন– এ দেশের অস্থির রাজনীতিরই এটা একটা চিত্র ভাই। আমরা কোথায় থেকে কোথায় যাচ্ছি, এটা তারই একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন।

আলী ফের রুদ্ধশ্বাসে বললো– অর্থাৎ?

আবুজাফর সরকার সাহেব বললেন– সে অনেক কথা। বলতে অনেক সময় লাগবে। আপনি বহুদূর থেকে এসেছেন। চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি আপনি খুবই ক্লান্ত। এখন যান। গোছল আহার করে আগে সুস্থ হোন, পরে ধীরে ধীরে সব বলবো।

সেই কথাই শেষ পর্যন্ত মানতে হলো আলীকে। মামুলী দুই এক কথা বলেই তাকে উঠতে হলো তখন। নাওয়া-খাওয়া ও বিশ্রাম অন্তে সরকার সাহেবের সুবিধে মতো এক সময় মুহম্মদ আলী আবার সরকার সাহেবের পাশে এসে বসলো এবং শুরু হলো আলাপ। আলাপের শুরুতেই আলী ফের প্রশ্ন করলো– কেমন করে, এতবড় ক্ষতটা কেমন করে হলো?

আবুজাফর সরকার সাহেব বললেন– কেমন করে আবার? লাঠির আঘাতে।

ঃ লাঠির আঘাতে? আপনার মাথায় এতবড় লাঠির আঘাত! কি সর্বনাশ! এতবড় আঘাত করতে আঘাতকারীদের হাতটা একটু কাঁপলো না?

সরকার সাহেব ক্লীষ্ট হাসি হেসে বললেন– কেন কাঁপবে? চেয়ার টেবিল মেরে ডিপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলীকে যারা মেরে ফেলতে পারলো, আমার মতো একটা নগণ্য লোকের মাথায় লাঠির আঘাত করতে তাদের হাত কাঁপবে কেন?

ঃ বড় ভাই!

ঃ শাহেদ আলী সাহেবের মৃত্যুর খবরটা কি পেয়েছিলেন?

ঃ জি-জি। বিলেতে থাকতেই কাগজে তা পড়েছি। কিন্তু এরা কারা বড় ভাই? আপনার মাথাটাও এমনভাবে ফাটিয়ে দিলো– এরা কারা?

ঃ এক কাথায় বলতে গেলে বলতে হয়, এদেশের বামদলের একটা অতিশয় উগ্রপন্থী গ্রুপ দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য একদল হুজুগে লোক।

ঃ তা ওরা আপনাকে মারলো কেন? আপনি ওদের কি করেছিলেন?

ঃ কিছু ডানপন্থীদের উপর এই অতি উগ্র বামপন্থীদের হামলা থামাতে গিয়েছিলাম। মানে, মধ্যস্থতা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ উগ্র বামপন্থীরা কি কোন যুক্তি তর্কের ধার ধারে? তাদের বক্তব্য ঃ "সব কথাই শুনতে আমি রাজী, তবে ঐ লাল বলদটা আমার থাকতে হবে" এইরকম আর কি। অত্যন্ত ন্যায্য একটা কথা তাদের বোঝাতে পারলাম না। আমার কথাগুলো অন্ধভাবে তাদের পক্ষে না যাওয়ায়, তারা অমনি লাঠি মারলো আমার মাথায়।

ঃ সে কি। এমনই অবস্থা?

ঃ হ্যাঁ আলী ভাই। এ দেশের, বিশেষ করে এদেশের রাজনীতির এখন এমনই অবস্থা। ডান দল বামদল যেদিকে তাকান, সেই দিকেই কমবেশি এখন চরম

www.pathagar.com

উত্তেজনা। দেশটা পরিষ্কারভাবে দুইটি সংঘাতমুখী দলে বিভক্ত। একদিকে বামদলের মাত্রাধিক মারমার কাটকাট হুংকার, আর একদিকে ডানদলের, অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিবেকহীন বাড়াবাড়ি। এই দুই মিলে দেশটাকে ক্রমেই একটা অগ্নিগর্ভে পরিণত করছে।

ঃ বড় ভাই!

ঃ আপনি তো প্রায় চার বছরের অধিক কাল দেশ ছাড়া। দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আপনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নন। মোটামুটি দুইটি উগ্রদলে দেশ আজ বিভক্ত। আপনি যদি অন্ধভাবে এ দুটির কোন না কোন একটা দলকে সমর্থন করতে না পারেন, তাহলে আপনার অবস্থা হবে ফাটা বাঁশের মধ্যে পড়ে যাওয়ার মতো। এদিক থেকেও চাপ ওদিক থেকেও চাপ।

ঃ বলেন কি!

ঃ এই তৃতীয় অবস্থার লোকের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। বলা যায়, সংখ্যায় তারাই গরিষ্ঠ। অন্তত বামদলের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এই তৃতীয় অবস্থার লোকেরা, অর্থাৎ যারা দেশের স্বাধীনতাকে ভালবাসে, মানে ভারতের কবল থেকে মুসলমানদের জন্যে পৃথক এই দেশটা প্রতিষ্ঠা করার সুদীর্ঘ ইতিহাস যারা জানে আর পড়ে, তাদের হয়েছে এখন মহা সমস্যা। ইতিহাস পাঠে বিমুখ এবং পরের মুখে ঝাল খাওয়া পরাশ্রয়ী বামপন্থীদের অন্ধ উন্মাদনায় যোগ দিতেও তারা পারছে না আবার পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এই স্বেচ্ছাচারও তারা মেনে নিতে পারছে না। যে দিকে তাকাচ্ছে সেই দিকেই তারা কেবল অন্ধকার দেখছে।

ঃ কেন, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পক্ষপাতিত্ব এক তরফা আর মাতবরী তো তখনই সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছিল। এখনো যদি তাদের আচরণ পরিবর্তন হয়ে না থাকে, তাহলে আর পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে থেকে লাভ কি? বাম দলের মতো সরাসরি ঘুরে দাঁড়াবে তাদের বিরুদ্ধে? মুগুর নেবে হাতে তুলে?

ঃ সমস্যাটা যে এখানেই প্রকট আলী ভাই। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর জুলুম তারা কেউই আদৌ সমর্থন করে না। কিন্তু তারা সরাসরি ঘুরে দাঁড়াতেও পারছে না। পারছে যে না, সেটা তাদের প্রতি ইশ্‌কের জন্যে নয়। পাকিস্তানকে, অর্থাৎ মুসলমানদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত এই পৃথক দেশটাকে ভালবাসে বলেই সবাই একবাক্যে ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ তাহলে যে সঙ্গে সঙ্গে এত কষ্টে অর্জিত এই স্বাধীন অস্তিত্ব আর স্বাধীনতাই তছনছ হয়ে যাবে। এদিক ছেড়ে দিয়ে একচেটিয়াভাবে ঐ উগ্র বামপন্থীদের কাতারে তারা যোগ দিতে পারছে না ঐ একই কারণে। অর্থাৎ মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা চিন্তা করে।

ঃ বড় ভাই।

www.pathagar.com

ঃ বামপন্থীরা যাদের সাথে আছে এবং অন্ধভাবে যাদের মতে, উস্কানীতে এবং সর্বোপরি যাদের পরিকল্পনা মাফিক চলছে, তাতে দেশের তো বটেই, মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বটাও ভয়ানকভাবে বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট। তাদের সবারই মস্তবড় ভয় দেশটা আবার ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্টের পূর্ব অবস্থায় ফিরে না যায়। আবার আমরা সবই সেই হিউয়ার্স অফ উড্ এ্যান্ড ড্রয়্যারস অফ ওয়াটার না হয়ে যাই। অর্থাৎ, আবার বাবুদের সেই পানি বহন করা আর খড়ি ফাঁড়াই করা পাইটে পরিণত না হয়ে যাই।

ঃ এ্যাঁ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো। সেটাও তো একটা মস্তবড় চিন্তার কথা!

আবুজাফর সরকার সাহেব একটু থেমে বললেন– পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে পৃথকভাবে থাকতে আপত্তি নেই কারো। কারণ, এই অঞ্চলটা একটা পৃথক রাষ্ট্র হোক– এটা সবাই চেয়েছিল। কিন্তু ভারতের ইংগিতে আর ভারত প্রেমিকদের নেতৃত্বে যে দেশ চালিত হবে, সে দেশ যে আদৌ মুসলমানদের মুসলমানিত্ব রক্ষার অনকূল হবে না– এটা একটা পাগলেও বোঝে। বুঝে যে, কিছু ব্যতিক্রমবাদে, ইসলামের প্রতি দরদ যাদের শূন্যের কোঠায়, যারা ভোগবাদী আর ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তারাই হাসতে হাসতে গিয়ে ভিড় জমাচ্ছে আর জমিয়েছে বাম দিকে। ঐ যে বললাম, কিছু ব্যতিক্রম বাদে? এই বামদিকে ব্যতিক্রমও কিছু আছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। হুজুগ উঠলে, হুজুগেদের দলে তো তাহলে যাওয়াই চলে না।

ঃ তাহলেই বুঝুন।

ঃ আচ্ছা, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ঐ স্বৈরাচারী মনোভাবটা কি কিছু কমেছে। এ অঞ্চলটাকে কলোনী ভাবার মনোভাবটা?

ঃ কমেনি। বরং কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বেড়েই চলেছে উত্তরোত্তর। ঠিক এই মুহূর্তে একটু থেমে আছে আর কি।

ঃ থেমে আছে?

ঃ হ্যাঁ, তাই বলা উচিত। নইলে এ যাবত যা চলছে, তাতে আশা ভরসার নাম নিশানাও ছিল না।

ঃ কি চলেছে? মানে, আমি চলে যাওয়ার পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন তো বড় ভাই। লন্ডনে বসে তো দেশের ঘটনাবলীর সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না!

ঃ সংক্ষিপ্ত বিবরণ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ। ঐ যে দেখে গেলাম, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতনের পরে দেশের রাজনৈতিক চিত্রপট ঘনঘন বদলে যেতে লাগলো, একের পর এক মন্ত্রীসভার পতন ঘটতে লাগলো, এর পরে কি হলো?

বিবরণ দিতে গিয়ে সরকার সাহেব বললেন– ঐ প্রক্রিয়াই অব্যাহত রইলো। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতনের পর পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন চলতে থাকলো। আর ঘনঘন মন্ত্রীসভার পরিবর্তন দেশের সুনাম ও স্থিতিশীলতায় ভীষণ আঘাত

www.pathagar.com

হানতে লাগলো। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এ.কে. ফজলুল হক সাহেব, যিনি ১৯৫৬ সনের মার্চ মাসে গভর্নর নিযুক্ত হন, ১৯৫৮ সনের ৩১শে মার্চে তিনি আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুত করে কৃষক শ্রমিক দলের আবু হোসেন সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। মজার ব্যাপার হলো সেই দিনই রাত্রে এ. কে. ফজলুল হক সাহেব ইস্কান্দার মীর্জা কৃর্তক গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত হলেন এবং চীফ সেক্রেটারী হামিদ আলী পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হলেন। গভর্নর হামিদ আলী আবার পরের দিনই, অর্থাৎ ১৯৫৮ সনের ১লা এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে বরখাস্ত করে পুনরায় আতাউর রহমান খানকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। চব্বিশ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে আতাউর রহমান খান সাহেব আবার মুখ্যমন্ত্রীত্ব ফিরে পেলেন।

ঃ সাব্বাস। সত্যিই মজার ব্যাপার তো।

ঃ ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সাহেব আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অর্থাৎ 'ন্যাপ' গঠন করলে অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠলো। এই 'ন্যাপ' দল কখনো বা সমর্থন করে আর কখেনো বা বিপক্ষে গিয়ে একটার পর একটা মন্ত্রীসভার পতন ঘটাতে লাগলো। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রীসভা গঠিত ও ভণ্ডুল হতে থাকলে, দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেশকে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে যায়। পরিষদেও শুরু হয় সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে ভয়ানক সংঘর্ষ। ফলে বিরোধী দলের হামলায় ডিপুটি স্পিকার শাহেদ আলী সাহেব আহত হয়ে প্রাণ হারালেন।

সচিকত হয়ে মুহম্মদ আলী প্রশ্ন করলে—এ্যাঁ কে?

মানে, কারা আঘাত করলো?

ঃ ঐ যে বললাম, বিরোধী দল। মানে, উগ্রপন্থীদের কয়েকজন। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় বামপন্থীদের আচরণ কতটা উগ্র হয়ে উঠেছে। আরে ভাই, একগুয়েমীর জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর উপর রাগ ওদেরও আছে। এদেশের মোটামুটি সবারই আছে। কিন্তু শাহেদ আলী সাহেব তো আর পশ্চিম পাকিস্তানী লোকও নন, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কোন রথী মহারথীও নন তিনি। এ দেশেরই লোক এবং পরিষদের তিনি একজন ডিপুটি স্পিকার। তাঁর কথা বা নির্দেশ উগ্রপন্থীদের মনমতো নাও হতে পারে। কিন্তু তাই বলে তাকে চেয়ার টেবিল তুলে খুন করতে হবে– এটা কোন মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ? পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর হাজার দোষ, মানি। কিন্তু ঐ উগ্রপন্থীদের গুণটাই বা এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে কি? এদের হাতে দেশটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, এ সন্দেহ দেশপ্রেমিক লোকেরা তো জরুর করতে পারে। ওদিকে আবার দুর্নীতিতেও ইতিমধ্যেই রেকর্ড করে ফেলেছে এরা।

ঃ বড় ভাই।

www.pathagar.com

ঃ এই উচ্ছৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার, মীর্জা ১৯৫৮ সনের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তান ব্যাপী সামরিক আইন জারী করলেন। এই আইনের মাধ্যমে তিনি ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা ও আইন পরিষদ বাতিল ঘোষণা করলেন। সারা দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তন করে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। এরপর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে শাসন ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং তাঁর স্থলে জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক শাসনকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এটা হলো ঐ অক্টোবর মাসেরই ২৭ তারিখের ঘটনা।

ঃ তারপর?

ঃ শাসনভার গ্রহণ করেই জেনারেল আইয়ুব খান ঘোষণা করলেন ন্যায়ানুগ ও সুবিচারের সাথে দেশ ও জনগণের সেবা করাই এই বিপ্লবী নয়া সরকারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। এই নয়া সরকারের লক্ষ্য ও নীতি হবে দেশের বিভিন্ন বিষয়ে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা। যে আদর্শের ভিত্তিতে একদিন সকলকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল, আজ আবার তাদের মধ্যে সেই আদর্শ ফিরিয়ে আনতে হবে। পুনর্গঠনের কাজের পরিমাণ দিয়েই সরকারের প্রচেষ্টার পরিমাপ করতে হবে।

একটু থেমে সরকার সাহেব ফের বললেন– তাঁর উদ্যোগটা আশাব্যঞ্জকই ছিল আর কমবেশি আজও তা আশাব্যঞ্জক বলেই মনে হচ্ছে। দেশের বাইরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের লক্ষ্যনীয় উন্নতি সাধন করাসহ এই বিপ্লবী নয়া সরকার দেশের ভেতরেও মজুদদারী, কলোবাজারী ও চোরাচালানকারী প্রভৃতি সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের কঠোর হস্তে দমন করেছে। এই সরকার মানবতা সম্পন্ন ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা অবলম্বন করে জনসাধারণকে সরকারের পাওনা পরিশোধে বাধ্য করেছে। সেই সাথে এই নয়া সরকার ভূমি, শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমনীতির ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে এবং দুর্নীতিপরায়ন, ঘুষখোর ও অযোগ্য সরকারি কর্মচারীদের শাস্তির জন্যে এক নতুন আইন জারী করে কেন্দ্রে ও প্রদেশে স্ক্রীনিং আইন জারী করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে ১৯৫৮ সনের ৩০শে ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন। এই জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট এই গত ১৯৬০ সনের জানুয়ারী মাসে প্রকাশ পেয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এতে শিক্ষা ক্ষেত্রেও বেশ উন্নতি আসবে।

সাগ্রহে শুনে মুহম্মদ আলী প্রফুল্লকণ্ঠে বললো– বাঃ! তাহলে তো সত্যিই তার পদক্ষেপগুলি প্রশংসনীয়!

সরকার সাহেব বললেন– হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত তাই মনে হচ্ছে। আর এই সব আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপের জন্যে, অর্থাৎ দুর্নীনিতে আচ্ছন্ন এই দেশে অনেকখানি আশার আলো দেখতে পেয়ে ইতিমধ্যেই এদেশের অনেকে জেনারেল আইয়ুব খানকে আইয়ুব নবী বলেও অভিহিত করেছে।

www.pathagar.com

ঃ আচ্ছা!

ঃ জেনারেল থেকে আইয়ুব খান ইতমধ্যে ফিল্ডমার্শাল হয়ে গেছেন। গত ১৯৫৯ সনের ২৭শে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ফিল্ডমার্শাল আইয়ুব খান পাঁচ স্তর বিশিষ্ট মৌলিক গণতন্ত্র নামক একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু করেন। এই মৌলিক গণতন্ত্রের অর্থাৎ বেসিক ডেমোক্রাসীর পাঁচটি স্তর হলো– ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল, বিভাগীয় কাউন্সিল এবং দুইটি প্রদেশে দুইটি প্রাদেশিক উন্নয়ন কাউন্সিল। নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে প্রেসিডেন্ট এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য গণ নির্বাচিত হবেন। মৌলিক গণতন্ত্রের বড় অবদান হলো এর সামাজিক ভিত্তি। গ্রামকে কেন্দ্র করে মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তি রচিত হয়েছে।

মুহম্মদ আলী আরো উৎফুল্ল হয়ে উঠে মুগ্ধকণ্ঠে বললো– বলেন কি! বলেন কি বড় ভাই! তাহলে তো বর্তমানে সত্যিই একটা আশার আলো দেখা দিয়েছে। বলতে হয় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটেছে। মৌলিক গণতন্ত্রই হোক, আর যে ধরনের গণতন্ত্রই হোক, গভর্নরের শাসন, সামরিক শাসন, একনায়কত্ব– এ সবের মাঝে তো একটা পরিবর্তন এসেছে। সরকার নির্বাচনে মানুষের ভোট দেয়ার অধিকার এসেছে– এটা তো একেবারে তুচ্ছ কথা নয়।

আবুজাফর সরকার সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন– না, তুচ্ছ হবে কেন? খুবই গরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইংগিত। এখন পর্যন্ত আলামতটা খুবই ভাল বলে মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক চললে হয়।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে মুহম্মদ আলী প্রশ্ন করলো– কেন বড় ভাই, ও কথা বলছেন কেন? ঠিক ঠাক না চলার কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে নাকি এরই মধ্যে?

সরকার সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– এখনও তেমন কিছু না পাওয়া গেলেও, ভবিষ্যৎ তো অজ্ঞাত। তাছাড়া, মৌলিক অমৌলিক– যে গণতন্ত্রই বলুন, মানুষ তো সব এদেশেরই। সে গণতন্ত্র চালাবে এদেশেরই মানুষ। কতদিন সেই সংশ্লিষ্ট মানুষগুলো, অর্থাৎ বেসিক ডিমোক্র্যাটগুলো নিজেরা ঠিক থাকবে আর প্রেসিডেন্টকে ঠিক থাকতে দেবে, তা তো এখনই বলা যাচ্ছে না কিছু। ওদিকে আবার প্রেসিডেন্টের এই শুভবুদ্ধি কদিন নির্জলা শুভ হয়ে থাকবে, সে হদিসই বা দিচ্ছে কে? এগুলো সবই এখন দেখার বিষয়।

ঃ বড় ভাই।

ঃ শুধুই, 'ওয়েট এ্যান্ড সি'– এই ব্যাপার।

এই সময় সরকার পত্নী রাবেয়া বেগম এসে দরজার আড়ালে দাঁড়ালেন এবং তাকিদ দিয়ে বললেন– থাক আলী ভাই, আজ থাক। আজ আর অধিক কথায় যাবেন না। আলোচনা আপনাদের শেষ হয়ে না থাকলে, আগামীকাল আবার এ নিয়ে কথা বলবেন, আজ আপনারা থামুন।

হকচকিয়ে গিয়ে মুহম্মদ আলী বললো– ভাবী সাহেবা।

www.pathagar.com

সরকার সাহেবের প্রতি ইংগিত করে রাবেয়া বেগম বললেন– উনার শরীর এখনো পুরোপুরি ঠিক হয়নি। ব্যান্ডেজটা খুলে দিয়েছে মাত্র, ঘা-টাও পুরোপুরি শুকোয়নি। মাঝে মাঝেই রাতে, তাপ ওঠে গায়ে আর ঘনঘন মাথা ধরে। একটানা বিশ্রামটাই এখন উনার বড় দাওয়াই। কাজেই, এক সাথে এখনই এত কথা বললে উনার ক্ষতি হতে পারে। আর না হোক, মাথাতো ধরবেই।

অপ্রতিভ হয়ে মুহম্মদ আলী ব্যস্তকণ্ঠে বললো– এ্যাঁ- তাই নাকি? আচ্ছা-আচ্ছা, তাহলে আজ আর নয়।

মুহম্মদ আলী তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে লাগলো। সরকার সাহেব এতে মৃদু আপত্তি তুললে, মুহম্মদ আলী ব্যস্তকণ্ঠে বললো– না-না বড় ভাই, ভাবী সাহেবা ঠিকই বলেছেন। আজ অনেকক্ষণ অনেক কথা বলেছেন। আজ উঠি–

সরকার সাহেব ফের মৃদু কণ্ঠে বললেন– কিন্তু আপনার কথা যে কিছুই শোনা হলো না। বিদেশ থেকে এলেন। কি করলেন, কি দেখলেন, কি ঘটলো– এসব কথা–

মুহম্মদ আলী বাধা দিয়ে বললো– হবে-হবে, সবই হবে। তবে আজ নয়, অন্যদিন। আমি তো এখন বরাবরই আছি এখানে, পালিয়ে যাচ্ছিনে।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল মুহম্মদ আলী।

১১

জ্ঞান ফিরে এলেও স্মৃতি ফিরে না আসায়, বাণীর অবস্থা হলো নবজাত শিশুর মতো। একেবারেই অচেনা এই পৃথিবীতে এসে নবজাত শিশুরা তবু কাঁদে। বাণী সেটুকুও করলো না। কলিকাতার বাড়িতে তার স্মৃতি হারানো অবস্থায় দুই তিন দিন কেটেছে। ঐ হুটপাটের মধ্যে ঐ কয়দিন বাণী সবার দিকে চেয়েই থেকেছে শুধু, 'হাঁ-না' টুকু ছাড়া সগরজে একটা কথাও বলেনি। আয়্যারল্যান্ডে আসার পথেও ঐ একই অবস্থা। শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকা ছাড়া, 'কোথায় যাচ্ছি– কি ব্যাপার,' এমন একটা কথাও সারারাস্তা বাণীর মুখ থেকে এলো না। রাজ্যেশ্বর ও কুসুমবালা নানাভাবে নানা কথা বলে বাণীর পূর্ব স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো। কিন্তু সবই বৃথা। বাণী সেসব কথা কানেই তুললো না। বরং আর সবার মতো রাজ্যেশ্বর আর কুসুমবালাও তার অচেনাজন হয়ে যাওয়ায়, বাণী তাদের নিকট থেকে কেবলই সরে সরে যেতে লাগলো। স্বাভাবিক ভাবেই তার পিতা ইসলাম সাহেবও বাণীর কাছে অচেনাজন হয়ে রইলেন, এক কথায়, নিজের কাছে নিজে ছাড়া বাণীর কাছে এ দুনিয়ায় আর কোন চেনাজন রইলো না। একক অস্তিত্ব নিয়ে সব সময়ই বাণী ফাঁকে ফাঁকে থাকতে লাগলো।

www.pathagar.com

তবে আয়্যারল্যান্ডের বাসায় এসে পৌছার পর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিলো। দীর্ঘপথ এক সাথে চললে অজ্ঞাতজনও যেমন কিছুটা পরিচিত জন হয়ে যায়, তেমনি বাড়িতে কয়েকদিন এক সাথে থাকার পর এই দীর্ঘপথের সফরসঙ্গী হওয়ায় রাজ্যেশ্বর ও কুসুমবালাসহ ইসলাম সাহেব বাণীর কাছে কিছুটা পরিচিতজন হয়ে গেলেন। বিশেষ করে আয়্যারল্যান্ডের বাসার আর সকলে একেবারেই অদেখা ও অচেনাজন হওযায়, তাদের নিকট থেকে বাণী সরে সরে এই তিনজনের কাছেই ঘন ঘন আসতে লাগলো। অন্য কথায় এই তিনজনই বাণীর পরিচিতজন ও অবলম্বন হয়ে উঠতে লাগলেন। এদের মধ্যে আবার কুসুমবালা ও রাজ্যেশ্বর বাণীর কখন কি প্রয়োজন তা সবই জানে। সেই মোতাবেক তারা বাণীর প্রয়োজনের যোগান দিতে থাকলে, এরা দুইজন ক্রমেই বাণীর চেনাজনসহ প্রিয়জনও বনে যেতে লাগলো। এতে করে এদের সাথে মাঝে মাঝেই কথা বলতে শুরু করলো বাণী।

একদিন কুসুমবালার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে বাণী 'এই-এই' করতে থাকলে কুসুমবালা বললো– কাকে ডাকছেন মা মণি, আমাকে?

বাণী মাথা দুলিয়ে বললো– হ্যাঁ।

কুসুমবালা বললো– তাহলে 'এই-এই' করছেন কেন মা-মণি? আমি তো মাসী হই আপনার। আমাকে মাসী বলবেন।

ঃ মাসী?

ঃ হ্যাঁ। আমি যে আপনার সেই কুসুমবালা মাসী। মনে নেই?

বাণী ফের মাথা নেড়ে বললো– না।

কুসুমবালা বললো– মনে নেই? তা না থাকে না থাকুক। এখন থেকে আপনি আমাকে মাসী বলবেন–ঠিক আছে?

কচি বাচ্চার মতো সায় দিয়ে বাণী বললো– ঠিক আছে।

ঃ তাহলে এবার বলুন, আমাকে ডাকছিলেন কেন?

দূরে দণ্ডায়মান রাজ্যেশ্বরের প্রতি ইংগিত করে বাণী বললো– ঐ যে, ঐ লোকটাকে ডাকো তো?

সেদিকে তাকিয়ে কুসুমবালা বললো– ওমা! ঐ লোকটা বলছেন কেন? ও তো আপনার রাজু কাকা। রাজ্যেশ্বর দাস-রাজু কাকা!

ঃ রাজু কাকা?

ঃ হ্যাঁ। আমি মাসী হই, আর ও আপনার রাজু কাকা হয়। বুঝেছেন?

ঃ আচ্ছা। তাহলে ঐ রাজু কাকাকে বলো তো, বাজারে যেতে হবে। কখন বলেছি, আমার কলমটা হারিয়ে গেছে। বাজার থেকে একটা কলম কিনে আনতে হবে। কলম না থাকলে লেখা যায়?

কুসুমবালা সমর্থন দিয়ে বললো– ও হ্যাঁ, তাই তো-তাই তো! কলম না থাকলেও লেখা যায় না, কাগজ না থাকলেও লেখা যায় না। কাগজ-কলম সবই আনতে বলছি ওকে।

www.pathagar.com

ঃ শুধু বললেই হবে না মাসী। রাজু কাকাকে বলো, এখনই এনে দিক।

ঃ হ্যাঁ মা-মণি, এখনই এখনই। তোমার রাজু কাকাকে এখনই এনে দিতে বলছি।

এইভাবে দিনে দিনে বাণী রাজ্যেশ্বরকে রাজু কাকা, কুসুমবালাকে মাসী, ইসলাম সাহেবকে আব্বা, মিসেস ইসলামকে আম্মা বলতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেল যে, অতীতের স্মৃতি নিঃশেষে হারিয়ে ফেললেও বাণীর জ্ঞান-বুদ্ধির ও মেধার কোনই ক্ষতি হয়নি তাতে করে। একবার ধরিয়ে দিলেই, সেই কথা সে মনে রাখে স্থায়ীভাবে। দ্বিতীয় বার ধরিয়ে দিতে হয় না। আব্বা আম্মা মাসী আর রাজু কাকাসহ বাসার মালিক অর্থাৎ ইসলাম সাহেবের ভাগ্নে আলাউদ্দীনকে ভাইজান ও মিসেস আলাউদ্দীনকে 'ভাবী' বলতে একবার করেই ধরিয়ে দেয়া হলো আর বাণী সেই মোতাবেক সবাইকে সম্বোধন করতে থাকলো। ভুল হলো না কখনোও বা দ্বিতীয়বার বলে দিতেও হলো না।

কুসুমবালাকে মাসী আর রাজ্যেশ্বরকে রাজু কাকা বলতে দেখে ইসলাম সাহেবের স্ত্রী হাজেরা বেগম ইসলাম সাহেবকে বললেন– সবই ঠিক আছে। তবে ঐ মাসী আর কাকার জায়গায় খালা আর চাচা বললে আরো ভাল হতো।

ইসলাম সাহেব, অর্থাৎ বাণীর আব্বা কাজী মঞ্জুরুল ইসলাম সাহেব বললেন– না-না, ওটা করা যাবে না। ওদের ঐ ভাবেই বরাবর ডেকে এসেছে বাণী। এখনো ঐ ভাবেই ডাকুক। ওরা যে মেয়েটার খুব প্রিয় আর বিশ্বস্ত চাকর আর চাকরানী। ঐ ভাবে ডাকতে ডাকতে অতীতের স্মৃতিটা তার হঠাৎ করে মনে আসতেও পারে। সব বদলিয়ে ফেললে অতীতের কিছুই তো আর তার সামনে থাকে না।

একটু থেমে হাজেরা বেগম বললেন– তা ওদের ঐভাবে ডাকে ডাকুক। আমি কিন্তু বাণীকে বাণী আর বলছিনে। ওর নাম বদলিয়ে দিয়েছি আমি। আমি ওকে বলেছি, তোমার নামটা কিন্তু বানু, বিলকিস বানু। এখন থেকে বানু বলেই ডাকবো তোমাকে, কেমন?

ইসলাম সাহেব বললেন– তা কি জবাব দিলো সে?

হাজেরা বেগম বললেন– সে খুশি হয়ে বললো, বানু? বিলকিস্ বানু? আমি বিলকিস বানু? ঠিক আছে আম্মা। আমাকে বিলকিস বানুই বলবেন। সেদিন ঐ যে একটা খুবই সুন্দরী মেয়ে বেড়াতে এসেছিল এখানে, তার নামও বিলকিস বানু। নামটা খুবই সুন্দর। অতবড় নাম বলতে না পারেন, ঐ বানুই বলবেন। শুধুই বানু। তাহলেও হবে।" এই বলেই সে খিল খিল করে হাসতে লাগলো।

শুনে ইসলাম সাহেব সবিস্ময়ে বললেন– বলো কি! মেয়েটা ইতিমধ্যেই তোমার এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে?

ঃ হবে না? আমি যে সব সময় ওকে কাছে কাছে রাখি। ওর মাথায় তেল দিয়ে দিই, চুল বেঁধে দিই, কোলের উপর বসিয়ে রাখি। পোষ মানালে বনের পশুও পোষ মানে, আর এতো মানুষ।

www.pathagar.com

ইসলাম সাহেব খুশি হয়ে বললেন– খুব ভাল কথা– খুব ভাল কথা। প্রথম দিন যে অবস্থা হয়েছিল, তা দেখে আমি তো ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তোমাকে বুঝি জীবনেও আর মেনে নেবে না মেয়েটা। প্রথম দিনের কথাটা, মানে ঘটনাটা কি মনে আছে?

হাজেরা বেগম হেসে বললেন– তা আবার নেই? ওটা কি কখনো ভোলার ব্যাপার?

সত্যিই ব্যাপারটা ভোলার মতো নয়। কলিকাতা থেকে আয়্যারল্যান্ডের বাসায় এসে পৌঁছেই ইসলাম সাহেব ছুটে এলেন স্ত্রী হাজেরা বেগমের কাছে। হাজেরা বেগম সাহেবা তখন কিচেনে ব্যস্ত ছিলেন। সেখানে এসে ইসলাম সাহেব উচ্চকণ্ঠে বললেন– ওগো কি করছো? শিগ্গির এদিকে এসো। দেখো কাকে এনেছি।

প্রত্যুত্তরে হাজেরা বেগম বললেন– কাকে এনেছি মানে? কাকে এনেছেন?

ইসলাম সাহেব আবেগের সাথে বললেন– তোমার মেয়েকে তোমার মেয়েকে। আমরা আর নিঃসন্তান নই।

ঃ নিঃসন্তান নই কিরকম? মেয়ে পেলেন কোথায়? পোষ্য নিয়ে এলেন নাকি?

ঃ আরে না-না, পোষ্য নয়। নিজের মেয়ে। তোমার নিজের পেটের মেয়ে।

হাজেরা বেগম আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন– আমার নিজের পেটের মেয়ে! খোয়াব দেখছেন নাকি? নাকি নেশা করে এসেছেন?

ঃ না-না, ওসব কিছু নয়। সত্যিই বলছি, আমাদের নিজের মেয়ে। তোমার নিজের পেটের মেয়ে। এতদিন হারিয়ে ছিল। এবার কলিকাতায় গিয়ে খুঁজে পেয়েছি তাকে।

হতভম্ব হয়ে হাজেরা বগেম বললেন– কি মুস্কিল। আপনাকে ভূতে পেলো নাকি? আমার মেয়ে হারিয়ে থাকবে মানে? এ জীবনে একটি বারই সন্তান প্রসব করেছি আমি। মেয়ে হলেও সেটা ছিল মৃত সন্তান। এরপর আর কোন সন্তানই হয়নি আমার! আর আপনি বলছেন আমাকে হারিয়ে যাওয়া সন্তান। জীবিত সন্তান কবে আবার প্রসব করলাম যে হারিয়ে গিয়ে থাকবে?

ইসলাম সাহেব বললেন– ঐ প্রথমবারেই প্রথমবারেই। ঐ প্রথমবারেই যে সন্তান প্রসব করেছিল সেটা মৃত সন্তান ছিল না। সেটা ছিল জীবিত সন্তান। সে আজও বেঁচে আছে আর এবার গিয়ে খুঁজে পেয়েছি তাকে।

বিপুল বিস্ময়ে হাজেরা বেগম সাহেবা বাক হারিয়ে ফেললেন। সম্বিতহীনভাবে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে। ইসলাম সাহেব এবার যতটা সংক্ষেপে সম্ভব, পুরো ঘটনাটা বলে গেলেন এক নিঃশ্বাসে। বললেন– সব কথা পরে শুনো। চুম্বক কথাটা হলো– তোমার জীবিত সন্তান ঐ ম্যাটারনিটি সেন্টারে চুরি হয়ে যায়। তোমার পাশের বেডেই এক জমিদার পত্নী মৃত কন্যা সন্তান প্রসব করে। তাই দেখে জমিদারের লোকেরা ঐ মরা মেয়েটাকে তোমার কাছে দিয়ে

www.pathagar.com

তোমার জীবিত মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে ঐ জমিদার পত্নীর কোলের কাছে দেয়। তা দেখে আর সকলে ভাবে তুমি মৃত সন্তান আর ঐ জমিদার পত্নী জীবিত কন্যা সন্তান প্রসব করেছে।

হাজেরা বেগম চমকে উঠে বললেন– এ্যাঁ! সে কি!

ইসলাম সাহেব বললেন– এইটেই ঘটনা। এবার আমি কলিকাতায় গেলে কথায় কথায় সব ঘটনা ফাঁশ হয়ে গেছে। সেই জমিদারের লোকেরা সে কথা স্বীকার করেছে এতদিনে। সর্বোপরি, যাদের হাত দিয়ে ঐ চুরিটা করানো হয়, তারাই স্বগরজে সব কথা প্রকাশ করে দিয়েছে।

আকুলী বিকুলী করে হাজেরা বেগম বলে উঠলেন– এ্যাঁ! তাই নাকি? হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই হবে তাই হবে। তাহলে তাই হবে। তখনও আমি পুরোপুরি হুঁশ হারিয়ে ফেলিনি। আমি বুঝতে পারলাম, জীবিত সন্তান প্রসব করলাম আমি। আমার হাতের কাছে সে সন্তান নড়াচড়া করতে লাগলো। তার মৃদু কান্নাও কানে এলো আমার। এরপরে পুরোপুরি হুঁশ হারিয়ে ফেললাম।। হুঁশ যখন ফিরলো তখন দেখি, আমার কোলের কাছে মৃত সন্তান শোয়ানো। দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম, এটা হলো কি করে? তাহলে কি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে মারা গেল বাচ্চা আমার? কিন্তু না, সবাই বলতে লাগলো, আমি মৃত সন্তান প্রসব করেছি। শুনে আমি হতবাক। কিন্তু কোলের কাছে মৃত সন্তান দেখে আমার আর বলার কিছু রইলো না। ভাবলাম, জীবিত বাচ্চা প্রসব করার ব্যাপারটা তাহলে হয়তো আসলেই একটা খোয়াব ছিল আমার। ঐ বেহুঁশ অবস্থার একটা খোয়াব।

এ কথায় ইসলাম সাহেবও কম্পিতকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন– বেগম সাহেবা!

বেগম সাহেবা বললেন– আসল ঘটনা তাহলে এই?

ইসলাম সাহেব বললেন– হ্যাঁ-হ্যাঁ, এইটেই আসল ঘটনা। আসল ব্যাপার। আমাদের মেয়েকে আমি ফিরে পেয়েছি এবার গিয়ে, আর তাকে সাথে করেই এনেছি। দেখবে এসো–

ঃ হায় আল্লাহ! একি তোমার মহিমা! কৈ, কোথায়?

– বলেই হাজেরা বেগম ইসলাম সাহেবের পিছে পিছে ছুটলেন।

কুসুমবালা ও রাজ্যেশ্বরসহ বাণীকে এনে ইসলাম সাহেব নিজের বেডরুমে তুলেছিলেন। সেখানে এসে বাণীর প্রতি ইংগিত করে ইসলাম সাহেব বললেন– এই যে এইটে, এইটে আমাদের মেয়ে।

"ওরে মা আমার রে! এতদিন কোথায় তুমি ছিলে রে আম্মা আমার!"

–বলতে বলতে উন্মাদিনীর মতো গিয়ে হাজেরা বেগম বাঘে ছাগ ধরার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো বাণীর উপর এবং তাকে জাপটে ধরলো সবলে।

ভীষণ চমকে গিয়ে বাণী মহাতংকে চিৎকার দিয়ে উঠলো ওরে বাপরে! মেরে ফেললো রে! বাঁচাও– বাঁচাও–

www.pathagar.com

বলেই সর্বশিক্তি প্রয়োগে বাণী হাজেরা বেগমের বাহু মুক্ত হলো এবং আতংকের উপর ঘর থেকে ছুটে একদম নীচে নেমে এলো। রাস্তায় এসে বাঁচাও-বাঁচাও চিৎকার দিতে লাগলো।

এ অবস্থায় বাণীকে ফের ঘরে ফিরিয়ে আনা সবার জন্যে একটা মহা মুসিবতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেদিন।

সেই বাণী এত অল্প দিনেই আবার হাজেরা বেগম সাহেবার এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে শুনে ইসলাম সাহেব যেমনই বিস্মিত হলেন তেমনই খুশি হলেন। বললেন– বেশ বেশ, মস্তবড় একটা দুশ্চিন্তা কেটে গেল আমার। ঐ ঘটনা দেখে সেদিন ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, মেয়েটাকে এনে কি তাহলে একটা মুসিবত পয়দা করে ফেললাম। নিজের মাকেই যদি না মেনে নেয় সে, তাহলে তাকে আমি সামলাবো কি করে? সেই মেয়ে এত বশ তোমার? বাঃ! খুবই আনন্দের কথা।

রাবেয়া বেগম সগর্বে বললেন– হবে না মানে? একি সৎ মা না পাতানো মা? রক্তের একটা টান নেই আমার?

মোট কথা, যা ভাবা হয়েছিল, আয়্যারল্যান্ডে আসার পর তার চেয়ে তুলনামূলক অনেক কম সময়ের মধ্যেই বাণী, কুসুমবালা ও রাজ্যেশ্বর এই পরিবারের সকলের সাথে বেশ খাপ খাইয়ে ফেললো। এই পরিবারের সকলেও তাদের সাথে একাত্ম হয়ে উঠলো। নাম এবং সম্পর্কও দিনে দিনে একটা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করলো। বাণী হলো বানু, কুসুমবালা কুসুম বিবি, এবং রাজ্যেশ্বর ওরফে বাণীর রাজু কাকা হলো রাজু মিয়া। সমান্তরালভাবে, ইসলাম সাহেব এবং হাজেরা বেগমও কুসুমবালা ও রাজ্যেশ্বরের ভাই এবং ভগ্নিতে পরিণত হলেন।

যেতে লাগলো দিন। বাণীর অতঃপর আয়্যারল্যান্ডের অর্থাৎ রাজধানী ডাবলিনের বড় বড় মেন্টাল চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। বাণীকে দেখানো হলো মানসিক রোগের বড় বড় স্পেশালিস্টগণকে। কিন্তু কোন ফলই হলো না। হঠাৎ করে পথে ঘাটে বাণীর সাক্ষাত পাওয়ার সেদিনের সেই কল্পনাটা আলীর আকাশ কুসুম কল্পনা হলেও, দুইতিন বছরের মধ্যে বাণীকে দুই তিনবার লন্ডনেও আনা হলো আরো উচ্চ চিকিৎসার জন্যে। কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরং। কোন কাজেই এলো না। এতশত করার পরও বিন্দু পরিমাণ অতীত স্মৃতি ফিরে পেলো না বাণী।

কুসুমবালা তার ঘরোয়া প্রচেষ্টাটা চালিয়ে যেতেই থাকলো। বাণীকে চমকিয়ে দেয়ার জন্যে সে একদিন মিথ্যা করে বাণীকে বললো– মা-মণি, আলী– মুহাম্মদ আলী-মুনশী মুহম্মদ আলী বাবাজী নাকি আপনার খোঁজে এই আয়্যারল্যান্ডে এসেছেন! পথে পথে কেবলই খুঁজে বেড়াচ্ছেন আপনাকে। এ কথা কি শুনেছেন?

জবাবে বাণী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো– না। সে আবার কে?

www.pathagar.com

কুসুমবালা বললো– চিনলেন না? আলী, আমাদের আলী বাবাজী, মানে আপনার সেই আলী।

ঃ আমার আলী! আমার আবার আলী কে?

ঃ কেন, ঐ যে গৌরীপুরের আলী! গৌরীপুর স্কুলে এক সাথে পড়তেন আপনারা?

ঃ গৌরীপুর? সেটা আবার কোথায়?

ঃ ওমা সেকি! যেখানে আপনার বাড়ি ছিল, জমিদারী ছিল, সেই গৌরীপুর।

বাণী বিরক্ত হয়ে বললো– থামোতো। কিসব ফালতু কথা বলতে শুরু করেছো? আমার আবার জমিদারী আর বাড়ি এলো কোত্থেকে? আমার ওসব কিছু নেই।

ঃ এখন নেই, কিন্তু আগে ছিল।

ঃ না-না, কখনো ছিল না। তুমি থামো।

কুসুমবালা আফসোস করে বললো– হায়রে মা। কি মরণ রোগেই না ধরলো আপনাকে! আপনার এত প্রিয় আলীর কথাও ভুলে গেলেন বিলকুল?

এই সময় ইসলাম সাহেব আর হাজেরা বেগম সাহেবা সেখানে এসে হাজির হলে, বাণী অভিযোগ তুলে বললো– এই যে আব্বা, এই যে আম্মা, এই মাসীটাকে তোমরা কি একটু শাসন-টাশন করবে, না করবে না? আজ আবার আলী আলী বলে ও আমাকে জ্বালাতন করতে লেগেছে!

হাজেরা বেগম বললেন– তাই নাকি? আজ আবার লেগেছে?

বাণী রেগেমেগে বললো– তো আর বলছি কি? আজও যদি ওকে আচ্ছামতো শাসন তোমরা না করো, তাহলে তোমাদের সাথে আমার আড়ি রইলো, বুঝলে? আড়ি। আর একদম কথা বলবো না– একদম না।

আপন খেয়ালে দুমদাম পা ফেলে তখনই সেখান থেকে চলে গেল বাণী।

কুসুমবালার কাছে এসে হাজেরা বেগম বললেন– ব্যাপার কি কুসুম বিবি? কে ঐ আলী? মাঝে মাঝেই তোমাকে ওর কথা বলতে শুনি?

ইসলাম সাহেবও এগিয়ে এসে বললেন– হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ কলিকাতাতেও ঐ নামটা দুই একবার শুনেছি। কলিকাতা থেকে চলে আসার দিন কে একজন বললো, 'আহারে! এখান থেকে একদম চলে যাচ্ছে বাণী, আলী তা একটুও জানলো না। এরপর এসে যখন দেখবে বাণী নেই, তখন একদম আছাড় খেয়েই পড়বে ঐ আলীটা।" সেদিন খুব ব্যস্ত থাকার ফলে সে কথায় গুরুত্ব দেইনি মোটেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে– ব্যাপারটা একদম গুরুত্বহীন নয়। কে ঐ আলী নামের লোকটা? বাণীর সাথে তার সম্পর্কটা কি?

এ প্রশ্নে মলিন হলো কুসুমবালার মুখমণ্ডল। একটু থেমে সে ভারী গলায় বললো– কি যে সে সম্পর্ক, তা আর আজ কি বোঝাবো ভাইজান? এ দুনিয়ায় বাণী মা-মণির সবচেয়ে আপন সবচেয়ে প্রিয় আর তাঁর আত্মার সাথে এক হয়ে যাওয়া যেজন ছিলেন, সে ঐ আলী বাবাজী। তাঁর জমিদার দাদারা, অন্য কোন

www.pathagar.com

আত্মীয় স্বজন– এমন কি তাঁর ঐ রাজু কাকা আর আমিও মা-মণির অতটা আপন ছিলাম না। অতটাই বা বলি কেন? আলী বাবাজীর তুলনায় সিকিটেক আপনও ছিলাম না।

ইসলাম সাহেব বিস্মিতকণ্ঠে বললেন– বলো কি! তাহলে লোকটা কে?

ঃ লোকটা নয় ভাইজান, ছেলেটা। রাজপুত্রের মতো দেখতে এক মনভোলানো ছেলে।

ঃ ছেলে? আচ্ছা, তা কে সে? কি তার পরিচয়।

ঃ তাঁর পরিচয় বিশেষ জানিনে। তবে বাণী মা-মণির ক্লশফ্রেন্ড। এক সাথে পড়েছেন তাঁরা দুইজন।

ঃ এক সাথে পড়েছে! কোথায়, কলিকাতায়?

ঃ না-না, কলিকাতায় হবে কেন? কলিকাতায় তো এসেছি আমরা অনেক পরে। দেশ ভাগ হওয়ার বেশ কয়েক বছর পরে। মা-মণির ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেল, তখন। কিন্তু একসাথে পড়েছেন ওঁরা ছোটকাল থেকেই। এক সাথে পড়তে পড়তে ম্যাট্রিক পর্যন্ত এসেছেন।

ঃ তা তো বুঝলাম, কিন্তু কোন স্কুলে?

ঃ গৌরীপুর-গৌরীপুর। গৌরীপুর হাইস্কুলে। আমাদের আগের বাড়ি ছিল যেখানে, সেখানে। ঐ পূর্ব পাকিস্তানে।

ঃ পূর্ব পাকিস্তানে? তোমারও কি আগের বাড়ি পূর্ব পাকিস্তানে ছিল?

ঃ হ্যাঁ। শুধু আমার কেন? আমার, রাজ্যেশ্বরের, বাণী মা-মণির সবার বাড়ি ঐ পূর্ব পাকিস্তানের গৌরীপুরে ছিল।

ঃ আলীর বাড়িও কি ঐ গৌরিপুরে?

ঃ না-না, গৌরীপুরে নয়। আলী বাবাজীর বাড়িটা যে ওখানে কোন গাঁয়ে, সেটা আমি ঠিক জানিনে। তবে শুনেছি, বাপ-মা মরা এতিম ছেলে। কোথাও কোন আত্মীয়-স্বজন নেই, বাড়ি ঘর নেই, বিষয়বিত্তও নেই। কিন্তু তা না থাকলে কি হবে? জব্বোর মেধাবী ছেলে। পরীক্ষা দিলেই ফাস্ট। তার উপর চেহারা খানা! আহা! একদম দেবদূত। মানে ফেরেস্তা-ফেরেস্তা ফেরেস্তার মতো চেহারা।

ঃ তাই নাকি! তা এতিম তো ওর পড়ার খরচ কে দিতো?

উল্লসিতকণ্ঠে কুসুমবালা বললো– কেন, ঐ বাণী মা-মণি। সেরেফ কি পড়ার খরচ, কাপড়-জামা, নাস্তা পানি, হাত খরচ তামাম খরচ বাণী মা-মণি দিতো। জমিদারীর অংশ থেকে যে আয় হতো মা-মণির তার সবটুকুই ঐ আলী বাবাজীর পেছনে ঢালতে চাই তো। আলী বাবাজীই অতটা নিতো না।

ইসলাম সাহেব ইতস্তত করে বললেন বলো কি! তাহলে বুঝি তাদের মধ্যে খুব ভাব জমেছিল।

মাথা নীচু করলো কুসুমবালা। ঈষৎ লজ্জিতকণ্ঠে বললো– ভাব বলে ভাব? চরম মুহব্বত। এমন জব্বোর মুহব্বত আমার জীবনে আর কোথাও দেখিনি। একদণ্ডের

www.pathagar.com

জন্যে একজন আর একজনের চোখের আড়াল হলেই, দুইজনই সঙ্গে সঙ্গে আওয়ারা বনে যেতো, একবার তো এক নিদারুণ ঘটনা ঘটলো। সবকিছু বিনময় করে বাণী মা-মণি আমাদের নিয়ে কলিকাতায় চলে আসার পর, দুইজনের ঠিকানাই হারিয়ে ফেললেন দুইজন। কয়েক বছর যাবত চিঠিপত্রের যোগাযোগটাও বন্ধ হয়ে গেল। এতে করে যে কি অবস্থা হয়েছিল, তা আর কি বলবো। চিন্তায় শোকে বাণী মা-মণি তো মরেই যাচ্ছিলেন শেষের দিকে। একদম শয্যাশায়ী– জানটা যায়– যায়। মুখে তাঁর একমাত্র কথা, "আলী আর বেঁচে নেই। নির্ঘাত অপঘাতেই মারা পড়েছে পথে ঘাটে।"

ঃ তারপর?

ঃ এই সময় আলী বাবাজী খুঁজতে খুঁজতে এসে হঠাৎ করেই হাজির হলেন আমাদের ঐ কলিকাতার বাসায়। ওরে বাপরে একদম যাদুর মতো কাজ। তাকে দেখে মা-মণি যে কতখানি খুশি হলেন, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। মা-মণির তামাম অসুখ বালাই এক মুহূর্তে সাফ। মুহূর্তেই মা-মণির ঐ মরাদেহে ফিরে এলো এক মস্ত হাতীর বল। লাফঝাপ করে আনন্দে তখনই পড়ে মরেন আর কি!

ঃ আচ্ছা! তাহলে কি তাদের মধ্যে বিয়ে-থার কথাবার্তা হয়েছিল!

ঃ হয়েছিল মানে কি? ছোটকাল থেকেই সব কথা পাকা। বড় হওয়ার পর বিয়েটা কয়েকবার হতে গিয়ে অল্পের জন্যে হলো না।

ঃ হলো না কেন?

ঃ হবে কি করে? অনেক যে বাধা বিপত্তি। বাণী মা-মণি তো শুধু হিন্দুর মেয়েই নয়, হিন্দু জমিদারের মেয়ে। তাঁর সাথে চাল-চুলোহীন এতিম একজন মুসলমান ছেলের বিয়েটা হতে চাইলেই কি সহজে হয় সাহেব? অভিভাবকাদের মধ্যে হিন্দু সমাজের ভয়টা কি নেই? বাণী মা-মাণীর দাদারা তো সেই প্রথম থেকেই দু'জনের উপর, বিশেষ করে আলী বাবাজীর উপর খড়গহস্ত। মারমার কাট-কাট অবস্থা। এই শেষের বারে তো মেরেই ফেলে দিচ্ছিলেন। বরাতের জোরে বেঁচে গেছেন আলী বাবাজী।

ঃ কি রকম?

ঃ ঐ যে বললাম, যোগাযোগ বিহীন অবস্থায় অনেকদিন থাকার পর আলী বাবাজী এসে হাজির হলে মা-মণির মরা দেহে প্রাণ ফিরে এলো? ঐ বারের ঘটনা। ঠিক সেই বারেই মানে তখনই বিয়েটা সেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন মা-মণি। দুই একদিনের মধ্যেই। কাজী অফিসে গিয়ে মুসলমান হয়ে আলী বাবাজীকে গোপনে বিয়ে করবেন– সব ঠিকঠাক। কিন্তু তাহলে কি হয়? তার দাদারা টের পেয়ে ঐ রাতেই আলী বাবাজীকে খুন করার তামাম ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে ফেললেন। সাঁঝরাতেই ভাড়াটে খুনীরা এসে খুন করবে আলী বাবাজীকে-পাকা ব্যবস্থা। বরাতের জোর ছিল, তাই সাঁঝের আগেই বাণী মা-মণি খবরটা জানতে পেরে সেই সাঁঝের আগেই আলী

www.pathagar.com

বাবাজীকে সরিয়ে দিলেন গোপনে। তখনই কলিকাতা থেকে সরাসরি পাঠিয়ে দিলেন পূর্ব পাকিস্তানে।

ঃ আচ্ছা, এই ব্যাপার?

ঃ এই ব্যাপার। এই ভাবে বিয়েটা তাঁদের হবো হবো করে কোনবারেই হলো না। শেষের ঐ ঘটনাটা তো আপনি কলিকাতায় যাওয়ার খুবই অল্পদিন আগের ঘটনা। বাণী যে হিন্দুর মেয়ে নয়, মুসলমানের মেয়ে-এই ব্যাপারটা প্রকাশ পাওয়ার অল্পদিন আগের ঘটনা।

ঃ তাই নাকি?

ঃ জি ভাইজান, ঠিক তাই, বিধাতার কি তাজব খেলা দেখুন, বাণী মা-মণি আপনাদের, মানে মুসলমানের মেয়ে হওয়ার জন্যে হিন্দু অবস্থাতেই বিধাতা তাঁর জন্যে একটা মুসলমান ছেলে যোগাড় করে দিলেন। হিন্দু জমিদারের মেয়ে হয়ে থাকা সত্ত্বেও মা-মণির ভালবাসা হলো একজন মুসলমান ছেলের সাথে।

ঃ হ্যাঁ তাই তো। ব্যাপারটা খুব তাজ্জবইতো।

ঃ আজ স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছেন বলেই মা-মণি আলীর কথা ভুলে এমন চুপচাপ আছেন। আব্ছা আব্ছা একটুখানি স্মৃতিও যদি থাকতো তার, তাহলে কি মা-মণিকে এখানে এই আয়্যারল্যাণ্ডে আটকে রাখতে পারতেন? "আলী কই, আমার আলী কই," বলে এখান থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতেন।

হাজেরা বেগম সাহেবা এতক্ষণ নীরবে এদের আলাপ-আলোচনা শুনলেন। এবার তিনি উৎসাহভরে বলে উঠলেন-তাহলে তো একটা কাজ করতে পারি আমরা। ঐ আলী বাবাজীকেও নিয়ে আসতে পারি এখানে? তাকে দেখলে বানু মা-মণি হয়তো আপ্ছে আপ তার আগের স্মৃতি ফিরে পেতে পারে। এত যখন প্রিয়, আলীকে দেখলে অতীতের কথা হয়তো মনে আসতে পারে তার।

ইসলাম সাহেব উল্লাসে লাফিয়ে উঠে বললেন- আইডিয়া, আইডিয়া, দি আইডিয়া। যার সাথে জীবন তার এত ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত, তাকে দেখলে তার অতীত স্মৃতি ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রায় হাণ্ড্রেড্ পারসেন্ট্। তাকেই তো আনতে হয় তাহলে?

হাজেরা বেগম বললেন- তাহলে সেই ব্যবস্থাই করুন। অনেক তো করা হলো, কিছুতেই কিছু হলো না। অতীতটা হারিয়ে এই মাঝপথের অসম্পন্ন জীবনটা নিয়ে বানুর বেঁচে থাকাটা শুধুই একটা বিড়ম্বনা নয় কি? আমরাই যে তার আসল বাপ-মা এটুকুও যদি সে অন্তর থেকে বুঝতে না পারে, তাহলে এই গোঁজামিল দেয়া সম্পর্ক নিয়ে আমরাই বা কতখানি তৃপ্ত হতে পারবো?

ইসলাম সাহেব বললেন- ঠিক-ঠিক কথা। কুসুম বিবি, আলীর ঠিকানা কি বলোতো? আজই তাকে চিঠি লিখবো আর প্রয়োজনে শিগ্গিরই তাকে ধরে আনতে বেরুবো আমি। আলীর ঠিকানাটা দাও।

www.pathagar.com

কুসুমবালা চিন্তিতকণ্ঠে বললো– আলী বাবাজীর ঠিকানা? কিন্তু সে ঠিকানা তো আমরা কেউ জানিনে ভাইজান। একমাত্র বাণী মা-মণিই জানতেন। কিন্তু তিনি তো আলী বাবাজীকে আর চিনতেই পারছেন না, তাঁর ঠিকানা বলবেন কি?

ঃ সে কি আলীর ঠিকানা তোমরা কিছুই জানো না?

ঃ কিছুই জানিনে, এটা বলা ঠিক নয়। উনি পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় থাকেন-এই পর্যন্ত জানি। কিন্তু ঢাকার কোথায় থাকেন, জায়গার নাম, বাসার নম্বর-এ সব তো কিছুই জানিনে।

ইসলাম সাহেব হতবাক হয়ে বললেন– তাহলে আর জানা হলো কি। চিঠি লিখবো কোন ঠিকানায় আর ঢাকায় গিয়ে খুঁজবোই বা কোথায়? ঢাকা তো আর ছোট্ট একটা গ্রাম বা পাড়া নয় যে, আলী বললেই সবাই চিনবে। ইশ! বাণীকে ভাল করার এতবড় একটা সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারবো না– এটা যে চিন্তা করতেই পারছিনে!

ইসলাম সাহেব ছটফট করতে লাগলেন। তা দেখে কুসুমবালা ফের বললো– আনতে পারার সামান্য পথ একটা আছে। আলী বাবাজী ঢাকায় পড়তেন জানি। ঢাকার ইউনিভারসিটিতে পড়তেন। ইউনিভারসিটিতে গিয়ে খোঁজ নিলে হয়তো–

উল্লাসে ফের দুলে উঠে ইসলাম সাহেব বললেন– ইউরেকা! তা সে কথাটা তো বলবে? ঐ ইউনিভারসিটিতেই যাবো আমি। যে ভাবে হোক, খোঁজ করে তাকে বের আমি করবোই। দ্যাট্ মীন্স্-আলীকে এই আয়্যারল্যাণ্ডে আনবোই।

খুশিতে দুলতে লাগলেন ইসলাম সাহেব। সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ। এরপর কুসুমবালা ইতস্তত করে বললো– তা আমি বলছিলাম কি ভাইজান, এখান থেকে আলীবাবাজীকে খোঁজা খুঁজির অত ঝামেলায় না গিয়ে আমরা সবাই ওখানে গেলে কেমন হয়? ওখান থেকে খোঁজ করাটা সহজ হবে খুবই।

ইসলাম সাহেব বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন– ওখান থেকে মানে? ওখানে গিয়ে কোথায় থেকে? ঢাকায় থাকার আমাদের জায়গা কোথায়?

ঃ ঢাকায় হবে কেন? যশোরে না কোথায় নাকি এককালে বাড়ি ছিল আপনাদের? এখন কি সেটা নেই!

এবার সাগ্রহে জবাব দিলেন হাজেরা বিবি। তিনি কলকণ্ঠে বলে উঠলেন-থাকবে না কেন? বিশাল বাড়ি পড়ে আছে সেখানে। মস্তবড় পাকা বিল্ডিং, বিশাল পুকুর, বাগান, খামার, প্রচুর আবাদী জমি-সবই পড়ে আছে ওখানে। মানুষ সেরেফ দুইজন। অতবড় বাড়িতে ভাঁ-ভুঁ করে। তাই একজন কেয়ার টেকারের উপর সব ফেলে রেখে চলে এসেছি এখানে।

ঃ তাহলে তো সেখানে আবার ফিরে যেতে পারেন আপনারা।

ইসলাম সাহেব বললেন– সেখানে ফিরে যাবো?

ঃ দোষ কি ভাইজান! একদিন তো যাবেন ই সেখানে। এখন তো আর সেরেফ দুইজন বৃদ্ধ মানুষ নন আপনারা। মেয়েটাকে ফিরে পেয়েছেন। আমরা এসে জুটেছি।

www.pathagar.com

সংসারটা এখন বড় হয়ে গেছে। আলী সাহেবকে আনলে আরো বড় হবে। বাড়িটা আর মোটেই ভাঁ-ভুঁ করবে না।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আপনাদের আলাপ থেকেই বুঝেছি, চিরদিন এই ভাগ্নের বাসায় থাকবেন না বা বিদেশেও পড়ে থাকবেন না। সেই যাওয়াটা এখন গেলে হয়তো অনেকখানি উপকার হতে পারতো।

ঃ উপকার?

ঃ হ্যাঁ, উপকার বৈকি। দেখতে দেখতে অনেকদিনই তো কেটে গেল। আয়্যারল্যান্ড, ইংলন্ড, সব জায়গারই তো বড় বড় ডাক্তারদের দেখালেন। কিন্তু ফল কিছুই হলো না। বাণী মা-মণির একবিন্দুও উন্নতি দেখা গেল না। তাই বলছিলাম, এখানে আর কেন? বাণী মা-মাণিকে সারিয়ে তোলার শেষ চেষ্টা হিসাবে স্বদেশে গিয়ে থাকাটাই বোধ হয় উচিত হবে।

ঃ কুসুম বিবি।

ঃ বিদেশের এই অপরিচিত আবহাওয়া আর অচেনা পরিবেশে থাকলে, বাণী মা-মাণির আপ্‌ছে আপ্‌ অতীতের কথা মনে পড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। স্বদেশের চেনা জলবায়ু আর পরিচিত পরিবেশে থাকলে চারদিক দেখতে দেখতে হয়তো হঠাৎ করে কোন কিছু চিনে ফেললেও ফেলতে পারেন আর তা থেকে অতীতের আঁধারটা সরে গেলেও যেতে পারে।

এই বিদেশে পড়ে থাকাটা হাজেরা বিবির খুব একটা ধাতস্থ হচ্ছিল না। স্বদেশ তাঁর মনকে টানছিল। কুসুমবালার একথায় তিনি সোচ্চার কণ্ঠে বললেন– তাইতো-তাইতো! খুবই সঙ্গত কথা তো! এতদিন এখানে থেকে কিছুই হলো না। কোন ডাক্তারই কিছু করতে পারলো না। মেয়েটার ভবিষ্যৎ এখন আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোন পথই নেই। সে হিসেবে কুসুম বিবিতো খুব বাস্তব কথাই বলেছে। পরিচিত পরিবেশে গেলেই তো বানু আম্মার আপ্‌ছে আপ্‌ ভাল হওয়ার সম্ভাবনাটা অধিক।

জবাবে ইসলাম সাহেব আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন– হ্যাঁ, কথাটা অবশ্য সংগতই। তবে বাণী আম্মার পরিচিত পরিবেশ বলতে তো পূর্ব পাকিস্তানের ঐ গৌরীপুরের পরিবেশ বুঝায়। ওখানেই ও জীবনের অধিক সময় থেকেছে। যশোরের পরিবেশ বুঝায় না। কারণ, যশোরে সে কখনো থাকেনি।

হাজেরা বেগম বললেন– তা না থাকুক, তবু যশোর আর গৌরীপুরের পরিবেশ একই পরিবেশ। একই দেশের একই পরিবেশ। যশোরের চেয়ে আয়্যারল্যান্ডের এই বরফ ঝরা আর তুষার পড়া পরিবেশ গৌরীপুরের কোন কাছাকাছি পরিবেশ নয়।

কুসুমবালা বললো– হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি সেই কথাটাই বলছিলাম বহিন। তাছাড়া যশোর থেকে মাঝে মাঝেই বাণী মা-মণিকে গৌরীপুরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়াটাও

www.pathagar.com

মোটেই কোন কঠিন কাজ হবে না। গৌরীপুরের পরিচিত পথ ঘাট আর মানুষ জন দেখতে দেখতে হয়তো হঠাৎ করেই কাউকে চিনে ফেলতে পারে।

হাজেরা বেগম বললেন– হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা পারেই তো।

কুসুমবালা ফের বললো– ওদিকে আবার যশোর থেকে ঢাকায়, মানে ইউনিভারসিটিতে একবার থেকে পাঁচবার আলী বাবাজীর খোঁজ করাও সহজ হবে। সব চেয়ে বড় কথা আলী বাবাজীকে বাণী মা-মণির সামনে আনাই আমার মতে এখন সব চিকিৎসার বড় চিকিৎসা।

কথাটা শেষ পর্যন্ত খুবই মনে ধরলো মিষ্টার ও মিসেস ইসলাম দুজনেরই। তাই অচিরেই আয়্যারল্যান্ড ত্যাগ করে বাণী, কুসুমবালা ও রাজ্যেশ্বরসহ তাঁরা-আবার ফিরে এলেন তাঁদের নিজ বাড়ি যশোরে।

যশোরে ফিরে আসার পর মাত্র দুইদিন গেছে। আজ তিনদিন যাচ্ছে। সংসারটা পাতা এখনো শেষ হয়নি পুরোপুরি। অনেক দিনের পড়ে থাকা ঘরদোর ও আসবাবপত্র ঝাড়া মোছা আর ঠিকঠাক করার কাজ আজও চলছে। এর মধ্যেই ছুটে বেরুলো রাজ্যেশ্বর দাস। ছুটে চললো ঢাকা ইউনিভারসিটির উদ্দেশ্যে। এর আগে একবার সে এই ভারসিটিতে এসেছিল কলিকাতা থেকে। তাই আগের মতো সেই অধিক দুরুদুরু ভাবটা এবার নেই। ঢাকা আর ঢাকা ইউনিভারসিটি এখন তার কিছুটা চেনা। তার সেই চেনাটা আর একটু প্রসারিত হয়েছে মুহম্মদ আলীর মুখে শুনে শুনে। শুনেছে, মুহম্মদ আলী সেবার সেই প্রথমবার কলিকাতায় এলে। ঢাকায় যাওয়ার দরুণ রাজ্যেশ্বরের ভীষণ হয়রানির কথা শুনে, মুহম্মদ আলী ঢাকার পথঘাটের অনেক বিবরণই রাজ্যেশ্বরকে শুনায় তখন। ভার্সিটি চত্বরের একটা মোটামুটি চিত্রও তুলে ধরে রাজ্যেশ্বরের সামনে। যদিও সেগুলো আজ মনে নেই ততটা, তবু তারই জোরে আবার সে ছুটে চলেছে ঢাকায়। মুহম্মদ আলীকে খুঁজে এবার বের সে করবেই।

কিন্তু ঢাকায় পৌঁছে রাজ্যেশ্বর দেখলো, ঢাকাকে তার আগের সেই জানাটা তেমন কোন কাজেই আসছে না। পথ ঘাট সেই আগের মতোই অচেনা। বরং আরো বেশি জটিল। এই কয় বছরে নতুন নতুন অনেক বিল্ডিং উঠায় আর নতুন নতুন অনেক রাস্তা-পথ হওয়ায়, আগের চেহারাটা উল্টেই গেছে অনেকখানি।

যা-ই হোক, অনেক কষ্টে আর অনেক হাতড়িয়ে ইউনিভারসিটির ক্যাম্পাসে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল রাজ্যেশ্বর। তার ভাগ্যটা সেদিন ভাল ছিল। তাই ক্যাম্পাসে পৌঁছেই যাঁকে প্রথমে সামনে পেলো তিনি একজন প্রবীণ অধ্যাপক ও অমায়িক ভদ্রলোক। ধীর স্থির ও হৃদয়বান। এই অধ্যাপককেই ধরে বসলো রাজ্যেশ্বর আর অধ্যাপক সাহেবও অতি অল্পতেই সাড়া দিলেন তার আবেদনে। রাজ্যেশ্বরের কথা বলার ধরন দেখেই অধ্যাপক সাহেব বুঝতে পারলেন লোকটি বহিরাগত এবং স্বল্প

www.pathagar.com

বুদ্ধির মানুষ। তাই তার এলোমেলো কথায় বিরক্ত না হয়ে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন– আপনি কি কাউকে খুঁজতে এসেছেন?

রাজ্যেশ্বর শশব্যস্তে বললো– আজ্ঞে হুজুর, আজ্ঞে। তাই আমি এসেছি।

ঃ কোথায় থাকে সে?

ঃ আজ্ঞে এই ইউনিভারসিটিতে। এইটেই তো ইউনিভারসিটি, না কি বলেন কত্তা?

বিস্মিত হয়ে অধ্যাপক সাহেব তার দিকে তাকালেন। লুঙ্গি হাফ শার্ট পরা আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফওয়ালা লোকটাকে সন্ধানী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন কিছুক্ষণ। কিন্তু এর জাত-গোত্র কিছুই উদ্ধার করতে পারলেন না। জবাবে বললেন– হ্যাঁ, এইটেই ইউনিভারসিটি। কোথায় থাকে সে লোক? রাজ্যেশ্বর বললো– এখানেই থাকে হুজুর, এখানেই পড়ে।

ঃ এখানেই পড়ে মানে? এই ইউনিভরিসিটিতে পড়ে?

ঃ জি কত্তা, জি। এখানেই পড়ে।

ঃ কোন ক্লাশে পড়ে? মানে কি পড়ে?

রাজ্যেশ্বর চিন্তিত কণ্ঠে বললো– কি পড়ে? তা কথা হলো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এম.এ. পড়ে হুজুর এম.এ.পড়ে।

ঃ কি নাম তার?

ঃ মুহম্মদ আলী, মুনশী মুহম্মদ আলী।

ঃ কি বিষয় নিয়ে পড়ে?

ঃ বিষয়? তা ওসব বিষয় টিষয় তো আমি জানিনে কত্তা।

ঃ জানেন না? তাজ্জব! ঐ আলী আপনার কে হয়?

ঃ আমার ভাস্তে। আমার ভাস্তে হয়। আমি তার কাকা।

ঃ কাকা আপনার নাম?

ঃ আমার নাম রাজ্যেশ্বর হুজুর, রাজেশ্বর দাস। আলী বাবাজীর আমি রাজুকাকা।

অধ্যাপক সাহেব সবিস্ময়ে আবার চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এরপরে বললেন– তা এভাবে তো তাকে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। কোন ইয়ারে পড়ে, কি বিষয় নিয়ে পড়ে, রোল নম্বর কত– এসব দরকার। এসব বলতে না পারলে–

ঃ এসব তো আমি জানিনে কত্তা। আলী এখানে এম.এ. পড়ে– এই টুকুই জানি। জানি মানে শুনেছি।

ঃ ওটুকুতে হবে না। আপনি ফিরে যান। সব জেনেশুনে নিয়ে তবে আসুন–

অধ্যাপক সাহেব ঘুরে দাঁড়াতেই রাজ্যেশ্বর সামনে এসে হাত জোড় করে বললো– দোহাই সাহেব, চলে যাবেন না। হিল্লে একটা করে দিন দয়া করে। ফিরে গিয়ে করবো কি হুজুর, এর বেশি আর জানবো কোত্থেকে? অন্য কেউ তো জানে না। যা হয়, আপনিই একটা পথ করে দিন কত্তা।

রাজ্যেশ্বরের করুণ দৃষ্টির দিকে চেয়ে অধ্যাপক সাহেব বললেন– কি মুস্কিল! তাকে কি আপনার খুবই দরকার?

www.pathagar.com

ঃ খুবই হুজুর খুবই। একটু দয়া করুন হুজুর!

রাজ্যেশ্বর দুহাত জোড় করেই রইলো। অধ্যাপক সাহেব চিন্তিতকণ্ঠে বললেন– দয়াটা করি কি করে? তার কিছুই জানেন না অথচ দয়া চান–

খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি ফের বললেন– আচ্ছা আসুন দেখি, কি করতে পারি।

রাজ্যেশ্বরকে নিয়ে তিনি নিজের ডিপার্টমেন্টে এলেন। অফিস সহকারীকে ডেকে নিজ ডিপর্টিমেন্টসহ অন্যান্য সকল ডিপার্টমেন্টের এম.এ. প্রিভিয়াস্ ও ফাইন্যাল ইয়ারের রেজিস্টার বুক খুঁজে দেখতে বললেন। সেইসাথে মুনশী মুহম্মদ আলী নামের কোন ছাত্র কোন ডিপার্টমেন্টে আছে কিনা, তা মিলিয়ে দেখতে বললেন। কাজটা ঝামেলার। তবু রাজ্যেশ্বরের সকরুণ আবেদনের কারণে এ ঝামেলায় যেতেই হলো অধ্যাপককে। সহকারীকে এ কাজে সাহায্য করার জন্যে দুজন ছাত্রকেও নির্দেশ দিলেন তিনি।

প্রায় দুই ঘন্টা ধরে তল্লাসী করে এসে অফিস সহকারী অধ্যাপক সাহেবকে জানালেন– ঐ নামের কোন ছাত্র কোন ডিপার্টমেন্টেই নেই। মুনশী মুহম্মদ আলী নামের একজন শিক্ষক ছাড়া, ঠিক ঐ নামের কোন ছাত্রের হদিস কোথাও পাওয়া গেল না বা কেউ দিতে পারলো না।

শুনে অধ্যাপক সাহেব রাজ্যেশ্বরকে ডেকে বললেন– না হে বাপু, ও নামের কোন ছাত্রের খোঁজ কোথাও আমরা পেলাম না। ঐ নামের একজন শিক্ষক অবশ্য আছেন, কিন্তু আপনি তো ছাত্র চান?

রাজ্যেশ্বর ঢোক চিপে বললো– আজ্ঞে কত্তা!

অধ্যাপক সাহেব বললেন– তাহলে আর কি করবো বলুন? আমার যতটুকু সাধ্য তা করলাম। আর আমার কিছু করার নেই।

রাজ্যেশ্বরও তা বুঝলো। অনুসন্ধানকারীদের সাথে রাজ্যেশ্বরও এই দুই ঘন্টা যাবত ছিল। জবাবে তাই সে হতাশ কণ্ঠে বললো– সবই আমার কপাল কত্তা। আপনি তো আমার জন্যে অনেক করলেন, আর কি করতে বলবো? এখন ফিরেই যাই আর কি!

ঃ হ্যাঁ তাই যান। তবে আপনার ঠিকানাটা আমার এই অফিস সহকারীর কাছে রেখে যান। হঠাৎ যদি এমন কোন ছাত্র কেউ বেরিয়ে পড়ে, তাকে আপনার কথা বলবো।

একথায় রাজ্যেশ্বর আবার কিছুটা আশান্বিত হলো। বললো– আজ্ঞে তাই বলবেন হুজুর। আমি ঠিকানা রেখে যাচ্ছি। যদি তাকে পাওয়া যায় তাহলে বলবেন, তার রাজুকাকা আর একবার এসে খুঁজে গেছে তাকে। এবার কলিকাতা থেকে নয়, যশোর থেকে এসেছিল। যশোরের ঐ ঠিকানায় গিয়ে সে যেন দেখা করে আমার সঙ্গে। অফিস সহকারীর কাছে যশোরের ঠিকানাটা দিয়ে রাজ্যেশ্বর ভগ্নচিত্তে আবার যশোরের পথ ধরলো।

www.pathagar.com

দিন তিনেক পরের কথা। তরুণ অধ্যাপক মুনশী মুহম্মদ আলী ঘুরতে ঘুরতে ঐ প্রবীণ অধ্যাপক সাহেবের ডিপার্টমেন্টে এলে ঐ প্রবীণ অধ্যাপক সাহেব তাকে ডাক দিয়ে বললেন– আরে এই যে ইয়ংম্যান, এসো এসো আমি তোমাকে খুঁজছি।

ইনি মুহম্মদ আলীদেরও শিক্ষক। তাই মুহম্মদ আলী এসে সালাম দিয়ে বললো– কেন স্যার?

সালামের জবাব দিয়ে অধ্যাপক সাহেব বললেন– আগে বসো, বলছি।

মুহম্মদ আলী বসতে বসতে বললো– কোন জরুরী ব্যাপারে স্যার?

অধ্যাপক সাহেব হেসে বললেন– আরে না-না, কোন ব্যাপারেই না। অনেকদিন এদিকে আসো না, তাই একটু গল্প করার জন্যে ডাকলাম।

ঃ তবে যে বললেন, আমাকেই নাকি খুঁজছেন?

ঃ হ্যাঁ সেটাও ঠিক। আমি মুনশী মুহম্মদ আলীকেও খুঁজছি, তবে অধ্যাপক মুনশী মুহম্মদ আলীকে নয়, ছাত্র মুনশী মুহম্মদ আলীকে।

অধ্যাপক সাহেবের মুখে হাসি। মুহম্মদ আলীর চোখে-মুখে বিস্ময়। মুহম্মদ আলী বললো– সেটা আবার কেমন ব্যাপার স্যার?

ঃ ব্যাপারটা একটু আজবই। যশোর থেকে এক বয়সী লোক এসে রাস্তায় আটকিয়ে দিলো আমাকে। মুনশী মুহম্মদ আলী নামের এক ছাত্রকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। সে ছাত্র কোথায় থাকে তার সন্ধান চায় বেচারা।

মুহম্মদ আলী সবিস্ময়ে বললো– সে কি স্যার, একদম আমার নামে নাম।

ঃ হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো তোমাকে দেখেই কথাটা আমার মনে হলো আর তোমাকে ডাকলাম। তার অনুরোধে আমরা খোঁজ করে ও নামের কোন ছাত্র পেলাম না। তাকে বলা হলো, এ নামের কোন ছাত্র পাওয়া যাচ্ছে না, তবে একজন শিক্ষক আছে। কিন্তু সে লোক শিক্ষক চায় না, ছাত্র চায়। এখন বুঝো ব্যাপারটা।

ঃ আচ্ছা।

ঃ আরো মজার ব্যাপার হলো, লোকটা হিন্দু আর ঐ মুনশী মুহম্মদ আলী নাকি তার ভাস্তে। বলে, মুহম্মদ আলীর আমি কাকা। কাকা হই।

একথায় মুহম্মদ আলী উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।

বললো– ঐ লোকটার নাম কি স্যার? নামটা বলেনি?

ঃ বলেছে। নামটা কি যেন দাস। ও হ্যাঁ, রাজ্যেশ্বর-রাজ্যেশ্বর দাস।

ইলেকট্রিক শক্ লাগার চেয়েও অধিক চমকে উঠলো মুহম্মদ আলী। শশব্যস্তে বললো– কি নাম স্যার? রাজ্যেশ্বর দাস?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, রাজ্যেশ্বর দাস। সে নাকি ঐ ছাত্র মুনশী মুহম্মদ আলীর রাজুকাকা হয়।

www.pathagar.com

মুহম্মদ আলীর সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো থরথর করে। অধ্যাপক সাহেব বলেই চললেন– বলে কিনা, মুহম্মদ আলীকে পাওয়া গেলে বলবেন, তার রাজুকাকা আবার তাকে খুঁজতে এই ঢাকায় এসেছিল। এবার কলিকাতা থেকে নয়, যশোর থেকে। এরপর যশোরের ঠিকানাটা রেখে সে চলে গেল।

স্থান-কাল-পাত্রের কথা ভুলে গেল মুহম্মদ আলী। সে চিৎকার করে উঠে বললো– চলে গেল! আমার রাজুকাকা চলে গেল!

চমকে উঠলেন অধ্যাপক সাহেব। বিপুল বিস্ময়ে বললেন মুহম্মদ আলী!

বিকারগ্রস্তের মতো মুহম্মদ আলী বললো– আমাকেই স্যার, আমার রাজুকাকা আমাকেই খুঁজতে এসেছিল। হায়-হায়! এবারও দেখা হলো না।

ঃ বলো কি!

ঃ ঠিকানাটা কোথায় স্যার? কোথায় সে ঠিকানাটা রেখে গেছে?

ঃ আমার অফিস সহকারীর কাছে। তার রুমে।

ঃ থ্যাংক্ ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।

উন্মত্তের মতো মুহম্মদ আলী তখনই অধ্যাপক সাহেবের কক্ষ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। কোন দিকে চাইলো না বা আর কোন কথা বললো না। হতভম্ব অধ্যাপক সাহেব লা-জবাব চেয়ে রইলেন সেই দিকে।

ঠিকানাটা নিয়ে ঐ একই ভাবে ছুটতে লাগলো মুহম্মদ আলী। ছুটির দরখাস্ত খানা ডিপার্টমেন্টে পৌছে দিয়েই সে ছুটে এলো তার আস্তানায় অর্থাৎ আবুজাফর সরকার সাহেবের বাসায়। সরকার সাহেব বাসায় তখন ছিলেন না। কাপড় জামা ব্যাগে পুরতে পুরতে সে সরকার পত্নীকে বললো– বাণীর নয় ভাবী, তবে তার রাজুকাকার সন্ধান পেলাম এই মাত্র! তার কাছে গেলেই সব খবর জানতে পারবো।

বড়ভাই বাসায় ফিরলে, আমার সালাম দিয়ে তাঁকে এ খবরটা জানাবেন।

–বলেই ব্যাগ নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লো মুহম্মদ আলী। কোথায় আর কতদিনের জন্যে যাচ্ছে সে, সরকার পত্নী সেসব কিছুই জানতে পারলেন না। অর্থাৎ মুহম্মদ আলী তাকে সে সুযোগটুকুও দিলো না।

যশোরে পৌছে নির্দিষ্ট ঠিকানাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে আলী। জিজ্ঞাসা করতে করতে এসে ঠিকানাটার কাছাকাছি পৌছে গেছে। রাস্তার উপর সামনে একটা মনোহারী দোকান। দোকান মানে একটা ঢোপ্ঘর। সেই ঢোপের মধ্যে আয়না-চিরুনী ফিতে-আলতা থরে থরে সাজানো। এই ঢোপটা পার হয়ে সামনে একটু এগুলেই ইসলাম লজ"। আলীর কাংখিত ঠিকানা। রাস্তাটা এখন প্রায় ফাঁকা। হেথা হোথা দু'চারজন পথচারী ছাড়া রাস্তা এখন লোকশূন্য। অবস্থানের গুণে এ রাস্তায় লোক চলাচল বাড়ে সকাল থেকে দুপুরতক। আবার বাড়ে সন্ধ্যার কিছু আগে থেকে রাত নয়-দশটা অবধি। দুপুর থেকে সারা-বিকেল লোক চলাচল এখানে তেমন একটা থাকে না।

www.pathagar.com

পড়ন্ত বেলায় ঐ মনোহারী দোকানটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল মুহম্মদ আলী। লোকজনের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী 'ইসলাম লজ'টা এখানেই কোথাও হওয়ার কথা। দু'দশ গজ আগে পিছে বা ডাইনে বাঁয়ে। দিশে পাচ্ছে না মুহম্মদ আলী। কোথায় সেই 'ইসলাম লজ?' জিজ্ঞাসা করার লোকজন ঠিক এই ক্ষণে কাছে কোলে কেউ নেই। ঐ মনোহারী দোকানের দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করা যায়। কিন্তু ছোটবড় চার-পাঁচটা মেয়ে দোকানের সামনে ভিড় করে জিনিসপত্র দেখছে। ফিতে-আলতার দামদর করছে। দোকানদার ঢোপটার একদম এক কোণে থাকায়, দোকানের সামনে এসেও মুহম্মদ আলী দোকনদারকে নাগালের মধ্যে পেলো না। অগত্যা গলাঝেড়ে সে ঐ মেয়েদেরই উদ্দেশ্য করে বললো– এই যে শুনুন, এখানে 'ইসলাম লজ'টা কোথায়– তা কি বলতে পারেন?

পেছন ফিরে না চেয়ে এদের মধ্যে সব চেয়ে বড় মেয়েটা বললো– সামনে, সামনের দিকে যান।

মুহম্মদ আলী বললো– সামনের দিকে? সামনে আর কতটা দূরে যেতে হবে?

মেয়েটা এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে রুষ্ট কণ্ঠে বললো– সেটা কি মেপে দেখেছি আমি? আর একটু সামনে গেলেই গেটের উপর সাইন বোর্ড। এগিয়ে গিয়ে দেখুনগে। মেয়েটার দিকে চোখ তুলে চেয়েই মুহম্মদ আলী আওয়ারা বনে গেল। শূন্যে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললো– একি! বাণী তুমি! তুমি এখানে? হায় আল্লাহ! একি অবাক কাণ্ড!

বাণীর নিকট থেকে মুহম্মদ আলী আট-দশ হাত দূরে ছিলো। চিনতে পেরেই মুহম্মদ আলী উন্মত্তের মতো ছুটে এলো বাণীর কাছে। বাণীকে প্রায় জড়িয়ে ধরে ধরে আর কি! তা দেখে ভয়ানক চমকে গেল অন্য মেয়েরা। কে, কে তুমি?" বলতে বলতে বাণী চমকে উঠে দূরে সরে যেতে লাগলো। মুহম্মদ আলী তবুও "আমি আলী-আলী-মুহম্মদ আলী, আমাকে চিনতে পারছো না?" বলে বাণীর পেছনে ছুটলো। এবার ভীষণ ভয় পেলো মেয়েরা। সবাই একসাথে চিৎকার দিয়ে উঠলো। "পাগল-পাগল" বলে বাণী তার বাড়ির গেটের দিকে ছুটলো। তার পিছে পিছে দৌড় দিলো অন্য মেয়েরাও। তারা সমানে চিৎকার করে বলতে লাগলো-বাঁচাও-বাঁচাও।

দৌড়াচ্ছে বাণী। দৌড়াচ্ছে মেয়েরা। বাণীর পেছনে দৌড়াচ্ছে আত্মহারা আলী। মেয়েদের চিৎকারে রাস্তার এদিক-ওদিক যে দু'একজন লোক ছিল, ছুটে এলো তারা। ঢোপ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো দোকানদার। মারমার কাটকাট ব্রবে বেরিয়ে এলো রাস্তার দুই পাশের বাসিন্দারা। সবার মুখে এক কথা-মার, মার শালাকে।

'ইসলাম লজ' অধিক দূরে ছিল না। বাণীসহ চিৎকাররত মেয়েরা অল্পক্ষণেই 'ইসলাম লজে'র গেটে এসে পৌঁছে গেল। তাদের পিছে পৌঁছে গেল আলীও এবং লাঠিশোটা হাতে আলীর পিছে পিছে মারমুখী লোকজনও। গেটের পরেই মস্তবড়

www.pathagar.com

লন। লনের পরেই পাকা ঘরদুয়ার। রাজ্যেশ্বর দাস গেটের পাশে লনেই কর্মরত ছিল। চিৎকার শুনে দৌড়ে সে গেটের বাইরে এলো। রাজ্যেশ্বরকে দেখেই বাণী দৌড়ে এসে একপাশ থেকে জড়িয়ে ধরলো তাকে। চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো– রাজুকাকা-রাজুকাকা, বাঁচাও-বাঁচাও–

এদিকে আলীর মাথায় লাঠির বাড়ি পড়ে পড়ে। কিন্তু আলীর সেদিকে খেয়াল নেই। রাজ্যেশ্বরকে দেখে সে আরো উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। হারিয়ে ফেললো কাণ্ডজ্ঞান সবটুকুই। "একি রাজুকাকা তুমি! তুমিও এখানে?" বলতে বলতে আলীও দৌড়ে এসে রাজ্যেশ্বরকে জড়িয়ে ধরলো অপর পাশ থেকে।

বিপাকে পড়ে গেল আলীকে ধাওয়াকারী লোকজন। হাতের উত্থিত লাঠিশোটা তাদের হাতেই রয়ে গেল। আলীর মাথায় সেগুলো মারতে গেলে শুধু আলীর মাথাই ফাটবে না, ফাটবে এখন রাজ্যেশ্বর ও বাণী-এই দুজনের মাথাও। লহমা খানেক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সবাই। আলীর উপর নজর পড়তেই জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেললো রাজ্যেশ্বর দাসও। সেও চিৎকার করে বলে উঠলো– একি কত্তাবাবু। আপনি? আপনি এসে গেছেন? কি আনন্দ-কি আনন্দ। আলী ও বাণী রাজ্যেশ্বরকে দুই দিক থেকে জড়িয়ে ধরে ছিল। ঐ অবস্থাতেই রাজ্যেশ্বর খুশিতে নাচতে শুরু করলো। উপস্থিত লোকজন শুধুই অবাকের উপর অবাক হতেই লাগলো। কোন কথাই তাদের মুখে সরলো না। বাণীর সাথের মেয়েরা একপাশে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের একজন রাজ্যেশ্বরকে প্রশ্ন করলো– কে চাচা, ঐ পাগলটা কে?

আত্মহারা কণ্ঠে রাজ্যেশ্বর বললো– আরে-আরে, পাগল হবে কেন? ইনি আমার-ইনি আমার-মানে ইনি আমার–

আবেগের আধিক্যে রাজ্যেশ্বর মুখের কথা শেষ করতে পারলো না। প্রশ্নকারিণী চাপ দিয়ে বললো– কি ইনি আমার-ইনি আমার, করছেন? উনি আপনার কে?

রাজ্যেশ্বর বললো– আমার মা দুগ্‌গার শিব ঠাকুর।

ঃ কি বললেন?

ঃ আমার বাণী আম্মার বর।

ঃ ওমা সেকি!

প্রশ্নকারীনী সঙ্গে সঙ্গে বাণীকে উদ্দেশ্য করে সবিস্ময়ে বললো– সে কিলো! এই ব্যাপার?

জবাবে বাণী সক্রোধে বললো– ধ্যাৎ!

বলেই বাণী সজোরে একটা ঠেলা দিয়ে রাজ্যেশ্বরকে ছেড়ে দিলো এবং দৌড় দিয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে চলে গেল।

লাঠিশোটা নামিয়ে নিয়ে ধাওয়াকারীরা রাজ্যেশ্বরকে প্রশ্ন করলো– কি ব্যাপার, এলোক আপনাদের আপন লোক নাকি?

রাজ্যেশ্বর সরসকণ্ঠে বললো– আপন লোক- আপন লোক, একদম আপন লোক।

www.pathagar.com

একে অন্যের মুখ চাওয়াচায়ী করে উপস্থিত লোকেরা বিরক্তির সাথে বললো– আরে দুর! চলুন-চলুন। যত্তসব বোরেগী কেত্তন।

গজর গজর করতে করতে আগন্তুক লোকেরা যে যার পথে চলে গেল। মেয়েদের একজন বাণীর পেছনে বাণীদের বাড়িতে গেল আর অন্যরা সবাই নিজ নিজ বাড়ির দিকে রওনা হলো।

ভিড় ফাঁকা হতেই মুহম্মদ আলী রাজ্যেশ্বকে প্রশ্ন করলো– সে কি রাজুকাকা! বাণী আমাকে চিনতে চাইলো না কেন?

রাজ্যেশ্বরের উৎফুল্ল মুখমণ্ডলে এবার আঁধার নেমে এলো। সে ধরাগলায় বললো– চিনতে চাইলো না নয় কত্তা, চিনতে পারলো না!

ঃ চিনতে পারলেন না!

ঃ না। মা-মণি তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে বাবা। অতীতের কিছুই আর তার মনে নেই।

মুহম্মদ আলী চমকে উঠে বললো– সেকি!

আলীকে মৃদু ঠেলতে ঠেলতে রাজ্যেশ্বর বললো– চলুন কত্তা, ভেতরে চলুন, বলছি সব।

হৈ চৈ শুনে কুসুমবালাসহ ইসলাম সাহেব ও হাজেরা বেগম সাহেবা বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে লনের দিকে এলেন। লনে আসতেই সামনে পড়লো বাণী। সে দৌড়ের উপর ছিল। হৈ চৈ এর কারণ তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে দৌড়ের উপর বললো– পাগল-পাগল!

আর কিছু না বলে বাণী ঐ ভাবেই দৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। আর একটু গেটের দিকে এগুতেই তাঁদের সামনে পড়লো রাজ্যেশ্বর ও মুহম্মদ আলী। ইসলাম সাহেব রাজ্যেশ্বরকে প্রশ্ন করলো– কি ব্যাপার রাজুমিয়া, এদিকে এত হৈ চৈ হলো কিসের?

রাজ্যেশ্বর জবাব দেয়ার আগেই মুহম্মদ আলীকে দেখতে পেয়ে কুসুমবালা বিপুল আবেগে আওয়াজ দিয়ে উঠলো– ওমা সেকি! এযে মেঘ না চাইতেই জল! আলী বাবাজী এসে গেছে– আলী বাবাজী এসে গেছে! বলেছিলাম না, দেশে ফিরলেই আলী বাবাজীকে পাওয়া যাবে?

ইসলাম সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন– আলী বাবাজী!

কুসুমবালা বললো– হ্যাঁ, আলী বাবাজী। যার কথা বলেছিলাম, এই সেই আলী বাবাজী। মানে, মা-মণির একেবারেই আপনজন।

কুসুমবালা আলীর দিকে অঙ্গুলী সংকেত করলো। ইসলাম সাহেব আনন্দে-বিস্ময়ে বললেন– এ্যাঁ, বলো কি?

বিস্ফারিত নেত্রে আলীর দিকে চেয়ে হাজেরা বেগম সাহেবা স্বগতোক্তি করলেন– ওমা! কি সুন্দর ছেলে গো! কি চমৎকার দেখতে!

www.pathagar.com

রাজ্যেশ্বর এগিয়ে এসে বললো– এই ছেলেই সেই ছেলে বহিন। সেই আলী বাবাজী। ঢাকায় গিয়ে আমি ঠিকানাটা একজনের কাছে রেখে এসেছিলাম। সেই ঠিকানা পেয়ে আলী বাবাজী আজই ছুটে এসেছে ঢাকা থেকে। এরপর কলরব করতে করতে সকলে এসে বাড়ির ভেতরে বসলেন। বসার পরেই শুরু হলো নানামুখী প্রশ্ন। রাজ্যেশ্বর প্রশ্ন করলো– আপনি কোথায় ছিলেন কত্তাবাবু? ইউনিভারসিটিতে গিয়ে কত আপনাকে খুঁজে বেড়ালাম, কিন্তু কোনই হদিস পেলাম না।

মুহম্মদ আলী বললো– পাবে কি করে? আমি ছাত্র ছিলাম ছয় সাত বছর আগে। এতদিন পরে গিয়ে তুমি ছাত্র হিসেবেই খুঁজে বেড়াচ্ছো আমাকে। আমি যে ইতিমধ্যেই শিক্ষক হয়ে যেতে পারি ওখানে, এমন কোন চিন্তাই মাথায় তোমার এলো না।

রাজ্যেশ্বর লাফিয়ে উঠে বললো– এ্যাঁ-তাই নাকি? ওরে বাপ্‌রে! তাইতো অনেকে বললো, এই নামের একজন শিক্ষক আছে এখানে। আমি গায়ে মাখলাম না সে কথা। হায়-হায়-হায়! তখনই যদি দেখতে চাইতাম আপনাকে, তাহলে কি আর আমাকে এতটা পেরেশান হতে হয়?

মুহম্মদ আলী এবার তাকে প্রশ্ন করলো– ব্যাপার কি রাজুকাকা, বাণী কি সত্যি সত্যিই একটুও চিনতে পারলো না আমাকে?

রাজ্যেশ্বর ম্লান কণ্ঠে বললো– কেবল আপনাকেই নয় কত্তা, স্মৃতি হারানোর পর মা-মণি আমাদেরও চিনতে পারেনি আদৌ। আমাদের সাথে তার এখনকার এই পরিচয় হাল আমলের পরিচয়। অতীতের পরিচয়টা বিলকুলই মুছে গেছে তার মন-মগজ থেকে।

ঃ তাজ্জব! তাহলে স্মৃতিটা সে হারালো কি করে?

ঃ সে অনেক কথা। শুধু স্মৃতিই সে হারায়নি, সে এখন মুসলমানের মেয়ে, হিন্দুর মেয়ে নয়। এসব কথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। বলতে পারেন একটা বেলা গোটাই লাগবে। এখনই আর এক কথায় তা বলা সম্ভব নয়।

হতাশ নয়নে চেয়ে আলী বললো– তাই?

কুসুমবালা বললো– হ্যাঁ বাবাজী, তাই। সে অনেক বড় কাহিনী। এসেছেন যখন, আগে আরাম বিরাম করুন, আস্তে আস্তে সব আপনাকে বলা হবে।

ঃ আচ্ছা, তা তোমরা এখানে কেন মাসী?

ঃ মা-মণির সাথে এসেছি বাবা। আমরা সাথে না থাকলে মা-মণিকে ঠিকমতো দেখাশুনা করবে কে?

ঃ তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমরা এই যশোরে কেন? গৌরীপুরে হলে কিছুটা যুক্তি ছিল।

ঃ বাবাজী!

ঃ তোমরা নাকি আয়্যারল্যাণ্ডে আছো? তা আবার হঠাৎ এদেশে!

ঃ ওমা, আয়্যারল্যান্ডের কথা আপনি জানেন? জানলেন কি করে?

www.pathagar.com

ঃ আমি তোমাদের খোঁজে আবার কলিকাতায় গিয়েছিলাম। বাণীর দোকানের কর্মচারীদের মুখে শুনে এসেছি সব। সব মানে ঐ আয়্যারল্যান্ডের কথাটা।

ঃ এ্যাঁ, তাই নাকি? হ্যাঁ বাবা, ঐ আয়্যারল্যান্ডেই ছিলাম। কিন্তু কতদিন আর থাকবো আমরা সেখানে। অনেক বড় বড় ডাক্তার দিয়ে মা-মণির চিকিৎসা করানো হলো, কিন্তু তাঁর অতীত স্মৃতি কিছুই ফিরে এলো না। তাই বাধ্য হয়ে আবার দেশে ফিরে এলাম আমরা।

ঃ দেশে মানে এই যশোরে?

ঃ হ্যাঁ, এইটেই তো মা-মণির আসল বাপমায়ের বাড়ি। এই দেখুন, পরিচয়টা এখনও করিয়ে দেয়া হয়নি। এই ইনিই হলেন বাণী মা-মণির আসল আব্বা আর এই ইনিই হলেন তাঁর আসল আম্মা। তাঁর আগেকার যে হিন্দু বাপ মা ছিলেন, তাঁরা আসলে মা-মণির কেউই ছিলেন না। এঁরাই আসল বাপ-মা।

ইসলাম সাহেব ও বেগম ইসলামের প্রতি ইংগিত করলো কুসুমবালা। পরিচয় পেয়ে মুহম্মদ আলী তাঁদের সালাম দিলে তাঁরা সংগে সংগে সালামের জবাব দিলেন এবং মুহম্মদ আলীর কাছে এসে বসলেন। এরপর ইসলাম সাহেব সহৃদয় কণ্ঠে বললেন– আমরাই বাণীর সেই বদনসীব আব্বা-আম্মা বাপজান। আমার নাম কাজী মনজুরুল ইসলাম আর এই ইনি মোসাম্মাৎ হাজেরা বেগম, অর্থাৎ আমার স্ত্রী আর বাণীর আসল আম্মা। আমাদের অরিজিন্যাল বাড়ি এই যশোরেই আর এইটেই আমার পৈতৃকবাড়ি।

পুনরায় সালাম বিনিময় ও মোসাফাহা (করর্মদন) করে মুহম্মদ আলী বললো– আমার নাম মুনশী মুহম্মদ আলী। বাণীর আমি ক্লাশফ্রেন্ড আর অতি পরিচিতজন।

ইসলাম সাহেব সমর্থন দিয়ে বললেন– শুনেছি বাপজান, সব শুনেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে অতীতের সব কথাই ভুলে গেছে সে।

ইতিমধ্যে কখন যে বাণী সেখানে এসে একপাশে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ তা কারো নজরে পড়েনি। তার উপর ইসলাম সাহেবের নজর পড়তেই তিনি বললেন– এই যে বানু মা-মণি, তুমি অতদূরে দাঁড়িয়ে আছো কেন? কাছে এসো। দেখোতো ইনাকে চিনতে পারো নাকি? এসো এগিয়ে এসে দেখো–

সামান্য একটু এগিয়ে এসে বাণী বললো– না, উনাকে আমি চিনিনে।

ঃ কখনো দেখোনি এর আগে?

ঃ না। কখনো দেখিনি।

ঃ ভাল করে চেয়ে দেখোতো।

ঃ ভাল করে চেয়ে দেখবো কি? যাকে কখনো দেখিনি তাকে ভাল করে চেয়ে দেখলেই কি চেনা যায়?

ঃ কি বলছো তুমি?

ঃ কি বলবো আবার? ওতো একটা খারাপ লোক। আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আমাকে ধরতে এসেছিল।

www.pathagar.com

ঃ না মা-মাণি, খারাপ লোক হবে কেন? তুমি তো সব কথা ভুলে গেছো। উনি তোমাকে চেনেন।

ঃ খারাপ লোক নয়? তা যদি না হয়, ও একজন পাগল। বদ্ধ পাগল। পাগল না হলে আমার দিকে ওভাবে ছুটে আসবে কেন?

আলীকে উদ্দেশ্য করে ইসলাম সাহেব বললেন– এই হলো বর্তমান অবস্থা বাপজান। আমরা না হয় তার নতুন আব্বা-আম্মা, নতুন লোক। কিন্তু তার আজন্মের পরিচিত জন এই কুসুম বিবি আর রাজুমিয়াকেও চিনতে সে পারেনি।

আর অল্প কিছু আলাপের পরেই এখনকার মতো শেষ হলো বৈঠক। মুহম্মদ আলীর আহার-বিশ্রাম আর থাকার ব্যবস্থা করার জন্যে উঠে গেলেন সবাই। বিমর্ষমনে বসে রইলো আলী। একেবারেই হতাশ হয়ে গেল সে। যে বাণীর জন্যে পাগল হয়ে ছুটে এসেছে এখানে, সেই বাণী তাকে চিনতেই পারলো না। এতে একদম মুষড়ে পড়লো আলী। বাণীর স্মৃতি যদি কোনদিনই আর ফিরে না আসে, তাহলে তার নিজের জীবনটাও ব্যর্থ হয়ে যাবে– তার সকল সাধ-স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে যাবে– ব্যর্থ হয়ে যাবে তার এই দুর্লভ জনম! এই চিন্তার মধ্যেই তলিয়ে রইলো আলী।

আহার-বিশ্রাম অন্তে বৈঠক বসলো আবার। এবার শুরু হলো বাণীর মুসলমান পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার কাহিনী। এটার সাথেই চলে এলো বাণীর স্মৃতি হারানোর ঘটনা এবং সবশেষে তাঁদের আয়্যারল্যান্ড যাওয়ার অধ্যায়। বাণীকে নিয়ে যাওয়ার পর আয়্যারল্যান্ডে তারা আরো কয়েক বছর ছিলেন। ইসলাম সাহেব এসব কথা বললে– মুহম্মদ আলী ম্লান কণ্ঠে বললো ঐ সময় আমিও লন্ডনে ছিলাম। লন্ডন ভারসিটিতে পড়াশুনা করছিলাম।

ইসলাম সাহেব বললেন– তাহলে আয়্যারল্যান্ডে যাওনি কেন? বানু আম্মার দোকানের লোকদের কাছে নাকি আয়্যারল্যান্ডের কথা তুমি শুনেছিলে?

আলীর অনুরোধে আলীকে ইতিমধ্যেই তুমি বলতে শুরু করেছেন ইসলাম সাহেব। জবাবে আলী বললো– জি, তারা তা বলেছিল বটে। তবে শুধু ঐ দেশটার নামই বলেছিলো, নির্দিষ্ট ঠিকানা তারা জানতো না বলে ঠিকানা দিতে পারেনি। তাই একে একে কয়েকবার লন্ডন থেকে আয়্যারল্যান্ডে গেলাম আমি। ঠিকানা না জানায় দেশটাই দেখে এলাম বারবার, আপনাদের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারলাম না।

ইসলাম সাহেব আফসোস্ করে বললেন– ভেরী স্যাড্!

মুহম্মদ আলী যেদিন বিকেলে এবাড়িতে এলো তার পরের দিনটা বিগত দিনের এইসব বিস্ময়কর ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল। তারপরের দিন চা-নাস্তার পর মুহম্মদ আলী ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে আবার সবাই এসে ঘিরে ধরলো তাকে। ইসলাম সাহেব বললেন– সেকি বাপজান! তুমি চলে যাবে মানে? তুমি চলে গেলে চলবে কেন?

www.pathagar.com

মুহম্মদ আলী ম্লানকণ্ঠে বললো– চলে তো আমাকে যেতেই হবে চাচামিয়া। এখানে থেকে আর করবো কি? বাণী আমাকে চিনতে পারলে না হয় আরো কয়েকদিন থেকে যেতাম। চিনতেই যখন পারলো না–

ইসলাম সহেব জোর দিয়ে বললেন– সেজন্যেই তো তোমাকে থাকতে হবে এখানে। এখান থেকে কোথাও আর যাওয়া তোমার চলবে না।

মুহম্মদ আলী মুখ তুলে বললো– চলবে না কেমন?

ঃ চলবে না মানে, বাণীর যতদিন স্মৃতি ফিরে না আসে, ততদিন তোমাকে অহরহ থাকতে হবে বাণীর পাশে। স্মৃতি ফিরে এলেও তোমার ছুটি নেই। আর তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না। এই বাড়িই তোমার বাড়ি।

ঃ সে কি চাচামিয়া! তা হবে কি করে? আমি চাকরী করি ভারসিটিতে। এখানে পড়ে থাকলে আমার চাকরী থাকবে কেন?

ঃ তা না থাকে– না থাকবে। চাকরী করেই খেতে হবে তোমাদের– এমন কোন কথা নেই। আল্লাহর রহমতে আমার যথেষ্টই আছে!

আলী নারাজকণ্ঠে বললো– তাজ্জব! চাকুরী করে খাবো নাতো কি সুস্থ-সবল-শিক্ষিত মানুষ হয়ে আপনার ঘাড়ে বসে বসে খাবো? আপনার যতই থাক, আমার তো একটা আত্মসম্মান বোধ আছে!

ঃ সেকি বাপজান, বাণী যদি একথা বলতো তখন কি করতে? শুনেছি তার সব কিছুকেই তুমি তোমার নিজের মনে করতে।

ঃ বাণীর কথা আলাদা। বাণী ছিল আমার আত্মার জন।

ঃ আমরা তো সেই বাণীরই বাপ-মা। আমরা কি তোমার সেই রকম আপন হতে পারিনে?

ঃ বাহ্যিকভাবে হলেও, মানসিকভাবে তা হয় না চাচা মিয়া। এইটেই কিন্তু সত্য। যে বাণীকে নিয়ে সম্পর্ক, সেই বাণীই আমার পর হয়ে গেল, আত্মার নিকট থেকে দূরে চলে গেল, আপনারা আর এ অবস্থায় আমার আত্মার কাছে পৌঁছতে পারেন কতখানি– ভেবে দেখুন একবার?

কিঞ্চিৎ নীরব থেকে ইসলাম সাহেব বললেন– বুঝেছি বাপজান বাণী সুস্থ থাকলে তোমার এই আত্মসম্মান বোধকে আমি হেয় করতে চাইতাম না। কিন্তু গরজ বড় বালাই। বাণীর এই অবস্থা যেখানে, সেখানে এ অনুরোধ করতেই পারি আমি।

ঃ চাচামিয়া!

ইসলাম সাহেব আবদারের সুরে বললেন– চাকরীটাই তোমার বড় হলো বাপজান? বাণী কিছুই নয়? একদিন নাকি বাণীকে ছাড়া এ দুনিয়ায় কোন কিছুই তুমি বুঝতে না?

শেষ কথায় ইসলাম সাহেবের গলাটা কেঁপে উঠলো অনেকখানি। মুহম্মদ আলী থতমত খেয়ে বললো– হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু আমার সে বাণী তো হারিয়ে গেছে চাচামিয়া! সে তো আর নেই।

www.pathagar.com

মুহম্মদ আলীর কণ্ঠস্বরও ভারী হলো। এবার কুসুমবালা কথা ধরে বললো– হারিয়ে গেছে তো কি হয়েছে বাছা? হারিয়ে গেছে বলেই কি হাল ছাড়লে চলবে আপনার? যে হারিয়ে গেছে তাকে কি ফিরিয়ে আনতে হবে না?

মুহম্মদ আলী ম্লানকণ্ঠে বললো– ফিরিয়ে আনবো? ফিরিয়ে আনবো কেমন করে মাসী? তোমাদের মতো, মানে তোমার আর রাজুকাকার মতো, অতি পরিচিত জন এতদিন তার সাথে থেকেও তোমরা তার স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে পারলে না, আমি থেকে আর করবো কি?

কুসুমবালা বললো– কি করবো, কি বলছেন? করতে তো হবে আপনাকেই বাবা। আমরা তাঁর পরিচিত জন ঠিকই কিন্তু অতি আপনজন তো নই। মা-মণির আত্মারজন নই। আপনিই মা-মণির আত্মার সাথে মিশে আছেন। কাজেই আপনি পাশে থাকলে যে কোন সময় আর যে কোন কথায় মা-মণির অতীত স্মৃতি ফিরে আসতে পারে। হঠাৎ করেই চিনে ফেলতে পারেন তিনি আপনাকে! আপনার বেলাতেই এমনটি হওয়া খুবই সম্ভব।

ঃ মাসী!

ঃ এই জন্যেই আপনার এখানে থাকতে হবে বাপজান।

ইসলাম সাহেব যোগ দিয়ে বললেন– সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে সব সময় বানু আম্মার কাছে কাছে রাখার জন্যেই তোমার এত খোঁজ করা আর আমাদের এই স্বদেশে ফিরে আসা। সেই তুমিই যদি নিরাশ করো, তাহলে শেষ আশা বলে আর কিছুই আমাদের থাকে না।

রাজ্যেশ্বর বাইরে ছিল। শুনতে পেয়ে সে হৈ হৈ করে ছুটে এসে বললো–ওরে বাবা! এ কেমন কথা? যে মেয়েটা জান দেয় আপনার জন্যে তার জন্যে আপনি আপনার চাকরিটা দিতে পারেন না, মানে চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারেন না? জানটাই তো দেয়া উচিত আপনার বাবা?

মুহম্মদ আলীর বেদনাসিক্ত অন্তরে আরো বেদনার প্রলেপ পড়লো। কিছুক্ষণ-নীরব থাকার পর সে ধীরকণ্ঠে বললো– ঠিক আছে। এখন আমি আরো দু'চারদিন থাকতে পারবো। ছুটির দরখাস্তটা সেভাবেই করে রেখে এসেছি। কিন্তু এরপরে আমাকে যেতেই হবে ভারসিটিতে। চাকুরিটা ছেড়ে দিতে চাইলেও এভাবে ছেড়ে দেয়া যাবে না। আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে হবে আর সে জন্যে আমাকে দু'একবার যেতেই হবে সেখানে।

সেইটেই সাব্যস্ত হলো। স্থির হলো, আরো কয়েকদিন থাকার পর ঢাকায় ফিরে যাবে মুহম্মদ আলী। সামনে প্রায় মাস খানেকের জন্যে ভারসিটি বন্ধ। তখন এসে সিদ্ধান্ত নেবে চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে।

কিশোরী মনোয়ারা ইসলাম সাহেবের নিকটতম প্রতিবেশীর মেয়ে। বাড়ির সাথে লাগালাগি বাড়ি। বাণী এখানে আসার পরের দিন থেকেই বাণীকে খুব ভাল লেগেছে

www.pathagar.com

মনোয়ারার। সেই থেকেই মনোয়ারা একদম সেঁটে লেগে আছে বাণীর সাথে। জমে উঠেছে গভীর আন্তরিকতা। দিনের অধিকাংশ সময়ই সে এখন এ বাড়িতেই থাকে। বাণীর সাথে ঘুরে বেড়ায়। গল্প আলাপ করে। এইদিন আলাপের এক পর্যায়ে মনোয়ারা বাণীকে প্রশ্ন করলো– আচ্ছা বানু আপা, আপনাদের রাজুমিয়া মোমেনা আপাকে যে কথা বললো– তার তো কোন ফায়সালা হলো না?

উল্লেখ্য যে, বাণীকে এখন কেউ বানু, কেউ বাণী, অর্থাৎ যার যে নাম জানা- সেই নামে ডাকে। কোন দিক থেকেই কোন প্রতিবাদ আসে না। বাণীর মুখেই মনোয়ারা শুনেছে বাণীর নাম বানু, বিল্‌কিস্‌ বানু। তাই মনোয়ারার কাছে বাণী বানু আপা।

মনোয়ারার প্রশ্নের জবাবে বাণী বললো– রাজুকাকা! সে আবার কবে মোমেনাকে কোন্‌ কথা বললো?

মোমেনা বললো– কেন? গত পরশু। যেদিন এই আলী সাহেব এখানে এল, সেদিন আপনাদের গেটেই তো বললো।

ঃ কি বললো?

ঃ ঐ যে বললো, এই আলী সাহেব নাকি আপনার বর।

বাণীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে ধমক দিয়ে বললো– যা!

মনোয়ারা বললো– বারে! রাজুমিয়া সবার সামনে একথাটা বললো আর আপনি ঝট্‌কা মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন কথাটা? সে কি পাগল যে, খামাখাই একথা বলবে? ঘটনা কি আপা?

বাণী নাখোশকণ্ঠে বললো– তাজ্জব! রাজুকাকা একজন আলা ভোলা মানুষ। হুঁশ-বুদ্ধি কম। ঝোঁকের মাথায় সে কি বলতে কি বলেছে আর তোমরা সেই কথাটাই ধরে বসে আছো?

ঃ সে কি! তাহলে একথা কি ঠিক নয়?

ঃ না-না, একদম ঠিক নয়।

মনোয়ারা আফসোস করে বললো– ইশ্‌! যদি ঠিক হতো তাহলে কি ভালটাই না হতো!

ঃ ভাল হতো? কেন, ভাল হতো কেন?

ঃ হতো না? কি সুন্দর দেখতে ঐ লোকটা। আপনিও খুব সুন্দরী। উনি আপনার বর হলে, মানে ওর সাথে আপনার শাদি হলে কি সুন্দর যে মানাতো আপনাদের, তা বলে শেষ করা যাবে না।

ঃ কি রকম-কি রকম?

ঃ শাদি করলে আপনার ঐ আলী সাহেবকেই করা উচিত আপা। এত সুন্দর বর আর কোথাও খুঁজে পাবেন না কিন্তু।

আড় চোখে চেয়ে বাণী এবার বললো– বটে! খুব বুঝি মনে ধরেছে তোমার?

ঃ ধরেছে মানে কি! খুবই মনে ধরেছে আমার।

www.pathagar.com

ঃ তাই নাকি? তাহলে বুঝি ওকে বিয়ে করতে তোমার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে?

মনোয়ারা বিস্মিতকণ্ঠে বললো– বিয়ে করতে? সে কি! আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে কেন আপা আমি তো এখনো ছেলে মানুষ। আমার মতো মানুষের কি বিয়ে হয়? এছাড়া উনি আমার কত বড়। আমার চাচার সমান। তাঁকে আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে কেন?

ঃ তবে যে বলছো?

ঃ ওমা! আমি কি আমার জন্যে বলছি? বলছি আপনার জন্যে। সত্যি করে বলুন তো? লোকটা কি খুব সুন্দর নয়?

ঃ হ্যাঁ সুন্দর তো ঠিকই, খুবই সুন্দর। এটা না করছে কে?

ঃ আপনার পছন্দ হয় ওঁকে?

বাণী চিন্তিতকণ্ঠে বললো– আমার? হ্যাঁ, পছন্দ তো হয়ই। এত সুন্দর চেহারা যার– তাকে পছন্দ হবে না কার?

ঃ তাহলে আর কথা নেই, ওঁকেই বিয়ে করুন আপা। দেখলাম সবাই ওকে খুব ভালবাসে। আপনি ওঁকে বিয়ে করতে চাইলে, আমার মনে হয়, সবাই খুশি হয়ে ওর সাথে বিয়ে দেবেন আপনার। এছাড়া, আপনার কোন কথাই কেউ অমান্য করেন না। এটাও অমান্য করবেন না। ওঁকে বিয়ে করতে চেয়ে দেখুন একবার।

বাণী এবার চোখ পাকিয়ে বললো– কি বললে? ঐ একটা আস্ত পাগলকে বিয়ে করবো আমি?

ঃ পাগল! কে পাগল?

ঃ কেন, ঐ লোকটা। আলী নামের ঐ মানুষটা। ওতো একটা আস্ত পাগল। দেখতে যত সুন্দরই হোক, জেনে-শুনে একটা পাগলকে কি কেউ বিয়ে করতে চায়, না তা করে?

ঃ না আপা, এটা আপনার ভুল। মস্তবড় ভুল। উনি একটুও পাগল নন। একদম ভাল মানুষ।

ঃ ভাল মানুষ না ছাই। পাগল যদি না হয়, তাহলে ও একজন খারাপ মানুষ। চরিত্রহীন লোক। চেনা নেই জানা নেই, ভাল মানুষ হলে ও ঐভাবে আমার দিকে ছুটে আসবে কেন?

ঃ চেনা নেই জানা নেই কেমন? সবাই বলছেন, উনি আপনাকে আগে থেকেই চেনেন। উনিও সেই কথাই বলছেন। আপনাদের মধ্যে নাকি খুবই পয়-পরিচয় ছিল।

ঃ পয়-পরিচয় ছিল! কৈ? কোথায়? কবে? আমার তো মনে পড়ছে না কিছুই?

ঃ ঐ টাই তো সমস্যা আপা। আপনি নাকি আপনার আগেকার কথা সব ভুলে গেছেন।

বাণী চিন্তিত ও বিস্মিতকণ্ঠে বললো– ভুলে গেছি? আমার আবার আগের কথা কি যে আমি ভুলে যাবো? আমার কোন আগের কথা নেই।

www.pathagar.com

ঃ নেই?

উত্তেজিত কণ্ঠে বাণী বললো– না-না, নেই। কেন তোমরা সবাই ঐ এক কথা বার বার আমার কাছে বলছো? আমাকে কি পাগল পেয়েছো তোমরা?

কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে মনোয়ারা বললো– না আপা, আমি বলবো কেন? সবাই বলাবলি করছে শুনে বললাম। তা সে কথা যাকগে, ঐ আলী সাহেবটা কিন্তু আসলেই খারাপ লোক নন। পাগলও নন।

ঃ নন?

ঃ আমি কছম খেয়ে একথা বলতে পারি আপা।

বাণী ফের চিন্তিতকণ্ঠে বললো– সত্যিই তুমি জেনেশুনে একথা বলছো?

উৎসাহিত কণ্ঠে মনোয়ারা বললো– জেনেশুনে-জেনেশুনে। পই-পই করে জেনেশুনে। আপনার কাছে কোন কথা আমি আন্দাজে বলতে পারি?

বাণী উদাসকণ্ঠে বললো– কি আশ্চর্য! লোকটা তাহলে ভাললোক?

ঃ হ্যাঁ আপা, নিতান্তই ভদ্রলোক। এছাড়া খুবই শিক্ষিত লোক।

ঃ বলিস্ কি! তাহলে তো তাকে পাগল বলা ঠিক হয়নি আমার।

মনোয়ারা জোর দিয়ে বললো– মোটেই ঠিক হয়নি। তাঁকে আপনার পাগল বলাও ঠিক হয়নি আর খারাপ লোক ভাবাও ঠিক নয়। দুটোই বেঠিক।

বাণীর মনে প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। আফসোস্ করে বললো– তাহলে তো আমার বড় অন্যায় হয়ে গেলরে মনোয়ারা। ওর মুখের সামনে আবার আমি পাগল বললাম ওকে। খারাপ লোকও বললাম। এখন কি হবে?

ঃ কি আর হবে? যা বলেছেন, বলেছেন। ওসব কথা আর কখনো বলবেন না। ব্যস্ তাহলেই সব চুকে যাবে।

ঃ কিন্তু আগে যে বলেছি? তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছি?

ঃ সে জন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। ক্ষমা চেয়ে নিলে আর কোন দোষ থাকবে না।

ঃ তাই? তাহলে তার কাছে আমার ক্ষমা চেয়ে নেয়াই উচিত-না কি বলো?

ঃ হ্যাঁ আপা, উচিতই তো। খুবই উচিত। দেখবেন, উনি তাতে খুবই খুশি হবেন।

নিজ বাড়ি থেকে তলব আসায়, মনোয়ারাকে তখনই বাড়ির দিকে ছুটেতে হলো। ফলে তাদের এ আলাপ আর অধিক এগুলো না। কিন্তু অধিক ভাবনায় পড়লো বাণী। ভাবতে লাগলো, ক্ষমা চেয়ে নেয়া যখন উচিত, তখন কিভাবে ক্ষমা চাইতে যাবে সে ঐ লোকটার কাছে? শরম করবে না তার? ক্ষেপে যাবে না লোকটা? এত অপমান করার পর ক্ষমা চাইতে গেলে ঐ লোকটাই বা শেষ পর্যন্ত কি ভাববে তাকে? তাকেই পাগল ভাবে যদি?

দ্বিধা দ্বন্দ্বের চেয়ে প্রয়োজনটাই বড় হলো। ক্ষমা চেয়ে নেয়ার জন্যে এক পা দু'পা করে আলীর ঘরে চলে এলো বাণী। আলী তখন শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলো একখানা। মানুষের পায়ের শব্দ শুনে সে পাশ ফিরে তাকালো। বাণীর উপর নজর

www.pathagar.com

পড়তেই ধড়মড় করে উঠে বসে বিস্মিতকণ্ঠে বললো– একি! বাণী তুমি! তুমি আমার ঘরে!

বাণী নতমস্তকে অনুচ্চ স্বরে বললো– আমি আপনার কাছেই এলাম।

আলী বললো– সেজন্যেই তো অবাক হচ্ছি। আমাকে দেখেই যেখানে দৌড়ে পালিয়ে যাও, সেই তুমি হঠাৎ আমার কাছে? কেউ পাঠিয়েছেন বুঝি?

বাণী ঐ একই কণ্ঠে বললো– না, কেউ পাঠায়নি। আমি নিজ গরজেই এসেছি।

আলী উৎফুল্লকণ্ঠে বললো– এ্যাঁ, তাই নাকি? কি খোশ খবর! বসো-বসো–

ঃ না বসবো না। আমি একটা কথা বলতে এসেছি।

ঃ কথা! কি কথা?

ঃ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

আলী বিস্মিতকণ্ঠে বললো– ক্ষমা করে দেব! কেন, কি করেছো তুমি? কি দোষ করেছো?

ঃ আমি আপনাকে পাগল আর খারাপ লোক বলেছি। কিন্তু এখন শুনছি, আপনি পাগলও নন, খারাপ লোকও নন। খামাকাই আমি অন্যায় করে ফেলেছি।

ঃ তাই?

ঃ আপনি ভাল মানুষ, তবু আমার দিকে ওভাবে ছুটে এলেন কেন? ওভাবে না এলে তো পাগল-খারাপ-এসব কিছুই আপনাকে বলতাম না।

ঃ তোমাকে যে চিনতে পারলাম আমি। অনেকদিন পরে তোমার দেখা পেলাম তো, তাই দৌড়ে গেলাম ওভাবে।

ঃ অনেকদিন পরে দেখা! কবে তাহলে দেখা হয়েছিল এর আগে?

ঃ বহুদিন আগে থেকে। সেই ছোটকাল থেকেই। স্কুলে আমরা এক সাথে পড়তাম যে?

ঃ এক সাথে পড়তাম মানে? কৈ, আমি তো কোথাও পড়িনি!

ঃ সে কি! তুমি কি লেখাপড়া জানো না।

ঃ জানি তো। লিখতে পারি, পড়তেও পারি।

ঃ তাহলে সেই লেখাপড়াটা শিখলে কোথায়? স্কুল কলেজে না পড়লে কি লেখাপড়া শেখা যায়?

ঃ যায় না?

ঃ যায়। বাড়িতে পড়েও কিছু কিছু শেখা যায়। কিন্তু তুমি তো স্কুলে পড়েছো। আমি তুমি একসাথে এক ক্লাশে পড়েছি।

ঃ এক ক্লাশে পড়েছি! কোথায়?

ঃ গৌরীপুরে। গৌরীপুর হাইস্কুলে। যেখানে তোমাদের বাড়ি ছিল আর জমিদারী ছিল, সেখানেই তো এক সাথে পড়েছি আমরা।

ঃ গৌরীপুর আবার কোথায়? কিসের বাড়ি, কিসের জমিদারী? এসব কি বলছেন?

ঃ সে কি! তোমার কি কিছুই মনে পড়ছে না?

www.pathagar.com

ঃ না তো। আমি আবার স্কুলে গেলাম কবে আর কখন আমি আর আপনি এক সাথে পড়লাম?

ঃ তাজ্জব! এতদিন একসাথে পড়লাম, একসাথে থাকলাম, তবু কিছুই তোমার মনে নেই?

ঃ আপনার মনে আছে?

ঃ আছেই তো। এটা কি ভোলার ব্যাপার?

ঃ কি কথা। আপনার মনে আছে আর আমার মনে নেই– এটা হয় কি করে? আপনি তাহলে আগের জনমের কথা বলছেন নাকি? আগের জনমের কথা হলে কিন্তু আমার কিছুই মনে নেই। আপনার মনে থাকলেও আমার এক ফোঁটাও মনে নেই।

ঃ আরে আরে, আগের জনম হবে কেন? মুসলমানের আগের জনম পরের জনম বলে কোন কিছুই নেই। মুসলমানের জনম এই একটাই আর আমি এই জনমের কথাই বলছি। এই জনমেই তো খুবই কাছাকাছি ছিলাম আমরা।

ঃ না, তাহলে হলো না। আমার মাথায় কিছুই ধরছে না। বলতে বলতে মাথাটা টিপে ধরলো বাণী এবং যন্ত্রণা সূচক আওয়াজ দিতে লাগলো। তা দেখে আলী বললো– কি হলো? যন্ত্রণা হচ্ছে?

ঃ হ্যাঁ। এসব কথা বললে আমার মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হয়। এসব কথা বলবেন না।

ঃ বলবো না?

ঃ না। আমি যে জন্যে এসেছিলাম সেই কথা বলুন। আমাকে মাফ করে দিয়েছেন তো? আমার বেয়াদবির মাফ?

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, মাফ-মাফ। বেয়াদবিই করোনি, তার উপর আবার মাফ চাইছো! আর মাফ না করে কি পারি?

এক হাতে মাথাটা টিপতে টিপতে বাণী বললো– তাহলে এখন আসি। জব্বোর মাথা ধরলো। শুয়ে পড়তে হবে এখন।

ঃ এখনই মাথা ধরলো?

ঃ হ্যাঁ। ঐ যে ঐ সব কথা মনে করতে বললেন? ওসব কিছু চিন্তা করার চেষ্টা করলেই এই রকম হয়। আমি আসি দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

তখনই টলতে টলতে চলে গেল বাণী।

পরের দিন কখনো বা নিজ গরজে, কখনো বা বাপ-মা ও কুসুমবালার নির্দেশে চা-পানি আর এটা ওটা নিয়ে আলীর কাছে কয়েকবার এলো-গেল বাণী। দু'চারটে খুচরো আলাপ ছাড়া এদিন কোন গভীর আলাপ তাদের মধ্যে হলো না।

তার পরের দিন ঘরের মধ্যে বসে ছিল আলী। বাণী তার দুয়ারের কাছে এসে ঘুর ঘুর করছে দেখে, আলী তাকে শুনিয়ে শুনয়ে গান ধরলো, "যবে তুলসী তলায় প্রিয়ে সন্ধ্যা বেলায় তুমি করিবে প্রণাম-দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক তুমি নিও মোর নাম.....।"

www.pathagar.com

আলী গান ধরলে বাণী তার দুয়ারের কাছে আরো এগিয়ে এলো এবং কান পেতে শুনতে লাগলো গান। কোন বাধা নিষেধ ছিল না। বরং সবাই চায়, আলীর সাথে বাণীর মেলামেশাটা গভীর হোক– খুবই ঘনিষ্ঠ হোক। তাই তার গানের প্রতি বাণীকে আকৃষ্ট দেখে, আলী দরদ ঢেলে গানটা গেয়ে গেল আগাগোড়া। গান শেষ হলে বাণী ছুটে এলো আলীর ঘরে এবং বিপুল উল্লাসে বললো– বাঃ! বড় সুন্দর গানের গলা। খুব সুন্দর গাইতে পারেন দেখছি।

আজ আর বসতে বলতে হলো না। আলী টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসেছিল। বাণী এসে সরাসরি আলীর বিছানার উপর বসে পড়লো। বাণীর কথার প্রেক্ষিতে আলী প্রশ্ন করলো– গান কি তুমি পছন্দ করো?

বাণী বললো– হ্যাঁ, খুবই করি। গান আমার ভাল লাগে।

ঃ তুমি গাইতে পারো না?

ঃ না। আমি কোন গান জানিনে তো, তাই।

ঃ কেন, এই গানটা জানো না? এই যে– "যবে তুলসী তলায় প্রিয়ে সন্ধ্যা বেলায়-" এই গানটা?

ঃ না, এটাও জানিনে। তবে গানটা শুনতে খুবই ভাল লাগলো আমার। এত সুন্দর গান কোথায় শিখেছেন?

ঃ কেন ঐ গৌরীপুরে। যেখানে হাই স্কুলে একসাথে পড়তাম আমরা। ঐ হাইস্কুলের ফাংশানে তুমিই তো এই গানটা গেয়েছিলে!

রাগ না করে বাণী এবার হাসি মুখে বললো– ফের ঠাট্টা করছেন?

ঃ ঠাট্টা?

ঃ ঠাট্টা বই কি? আপনি যা শুরু করেছেন, তাতে আরো যে কত কি বলে বসবেন। তার ঠিক কি?

ঃ কত কি বলে বসবো?

ঃ অবশ্যই। একসাথে ছিলাম, একসাথে পড়তাম– এসব তো বলেই সেরেছেন। এরপর এও বলতে পারেন, "তোমার মনে নেই, আমরা স্বামী-স্ত্রী ছিলাম?"

ঃ বাণী!

ঃ এতটাও যদি না বলেন, বলতে পারেন– "তুমি ভুলে গেছো, তোমার সাথে আমার বিয়ের কথাটা পাকাপাকি হয়েছিল। বিয়েটা হয়-হয় আর কি।"

বলেই বাণী শরমে মাথা নীচু করলো এবং মুখ টিপে হাসতে লাগলো। আবেগাপ্লুত হয়ে মুহম্মদ আলী বলে উঠলো– হ্যাঁ বাণী হ্যাঁ, তাই ছিল। তোমার সাথে আমার বিয়ের কথাটা শুধু পাকাপাকিই হয়ে ছিল না, সত্যিই বিয়েটা হয়-হয়, এই অবস্থায় ছিল। তুমি বিশ্বাস করো, ব্যাপারটা এই রকমই ছিল।

দ্রুত মাথা তুলে বাণী শক্তকণ্ঠে বললো– কবে, আগের জনমে?

ঃ না-না, আগের জনমে হবে কেন?

www.pathagar.com

ঃ হবে না কেন? আপনার যখন এত কিছু মনে আছে আর এত কথা বলছেন, তখন আগের জনম ছাড়া আর কি ভাববো আমি? এ জনমে এসব কিছু ঘটলে নিশ্চয়ই আমার মনে থাকতো।

ঃ বাণী!

ঃ এ জীবনে এসব কিছুই যেখানে ঘটেনি, সেখানে হতে পারে গত জনমে সবই এসব ঘটেছে। নইলে এসব আপনি পেলেন কোথায়? হতে পারে, আগের জনমে এ গানটাও আমি গেয়েছি।

ঃ ফের আগের জনম?

ঃ তা নয়তো কি? আপনি তো সেদিকেই ঘুরে ফিরে যাচ্ছেন।

মুহম্মদ আলী বিব্রতকণ্ঠে বললো– আহ্হা, সেদিন বললামই তো, মুসলমানদের জন্ম দুইবার হয় না, একবারই হয়। একাধিক জনমে বিশ্বাস করে অমুসলমানেরা। মুসলমানেরা তা করে না বা কোরআন-সুন্নাহ তা বলে না। আগের জনম বলে কোন জনম আমার নেই আর তাই সে জনমের কোন কথা আমার মনে থাকতে পারে না। যে জনমটাই নেই, সে জনমের আবার কথা কি?

ঃ তাহলে সেই রকম কথা বলছেন কেন?

ঃ ফের তুমি সব গুলিয়ে ফেললে। বলছিই তো, আমার সব কথাই এই জনমের কথা। তুমি স্মরণ করতে পারছো না, তাই।

বাণী বললো– কেমন কথা? আমি স্মরণ করবো কোত্থেকে? যা কখনো নয়, তা স্মরণ করতে চাইলেই কি স্মরণ করা যায়?

ঃ কি কখনো নয়?

ঃ ঐ সব কথা। আমরা একসাথে পড়েছি, এগান আমি গেয়েছি– এই সব কথা।

ঃ এগুলো কি সত্যি নয়?

বাণী দৃঢ়কণ্ঠে বললো– না। এরকম কোন স্বপ্নও আমি কখনো দেখিনি। এসব ফালতু কথা বলবেন না।

একেবারেই হতাশ হলো আলী। হতাশ হয়ে হালটা সে ছেড়েই দিলো আপাতত। এসব কথায় আর না গিয়ে অন্য দু'চার কথা বলে বাণীকে বিদায় করলো সেদিন।

আলী চলে যাওয়ার আগের দিন ছুটে এলো বাণী। আলী সেদিন বিকেলে লনে পায়চারী করছিলো। বাণী সেখানে ছুটে এসে ব্যস্তকণ্ঠে বললো– কথাটা কি ঠিক? এখনই যা শুনলাম, সে কথাটা কি ঠিক? আপনি নাকি আগামীকালই চলে যাচ্ছেন এখান থেকে?

আলী উদাসকণ্ঠে বললো– হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। অনেক কয়দিনই তো কাটলো এখানে। আর কত?

ঃ আবার তাহলে কবে আসবেন?

ঃ আসবো কি রকম? আবার আসবো কেন?

www.pathagar.com

বাণী চমকে উঠে বললো– সে কি! আসবেন না কেন? না-না, তা হবে না। আবার আপনি আসবেন। আসতে আপনাকে হবেই। না এলে কিন্তু চলবে না– একদম চলবে না।

ঃ চলবে না কেন? না চলার কি আছে?

বাণী ব্যস্তকণ্ঠে বললো– আছে, যথেষ্ট আছে। এ কয়দিন বেশ কেটেছে আমার। আপনার সাথে গল্প করতে করতে সময় আমার কোনদিক দিয়ে গেছে, আমি তা টেরই পাইনি। এত সুন্দরভাবে সময় আমার এর আগে কখনো কাটেনি। আপনি না এলে এরপর আমার সময় কাটবে কিভাবে? একা একা করবো কি আমি?

ঃ একা কোথায় তুমি? তোমার বাপ-মা আছেন, তোমার কুসুমবালা মাসী আর রাজুকাকা আছে, বাড়ি ভরা তোমাদের চাকর চাকরানী আছে। একা হবে কেন?

ঃ ওহ্! কি আমার বুদ্ধিরে! এই বুদ্ধি নিয়ে দর্প করে বেড়ান? বাপ-মা, মাসী-কাকা আর চাকর চাকরানীদের সাথে বুঝি সব রকমের গল্প আলাপ করা যায়? আর অত সময়ই বুঝি আছে তাদের?

ঃ সময় নেই?

ঃ থাকলোই বা কারো কারো। কিন্তু সব রকমের আলাপ তো তাদের সাথে চলে না!

ঃ সব রকমের আলাপ, কি রকম?

ঃ কি রকম তা বোঝেন না? একটু অন্যরকম আলাপ সালাপ, মানে হাসিঠাট্টা আর পিরীত মুহব্বতের গল্প আলাপ কি তাদের সাথে চলে?

ঃ আমার সাথে চলে বুঝি?

ঃ চলেই তো। চলে বলেই তো এ কয়দিন কম বেশি চলছে।

বাণী হাসি মুখে মাথা নীচু করলে আলী প্রশ্ন করলো– অর্থাৎ?

বাণী মুখ তুলে বললো– অর্থাৎ আবার কি? আমাদের এই একসাথে উঠাবসা সেজন্যেই নয় কি? আপনি তো সেই রকমেরই লোক। যার সাথে সব রকমের আলাপ চলে, আপনি সেই রকমের লোক।

ঃ সেই রকম কোন্ রকম?

ঃ বন্ধু রকমের-বন্ধু রকমের। সোজা কথা, বর হওয়ার মতো লোক। রাজুকাকা তো আন্দাজে বলেই ফেলেছে সেই রকম কথা।

ঃ বাণী!

ঃ বর হওয়ার মতো মানুষেরাই তো বন্ধু হয়। চাচা-মামারা হয় না। সেই জন্যেই তো বন্ধুর সাথে সব কথা বলা যায়।

ঃ বলা যায়, তা কি করে বুঝলে?

ঃ বাহ্! চোখ নেই আমার? দেখছিনে এ দুনিয়ায় কোথায় কি হচ্ছে? মনের মতো মানুষ কাছে পেলে কে যে কি রকম রং তামাসা আর আলাপ ঠাট্টা করে, তা দেখতে আর বুঝতে কিছুই বাকী নেই আমার। আমার কি জ্ঞান বুদ্ধি হয়নি, না কচি খুকী মানুষ আমি?

www.pathagar.com

ঃ আচ্ছা! আমাকে কি তুমি তাহলে তোমার মনের মতো লোক বলে মনে করো?

ঃ করিই তো। আপনি ছাড়া আর কারো সাথে এমন বন্ধু-বন্ধু ভাব তো আমার হয়নি এর আগে? আপনার সাথেই হয়েছে শুধু। সেই আপনাকে আমি যেতে দেবো কেন?

ঃ তাহলে কি করতে হবে আমাকে?

ঃ আপনি এখানে থাকবেন। আমার সাথে দুবেলা গল্প গুজব করবেন। গান শোনাবেন সময় সময়। ওহ্! কি মজাটাই না হবে তাহলে!

বাণী উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আলী ফের প্রশ্ন করলো– তাহলে আমার চাকরি? আমি যে চাকরি করি ঢাকায়। ছাত্র পড়াই– বেতন পাই।

একটু চিন্তা করেই বাণী বললো– আপনার চাকরি? আপনি তাহলে এখন থেকে আমাকে পড়াবেন। এখানে চাকরি করবেন। আব্বাকে বলে আপনার মাইনের ব্যবস্থা করে দেবো।

ঃ তোমাকে পড়ানোর চাকরি?

ঃ অসুবিধে কোথায়? মাইনেটা কম না দিলেই তো হলো।

ঃ কিন্তু তোমাকে পড়ানো শেষ হয়ে গেলে ফের চাকরি পাবো কোথায়?

ঃ শেষ হবে কেন? আমাকে পড়ানো আপনার কখনো শেষ হবে না।

ঃ হবেই একদিন। তোমার বিয়ে হয়ে গেলেই আমার চাকরি শেষ।

ঃ ইশ্! বললেই হলো? তেমন বিয়ে করবোইনে আমি।

ঃ কেমন বিয়ে করবে তাহলে?

ঃ আমি জানিনে। এত প্যাঁচ খেলছেন কেন? আমি যা বলতে এসেছি, সেই কথা শুনুন।

মুহম্মদ আলী ঈষৎ হাসিমুখে বললো– বলো?

বাণী বললো– এখান থেকে যাওয়া আপনার চলবে না। একান্তই যেতে চাইলে, দু'চারদিনের মধ্যেই ফিরে আসার ওয়াদা করে যেতে হবে।

ঃ ওয়াদা করে যেতে হবে? ওয়াদা যদি না করি?

ঃ ওয়াদা না করলে ঘর থেকে আপনাকে বেরুতেই দেবো না। চিৎকার করে গোটা বাড়িটাই মাথায় তুলে নেবো, বুঝেছেন!

ঃ বুঝেছি! কিন্তু ওয়াদা করার পর আমি যদি আর ফিরে না আসি?

ঃ তাহলে আপনার কথা আর ভাববোই না। ওয়াদা করে ওয়াদা খেলাপ করে যে, সে তো বেঈমান। বেঈমানের সাথে সম্পর্ক রাখে কে?

ঃ ওরে বাপরে! তাহলে ভেবে দেখি ওয়াদা করার ব্যাপারটা।

বাণী দৃঢ়কণ্ঠে বললো– ভেবে দেখি নয়। আমার যে কথা সেই কাজ। ওয়াদা না করে যেতে আপনি পারবেন না– এইটেই হলো সাফ কথা।

আর কথা না বলে সগর্বে সেখান থেকে চলে গেল বাণী।

www.pathagar.com

১২

বাণীর কাছে ওয়াদা করেই যশোর থেকে ফিরে এলো আলী। ঢাকায় এসে আবুজাফর সরকার সাহেবের বাড়িতে ঢোকার সাথে সাথে ছুটে এলেন সরকার সাহেব আর সরকার পত্নী রাবেয়া বেগম সাহেব। সরকার সাহেব বিপুল আগ্রহে প্রশ্ন করলেন– এই যে আলী সাহেব, কি ঘটনা? খবর কি? রাজ্যেশ্বর না কার নাকি সন্ধান পেয়ে ছুটে গিয়েছিলেন? পেলেন কারো দেখা?

মুহম্মদ আলী নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো– জি পেলাম।

সরকার সাহেব মহোল্লাসে বললেন– এ্যাঁ! পেয়েছেন?

মারহাবা-মারহাবা! কোথায়?

ঃ যশোরে।

ঃ যশোরে? সে আবার কি? কলিকাতা বা গৌরীপুরের ওদিকে কোথাও নয়?

ঃ না, যশোরেই। যশোরেই যে বাণীর ঐ মুসলমান আব্বা-আম্মার আসল বাড়ি।

ঃ আচ্ছা। তা কার দেখা পেলেন ওখানে?

ঃ সবার। বাণীর, তার আব্বা-আম্মার, রাজ্যেশ্বরের, কুসুমবালা– সবার।

উল্লাসে লাফিয়ে উঠে সরকার সাহেব বললেন– মারদিয়া কেল্লা-মারদিয়া কেল্লা! তাহলে আয়্যারল্যান্ড থেকে ফিরে এসেছেন সবাই? মানে ফাইনালী?

ঃ হ্যাঁ তাই এসেছেন।

ঃ আলহামদুলিল্লাহ। কথা হয়েছে বাণী সাহেবার সাথে?

ঃ হয়েছে।

ঃ সাব্বাস! তা বাণী সাহেবা এতদিন নীরব রইলেন কেন? কোন যোগাযোগ না করার কারণ?

মুহম্মদ আলী নিঃশ্বাস ফেলে বললো– কারণ তো আছেই কিছু। মুহম্মদ আলী নীরব হলো।

সরকার সাহেব জোশের সাথে বললেন– আছেই কিছু মানে? এমন ধুষ্কুমার কাণ্ড আর আছেই কিছু বলে থেমে গেলেই চলবে? কারণটা কি বলতে হবে না?

উত্তেজনায় সরকার সাহেব দুলতে লাগলেন। সরকার পত্নী এই সময় ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন– দাঁড়ান-দাঁড়ান, এতটা উদ্বেলিত হবেন না। কোথায় যেন গোলমাল ঘটেছে মস্তবড়।

সরকার সাহেব বললেন– গোলমাল! গোলমাল দেখলে কোথায়?

www.pathagar.com

সরকার পত্নী বললেন– আপনার চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছেন না আলী ভাইয়ের চোখমুখ কেমন শুকনো আর রক্তশূন্য। মুখে হাসির চিহ্ন নেই? কেমন নীরসকণ্ঠে জবাব দিচ্ছেন সব প্রশ্নের? নিশ্চয়ই কোন বড় রকমের গোলমাল একটা ঘটে গেছে কোথাও!

হুঁশে এসে সরকার সাহেব বললেন– হ্যাঁ, তাইতো! কি ব্যাপার আলী সাহেব? সত্যিই তো আপনার মধ্যে কোন উৎসাহ দেখতে পাচ্ছিনে? এসব আলাপে আগে যেমন আবেগ দেখেছি আপনার মধ্যে, তেমনটির তো লেশমাত্রও নেই আজ?

ম্লান হাসি হেসে মুহম্মদ আলী বললো– সেটা আর কতদিন থাকে বড় ভাই? সময়ের সাথে সাথে সব কিছু তো পাল্টে যায় ক্রমেই।

ঃ সে কি! সময়ের সাথে সাথে কেমন? বাণী সাহেবার সাথে কথা তো আপনার হয়েছে, বলছেন। এতদিন উনি নীরব ছিলেন কেন, সে কথা বলেননি?

ঃ না, বলেনি। আগের সে অবস্থা তার আর নেই।

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চমকে উঠে বললেন– নেই কি রকম? উনি কি বদলে গেছেন?

ঃ একদম বদলে গেছেন।

সরকার সাহেবের বিবি গালে হাত দিয়ে বললেন– ওমা সেকি! তাহলে কি ইতিমধ্যেই তার শাদি হয়ে গেছে?

মানে, অন্য কোথাও? অন্য কারো সাথে? সে কারণেই কি বদলে গেছেন উনি?

মুহম্মদ আলী বললো– না ভাবী সাহেবা, সেসব কিছু নয়।

সরকার সাহেব অধীরকণ্ঠে বললেন– তাহলে কি সব কিছু, তা বলবেন তো? তিনি কি অসুস্থ?

ঃ হ্যাঁ বড় ভাই অসুস্থ। ভীষণভাবে অসুস্থ।

ঃ তা সে কথাটা তো সঙ্গে সঙ্গে বলবেন? কি, অসুখটা কি?

ঃ অসুখটা দেহের নয় বড় ভাই, মনের। না, মনেরও ঠিক নয়। অসুখটা মস্তিষ্কের। স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে বাণী। সে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে তার অতীতকে।

স্বামী স্ত্রী উভয়েই আর্তকণ্ঠে আওয়াজ দিলেন– সে কি!

একটু থেমে মুহম্মদ আলী তামাম ঘটনা আস্তে আস্তে বর্ণনা করে শুনালো। তার তৎকালীন ছোট দাদা নীরেন বাবুর আক্রমণে বাণীর সেই জ্ঞান হারানোর ঘটনাটা বলে গেল আগগোড়া। শেষে বললো– সেই যে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেললো সে, আয়্যারল্যান্ডে-ইংল্যান্ডের মতো জায়গায় কয়েক বছর যাবত চিকিৎসার পরও সে স্মৃতি তার আর ফিরে এলো না। আগের পরিচয়ে সে আর কাউকেই চিনতে পারে না এখন।

সরকার সাহেব দুঃখিতকণ্ঠে বললেন– কাউকেই চিনতে পারে না? আপনাকেও না?

ঃ না। আমাকে, রাজ্যেশ্বরকে, কুসুমবালাকে– কাউকেই আর চিনতে পারেনি বাণী।

ঃ তাহলে? কিভাবে তিনি এখন সবার সাথে আছেন? সবই অপরিচিত লোক হলে?

www.pathagar.com

ঃ না, অপরিচিতও কেউ আর এখন নয়। সবার সাথে বাণীর নতুন করে আবার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বাপ-মাকে সে আব্বা-আম্মা হিসেবেই মানে। কুসুমবালাকে মাসী আর রাজ্যেশ্বরকে রাজুকাকাই বলে। কিন্তু সবই এসব নতুন করে তালিম দেয়া হাল আমলের গড়ে ওঠা সম্পর্ক। অতীতের সম্পর্ক অর্থাৎ অতীতের কথা একবিন্দুও মনে নেই তার?

ঃ তাই নাকি? তাহলে আপনাকে দেখে তার কি প্রতিক্রিয়া হলো?

মুহম্মদ আলী বললো– চরম প্রতিক্রিয়া। তাকে দেখে আমি তার দিকে এগুনোর সাথে সাথে প্রথমে সে ভীষণ চমকে গেল। পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করলে, ভয়ানক রেগে গিয়ে গাল মন্দ শুরু করলো। পাগল, চরিত্রহীন প্রভৃতি কোন কিছুই আমাকে বলতে বাদ দিলো না বাণী। মোট কথা, আমাকে সে আদৌ চিনতে পারলো না।

ঃ বলেন কি! তাহলে তার সাথে আপনি কথা বললেন কিভাবে?

ঃ আমার সাথে নতুন করে সর্ম্পক গড়ে ওঠার কারণে। এ কয়দিন এক বাড়িতে থাকার ফলে আমার সাথেও তার আবার নতুন করে সর্ম্পক গড়ে উঠেছে। আমি যে পাগল বা চরিত্রহীন নই, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর, সে নিজেই আগ্রহ করে এসে নতুনভাবে আমার সাথেও সর্ম্পক গড়ে তুলেছে।

ঃ আচ্ছা! তা কি রকম সম্পর্ক গড়ে তুললেন এবার? অর্থাৎ কি হিসাবে এবার গ্রহণ করলেন আপনাকে? ভাইবেরাদর, মামা-চাচা-নাকি?

ঃ না, বন্ধু। বন্ধু হিসাবেই গ্রহণ করেছে আমাকে।

ঃ বন্ধু? কেমন বন্ধু?

মুহম্মদ আলী ঈষৎ হেসে বললো– ঘনিষ্ঠই বলতে পারেন। এই কয়দিনেই বাণী আবার বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে আমার দিকে। আমাকে আর আসতেই দিতে চায় না।

দুচোখ বিস্ফারিত করে সরকার সাহেব বললেন– আচ্ছা!

মুহম্মদ আলী বললো– অল্পদিনের মধ্যেই ফিরে যাবো আবার–এই ওয়াদা করে তবেই ছাড়া পেয়েছি।

ঃ সে কি! আবার তো তাহলে সেই পুরাতন প্রেম দেখছি!

ঃ হ্যাঁ, ধরনটা পুরাতনই। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই নতুন।

ঃ কি তাজ্জব! এই কয়দিনেই আবার তাহলে নতুন প্রেম শুরু হয়ে গেল?

সরকার পত্নী বললেন– হবে না? দেখতে দেখতে বাণী সাহেবার যৌবনটা তো ভাটির টান ধরলো। ভবিষ্যতের চিন্তাটা কি মাথায় তার আসবে না? অতীত জীবনটা হারিয়ে ফেললেও বর্তমানটা তো আর হারিয়ে ফেলেননি! জীবনের চহিদা তো সবারই আছে।

ঃ বেগম!

ঃ তা ছাড়া, আমাদের আলী ভাইয়ের ঐ মনভোলানো চেহারা আর মিষ্টি আচরণ কি পথে ঘাটে পাওয়া যায়? যে কারণে বাণী সাহেবা অতীতে মজেছিলেন– আর ঐ একই কারণে বর্তমানেও যে মজবেন– এটেই তো স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

ঃ তা বটে– তা বটে। এমন চেহারার সাথে সুমধুর ভাষণ যোগ হলে যুবতীদের মগজ আর ঠিক থাকে কতক্ষণ? তা ভায়া, এই কয়দিনেই আবার মাথাটা খেয়ে এলেন মেয়েটার?

মুহম্মদ আলী সহাস্যে বললো– আমি কি খাবো বড় ভাই, সেই তো আমার মাথাটা খাই-খাই করছে। বাণীর দাবী– এখন আমাকে সব সময় তার কাছে থাকতে হবে। গল্প করতে হবে, গান শোনাতে হবে– ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঃ আলী সাহেব!

ঃ ঐ একই দাবী বাণীর বাপ-মা, রাজ্যেশ্বর আর কুসুমবালারও। তাদের ধারণা– আমি সব সময় বাণীর পাশে থাকলে, অন্যকথায় বাণী আমার সংস্পর্শে থাকলে, হঠাৎ করে তার পূর্ব স্মৃতি ফিরে আসতেও পারে।

জোর সমর্থন দিয়ে সরকার সাহেব বললেন– খুবই ন্যায্য কথা। খুবই যুক্তিসংগত কথা। তাহলে তাই করুন ভায়া। নতুন করে গাঁট-ছড়াটা বেঁধে ফেলুন আবার। সর্বক্ষণের জন্যে তাঁকে কাছে কাছেই রাখুন।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ সবাই যখন রাজী তো কেয়া করেগা কাজী? একমাত্র মেয়ে রাজী থাকলেই কাজী যেখানে কাত, সেখানে গুষ্ঠী সমেত সবাই রাজী। আর কি দেরী করা উচিত? স্থগিত কাজটা এবার চট্-জলদি সেরে ফেলুন।

ঃ স্থগিত কাজ!

ঃ যে বাণীর অভাবে জিন্দেগী আপনার ফানা ফানা, সেই বাণীকে হাতের কাছে পেয়েও দেরী করবেন কেন খামাখা? স্থগিত শাদিটা এবার জলদি জলদি সেরে ফেলুন।

ক্লীষ্ট হাসি হেসে আলী বললো– কি যে বলেন বড় ভাই, আমি চাইলাম আর হলো?

ঃ হলো না কেন? বাণী সাহেবা কি রাজী হবেন না এই শাদিতে? আর তার আব্বা-আম্মারাও মত দেবেন না– এই কি আপনার ধারণা?

ঃ সেটা বলা কঠিন। স্মৃতি হারিয়ে একজন আছেন ভাবের উপর আর অন্যেরা ব্যস্ত শুধু তার স্মৃতিটা ফিরে পাওয়ার জন্যে। আমাকে তাদের সেই জন্যেই এত প্রয়োজন। বিয়ের ব্যাপারে তারা নারাজ হবেন না বলে অপাতত মনে হলেও, আসলে কি তাদের মনোভাব, তা তো জানা যায়নি। বিশেষ করে স্মৃতি হারানোর ফলে বাণী যেখানে প্রকৃতিস্থ নেই।

ঃ তাহলে তাঁর পিতা-মাতার মনোভাবটা আগে জানার চেষ্টা করুন। যেভাবেই হোক, রাজী করান তাঁদের।

ঃ কি আর হবে তা করে বড় ভাই?

ঃ কেন, বাণীকে কি আর পেতে চান না আপনি? তাঁর প্রতি কি সব আগ্রহই শেষ আপনার?

ঃ না, তা কখনো নয়। ব্যাপারটা অন্য রকম।

www.pathagar.com

ঃ অন্য রকম কি রকম?

ঃ এ অবস্থায় বাণীকে শাদি করলে তাকে বাহ্যিকভাবে পাওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে পাওয়াটা তো হলো না বড় ভাই। বাণীর অবয়বটাই আছে শুধু আমার সেই অতীতের বাণীটা আর তার মধ্যে নেই। এ শাদিটা হবে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর।

ঃ তবু তো বাণীকে ছাড়া আর কাউকেই শাদি করতে পারবেন না আপনি। ওদিকে আবার অন্যের সাথে বিয়ে হয়ে যাক বাণীর এটাও নিশ্চয়ই আপনি সহ্য করতে পারবেন না, না কি বলেন?

ঃ নিশ্চয়ই না। সেটা আমার মৃত্যুরই শামিল হবে।

ঃ তবে? তবে আর আম্‌তা আম্‌তা করছেন কেন?

ঃ না বলছি– বাণীকে পেয়েও আমার সে পাওয়াটা হলো না, এই আর কি!

ঃ আরে ভাই, মানুষ যা চায় সব সময় ঠিক ঠিক তা পায় না। নসীব বিরূপ হলে, মানুষকে অনেক সময় দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েই তৃপ্ত থাকতে হয়। আফসোস করে করবেন কি?

ঃ তা ঠিক– তা ঠিক।

ঃ কাজেই ঘুড়ির সূতো হাতে থাকতে এবার জলদি জলদি শাদিটা সেরে ফেলার চেষ্টা করুন। ফিরে গিয়ে বাণী সাহেবার আব্বা-আম্মার কাছে প্রস্তাবটা পেশ করুন। শদির প্রক্রিয়াটা শুরু হোক অন্তত।

মুহম্মদ আলী চিন্তিতকণ্ঠে বললো– জি বড় ভাই, তাই করতে হবে অগত্যা।

ঃ অগত্যা নয়, তাই করুন। যে বাদুড় চাটা নসীব আপনার বলা যায় না দেরী হলে আবার কোন বিপত্তি ঘটে। পরে হয় তো এ টুকুর কিসমতও আর না হতে পারে আপনার।

মুহম্মদ আলী সমর্থন দিয়ে বললো– জি-জি, তাও অসম্ভব নয়।

আবার শুরু হলো ভারসিটিতে যাতায়াত। মুহম্মদ আলী প্রতিদিনই যথা নিয়মে ভারসিটিতে যায়। কিন্তু ক্লাশগুলো মাঝে মাঝেই যথানিয়মে হয় না। আবার ছাত্রেরা ক্লাশ বর্জন করছে। এই ক্লাশ বর্জন প্রক্রিয়া ক্রমেই একটা নিয়মে পরিণত হচ্ছে। প্রায়শই ছেলেরা ক্লাশে না এসে জটলা করে মিটিং করছে, বক্তৃতা করছে এবং সরকারবিরোধী শ্লোগান দিচ্ছে। ভারসিটি ক্যাম্পাস ক্রমেই আবার গরম হয়ে উঠছে। শুধু ক্যাম্পাসই নয়, শহরের অলিগলিও আবার বেজায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সরকার পক্ষের ও বিপক্ষের নেতাগুলো আবার নেমে আসছে মাঠে। মিটিং মিছিল করে গোটা শহরটাই তারা অস্থির ও অশান্ত করে তুলছে। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে আর ভয় বা সমীহ কেউ করছে না। আইয়ুব নবীর সেই খোয়াব ছুটে গেছে মানুষের। প্রকাশ্য রাজপথে অনেকেই এখন তাঁর মুণ্ডুপাত করছে।

www.pathagar.com

ছাত্রদের ক্লাশ বর্জন হেতু মুহম্মদ আলী প্রায়ই এখন নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক আগেই ফিরে আসে বাসায়। আজও তাই এলো এবং বিমর্ষ মনে বসে রইলো চুপচাপ। তা দেখে আবুজাফর সরকার সাহেব এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন– কি হলো অধ্যাপক? আজও ক্লাশ বর্জন বুঝি?

মুহম্মদ আলী ম্লান কণ্ঠে বললো– না বড় ভাই, আজ সেরেফ ক্লাশ বর্জন নয়। পরীক্ষা বর্জন করে বসেছে ছাত্ররা।

ঃ পরীক্ষা বর্জন? কি পরীক্ষা?

ঃ না, কোন পাবলিক পরীক্ষা নয় প্রথম বর্ষ অনার্সের ছাত্রদের এ্যানুয়্যাল পরীক্ষা। পরীক্ষা দিতে এসে কিছু ছাত্রনেতাদের ডাকে পরীক্ষার হল থেকে হুড় হুড় করে বেরিয়ে গেল সবাই। রাস্তায় গিয়ে শরিক হলো মিছিলে। ওদিকে আবার সেকেন্ড ইয়ারের অনেকগুলো টিউটোরিয়াল পরীক্ষাও আমাদের ডিপার্টমেন্টের ছাত্ররা দেয়নি।

ঃ তাতে আপনার কি করার আছে? আপনি শুয়ে শুয়ে আরাম করুন। এত মন খারাপ করে বসে আছেন কেন?

মুহম্মদ আলী দুঃখ করে বললো– আরামটা যে হারাম হয়ে গেল বড় ভাই! হেড্ অফদি ডিপার্টমেন্ট জানিয়ে দিলেন, সামেনর ভ্যাকেশানটা বন্ধ করে দেয়া হবে এবার। ডিপার্টমেন্ট খোলা রেখে এ্যানুয়্যাল, টিউরোরিয়াল– সব পরীক্ষা ঐ ছুটির মধ্যে নেয়া হবে।

ঃ তাতেই বা আপনার এত মন খারাপের কি আছে? অন্যেরা যদি ছুটি ভোগ করতে না পারে, আপনিও পারবেন না। আপনার একার ব্যাপার তো নয়?

ঃ ব্যাপারটা আমার একারই বড় ভাই। ভ্যাকেশানটা ভোগ করতে না পারলে, একদম ফেঁশে যাবো আমি একাই। তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার ওয়াদা করে বাণীর কাছে ছাড়া পেয়েছি আমি। আর তাড়াতাড়ি ছুটি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই জেনেও এই ভ্যাকেশানটার দিকে তাকিয়েই ঐ ওয়াদা করে এসেছি। কিছুটা দেরীতে হলেও ঐ ভ্যাকেশানে বেশ কিছুদিন ওখানে থেকে দেরীর দোষটা ঢেকে দেবো, এই ছিল আমার হিসেব-নিকেশ। সেই ভ্যাকেশানটাই যদি না হয়, তাহলে অচিরে আর সেখানে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। বাণীকে আমি সামলাবো কি করে?

ব্যাপারটা খেয়ালে এলো সরকার সাহেবের। স্থির নয়নে চেয়ে থেকে বললেন– আচ্ছা! তা এমন ওয়াদা করতে গেলেন কেন?

ঃ নইলে ছাড়া পাইনে যে? আগের সেই বাণী তো আর নেই। স্মৃতি হারিয়ে বড়ই একরোখা হয়ে উঠেছে। যুক্তি তর্কের কোন ধারই ধারে না বা সুবিধে অসুবিধে কিছুই বুঝতে চায় না।

হ্যাঁ, তাহলে তো বেশ অসুবিধেই হবে দেখছি আপনার।

ঃ অসুবিধে বলে অসুবিধে? সে আল্টিমেটাম দিয়ে দিয়েছে আগেই। বলেছে, ওয়াদা করে এসে যদি ওয়াদার বরখেলাপ করি, তাহলে আমি তার কাছে বেঈমান

www.pathagar.com

রূপে বিবেচিত হবো। বেঈমানের সাথে কোন সম্পর্কই রাখবে না সে– এই তার সাফ কথা। পাগল না হলেও অনেকটা আধ্-পাগলের মতোই এখন অবস্থা তার। আবার বেঁকে বসলে, যতখানি কাছে এসেছিল, বাণী আবার ততখানিই দূরে সরে যাবে। আর তাকে সহজে নাগলের মধ্যে পাবো না।

ঃ তাজ্জব! তাহলে তো সত্যিই আপনার এখন উভয় সংকট! একদিকে বাণী আর একদিকে চাকরি। বাণীকে রাখতে গেলে চাকরি আপনার থাকে না, চাকরি রাখতে গেলে বাণী সাহেবা হাতছাড়া হয়ে যান। একসাথে দুটোকেই ঠিক রাখাটা সত্যিই তো খুবই মুস্কিল দেখছি আপনার এখন।

ঃ তাহলেই বুঝুন! নিজেই জোর করে ছুটি নিয়ে গিয়ে বেশ কিছুদিন চাকরি ছেড়ে রইলাম। হেডসাহেবের ঘোষণা অমান্য করে আবার ছুটিতে গেলে সে ছুটি একেবারেই আখেরী ছুটি হয়ে যাবে আমার। চাকরিতে আর ফিরে আসতে হবে না।

ঃ আলী সাহেব।

চরম উত্তেজিত হয়ে উঠে মুহম্মদ আলী বললো– কি যে হলো এই দেশটার! কিছুতেই স্থিতিশীলতা আসছে না আর কোন কিছুই নিয়ম মতো চলছে না। আইয়ুব সাহেবের দাপট এত তাড়াতাড়ি ছুটে গেল কি করে বড় ভাই?

সরকার সাহেব বললেন– স্বভাব দোষে। আসলে তো উনিও ঐ পশ্চিম পাকিস্তানী মানুষ। ওদের হুঁশবুদ্ধি কম আর আত্মম্ভরিতা খুব বেশি। হুট করেই মাথায় ওদের রক্ত ওঠে। তার উপর আবার যদি মোসাহেবদের আবেষ্টনীতে পড়ে যায়, তাহলে আর ঠিক থাকে কতক্ষণ?

ঃ মোসাহেব! কাদের মোসাহেব বলছেন বড়ভাই? মানে। কাদের মীন করছেন?

ঃ কেন, বিডিদের। বেসিক ডেমোক্র্যাটস অর্থাৎ মৌলিক গণতন্ত্রীদের। তাদের অধিকাংশের দুষ্কর্মের কারণেই তো উনি আরো তাড়াতাড়ি খারিজ হয়ে গেলেন। এই পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট আমলের দুর্নীতি আর দুষ্কর্ম উনাকে আইয়ুব শাহী বানিয়েছিল, এই দেশে এই বিডিদের দুর্নীতি আর দুষ্কর্ম আবার তাকে আইয়ুব শাহীর আসন থেকে নামিয়ে দিয়েছে।

ঃ বড় ভাই!

ঃ ভাই উনি অনেক খানিই এগুতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিডিদের দুর্নীতি তাঁকে পাবলিকের কাছে খুব তাড়াতাড়ি অবাঞ্ছিত করে তুলেছে। বিশেষ করে এই পূর্ব পাকিস্তানের শহরে গ্রামে সর্বত্রই ব্যাসিক ডেমোক্র্যাটদের লুটপাট আর স্বেচ্ছাচারের কারণেই জনগণ আইয়ুব খানের উপর এত তাড়াতাড়ি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

ঃ বলতে চাচ্ছেন, বিডিদের দুর্নীতিই এর একমাত্র কারণ?

ঃ একমাত্র কারণ না হলেও অন্যতম প্রধান কারণ তো বটেই। দেশের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্যে এই পূর্বাঞ্চলের শিল্প বাণিজ্য ও রাস্তা ঘাটের উন্নয়নে উনি যত টাকা ঢেলেছেন, তার এক চতুর্থাংশ টাকাও যদি কাজে লাগাতো

www.pathagar.com

তাঁর স্বপ্নের মৌলিক গণতন্ত্রীরা, তাহলে আজ যা দেখছেন, তার চেয়ে একেবারেই অন্যরকম হয়ে যেতো এই দেশের চেহারা। শিল্প প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা আর রাস্তাঘাটে অনেকটাই ছেয়ে যেতো এই পূর্ব পাকিস্তানও। পশ্চিম পাকিস্তানের মতো অতটা না হলেও, এ অঞ্চলটাও অনেকটা উন্নত হয়ে যেতো। পল্লীর চেহারাও পাল্টে যেতো অনেকখানি। এক কথায়, প্যারিটির প্রশ্নটা এত তীব্র থাকতো না। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম বাদে তাঁর সাধের বিডিরা সেই উন্নয়নের অনুদান নাম মাত্র কাজে লাগিয়ে প্রায় সাকুল্যেই উদরস্থ করে ফেলেছে আর ফেলছে।

মুহম্মদ আলী বললো– বলেন কি! তাই তো ভারতীয় দালালদের মধ্যে আবার শুরু হয়েছে মহোৎসব। আন্দোলনের মোক্ষম ইস্যু আবার ঘরে বসেই পেয়ে যাচ্ছে তারা।

ঃ সে তো বটেই। বিডিদের দ্বারা নাম মাত্র যে দু'একটা রাস্তাঘাট হয়েছে আর হচ্ছে, সেগুলো আবার ছয়মাসও টিকছে না। দুই এক মাসের মধ্যেই খাল-বাক্‌লা উঠে ঐ রাস্তাগুলো কাঁচা রাস্তার চেয়েও খারাপ হয়েই যায়নি শুধু, বিপজ্জনক হয়েও উঠেছে। কলকারখানা আর শিল্পের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার। ধুন্ধুমার লুটপাট। সেই সাথে আছে আবার বন্নাহীন তোয়াজ। তোয়াজের জোরেই সবাই আপ্‌ছে আপ পার পেয়ে যাচ্ছে।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই রকমই দেখছি আর শুনছি।

ঃ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের অন্যতম কারণ হচ্ছে– আইয়ুব খানের ঐ পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর একনায়কত্ব করার, অর্থাৎ তামাম ক্ষমতা কুক্ষীগত করে রাখার স্বভাব। বিশেষ করে এই পূর্ব পাকিস্তানের উপর প্রভুগিরি করার ভূত তাঁর ঘাড়েও চেপে বসেছে শক্তভাবে। এতে করে শাসনতন্ত্রে যে পরিবর্তন এনেছেন আর আনছেন, এ অঞ্চলের জনগণের পক্ষে তা বরদাস্ত করা অসম্ভব হয়ে উঠছে।

ঃ বড় ভাই!

ঃ এক কথায়, বিডিরাও তাকে সৎ থাকতে দিলো না, আর ক্ষমতা-লিপ্সার দরুণ আইয়ুব খান সাহেব নিজেও সৎ থাকতে পারলেন না। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই গণবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন উনি।

ঃ অর্থাৎ কাগজের লোক আপনি। আমাদের চেয়ে আপনাদের দেখাটা খুবই স্পষ্ট। সেই পদক্ষেপগুলোর কথাটাই সংক্ষেপে একটু বলুন তো শুনি?

ঃ আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মৌলিক গণতন্ত্রে গণতান্ত্রিক প্রথায় প্রতি এক হাজার লোকের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রতিটি সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অধিকার লাভ করেছে। সরাসরি জনগণের মাধ্যমে না হয়ে এই নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যেরা নির্বাচিত হওয়ার প্রথা চালু হয়েছে। এই গত ১৯৬২ সনের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট ফিল্ডমার্শাল আইয়ুব খান নয়া শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেছেন। এতে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বুঝতেই পারছেন, এই সংবিধানে জনগণের

www.pathagar.com

আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনই প্রতিফলন ঘটছে না। পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক বাহিনী ও সরকারী দালালদের সাহায্যে শাসন ও শোষণ করার ষড়যন্ত্রই আবার স্থায়ী করা হয়েছে।

ঃ বড় ভাই!

ঃ সমস্ত ক্ষমতাই প্রেসিডেন্টের নিজের হাতে। স্বৈরাচারী শাসন তুঙ্গে উঠছে ক্রমেই। জনগণ আর কি তাকে আইয়ুব মহাশয় ভাববে, না তাঁর এই স্বৈরশাসন মুখ বুজে সহ্য করবে? তাই আবার সবাই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে।

মুহম্মদ আলী নিঃশ্বাস ফেলে বললো– তাই-ই বটে। রাজনৈতিক অঙ্গন সব সময়ই অশান্ত আর উতপ্ত থাকলে, কোন কিছুই কি নিয়ম মতো চলতে পারে? সব কিছুই উলট-পালট হয়ে যায়। সব কথার শেষ কথা হলো, ভ্যাকেশানে ডির্পাটমেন্টগুলো খোলা রাখার সিদ্ধান্ত অনড় থাকলে বাণী জব্বোর বিগড়ে যাবে। সে আর কিছুতেই আমাকে বিশ্বাস করবে না বা আমার ছায়াটিও মাড়াবে না। কাজেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই এবার নিতে হবে আমাকে। সরকার সাহেব প্রশ্ন করলেন– চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেমন?

ঃ চাকরিতে ইস্তফা প্রদান। এমন দশটা চাকরি হারাতে আমি রাজী। তবু বাণীকে হারাতে পারবো না।

ঃ আলী ভাই!

ঃ তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার ওয়াদা করে এসেছি। দিনের সংখ্যাটা বলিনি। কিন্তু তা না বললেও সেই তাড়াতাড়ির অর্থটা কয়দিন? সাতদিন, দশদিন, পনের দিন। তার বেশি হলে তো তাকে আর তাড়াতাড়ি বলা যাবে না। বাণীকে তা বোঝানোও যাবে না। এই ভ্যাকেশানটা ছিল সে হিসেবে ঠিক বিশ দিনের মাথায়। এই পাঁচটা দিনের রিক্স্ নিয়েই আমি ওয়াদা করে এসেছি। এরপরও দেরী হলে বুঝতেই পারছেন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে। যে বাণী আমাকে সঙ্গ ছাড়া করতেই চায় না সেই বাণী আর আমার ছায়াটিও মাড়াবে না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর আবুজাফর সরকার সাহেব বললেন– তাহলে একটা কাজ করুন না আলী ভাই। বাণী সাহেবাকে এখানে কিছুদিন রাখুন না? কিছুদিন সঙ্গ দিয়ে আবার তাকে পাঠিয়ে দেবেন যশোরে?

মুহম্মদ আলী সবিস্ময়ে বললো– বড় ভাই!

সরকার সাহেব বললেন– তাহলে বাণী সাহেবার রাগটাও পড়ে যাবে আর সেই ফাঁকে তাঁকে দেখাও আমাদের হয়ে যাবে। নামটাই তো শুনে আসছি কেবল, চোখে দেখিনি কখনো।

ঃ এ আপনি কি বলছেন বড় ভাই? তাও কি সম্ভব?

ঃ কেন নয়?

ঃ কোনটা কি বোঝেন না? বাণী কি আমার বিবাহিতা স্ত্রী যে যখন ইচ্ছে আর যেখানে ইচ্ছে তাকে আমি নিয়ে গেলাম? বাণীর আগের দিন হলে কোন অসুবিধে ছিল

www.pathagar.com

না। সে ছিল হিন্দুর মেয়ে আর সে নিজেই ছিল নিজের গার্জেন! এখন সে স্বাধীনতা আর স্বাচ্ছন্দ বাণীর নেই। এখন তার বাপ-মা রয়েছেন। তাঁরা তাঁদের সোমত্ত মেয়েকে আমার হাতে একা ছেড়ে দেবেন কেন? পরিচিত হলেও আমি তো একজন বেগানা পুরুষ।

ঃ তা অবশ্য ঠিক। তবে তাঁকে একা আনবেন কেন? সাথে আর যাঁদের আনলে কোন আপত্তির প্রশ্ন উঠবে না, তাঁদের সঙ্গে করে বাণী সাহেবাকে নিয়ে আসুন! আমার তো ইনশাআল্লাহ ঘরদোরের অভাব নেই। তাঁরা এসে থাকুন না এখানে কয়েকদিন! পয়-পরিচয়ও হবে আবার কুটুম্বিতাও হয়ে যাবে কিছুটা। বাণী সাহেবা এঁখানে এসে থেকে গেলে আপনিও চাকরি করার সময় পাবেন আরো কিছুদিন।

মুহম্মদ আলী হেসে বললো– কি যে কল্পনার জাল বুনছেন বড় ভাই! এটা কখনই সম্ভব নয়।

ঃ সম্ভব নয়?

ঃ না। ঐ সাতখুড়ি তেলও পুরবে না, রাধেও আর নাচবে না। তাছাড়া ঐসব ঝুটঝামেলা করতে যাওয়ার ছুটিটাই বা দিচ্ছে কে আমাকে এখন?

ঃ আলী সাহেব।

ঃ আর কয়েকদিন অপেক্ষা করে দেখি, হেডসাহেবের মতলবটা কি! ভ্যাকেশানটা গোটাই যদি সত্যি সত্যিই বাতিল করে দেন উনি আর ভ্যাকেশানের সময় আমাকে ডিউটি থেকে অব্যাহতি না দেন, তাহলে আমার চাকরিও আমি বাতিল করবো সেই সাথে। দেয়ার ইজ নো আদার অল্টারনেটিভ!

আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে সরকার সাহেব অগত্যা নীরব হয়ে গেলেন।

আর তিন দিন পর থেকেই ভারসিটির সেই উল্লিখিত ভ্যাকেশান। ভারসিটির অফিস-দপ্তর বন্ধ হয়ে যাবে। এ্যানুয়্যাল পরীক্ষা নেয়ার জন্যে খোলা থাকবে শুধু ডিপার্টমেন্টগুলো। অন্য ডিপার্টমেন্টগুলো অবশ্য খোলা থাকবে অল্পদিন। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এ্যানুয়্যাল পরীক্ষা শেষ করে অন্যসব ডিপার্টমেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। ভ্যাকেশানে চলে যাবে সবাই। শুধু যেতে পারবে না মুহম্মদ আলীর ডিপার্টমেন্টের লোকেরা। এ্যানুয়্যাল পরীক্ষার পর টিউটোরিয়াল ক্লাশ ও পরীক্ষা নেয়ার জন্যে গোটা ভ্যাকেশানটা জুড়েই ডিপার্টমেন্ট খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছেন মুহম্মদ আলীদের ডির্পাটমেন্টাল হেড্।

তাই, এক পকেটে ছুটির ও অন্য পকেটে ইস্তফার দরখাস্ত পুরে নিয়ে বিষণ্ন বদনে সেদিন ভারসিটিতে রওনা হলো মুহম্মদ আলী। কিন্তু ফিরে এলো অত্যন্ত হরষিত অন্তরে। আবুজাফর সরকার সাহেবের সেদিন ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। কাগজের অফিসে যাওয়া তাঁর ছিল না। লেখা–ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। অত্যন্ত হাসিখুশিভাবে মুহম্মদ আলীকে ফিরতে দেখে সরকার সাহেব প্রশ্ন করলেন– কি ব্যাপার মিয়া? খুব খুশি মনে হচ্ছে যে?

www.pathagar.com

জবাবে মুহম্মদ আলী হাসিমুখে বললো– হ্যাঁ বড় ভাই, চাকরিটার কপাল ভাল, তাই এ যাত্রা বেঁচে গেল?

ঃ কি বললেন? চাকরিটা বেঁচে গেল?

ঃ হ্যাঁ। নির্ঘাত বরাতের জোরে বেঁচে গেল।

হেসে ফেললেন সরকার সাহেবও। বললেন– সে বরাতটা কি চাকরির, না আপনার? বরং বলুন, আপনার বরাতের জোরে বেঁচে গেল চাকরিটা

ঃ আমার বরাত? কি যে বলেন বড় ভাই? আমার এই বাদুড়চাটা বরাতের কি কোন জোর আছে যে, সেই জোরে বেঁচে যাবে চাকরিটা? চাকরিটা বেঁচে গেল তার নিজের বরাতের জোরেই।

আর একদফা হেসে উঠে সরকার সাহেব বললেন– আচ্ছা-আচ্ছা, তাই না হয় হলো। এবার বলুন দেখি, ঘটনাটা কি? চাকরিটা বেঁচে গেল কিভাবে?

দুপকেট থেকে দুখানা দরখাস্ত টেনে বের করে মুহম্মদ আলী বললো– এই যে এইখানা ভ্যাকেশানের মধ্যে ডিউটি থেকে অব্যাহতির দরখাস্ত আর এইখানা রেজিগ্‌নেশান লেটার । এটা মঞ্জুর না হলে এই ইস্তফা পত্র ছুড়ে মেরে চাকরিটাকে কবর দিয়ে আসতাম আজ। কিন্তু আচানকভাবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কোন দরখাস্তই সাবমিট করতে হলো না।

ঃ তাই নাকি? তা সেই আচানকভাবটা কি?

ঃ আচানকভাবটা হলো– ইত্তেফাক বড়ি কুত্তৎ হ্যায়। ছাত্র শক্তি– জিন্দাবাদ। দলবেঁধে দাবী তুললো– আন্দোলনে থাকার জন্যে তাদের পড়াশুনা কিছুই হয়নি। এই ছুটির মধ্যে পড়াশুনা করবে এবং ছুটির পরে সব পরীক্ষায় বসবে। এই সময় কোন আন্দোলনের দিকেই তাকাবে না। এই হলো তাদের ওয়াদা ও আবেদন। তাদের এই আবেদন অগ্রাহ্য হলে ছুটির মধ্যে পরীক্ষা দিতে কেউ তারা আসবে না। ছুটির পরেও ষ্ট্রাইক করে বসে থাকবে তারা। কোন ক্লাশেই কেউ যাবে না। ছাত্রঐক্য জিন্দাবাদ!

ঃ তারপর?

ঃ বেকায়দায় বাঘিনী জব্দ। কিছুক্ষণ পরেই ভারসিটির কতৃপক্ষের তরফ থেকে ঘোষণা এলো-ভ্যাকেশান ইজ ভ্যাকেশান। গোটা ভারসিটিই বন্ধ থাকবে। কোন ডির্পাটমেন্টই খোলা থাকবে না ভ্যাকেশানের মধ্যে। ভারসিটির অফিসের প্রয়োজনে কয়েকজন লোক ছাড়া, অন্যান্য সবাই ভ্যাকেশান যেভাবে খুশি সেভাবে কাটাতে পারবেন।

ঃ মারহাবা-মারহাবা। তাহলে তো আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

ঃ বিলকুল-বিলকুল। আজ বাদে আর দুই দিন পরেই ভারসিটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তখন এই বান্দাকে আর পায় কে? একদৌড়ে যশোর। দিল খুলে হাসতে লাগলো আলী। সরকার সাহেবও হেসে বললেন– বেশ-বেশ। তাহলে যান, ঘরে গিয়ে ঐ ধ্বজা চূড়া, অর্থাৎ কোট্‌প্যান্ট খুলে হাল্‌কা হয়ে আসুন। আমারও আজ অফ্‌ডে। নজরুল সঙ্গীতবিদ ঐ জামান সাহেবকে মেস্ থেকে ধরে এনে অনেকদিন পরে–

www.pathagar.com

আবার জমিয়ে তুলবো আসর আজ। নো সাহিত্য। আজ সেরেফ গান। যান-যান, ফ্রেশ হয়ে আসুন।

মুহম্মদ আলী তার ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলো এবং পোষাক বদল করতে লাগলো। সরকার সাহেব তাঁর লেখা ঘরে ঢুকলেন এবং হাত পা ছেড়ে দিয়ে আরাম করে বসলেন।

মাত্র মিনিট দুয়েক অতিবাহিত হলো। এর পরেই এক অসম্ভব রকমের সুন্দরী যুবতী এসে সরাসরি সরকার সাহেবের কক্ষে ঢুকে পড়লো। তার পেছনে দরজায় এসে দাঁড়ালো আরো দুই ব্যক্তি। যুবতীটি কক্ষে ঢুকেই সরকার সাহেবের প্রতি হাত তুলে বললো– আস্সালামু আলাইকুম! ক্ষমা করবেন জনাব, এইটেই কি আবুজাফর সরকার সাহেবের বাড়ি?

বিস্ময়াভিভূত সরকার সাহেব হাত তুলে বললেন– ওয়ালাইকুম্স্ সালাম। হ্যাঁ, এইটেই। আমিই আবুজাফর সরকার।

মেয়েটি খুশি হয়ে বললো– তাই? তাহলে সে কই? ঐ লোকটা?

সরকার সাহেব সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন ঐ লোকটা মানে কোন্ লোক?

ঃ যে লোকটা আপনার বাড়িতে এসে ডেরা গেড়ে আছে, সেই বেঈমানটা। ভারসিটির লোকেরা তো সেই কথাই বললেন। বেঈমানটা নাকি দীর্ঘদিন যাবত আপনার বাড়িতেই আছে।

ঃ বেঈমান!

ঃ একশোবার বেঈমান। ওয়াদা করে যে ওয়াদা রক্ষে করে না সে বেঈমান নয়তো কি? তাকে আমি একশোবার বেঈমান বলবো।

সরকার সাহেব চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বিপুল আগ্রহে প্রশ্ন করলেন– আপনার নামটা কি বলুন তো? কোথা থেকে আসছেন আপনি?

ঃ আমার নাম বিলকিস বানু। কিন্তু সবাই আমাকে এ নামে ডাকে না। কেউ কেউ বলে বাণী। ঐ বেঈমানটাও আমাকে বাণী বলে ডাকে।

আসন থেকে লাফিয়ে উঠে সরকার সাহেব বললেন– সোবহান আল্লাহ! একি কাণ্ড! একি কাণ্ড! আপনারা কি যশোর থেকে আসছেন?

ঃ হ্যাঁ। সবই তো জানেন দেখছি!

ঃ উনারা? উনারাও কি যশোর থেকে এসেছেন? সরকার সাহেব দরজার দিকে ইংগিত করলেন।

বাণী বললো– হ্যাঁ, যশোর থেকেই। একজন আমার রাজুকাকা আর একজন আমার মাসী। কুসুমবালা মাসী।

ঃ মারহাবা-মারহাবা! তা আপনি দাঁড়িয়ে কেন? আসুন– বসুন। ঐ চেয়ারটায় বসুন–

ঃ বসবো কি? ঐ বেঈমানটাকে, মানে আলী সাহেব নামের একটা লোককে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। উনি কি এখানে আছেন?

www.pathagar.com

ঃ আছেন-আছেন। এক্ষুণি ডেকে দিচ্ছি–

ওখান থেকেই "আলী সাহেব– আলী সাহেব," বলে আবুজাফর সরকার সাহেব বিপুল শব্দে হাঁক দিতে লাগলেন। মুহম্মদ আলীর পোষাক বদল ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওঘরের কিছু কথাবার্তা এ ঘরে এসে মুহম্মদ আলীর কানেও পড়ছিল। কিন্তু দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রাখার দরুণ স্পষ্টভাবে মুহম্মদ আলী কিছুই বুঝতে পারেনি। এবার বিপুল কণ্ঠের হাঁক শুনে মুহম্মদ আলী চমকে উঠে বললো– কি হলো বড় ভাই, কি হলো?

সরকার সাহেব একই কণ্ঠে বললো– আরে আসুন-আসুন, শিগ্গির আসুন। কি অবাক কাণ্ড এসে একবার দেখুন।

কথার মাঝেই ছুটে বেরিয়ে এলো মুহম্মদ আলী। লেখা ঘরের দুয়ারের দিকে চোখ তুলেই সে অপরিসীম বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। নিজের অজ্ঞাতেই বলে উঠলো– একি রাজুকাকা মাসী, তোমরা! তোমরা হঠাৎ এখানে? কি, খবর কি?

ভেতর থেকে সরকার সাহেব ডাক দিয়ে বললেন– আরে আসল খবর এখানে– এই ঘরের মধ্যে। আসুন- ভেতরে আসুন– ঘরের মধ্যে ঢুকে দণ্ডায়মান বাণীকে দেখেই ভূত দেখারও অধিক চমকে গেল মুহম্মদ আলী। অস্ফুট কণ্ঠে আওয়াজ দিলো– বাণী!

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বাণী ভীষণ ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো– এই যে, এই সেই বেঈমান! মিথ্যাবাদী-প্রতারক, এই আপনার আসল পরিচয়? প্রতারণা করাই কি আপনার স্বভাব?

মুহম্মদ আলী থতমত খেয়ে বললো– একি বলছো? আমি প্রতারণা করলাম কোথায়?

ঃ করলেন না? শিগ্গির-শিগ্গির ফিরে যাওয়ার ওয়াদা করে এসে ঘাপটি মেরে বসে আছেন এখানে। ফিরে যাওয়ার নামটিও নেই। এটা প্রতারণা হলো না?

ঃ না-না, ফিরে যাবো না কেন? আজ বাদে আর দুইদিন পরেই ফিরে যাবো বলে আমি রেডি হয়ে আছি। কথা দিয়ে এসে ফিরে যাবো না মানে? এই বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে, কথা আমার ঠিক কিনা।

সরকার সাহেবের প্রতি ইংগিত করলো মুহম্মদ আলী। সরকার সাহেব নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। হুঁশে এসেই ফের সশব্দে বলে উঠলেন– সে কি- সে কি। এখানে দাঁড়িয়ে এসব তর্কবির্তক কেন? চলুন-চলুন, সবাই আপনারা ভেতরে চলুন। ভেতরে গিয়ে যার যত বলার আছে, বলবেন। ওহ! আপনার ভাবী সাহেবা যে ইনাদের দেখে আজ কত খুশি হবেন তা বলে শেষ করা যাবে না। ইনাদের বিশেষ করে এই বাণী বহিনকে দেখার তার কত দিনের সখ! চলুন-চলুন, ভেতরে চলুন সবাই।

সবাইকে একরকম তাড়িয়ে নিয়েই অন্দর মহলে চলে এলেন সরকার সাহেব।

হৈচৈ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সরকার পত্নী রাবেয়া বেগম। বাণীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে সরকার সাহেব তাঁকে বললেন– দেখো-দেখো, 'মেঘ না চাইতেই

www.pathagar.com

জল' কাকে বলে দেখো। কি আচানকভাবে এসে ইনি আজ হাজির হয়েছেন আমাদের বাড়িতে।

বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রাবেয়া বেগম বললেন– ওমা! কি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে গো! এ যে জ্বলন্ত আগুন! কে ইনি? কোথা থেকে এলেন?

সরকার সাহেব বললেন– ইনিই তোমার সেই চির বাঞ্ছিত মেয়ে। যাকে দেখার জন্যে তুমি আকুল, ইনিই সেই বাণী সাহেবা। আলী ভাইয়ের প্রিয় বান্ধবী বাণী রানী সরকার তওবা, এখন বিলকিস্ বানু সাহেবা।

জিহ্বায় কামড় খেলেন সরকার সাহেব। রাবেয়া বেগম দুই চোখ ফুটিয়ে তুলে চেয়ে রইলেন বাণীর দিকে। যেন গিলে খাবেন তাকে। সরকার সাহেব ফের বললেন– কি হলো? চেয়ে চেয়ে দেখছো কি?

গালে হাত দিয়ে রাবেয়া বেগম বললেন– দেখছি কি মানে? যা দেখার মতো তাই দেখছি। শুনেছিলাম বাণী বহিন রূপসী মেয়ে। কিন্তু এতটা যে রূপসী, তা কল্পনাও করিনি। সোবহান আল্লাহ!

বলেই ছুটে এসে তিনি এক খানা হাত ধরলেন বাণীর এবং টানতে টানতে বললেন– আসুন বহিন, আসুন। আপনি আমার ঘরে আসুন–

বাণীকে টেনে নিয়ে রাবেয়া বেগম তার ঘরের দিকে রওনা হলেন। সরকার সাহেব বললেন– আর ইনারা?

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে রাবেয়া বেগম বললেন– ও-হ্যাঁ, উনারা কে? উনারা কি সেই–

সরকার সাহেব বললেন– হ্যাঁ, একজন রাজুকাকা আর একজন কুসুমবালা মাসী।

রাবেয়া বেগম খোশ কণ্ঠে বললেন– এ্যাঁ-সে কি। উনারাও এসেছেন? কি খোশ নসীব– কি খোশ নসীব! উনাদের আপনি সামনের ঐ দুই রুমে নিয়ে যান। উনাদের সাথে একটু পরেই কথা বলছি। আগে আমি এই বহিনকে সামলাই। আসুন বহিন–

বাণীকে নিয়ে রাবেয়া বেগম তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। রাজ্যেশ্বরদের উদ্দেশ্য করে সরকার সাহেব বললেন– আসুন, আপনারা আমার সাথে আসুন। অনেক দূর থেকে এসেছেন, আর দাঁড়িয়ে থাকা নয়। আসতে অনেক কষ্ট হয়েছে আপনাদের।

রাজ্যেশ্বর বললো– কি করবো সাহেব! বাণী মা-মণিকে কিছুতেই আটকিয়ে রাখতে পারলাম না বলেই তার সাথে আসতে হলো আমাদের।

সরকার সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে বললেন– পরে- পরে। সব কথা পরে শুনবো। আগে আসুন, আরাম বিরাম নিন, তারপরে সব কথা শুনবো।

দুজনকে নিয়ে গিয়ে পাশাপাশি দুইকক্ষে তুলে দিলেন সরকার সাহেব।

বিশ্রাম অন্তে, বাণী বাদে অন্য সবাইকে নিয়ে সরকার সাহেব পুনরায় এক জায়গায় বসলেন। উত্তেজনা হ্রাস পাওয়ায় রাবেয়া বেগমের বিছানায় বাণী তখন গভীর ঘুমে অচেতন। বিভিন্ন কথাবার্তার মাঝে ছেঁড়া ছেঁড়াভাবে বাণীকে নিয়ে কুসুমবালা ও

www.pathagar.com

রাজ্যেশ্বরের এখানে আগমনের কারণটা অনেকখানি প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। এবার শুরু হলো বিস্তারিত আলাপ। আলাপের শুরুতে কুসুমবালা বললো– আলী বাবাজী তাড়াতাড়ি ফিরে যাবেন– এই আশায় বাণী মা-মণি প্রতিদিন পথ চেয়ে বসে থাকতে লাগলেন। খাওয়া নেই দাওয়া নেই, সব সময়– "এই বুঝি আলী সাহেব এলেন– এই বুঝি আলী সাহেব এলেন" বলে বাণী মা-মণি অহরহ ঘর বাহির করতে লাগলেন। কোন নতুন লোকের গলা শুনলেই অমনি উনি ঘরের বাইরে ছুটে আসতে লাগলেন। সপ্তাহ দেড়েক এভাবে কাটলো। এরপর শুরু হলো উৎপাত। "আলী সাহেব কোথায়? উনি আজও এলেন না কেন? তোমরা খোঁজ নিচ্ছো না কেন?"– এমনি হাজার প্রশ্ন করতে লাগলেন সবাইকে। সব শেষে জিদ্ ধরলেন– "ঢাকায় যাবো আমি। যেখানে উনি চাকরি করেন সেই ঢাকায় আমাকে নিয়ে চলো তোমরা"– এই বায়না ধরে তিনি সবাইকে অস্থির করে তুললেন।

কথার মাঝে সরকার সাহেব প্রশ্ন করলেন– এটা কি করে হলো? উনি নাকি আলী সাহেবকে চিনতেই পারলেন না প্রথমে? তবু এমন কি ঘটলো যে আলী সাহেবের জন্যে উনি আবার এতটা উতলা– হয়ে উঠলেন?

আলী সাহেব তো মাত্র কয়েকদিন ছিলেন ওখানে।

কুসুমবালা বললো– হ্যাঁ, এইটেই একটা আজব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলী সাহেবের সাথে যশোরে ঐ সাক্ষাতের আগে মা-মণিকে নিয়ে কোন সমস্যাই ছিল না। এই দীর্ঘ ছয় সাত বছর বাণী মা-মণি খুব শান্ত আর স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন। নাওয়া-খাওয়া, বিরাম-বিশ্রাম-সব কিছু যথা নিয়মে করেছেন। ঘুমানোর সময় ঘুমিয়েছেন, বেড়ানোর সময় বেড়িয়েছেন সবার সাথে গল্প গুজব করে দিব্যি হেসে খেলে কাটিয়েছেন। কোন প্রকার উৎপাত উপদ্রব ছিল না। কিন্তু আলী সাহেব গিয়ে ঐ কয়েকদিন থাকার পর কি ঘটলো তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন, মা-মণি বদলে গেলেন আগাগোড়া। আর তাঁর নিয়ম মতো নাওয়া-খাওয়া নেই, বিরাম-বিশ্রাম নেই, কারো সাথে কোন গল্প গুজব নেই, মুখে যার সব সময় হাসি লেগে থাকতো– সেই হাসির আর চিহ্নটুকুও নেই। মুখে শুধু এক কথা– আলী সাহেব কোথায়-কখন আসবেন তিনি

সরকার সাহেব বললেন– তাজ্জব। তাহলে কি আলী সাহেবকে চিনতে পেরেছেন উনি! মানে পূর্ব স্মৃতিটা কি ফিরে এসেছে তার মধ্যে?

কুসুমবালা বললো– না, তাও নয়। নানাভাবে প্রশ্ন আর পরীক্ষা করে দেখলাম আমরা। কিন্তু আলী সাহেবের সাথে তাঁর পূর্ব পরিচয়ের কোন কথাই স্বীকার করেন না তিনি। ওসব কোন স্মৃতিই তাঁর মনে নেই।

ঃ কি অসম্ভব কথা! তাহলে এমনটি হলো কি করে?

বাণীকে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে রেখে রাবেয়া বেগমও এখানে এসে চুপচাপ বসে ছিলেন। তিনি এবার গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– ব্যাপারটা আমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছি অনেকটা।

www.pathagar.com

দ্রুত মুখ তুলে সরকার সাহেব বললেন– এ্যা! তুমি? কি বুঝতে পেরেছো?

রাবেয়া বেগম বললেন– বাণী বহিনের সাথে অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে আমার। তাঁর কথায় বুঝতে পেরেছি, আলী ভাইয়ের মতো একজন মানুষকেই যেন তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন মনে মনে। ঠিক এমনই একজন মানুষ। আলী ভাইয়ের কথাবার্তা, ব্যবহার, আচরণ– ঐ কয়দিনেই বাণী বহিনকে এমনভাবে মুগ্ধ করেছে যে, এই মানুষটিকেই তিনি যেন আজীবন কামনা করে এসেছেন। আলী ভাইকে পেয়ে তার শূন্য অন্তরটা যেন ভরে উঠেছে কানায় কানায়। তাই আলী ভাইয়ের একদণ্ডের অনুপস্থিতিও বাণী বহিন আর সহ্য করতে পারছেন না। সারা দুনিয়া তার কাছে শূন্য মনে হচ্ছে।

সরকার সাহেব বললেন– সে তো আমরাও বুঝতে পারছি। আলী ভাইয়ের অনুপস্থিতি সহ্য করতে পারছেন না বলেই উনি ছুটে এসেছেন এখানে। কিন্তু আলী সাহেবের সব কিছু হঠাৎ করে তাঁর এত ভাল লাগলো কেন? অতীত তো তাঁর কিছুই মনে নেই।

রাবেয়া বেগম বললেন– ঐ কেনোর উত্তরটা এখানেই আছে। চেতন মনে পূর্বের আলী ভাই তাঁর খেয়ালে নেই। কিন্তু অবচেতন মনে আলী ভাই ঠিকই তাঁর অন্তরে পূর্ববৎ বিরাজ করছেন। স্মৃতি হারানোর আগে আলী ভাইয়ের যে প্রতিকৃতি, যে আচরণ, যে কথাবার্তা হাসিঠাট্টা, গল্পালাপ, বাচন ভঙ্গি বহিনের অন্তরের অন্তঃস্থলে জলছাপ ফেলে রেখেছিল, আলী ভাই ঐ কয়দিন তার সঙ্গে থাকায়, আলী ভাইয়ের ঐ সব কিছুই আবার একটা পরশ লেগেছে বহিনের অন্তরের ঐ জলছাপে। অন্য কথায়, বাণী বহিনের হারানো ঐ স্মৃতিকে মৃদু মৃদু আলোড়িত করে তুলেছে।

সবিস্ময়ে চেয়ে থেকে সরকার সাহেব বললেন– বেগম!

রাবেয়া বেগম বললেন– অবচেতন মনের সাথে বহিনের চেতন মনের অদৃশ্য এক সংযোগ ঘটায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলেই আমার ধারণা।

আবেগাপ্লুত কণ্ঠে সরকার সাহেব আবার বললেন– রাবেয়া!

রাবেয়া বেগম বললেন– অন্তত বাণী বহিনের কথা, আকুতি আর অনুভূতি থেকে এই মুহূর্তে এইটেই আন্দাজ করতে পারছি আমি। ঘুমানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আলী ভাইকে নিয়ে তিনি যেভাবে মাতামাতি করলেন আর আলী ভাইকে যেভাবে তুলে ধরলেন আমার সামনে, তাতে আমি বুঝতে পেরেছি– অবচেতন মনে তিনি তাঁর আগের সেই আলীকেই আমার সামনে উপস্থাপন করছেন। বিশেষ করে, আলী ভাইয়ের মুখে তাঁদের সেই অতীতের মেলামেশা, উঠাবসা আর মাতামাতির যেসব কথা শুনেছি ঠিক সেই সবই উপস্থাপন করে গেলেন তিনি।

সরকার সাহেব এবার উচ্ছ্বাস ভরে বলে উঠলেন– সাব্বাস! সাব্বাস! সত্যিই কি অদ্ভুত তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তোমার ধীশক্তি যে এতটা তীক্ষ্ণ আর সূক্ষ্ম– তা আগে বুঝতে পারিনি। তোমাকে নিয়ে সত্যিই আজ আমার গর্ব হচ্ছে।

www.pathagar.com

রাবেয়া বেগম বললেন– উপহাস করছেন?

সরকার সাহেব ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন– তওবা-তওবা। হলফ করে বলছি ঠাট্টা নয়, তোমার এই ধারণার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। তোমার এই স্ট্যাডি একদম নির্ভুল। এই ব্যাপার ছাড়া, আলী ভাইকে নিয়ে বাণী বহিনের এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠার দ্বিতীয় আর কোন কারণই নেই।

রাবেয়া বেগম হেসে বললেন– তবু রক্ষে যে উপহাস করছেন না।

ঃ উপহাস করবো কি! আমার তো আরো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে যে, আলী ভাই সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকলে বাণী বহিন এক সময় না এক সময় নির্ঘাত তার স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবেন।

ঃ হ্যাঁ, এমন ধারণা আমারও।

এবার কুসুমবালা সরবে বলে উঠলো– ঠিক বলেছেন, আপনারা ঠিক বলেছেন। এমন ধারণা বাণী মা-মণির বাপেরও। আলী বাবাজীর কাছে আসার জন্যে বাণী মা-মণির এই অস্থিরতা দেখে বাণী মা-মাণির আব্বা বললেন– এটা খুবই ভাল লক্ষণ। এত অল্পদিনের সঙ্গ লাভেই আলী সাহেবকে নিয়ে বাণীর এই ব্যস্ততা তার স্মৃতিটা ফিরে আসারই অনেকটা আলামত। যাও, তোমরা বাণীকে ঢাকাতেই নিয়ে যাও। আমি ব্যস্ত আছি, তোমরাই একে নিয়ে যাও।

সরকার সাহেব বললেন– তারপর?

কুসুমবালা বললো– তারপর নিজেই উদ্যোগ নিয়ে রাজ্যেশ্বর দা আর আমাকে মা-মণির সাথে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে ঘুম থেকে জেগে উঠলো বাণী। জেগে উঠেই সে হাঁকাহাঁকি জুড়ে দিলো। বললো– একি, কাউকেই দেখছিনে কেন? কোথায় গেল সব? মাসী, ও মাসী–

জবাবে কুসুমবালা বললো– এই যে বাছা, আমরা সব এখানে।

রাবেয়া বেগম বললেন– এখানে বহিন, আপনি উঠে এখানে চলে আসুন।

ঘরের ভেতর থেকেই বাণী ফের বললো– তা তো আসবো। কিন্তু ও? ঐ আলী সাহেব? উনি কি আছেন। না আবার পালিয়েছেন? মানে হারিয়ে গেছেন?

রাবেয়া বেগম বললেন– হারিয়ে যাবেন কেন বহিন? উনি এখানেই আছেন।

ঃ থাকলেই ভাল। কড়া নজর রাখবেন ওঁর উপর। উনার কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার অভ্যাস আছে। বার বার হারিয়ে যায়। অনেকদিন আর কোনই খবর থাকে না। উৎসাহিত হয়ে উঠে রাবেয়া বেগম বললেন– তাই নাকি? বার বার হারিয়ে যান উনি?

ঘরের বাইরে আসতে আসতে– বাণী উদাস কণ্ঠে বললো– হ্যাঁ, বার বারই তো! উনাকে কি বিশ্বাস আছে?

ঃ এর আগেও তাহলে উনি কয়েকবার হারিয়ে গিয়েছিলেন, তাই নয় বহিন?

বাণী এসে আনমনা কণ্ঠে বললো– এ্যাঁ! এর আগেও?

রাবেয়া বেগম বললেন– ঐ যে বললেন– বার বার হরিয়ে যান উনি? এই বারের আগে আর ক'বার হারিয়েছিলেন বহিন? কখন কখন হারিয়েছিলেন?

www.pathagar.com

বাণী এবার চিন্তিত কণ্ঠে বললো– কখন কখন? কৈ, নাতো। এর আগের খবর জানিনে তো।

ঃ কিন্তু আপনি যে নিজেই বললেন?

ঃ বললাম নাকি? না-না, ওসব কিছু নয়। ঘুমের ঘোরে মানুষ কখন কি বলে, তার কি কোন অর্থ থাকে? ওসব কথা বাদ দিন দিদি– তওবা, কি যেন বলে ডাকলাম আপনাকে তখন?

ঃ ভাবী। ভাবী বলেই তো বার বার ডাকলেন।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভাবী। আলী সাহেবের আপনি ভাবী সাহেবা, তাই আমারও আপনি ভাবী সাহেবা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমারও ভাবী সাহেবাই হয়ে গেছেন আপনি। খুব মিষ্টি, মানে ডিয়ার ভাবী সাহেবা।

বাণীর মুখে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো। এবার আবুজাফর সরকার সাহেব হাসি মুখে বললেন– তাহলে আমি? আমি আপনার কে হই?

বাণী বললো– কেন, আপনি আমার বড় ভাই। ঐ আলী সাহেব তো আপনাকে "বড় ভাই" বলেই কয়েকবার ডাকলেন।

সরকার সাহেব খুশি হয়ে বললেন– সাব্বাস!

বাণী বললো– আপনারা দুইজন খুব ভাল মানুষ। ভাবী সাহেবা আর আপনি, দুইজনই। আমাদের আপনারা খুব যত্ন নিলেন। আপনারা কিন্তু যাবেন একবার আমাদের বাড়িতে– ঐ যশোরে। তাহলে খুব খুশি হবো আমরা সবাই।

ঃ তাই নাকি? তাহলে যাবো, অবশ্যই যাবো।

ঃ আচ্ছা, তাহলে এখন চলি আমরা–

বলেই সে রাজ্যেশ্বর উদ্দেশ্য করে বললো– কি ব্যাপার রাজুকাকা? এখনও যে বসে আছো তোমরা ঐ আলী মিয়াও বসে আছেন! তোমরা সবাই রেডি তো?

–মানে ব্যাগ-ট্যাগ্, কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিয়েছো তো?

কুসুমবালা সবিস্ময়ে বললো– কেন মা-মণি, ও সব গুছিয়ে নেবো কেন?

বাণীও বিস্মিত কণ্ঠে বললো– ওমা, বলে কি! ফিরে যেতে হবে না? অনেক তো কষ্ট দিলাম এঁদের। ভাল মানুষ পেয়ে আরো কষ্ট দিতে চাও বুঝি? নাও-নাও, উঠো। জলদি করো?

ঃ সে কি! মাথাটা আপনার একেবারেই খারাপ হয়ে গেল নাকি মা-মণি? এখন তো রাত। রাত্রিকালে যাবো কি করে?

খেয়াল করে দেখে বাণী হতাশ কণ্ঠে বললো– ওমা তাই তো! রাতই তো! বাইরে ঘোর আঁধার! তাহলে আর কি, বড় ভাই আর ভাবী সাহেবাকে এ রাতটাও কষ্ট দিতে হবে অগত্যা!

বাণীর মুখে হাসি। রাবেয়া বেগম বললেন– না বহিন শুধু এই রাতটাই নয়, সামনের আরো দুই দুটো দিন কষ্ট দিতে হবে আমাদের।

www.pathagar.com

ঃ কেন, তা দেবো কেন?

ঃ কষ্ট আমরা ভালবাসি যে! আপনাদের দেয়া কষ্ট আমাদের কাছে কষ্ট নয় বহিন, পরম সুখ। কাজেই আমাদের সেই সুখ থেকে বঞ্চিত করলে কিন্তু জব্বোর নাখোশ হবো আমরা। এছাড়াও সে ক্ষেত্রে আপনাদের একা একাই ফিরে যেতে হবে। আলী সাহেব আপনাদের সাথে যাবে না।

বাণী চমকে উঠে বললো– তার মানে? যাবেন না কেন?

রাবেয়া বেগম বললেন– যাবে কি করে? শুনলেন না, আর দুদিন পরে যাবেন বলে আলী সাহেব তৈয়ার হয়ে আছেন? আগে যেতে পারবেন না? যেখানে উনি চাকরি করেন, তাঁরা তাঁকে এর আগে কিছুতেই যেতে দেবেন না।

ঃ দেবেন না? কেন দেবেন না?

ঃ চাকরি করে মাইনে নিয়েছেন যে। আরো দুদিন চাকরি করলে তবেই সে মাইনে শোধ হবে। এর আগে কিছুতেই ওঁরা ছাড়বেন না।

নাক-মুখ কুঞ্চিত করে বাণী বললো– ছিঃ! এটা কোন চাকরি নাকি? এতো একদম দাসখৃত দেয়া দাসত্ব। এমন দাসত্ব মানুষ কি কখনো করে? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! এত করে বললাম, আমাকে পড়ান, ও চাকরিতে যাবেন না। তবু কি শুনলেন? এই চাকরিই করতে এলেন! কি সুখে এলেন আমি জানিনে। একবার নিয়ে যাইতো যশোরে, তারপর করাবো এই চাকরি!

ঃ তা নিয়ে গিয়ে যা পারেন করবেন। কিন্তু এখন তো আর দুদিন চাকরি তাঁকে করতেই হবে।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো বাণী। বললো– হায় আল্লাহ! আরো দুই-দিন! এখন কি হবে মাসী? ভাল মানুষ পেয়ে এঁদের ঘাড়ে এক বেলা নয়, দুবেলা নয়, আরো গোটা দুদিন সবাই আমরা চেপে বসে থাকবো?

ঃ তাই থাকতে হবে মা-মণি। নইলে আলী বাবাজীকে রেখেই আমাদের যেতে হবে।

ঃ কি বললে? ওঁকে রেখে? ওঁকে রেখে গেলে ওঁ আর যাবে ভেবেছো? কস্মিনকালেও নয়। ওঁকে কি চিনিনে? ওঁকে রেখে আমি কিছুতেই যাবো না।

রাবেয়া বেগম বললেন– ওকে রেখে গেলে আমরাও ওঁকে যেতে দেবো না।

ঃ ওমা! কেন-কেন?

ঃ ঐ দুটো দিনের আগেই আপনারা চলে গেলে আমরা ভীষণ দুঃখ পাবো জেনেও যদি চলে যান, তাহলে আলী ভাইকে আমরা যেতে দেবো কেন?

ঃ কেন দেবেন না? তাতে যে আমি কষ্ট পাবো।

ঃ আগে আপনারা চলে গেলেও যে আমরা কষ্ট পাবো। আপনাদের কত ভালবাসি আমরা। নাম শোনার পর থেকেই ভালবাসি। তবু আপনারা মাত্র দুটো দিনও যদি আমাদের বাড়িতে না থাকেন, তাহলে কি কষ্ট হবে না আমাদের?

www.pathagar.com

বাণী এবার গালে হাত দিয়ে হাসি মুখে বললো– ওম্মা- তাই নাকি। তাহলে তাই সই ভাবী। যতদিন আলী সাহেব আমাদের সাথে না যাচ্ছেন ততদিনই এখানে থাকবো– হাত-পা মেলে দিয়ে থাকবো। খুশি?

রাবেয়া বেগম হেসে বললেন– অফ্‌কোর্স! কিন্তু কথা ঠিক তো?

বাণীও হেসে বললো– অফ্‌কোর্স্।

এবার একসাথে হেসে উঠলেন সকলেই।

সে রাতটা বাণীর রাবেয়া বেগমের সাথেই কেটে গেল।

আলীর সাথে কথা বলার সুযোগ তেমন পেলো না। পরের দিন সকালেই চা-নাস্তা বয়ে নিয়ে আলীর ঘরে হাজির হলো বাণী। রাবেয়া বেগম ইচ্ছে করেই হজরতুল্লাহর পরিবর্তে বাণীকে একাজে পাঠিয়ে দিলেন তাদের দুজনের মধ্যে নিরিবিলিতে কথা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে। নাস্তা নিয়ে বাণীকে ঘরে ঢুকতে দেখে আলী সবিস্ময়ে বললো– একি, তুমি!

চা-নাস্তার ট্রেটা টেবিলে রাখতে রাখতে বাণী বললো– কেন, প্রবেশ নিষেধ নাকি?

ঃ না, তা নয়। কিন্তু হজরতুল্লাহর পরিবর্তে তুমি আমার চা-নাস্তা বয়ে নিয়ে আসবে, এটা কেমন কথা?

ঃ দরদ লাগছে বুঝি?

ঃ দরদ? হ্যাঁ তা লাগছেই তো। তুমি এখানে মেহমান। মেহমান হয়ে মেজবানের খেদমত করবে তুমি– এটা তো কিছুটা কষ্টের কথাই।

বাণী ঠোঁট উল্টিয়ে বললো– ওরে আমার দরদীরে। দরদের কি নমুনা! আসি বলে এসে এখানে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছেন। ফিরে যাওয়ার নামটিও নেই। দেখে দেখে শেষ পর্যন্ত মেয়েছেলে হয়ে আমাকেই আসতে হলো এতদূরে। এক্ষেত্রে দরদটা আপনার কোথায় ছিল?

ঃ বাণী!

ঃ পথ চেয়ে থেকে থেকে আমার যে কষ্ট হচ্ছে খুব– সময় আমার কাটছে না, এ কথাটা মনে হয়নি একবারও? দরদটাকে তখন বুঝি বনবাসে পাঠিয়েছিলেন?

ঃ না। বোঝালে তুমি বোঝো না– এইটেই হয়েছে মুস্কিল। গতকাল তোমাকে তো বললাম, তোমার কাছে যাওয়ার জন্যে আমি রেডি হয়ে আছি। চাকরি একটা করি যখন তার তো একটা ঝামেলা আছে। ঝামেলাটা শেষ করে দুই একদিনের মধ্যেই রওনা হবো আমি– এই তো স্থির সিদ্ধান্ত ছিল আমার। তুমি না এলেও যেতামই।

ঃ কিন্তু ঐ দুই একদিনের মধ্যে যদি চাকরির ঝামেলাটা শেষ না হতো।

ঃ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যেতাম আমি।

ঃ তাই?

ঃ সেই জন্যেই তো তোমাকে বললাম, বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করো। উনি আমার সিদ্ধান্তের কথা সব জানেন।

www.pathagar.com

অভিমানটা একটু খাটো করে বাণী বললো– করেছিলাম। তবে বড় ভাইকে নয়, ভাবীকে।

ঃ ভাবী কি বললেন?

ঃ ঐ রকমই কি কি যেন বললেন।

ঃ কি-কি কি রকম? তুমি বুঝতে পারোনি তাঁর কথা।

ঃ পেরেছি-পেরেছি। আমাকে এত নির্বোধ ভাবছেন কেন? পেরেছি বলেই তো রেহাই পেয়ে গেছেন। নইলে গতরাতেই একটা হ্যাস্ত ন্যাস্ত করে তবেই ছাড়তাম!

ঃ তাই নাকি?

ঃ জি হ্যাঁ। ঐ চাকরির মুখে আগুন দিয়ে আপনাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে রওনা হতাম গতরাতেই।

ঃ ওরে বাপ্‌রে। জব্বোর ফাঁড়া বেঁচে গেছি তো তাহলে! ভাগ্গিস্ বড় ভাইকে আমি আমার সিদ্ধান্তের কথা বলেছিলাম আর বড় ভাই ভাবীকেও তা বলেছিলেন। এমন তরতাজা সাক্ষ্য প্রমাণ হাতের কাছে না থাকলে, আমার মুখের কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে না তুমি।

ঃ তা তো অবশ্যই করতাম না। ওয়াদা ভঙ্গ করে যে, তাকে কি এক কথায় বিশ্বাস করা যায়? তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা যেখানে, সেখানে আজ সতের আঠারো দিন পার হয়ে গেল! তা যাক সে কথা? এই বড় ভাইটা কে? ইনি আপনার কেমন ভাই? নিজের কি?

ক্লীষ্ট হাসি হেসে মুহম্মদ আলী বললো– নিজের বলতে আমার এই দুনিয়ায় আর কেউই নেই। নিজের না হলেও নিজের চেয়ে বড় একজন ছিল, তাকেও নসীব দোষে হারিয়েছি। এই সরকার সাঁহেব আমার ধর্মভাই মানে পাতানো ভাই আর কি!

ঃ পাতানো ভাই?

ঃ তা হোক, তবু আপনের চেয়ে একটুও কম নন। এঁরা স্বামী স্ত্রী দুজন আমার প্রতি যে আদর যত্ন নেন, তা দেখলে কারো সাধ্য নেই যে বলে এঁরা আমার নিজের ভাই ভাবী নন।

বাণী বললো– হ্যাঁ, নাস্তার এই বিপুল আয়োজন দেখেই বুঝতে পারছি।

ঃ ঠিকই ধরেছো। তোমরা এসেছো বলে নতুন কিছু নয়। এই রকম আয়োজন আমার জন্যে প্রায় প্রতিদিনই হয়।

ঃ আর আপনি বসে বসে ধুম করে তা খান। পরের ঘাড়ে বসে বসে এভাবে খেতে লজ্জা করে না আপনার?

ঃ আর লজ্জা করে কি করবো? অনেক লজ্জা করে দেখেছি। কিন্তু এঁরা ছাড়েন না কিছুতেই।

ঃ বেশ তো। তাহলে চাকরি করে যে মাইনে পান, তা এনে কি এঁদের হাতে দেন?

ঃ কেমন করে দেবো? নিলে তো দেবো? কিছুতেই তা নেয়াতে পারিনি।

ঃ ব্যস্! তাহলে মফুত্ খেয়ে চলেছেন? মাইনের টাকাগুলো তাহলে করেন কি?

www.pathagar.com

ঃ অর্ধেকটা নিজে উড়াই আর অর্ধেকটা এই সংসারে ঢুকাই।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ অর্থাৎ, এই সংসারের পেছনে খরচ করি। ক্যাশ দিলে তো নেবেন না, তাই ইন্ কাইন্ডস্ দেই। মানে ভিন্ন ভাবে দেই।

এই সময় আবুজাফর সরকার সাহেব হন হন করে আলীর ঘরে ঢুকেই হোঁচট্ খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সহাস্যে বললেন– সরি, যুগলে? আইমিন, মিস্টার এ্যান্ড্ মিস্?

বলেই সরকার সাহেব ফের বেরিয়ে যেতে লাগলেন। মুহম্মদ আলী তা দেখে ব্যস্তকণ্ঠে বললো– আরে কি হলো? যান কেন বড় ভাই? আসুন আসুন–

ঃ নো ব্রাদার। তেমন কোন দরকার নেই। আপনার ঐ ইংলিশ টু ইংলিশ ডিক্শনারীটা একটু দেখতে এসেছিলাম। ওটা পরে দেখে নেবো।

ঃ সে কি! এখনই দেখে নিন না।

ঃ পরে-পরে। তোমরা গপ্পো করো–

বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন সরকার সাহেব। আলীর আহ্বানে ফিরলেন না। ফলে, সংকুচিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলো আলী। বাণী সরবে বললো– হয়েছে-হয়েছে। এতে শরম পাওয়ার কি আছে? আমি কি তাই বলে আপনার কাছে আসবো না? এঁরা এই নতুন দেখছেন, তাই।

আলী নিষ্প্রভকণ্ঠে বললো– হ্যাঁ, তাই আর কি।

বাণী তাকিদ দিয়ে বললো– নিন, নাস্তা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, নাস্তাটা সেরে নিন। আমি তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি।

ঃ কেটে পড়বে।

ঃ পড়তেই হবে। নতুন জায়গা। আমাদের এক সাথে দেখলে আবার কে কি ভাববে তার ঠিক কি? একটু সাবধানেই চলাফেরা করতে হবে এখানে।

ঃ হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।

ঃ এরপর যশোরে একবার যাই, তখন কার পরোয়া কে করে! নিন-নিন, নাস্তাটা সেরে নিন।

আলী নাস্তায় গিয়ে বসলো। বাণী ফের বললো– আপনি নাস্তা করুন। আমি হজরতুল্লাহ না কি যেন নাম, ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও এসে এসব নিয়ে যাবে।

আর দাঁড়িয়ে না থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বাণী।

ঘণ্টা খানেক পরে সরকার সাহেবের সাথে আলীর আবার মুখোমুখি দেখা। আলী বললো– কি ব্যাপার বড় ভাই, বাণীকে আমার ঘরে দেখেই আপনি চমকে গেলেন যে? এটা তো আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বাণী অহরহই আমার কাছে আসে আর এখানেও তাই এসেছে।

ঃ সেই জন্যেই তো সরে গেলাম। অনেকদিন আপনার দেখা না পেয়ে বেচারী এতদূরে কষ্ট করে এসেছেন। তাঁকে কি একটু কথা বলার সুযোগ দিতে হবে না?

www.pathagar.com

ঃ কেন বড় ভাই? কথা বলার সময় কি আমাদের ফুরিয়ে গেল যে, ডিক্‌শনারীটা না দেখেই চলে যেতে হবে?

সরকার সাহেব ঈষৎ হেসে বললেন– হয়-হয়, তাই যেতে হয়। তা ছাড়া ইংরেজী ডিক্‌শনারী তো আমার শোবার ঘরেও ছিল।

ঃ কি জানি আপনার কখন কি খেয়াল!

আলী হাসিমুখে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। সরকার সাহেব মৃদুকণ্ঠে বললেন– একটু দাঁড়ান তো। একটা কথা আপনাকে না হয় এখনই বলি।

দাঁড়িয়ে গিয়ে আলী সবিস্ময়ে বললো– একটা কথা!

সরকার সাহেব কুণ্ঠিতকণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ। পরে বললেও চলতো। কিন্তু আর একদিন পরেই চলে যাবেন, হয়তো বলার সময় আর পাবো না।

ঃ কি কথা বড় ভাই?

ঃ দেখুন আলী সাহেব, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা মুসলমান। শরাশরিয়ত আর জায়েজ-নাজায়েজের শক্ত একটা বিধি বিধান আমাদের ধর্মে, অর্থাৎ ইসলামে আছে। ভাল মুসলমান হতে গেলে ওসব আমাদের অবশ্য মানতে হবে। নামমাত্র মুসলমানদের কথা অবশ্য আলাদা।

ঃ জি?

ঃ বাণী সাহেবার সাথে আপনার অবাধ মেলামেশার কথা আপনার মুখে অনেক শুনেছি আর এখন তা দেখছি। এটা ঠিক নয় আলী সাহেব।

ঃ বড় ভাই!

ঃ বাণী যখন হিন্দু ছিলেন তখন হয়তো ভেবেছিলেন, হিন্দুদের তো শরাশরিয়ত নেই, কাজেই বেগানা মেয়ের সাথে মিশতে দোষ কি? কিন্তু তখন হয়তো খেয়াল করেননি যে, বাণী সাহেবা হিন্দু হলেও আপনি মুসলমান। হিন্দু-মুসলমান যা-ই হোক, কোন বেগানা মেয়ের সাথে কোন মুসলমান পুরুষের মেলামেশাটা নাজায়েজ কাজ।

কৈফিয়াত দিতে গিয়ে আলী বললো– সেটা তখনও মনে আমার ছিল বড় ভাই। কিন্তু বাল্যকাল থেকে একসাথে থাকার ফলে ওটা আর মেনে চলতে পারিনি।

ঃ বাল্যকাল কেন, শিশুকাল থেকে এক সাথে থাকলেও, বালেগ হওয়ার সাথে সাথেই উভয়কে দূরে সরে যেতে হয় আর পর্দা করে চলতে হয়। এইটেই ইসলামের বিধান। নিজের ভাই বোনের মধ্যেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। অপর হলে তো কোন কথাই নেই।

ঃ বড় ভাই!

ঃ বাণী সাহেবাও এখন আবার মুসলমানের মেয়ে। কাজেই, যতটা আধুনিক আর শিক্ষিতই হোন না কেন, আপনাদের উভয়েরই পরকালের কথাটা একটু খেয়ালে রাখা উচিত। এই অবাধ মেলামেশাটা–

কথা শেষ করতে না দিয়ে মুহম্মদ আলী বললো– সে কথাতো ঠিকই বড় ভাই। আমারও একটু দৃষ্টিকটু লাগে। কিন্তু কি করবো, বাণী যে কিছুই বোঝে না। বাধা

www.pathagar.com

নিষেধ মানে না। সব সময় আমার কাছে থাকতে চায়। দেখছেন না, সেই জন্যেই এই সুদূর ঢাকায় ছুটে এসেছে সে।

ঃ হ্যাঁ, সবই তো জানি আর বুঝিও। এর উপর, স্মৃতি ফেরানোর জন্যেও আপনার সঙ্গ তার খুব প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজন আর আগ্রহ যত বড়ই হোক, শরিয়তের বিধানটা তাই বলে উপেক্ষা করার কোন অবকাশ নেই। বিশেষ করে সহজ সমাধান যেখানে হাতের মুঠোয়।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আগে আপনাকে বলেছি আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভেবে আর এখন বলছি শরিয়তের দিক চিন্তা করে। যশোরে ফিরে গিয়েই আপনি বাণী সাহেবাকে শাদি করে ফেলুন। ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশাটা যখন করতেই হবে আপনাদের, শাদি করে ফেলুন, আর কোন অসুবিধে থাকবে না।

ঃ কিন্তু বাণীর বাপ-মা এ শাদিতে রাজী হলে তবে তো?

সরকার সাহেব জোর দিয়ে বললেন– হতেই হবে তাঁদের। বাণীর মায়ের খবর জানিনে। তবে যা শুনেছি, তাঁর বাপ একজন প্রবীণ ও বিজ্ঞ মানুষ। কথাটা তাঁকে একটু খেয়াল করিয়ে দিলেই, উনি বুঝতে পারবেন অবশ্যই। ইংরেজদের চাকরি করে আর বিদেশে থেকে থেকে হয় তো ইসলামের প্রতি একটু উদাসীন হয়ে পড়েছেন উনি। কিন্তু–

মুহম্মদ আলী বাধা দিয়ে বললো– না-না বড় ভাই, উনি একজন পাক্কা মুসলমান। পরহেজগার মানুষ। শুধু মেয়ের স্মৃতি ফেরানোর প্রয়োজনেই আমাদের এই মেলামেশাটা মেনে নিচ্ছেন উনি। নইলে কখ্খনো নিতেন না।

ঃ তবে? বিয়েটা তো আপনারা দুজন দু'জনকে ছাড়া আর কাউকেই করবেন না। সেক্ষেত্রে এত গড়িমসি কেন? এবার গিয়ে বলুন, শরিয়তের খুবই বরখেলাপ হচ্ছে। বাণীর স্মৃতি ফেরানোর প্রয়োজনেই শাদিটা আপনাদের তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়া উচিত। তাতে আরো গভীরভাবে আপনাদের মেলামেশার সুযোগ থাকবে। এবার গিয়ে বাণীর আব্বা-আম্মাকে বুঝিয়ে বলুন এসব কথা।

মুহম্মদ আলী মাথা নীচু করে বললো– কিন্তু নিজের মুখে এসব কথা বলি আর বুঝাই কি করে বড় ভাই? নিজের শাদির কথা–

ঃ ও আচ্ছা তা আপনি তাড়াতাড়ি শাদি করতে রাজী তো?

মুহম্মদ আলী হেসে বললো– আর বসে থাকবো কত দিন বড় ভাই। গরম ভাত তো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছেই। এরপর আর একেবারেই বাসী করে লাভ কি?

সরকার সাহেব খুশি হয়ে বললেন– ভেরী গুড্। তাহলে আপনাকে সেসব কিছুই বলতে হবে না। আমি কুসুমবালা আর রাজ্যেশ্বরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সব কথা। যা করার তারাই করবে। আপনাদের এই শরিয়ত বিরোধী চালচলন যত শিগ্গির সম্ভব বন্ধ হোক, এইটেই আমি চাই।

www.pathagar.com

১৩

ভারসিটি বন্ধ হওয়ার পর আলীকে সঙ্গে নিয়ে যশোরে ফিরে এলো বাণীরা। তার পরের দিনই বাণীর আব্বা মনযুরুল ইসলাম সাহেবের কাছে কুসুমবালা ও রাজ্যেশ্বর এ সব কথা তুললো। সরকার সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী শরা-শরীয়তের দিকের উপর তারা জোর দিলো অধিক। কুসুমবালা বললো– আপনাকে তো বুঝাতে হবে না ভাইজান। এটা আপনাদের ধর্মের ব্যাপার। সবাই বলছে, এই রকম বেশরা চালচলনে ওদের দুজনেরই আখেরটা মিসমার হয়ে যাচ্ছে।

শুনে ইসলাম সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– হ্যাঁ, আমি যে তা বুঝিনে তা নয়। কিন্তু বানু আম্মার স্মৃতিটা ফিরে না আসতেই শাদি দেয়াটা কি–

কুসুমবালা বললো– স্মৃতি ফেরার ব্যাপারটাতো একেবারেই অনিশ্চিত হয়ে গেল ভাইজান। বিদেশে থেকে তো কিছুই হলো না। এখানে এসে আলামত কিছুটা দেখা গেলেও, তা কাজে তেমন আসছে না। কিন্তু সময়টা ঠিকই চলে যাচ্ছে। বাণী মা-মণির বয়সটাও হুড় হুড় করে মোড় নিচ্ছে ভাটির দিকে। স্মৃতি যদি তার আর না-ই ফিরে, তবু তাঁকে তো আর আইবুড়ো করে রাখা যাবে না আজীবন। শাদি তাঁর দিতেই হবে।

ইসলাম সাহেব সমর্থন করে বললেন– হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই দিতে হবে। অনেক আগেই দিয়ে দিতে হতো। শুধু ঐ অসুখটার দিকে তাকিয়েই থেমে আছি মাত্র।

ঃ আর থেমে থাকা মোটেই ঠিক কাজ হবে না। মা-মণির শাদিটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়া উচিত আর তা ঐ আলী বাবাজীর সাথেই হয়ে যেতে হবে।

ইসলাম সাহেব মুখ তুলে বললেন– আলী বাবাজীর সাথেই?

কুসুমবালা বললো– হ্যাঁ ভাইজান। সব কথাই তো বলেছি আপনদের। ওঁরা দুজন দুজনকে ছাড়া আর কারো কথা ভাবতেই পারে না।

ঃ কিন্তু সেসব তো আগের কথা বহিন। এখন কি আর সে সবের কোন গুরুত্ব আছে?

ঃ আছে ভাইজান আছে। আমি যে সব জানি। আলী বাবাজীকে বাদ দিয়ে মা-মণির শাদি যদি অন্য কোথাও দেন তাহলে আলী বাবাজীর জীবনটা তো ছারখার হয়ে যাবেই, তার উপরও বিপদ আছে আরো। মা-মণির পূর্ব স্মৃতি যদি হঠাৎ করে ফিরে আসে কোনদিন আর যদি তিনি দেখেন যে আলীর সাথে নয়, তাঁর শাদি অন্যের সাথে হয়েছে– তাহলে মা-মণি বিষ খাবেন তৎক্ষণাৎ।

www.pathagar.com

ঃ বলো কি! তাহলে তো সত্যিই ভেবে দেখার বিষয়! তুমি যে কিছুই বলছো না?

পাশে দণ্ডায়মান রাজ্যেশ্বর নাখোশকণ্ঠে বললো– বলবো আবার কি? হই হই করে শাদিটা, তাঁদের তখন হয়নি। বলা যায়, হয়েই গিয়েছিল কয়েকবার। তখন হয়ে গেলে এসব হিসেব নিকেশের কোন বালাই আজ আর থাকতো না। যে শাদিটা প্রায় হয়েই আছে, তা নিয়ে আবার নতুন করে চিন্তা ভাবনার কি? শাদিটা সেরে ফেললেই তো নানা জনের নানা কথা শুনতে হয় না।

ইসলাম সাহেব বললেন– নানা কথা কেমন?

রাজ্যেশ্বর বললো– আমাকে পথেঘাটে চলতে হয়। শাদির বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, তবু শাদি না দেয়ার জন্যে আর মেয়ের বেআব্রু বেপর্দা চাল চলনের জন্যে, পাঁচজনের পাঁচ কথা প্রায়ই আমাকে শুনতে হয়। এর সাথে আবার আলী বাবাজীর এখানে এসে থাকা নিয়েও পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে এখন।

ঃ রাজুমিয়া!

ঃ এটা কলিকাতাও নয়, আয়্যারল্যান্ডও নয়। এটা পূর্ব পাকিস্তান আর মুসলমানের দেশ। আপনাদের সমাজের কথা আপনারাই ভাল জানেন। আপনাদের শরাশরিয়তের ঐ সব বিষয় আমি কি বুঝি?

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ইসলাম সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– হুঁউ, বুঝেছি। আচ্ছা কুসুম বিবি, শাদির কথা শুনে বাণী তো বেঁকে বসবে না আবার? আগের কথা তার মনে নেই। এখন যে মেজাজ হয়েছে তার, তাতে শাদির কথা বলতে গেলে হিতে বিপরীত হয় যদি?

কুসুমবালা বললো– না ভাইজান? আমার তা মনে হয় না। আলী বাবাজীর সাথে শাদির কথা বললে, তাঁর বেঁকে বসার কোন কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। বরং খুশি হয়েই রাজী হবেন এই আমার ধারণা। যাকে ছাড়া তিনি থাকতেই পারেন না, তাকে শাদি করতে নারাজ হবেন কেন?

ঃ তা বটে!

ঃ আপনি রাজী আছেন কিনা তাই আগে বলুন। আপনি রাজী থাকলে কথাটা আমি মা-মণির কাছে তুলে দেখি, তিনি কি বলেন।

ইসলাম সাহেব বললেন– হ্যাঁ, তাই তুলে দেখো। আমি অবশ্যই রাজী। পরিস্থিতির কারণে আরো অধিক রাজী।

সুযোগ বুঝে কুসুমবালা এক সময় কথাটা বাণীর কাছে তুললো। কুসুমবালার ধারণাই ঠিক। বাণী অল্পতেই রাজী হলো এবং তার হাসিখুশির মাত্রাটা আরো অধিক বেড়ে গেলো। কিন্তু কথাটা বাড়ির মধ্যে জানাজানি হতেই শরমের একটা অদৃশ্য বেড়াজাল এসে বাণীর সামনে দাঁড়ালো। সে আর আগের মতো সহজেই যেতে পারে না আলীর কাছে। পা-দুটো ভারী হয়ে আসে। কেউ দেখে ফেললো কিনা– এমন একটা সংকোচ পেছন দিকে টেনে ধরে তাকে। এই লোকটাই স্বামী হবে তার– একথা ভাবতেই খুশির সাথে লজ্জা এসে তার চোখ মুখ লাল করে তোলে। যদিও

www.pathagar.com

এই অবস্থার এই শরম-সংকোচ আর পাঁচটা মেয়ের মতো তেমন গভীর নয়, সবই হাল্‌কা পাতলা উড়ো মেঘের মতো, তবু আলীর কাছে তার সেই স্বতঃস্ফূর্ত মেলামেশাটা বাধাগ্রস্ত হলো এবং সময়ে-অসময়ে, কারণে-অকারণে আর যখন-তখন আলীর কাছে বাণীর যাতায়াতটা হ্রাস পেলো বিপুলাংশে।

তা লক্ষ্য করে আলী এক সময় বাণীকে ডাক দিয়ে রসিকতা করে বললো– এই শোনো, হঠাৎ তুমি এমন ডুমুরের ফুল হয়ে যাচ্ছো কেন?

বাণী সলজ্জকণ্ঠে বললো– ডুমুরের ফুল!

আলী বললো– তাই নয়তো কি? আগে যেখানে পঞ্চাশ বার আমার কাছে আসতে, সেখানে আর পাঁচবারও আসো না। ঘটনা কি? নজরটা অন্যদিকে গেল নাকি? আলী নামের এই লোকটাকে আর ভাল লাগে না বুঝি?

শরমে বাণী লাল হয়ে উঠলো। বললো–যাঃ! তা কেন?

আলী বললো– তাহলে আর এই অধমের দিকে নজর নেই কেন? সারাদিন এক একা আমার এখন কাটে কি করে?

ঃ তো আমি কি করবো?

ঃ আমার কাছে যখন তখন আসবে।

ঃ ছিঃ! শরম করে না বুঝি?

ঃ শরম? আমার কাছে আসার জন্যে দুইশো মাইল ছুটে যে ঢাকায় গিয়ে হাজির হলো, হঠাৎ করে এই শরমটা তার কোথা থেকে এলো শুনি?

ঃ কোথা থেকে, তা কি জানেন না?

ঃ না বললে জানবো কি করে?

বাণী চোখ পাকিয়ে বললো– এই বেশি ভড়ং করবেন না তো! বাড়ির সবাই যা জানে, উনি তা জানেন না বললেই আমি বিশ্বাস করবো?

ঃ সবাই কি জানে?

ঃ কুসুমবালা মাসী-আব্বাকে যা বলেছে, সেই কথা।

ঃ সেই কথা কি কথা?

বাণী এবার সরোষে বললো– ইশ্‌রে! বিয়ের, বিয়ের কথা। আপনার সাথে আমার শাদির কথা, বুঝেছেন? যত্তসব শয়তানী!

বলেই বাণী চলে যেতে লাগলো। আলী তার পথ আগ্‌লে হাসিমুখে বললো– আরে দাঁড়াও-দাঁড়াও। যাও কেন?

ঃ দাঁড়াবো কেন? যা জানতে চাইলেন তাতো বলেই দিলাম।

ঃ তুমি তাতে রাজী আছো?

ঃ আমি জানিনে।

ঃ তাহলে কে জানে?

ঃ তাও জানিনে।

ঃ যা-ব্বাবা! আচ্ছা না হয় না জানো! তুমি তাতে খুশি হয়েছো তো?

www.pathagar.com

বাণী বিব্রতকণ্ঠে বললো– ইশ্‌রে! কেউ দেখে ফেলবে। ছিঃ!

আলী চাপ দিয়ে বললো– জবাবটা পেলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

ঃ হয়েছি-হয়েছি, জব্বোর খুশি হয়েছি। বেশরম কাঁহাকার। বলেই হাসতে হাসতে ছুটে পালালো বাণী।

খবরটা ক্রমেই বাইরে বেরিয়ে আসায় আর বান্ধবীদের আলাপ মস্করা তীব্র হয়ে উঠায়, বাণীর মধ্যে ক্রমেই একটা নতুন পরিবর্তন দেখা দিলো। আন্তরিক টানটা আগের মতোই জোরদার থাকা সত্ত্বেও, আলীকে সব সময় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখার শক্তি হারিয়ে ফেললো বাণী। আলীর প্রতি আকর্ষণটা তার জমা হলো মনে। বাইরের মাতামাতিটা লোপ পেয়ে গেল।

বাণীর সম্মতির কথা শুনে ইসলাম সাহেব আর অপেক্ষা করতে গেলেন না। শাদির কথাবার্তা পাকাপাকি করার জন্যে অচিরেই তিনি আলীকে নিয়ে বসলেন। কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর মুহম্মদ আলী বললো– আমার তো নিজের বলে কেউ নেই, আমার গার্জেন বলতে এক্ষণে ঢাকায় যাঁর কাছে আমি থাকি– সেই আবুজাফর সাহেব। তাঁকে ছাড়া কিছুই আমি ফাইন্যাল করতে পারবো না। যা করার, তাঁকে নিয়েই করতে হবে।

ইসলাম সাহেব সেই পথেই চললেন। আবুজাফর সরকার সাহেবকে খবর দিয়ে আনা হলো। তিনি এসে কথাবার্তা পাকা করতে বসলেন। বললেন, এ ছুটিটা তো এভাবেই শেষ হয়ে গেল, মাস দেড়েক পরে সামনে আর একটা ছুটি আছে বেশ কিছু দিনের। এই ছুটিতেই শাদির আনযাম করতে গেলে চাকরিটা তাকে ছাড়তে হবে। হঠাৎ করেই চাকরিটা ছাড়া ঠিক নয়। যদি সম্মত থাকেন, তাহলে ঐ ছুটিতেই শুভ কাজটা সম্পন্ন করা হোক।

ইসলাম সাহেব রাজী হলেন। এতে করে সর্বসম্মতিক্রমে সামনের ছুটির প্রথম বৃহস্পতিবার শাদির দিন ধার্য করা হলো। এরপর ইসলাম সাহেব দাবী ও আবেদন করলেন, আবুজাফর সরকার সাহেবকে সস্ত্রীক এসে এই শাদির অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে হবে এবং বরপক্ষের করণীয় সম্পন্ন করতে হবে। সরকার সাহেব সাগ্রহে তাতে রাজী হলেন এবং খোশদিলে ঢাকায় ফিরে এলেন। দিন দুয়েক পরেই আলীরও ফিরে যাওয়ার সময় এলো। ফিরে যাওয়ার সময় সে বাণীকে আড়ালে ডেকে বললো– সব শুনেছো তো?

বাণী সলজ্জভাবে মাথা নেড়ে বললো– শুনেছি।

আলী ফের প্রশ্ন করলো– আর দেড় মাস পরে আমাদের শাদি, একথা?

ঃ শুনেছি।

ঃ এই দেড়মাস আমাকে ঢাকায় গিয়ে থাকতে হবে– তা শুনেছো?

ঃ তাও শুনেছি।

ঃ তুমি কি তাতে নাখোশ হয়েছো! মানে, আবার আমি দেড়মাস থাকবো না বলে?

www.pathagar.com

ঃ তা হবো কেন? আপনারা সবাই মিলে যেটা ভাল বুঝেছেন সেটাই করেছেন। আমি নাখোশ হবো কেন?

ঃ সইতে পারবে তো?

ঃ কি?

ঃ এই এতদিনের বিরহ? আমাকে কাছে না পাওয়ার জ্বালা? লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢাকলো বাণী। ফের হাসিমুখে বললো– যাঃ।

ঃ ফের ছুটে যাবে না তো ঢাকায়? মানে, এতদিন একা থাকতে না পেরে?

ঃ ছিঃ! তাই যাওয়া যায়?

ঃ কেন?

ঃ আর দেড়মাস পরেই শাদি। লোকে কি আমাকে বেহায়া বলবে না?

ঃ গুড্!

আলীও খুশি হয়ে রওনা হলো ঢাকায়।

মুহম্মদ আলী চলে যাওয়ার পর রাজ্যেশ্বর বাণীর আব্বা ইসলাম সাহেবকে বললো– ভাইজান, এখনতো একটা ফাঁক পাওয়া গেল, এই ফাঁকে একবার কলিকাতায় না গেলেই তো নয়?

ইসলাম সাহেব অন্যমনস্ক ছিলেন। বললেন– এ্যাঁ, কি বললে?

ঃ বলছি, কলিকাতা থেকে সেই যে আমরা আয়্যারল্যান্ডে চলে গেলাম, বাণী মা-মণির বিষয় সম্পত্তি, টাকাপয়সা, বাড়িঘর, দোকান পাট– সব সেখানে পড়ে রইলো। সেগুলোর কি হলো– কি অবস্থায় আছে, সেসব কিছুই আর জানিনে। ওসবের তো খবর করতে হয়?

ইসলাম সাহেব সোচ্চার হয়ে বলে উঠলেন– আরে হ্যাঁ- হ্যাঁ। একথা অনেকবার মনে হয়েছে আমার। কিন্তু বানুকে নিয়ে এতই ব্যস্ততার মধ্যে রইলাম যে, সে কথা প্রকাশ করার কোন অবকাশই পেলাম না। সত্যিইতো সে সবের খবর করা দরকার।

ঃ দরকার নয়?

ঃ অবশ্যই দরকার। বানুর এখন ও সব কথা কিছুই খেয়াল নেই! যা করার তা তোমাদেরই করতে হবে এখন। আমি তো ও সব কিছু বিস্তারিত জানার সুযোগই পেলাম না। তার উপর আমি এখন ওখানে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। কুসুম বিবিও মেয়েছেলে। তোমাকেই সেসব খবর করতে হবে ভাই।

ঃ জি, তা তো করবো। কিন্তু ঘরদোর দোকানপাট তো আর আনা যাবে না। টাকা পয়সাগুলোর কি করবো? প্রচুর টাকা পয়সা কিন্তু। সবই ওখানে পড়ে আছে ব্যাংকে। সুদে আসলে অনেক টাকাই হয়েছে এখন। ওগুলোর কি করবো? ওখানেই রেখে আসবো?

ঃ আরে তা আসবে কেন? ব্যাংকের কাগজপত্র তো তোমাদের কাছেই আছে, না কি বলো?

www.pathagar.com

ঃ জি সব আছে। বাণী মা-মণির আমার– কারো কাগজপত্রই সেই থেকে আমি হাতছাড়া করিনে। সব সময়ই কাছে কাছে রেখেছি। চেক, পাসবুক সব।

ইসলাম সাহেব খুশি হয়ে বললেন– বাহঃ। খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করেছো এটা। বানু মা-মণি থেকেও নেই। কাগজপত্র না থাকলে ব্যাংক থেকে টাকা তোলা বিলকুল অসম্ভব হয়ে যেতো। ঐ কাগজপত্রগুলো সাথে নিয়েই তুমি কলিকাতায় রওনা হও। তোমার এ্যাকাউন্টে যা আছে, বাড়ি আর দোকান পাটের ভাড়া বাবদ যা জমা পড়েছে, সে টাকা সবই তুলে আনো। বানু মা-মণির একাউন্টে কত আছে আর কত হয়েছে, পাসবুকে তা তুলে পাস বুক আপ্‌টুডেট করে আনো। মা-মণির টাকার পরিমাণ অনেকটাই হবে, না কি বলো?

রাজ্যেশ্বর ব্যস্তকণ্ঠে বললো– অনেক বেশি-অনেক বেশি। সবই পাসবুকে তোলা আছে।

ঃ তাহলে তো অতটাকা ক্যাশ আনা যাবে না। মানে, নিরাপদ নয়। পাস্‌বুকটা আপ্‌টুডেট্ করে আনো, ব্যাংকের মাধ্যমে আনতে হবে ওটাকা।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই করাই ভাল।

ঃ তো যাও, সব গুছিয়ে নিয়ে আগামী কালই রওনা হও।

কলিকাতায় যাতায়াতের পথঘাট সব রাজ্যেশ্বরের চেনা। পরের দিনই রওনা হয়ে কলিকাতায় পৌছতে রাজ্যেশ্বরের কোনই অসুবিধে হলো না। কলিকাতায় পৌছে প্রথমে সে দোকান পাটের খবর নিতে এলো। কিন্তু দোকানে এসে সে হক্‌চকিয়ে গেল। দেখলো, একমাত্র গয়ানাথ ছাড়া দোকানে চেনা লোক আর কেউই নেই। সবই নতুন লোক।

রাজ্যেশ্বরকে দেখেই বেরিয়ে এলো গয়ানাথ। রাজ্যেশ্বরেকে একপাশে ডেকে নিয়ে গয়ানাথ বললো– এতদিনে ফিরে এলেন বাবু? কিন্তু এখানে তো আপনাদের আর কিছুই নেই।

রাজ্যেশ্বর বিস্মিতকণ্ঠে বললো– কিছুই নেই কি রকম?

গয়ানাথ বললো– রকমটা হলো, আপনাদের এই দোকান পাট, বাড়িঘর– এসব আর আপনাদের নেই। এসব এখন বাবুদের। বাণী দেবীর সেই আগেকার দাদা বীরেন আর নীরেন বাবুদের।

ঃ সে কি! তাদের কি করে হলো?

ঃ আদালতের রায়ে। আপনারা চলে যাওয়ার পর বাবুরা স্বত্ত্বের মামলা করেন। আপনারা না থাকায় অনেকদিন সে মামলা ঝুলে রইলো আর অবশেষে এক তরফা রায় হয়ে গেল। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, সে রায় গেল বাবুদের পক্ষে আর সেই থেকে বাবুরা আপনাদের বাড়ি ঘর আর দোকান পাটের মালিক হয়ে গেলেন।

ঃ আর টাকা পয়সা? মানে ব্যাংকে যা ছিল?

ঃ সেগুলো আপনাদেরই আছে। আপনাদের নামে হিসেব, উনারা নেবেন কি করে? ভাড়াও আমরা রায় না হওয়া পর্যন্ত যথা নিয়মে আপনাদের একাউন্টেই জমা

www.pathagar.com

দিয়ে দিয়েছি। রায় হওয়ার পরে আর পারিনি। বাবুরা দোকানের দখল নিয়ে নিজেরাই চালাচ্ছেন। ভোম্বলদাস সহকারে আপনার আমলের সব লোক তাঁরা ছাঁটাই করে দিয়েছেন। একমাত্র আমাকেই রেখেছেন হিসেব নিকেশটা ভাল বুঝি বলে।

শুনে রাজ্যেশ্বর স্তম্ভিত হয়ে গেল। বাড়িতেও গিয়ে দেখলো– ঐ একই অবস্থা। নতুন ভাড়াটে। বীরেন বাবুদের ছাড়া তারা বাণী বা রাজ্যেশ্বরদের কাউকেই চেনে না।

আর কিছু করার নেই দেখে রাজ্যেশ্বর তার একাউন্ট থেকে সব টাকা তুলে নিলো এবং বাণীর পাসবুকটা আপ্‌টুডেট্ করে নিয়ে ফিরে এলো যশোরে।

সমস্ত ঘটনা শুনে ইসলাম সাহেব নীরব হয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন ঐ সময় কলিকাতায় উপস্থিত থাকতে পারলে রায়টা হয় তো ওদের পক্ষে যেতো না। তিনি টাকা পয়সার খবর জানতে চাইলে রাজ্যেশ্বর উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো– অনেক ভাইজান অনেক টাকা। সব মা-মণির নামেই আছে। আমার নামে জমা পড়া টাকা পয়সা আমি তুলে এনেছি সমস্তই।

ঃ আর বানু মা-মণির?

ঃ সেগুলো মা-মণির নামেই আছে। পাস্‌বুক ঠিকঠাক করে এনেছি।

ঃ কত হয়েছে সব সমেত?

ঃ অনেক। সাড়ে তিন লাখের উপরে।

শুনে ইসলাম সাহেব চমকে উঠলেন। দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললেন– সাড়ে-তিন লাখ! এত টাকা?

রাজ্যেশ্বর বললো– কেন ভাইজান। যাওয়ার আগে পাস্‌বুক তো আপনাকে দেখালাম। কথার মাঝে আপনি খেয়াল করে দেখলেন না। আড়াই লাখের মতো আগেই জমা দেয়া ছিল। এতদিনের সুদটা যাবে কোথায়? সব মিলে ঐ টাকা হয়েছে।

ইসলাম সাহেবের ঘোর তবু কাটলো না। বললেন– আড়াই লাখ জমা দেয়া ছিল! এত টাকা!

ঃ হবে না কেন? জমিদারীটা তো আর ছোটখাটো নয়? তার প্রতি বছরের চারভাগের এক ভাগ আয় মা-মণি পেয়েছেন। এবার হিসেব করে দেখুন। তাঁর দাদারা ফাঁকি ফক্কোর না করলে তো আরো বেশি জমা পড়তো।

ঃ রাজুমিয়া!

ঃ মা-মণি তো বেশি খরচ করেননি। সংসারে আমরা মানুষ মাত্র তিন জন। সামান্য ব্যয়। বাদ বাকী সবই জমা করেছেন ব্যাংকে।

ঃ তাজ্জব!

ঃ মা-মণি কি বলতেন জানেন? বলতেন, "আলীকে বিলেত থেকে পড়িয়ে আনবো রাজুকাকা! অনেক খরচ পড়বে। কম পড়লে পাবো কোথায়?

শুনে নীরবে নিঃশ্বাস ফেললেন ইসলাম সাহেব। স্বগতোক্তি করলেন, আহারে! সেই আলীকে আজ চিনতেই সে পারলো না!

www.pathagar.com

রাজ্যেশ্বর প্রশ্ন করলো– কিছু বললেন?

ইসলাম সাহেব বললেন– হ্যাঁ। এক কাজ করো। বাণী মা-মণির নামে এখানকার ব্যাংকে একটা এ্যাকাউন্ট খুলে এসো এবং তুমি যা এনেছো, তা সেখানে জমা দাও। মা-মণির টাকা ঐ ব্যাংকের মাধ্যমে এখানে আনতে হবে। আর হ্যাঁ, মা-মণির এখনকার নাম সইটা আগেকার স্বাক্ষরের সাথে মিলে তো? মিলিয়ে দেখেছো?

ঃ দেখেছি ভাইজান। সেটা কি আর এতদিন মিলিয়ে দেখিনি? সই একদম ঠিক আছে। কোন রদবদল হয়নি।

ঃ আল্‌হামদুলিল্লাহ। তাহলে আর টাকা তুলতে কোন সমস্যা হবে না।

রাজ্যেশ্বর এই সময় হঠাৎ করেই বলে উঠলো– এত টাকা দিয়ে করবেন কি ভাইজান? বাণী মা-মণির জন্যে ঢাকাতে একটা বাড়ি কিনলে হয় না?

ইসলাম সাহেব থতমত খেয়ে বললেন– কেন-কেন?

রাজ্যেশ্বর বললো– আলী বাবাজী ঢাকায় পরের বাড়িতে থাকেন। ঢাকায় একটা বাড়ি থাকলে মা-মণি আর আলী বাবাজী সেখানে এক সাথে থাকতে পারবেন!

ঃ অসম্ভব! এতদিন পরে এই বুড়ো বয়সে একমাত্র সন্তানকে নসীব গুণে ফিরে পেয়েছি আমরা। আর তাকে দূরে রাখতে পারবো না।

ঃ দূরে রাখবেন কেন? আপনারাও সেখানে গিয়ে একসাথে থাকবেন।

ঃ সেটাও অসম্ভব। এত বিষয় সম্পত্তি আর পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে এই শেষ বয়সে আমি আর কোথাও যাবো না। মা-মণির নামে মা-মণির টাকা এখানেই থাকবে। আমাদের অভাবে যা ইচ্ছে তা তারা করবে।

ঃ ভাইজান!

ঃ তোমাকে যা বললাম, সেইটেই করে এসোতো ভাই। পরের চিন্তা পরে।

আর কথা চলে না। রাজ্যেশ্বর গিয়ে বাণীর নামে ব্যাংকে একাউন্ট খুলে এলো। কলিকাতা থেকে নগদ যা এনেছিল, সেগুলোও জমা দিলো সেখানে। বলা বাহুল্য, কিছু ঝুটঝামেলা হলেও, বাণীর সমস্ত টাকা পয়সা চলে এলো কলিকাতা থেকে এবং ঐ একাউন্টে জমা হয়ে গেল।

এদিকে দেড় মাস অতিবাহিত হয়ে গেল আপন গতিতে। ইসলাম সাহেব প্রয়োজনীয় কেনাকাটা ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছিলেন। শাদির তিনদিন আগে সরকার পরিবারসহ মুহম্মদ আলী ঢাকা থেকে চলে এলো যশোরে। তাদের আগমনের সাথে সাথে শাদির অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। স্বগৃহসহ ইসলাম সাহেবের চারপাশের আমন্ত্রিত গৃহগুলিও ভরে গেল হাসিখুশি আর আনন্দে। এর মধ্যে দিয়ে নিদির্ষ্ট তারিখে সুসম্পন্ন হয়ে গেল আলীর ও বাণীর সেই দীর্ঘ প্রতিক্ষিত পরিণয়। স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পরস্পর কাছে পেলো পরস্পরকে। বলা নিষ্প্রয়োজন, আলীকে স্বামীরূপে পেয়ে স্মৃতিভ্রষ্ট বাণী বেজায় খুশি হলেও, বাণীকে স্ত্রীরূপে পেয়ে আলী তদ্রূপ খুশি হতে পারলো না। খুশির মাঝেও আলীর বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে রইলো অতৃপ্তির অদৃশ্য এক বেদনা। স্মৃতির স্মরণে সে চাপা নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো আড়ালে ও গোপনে।

www.pathagar.com

কারণ বাণীকে পেয়েও পূর্বের বাণীকে সে পেলো না। পেলো সেই পূর্বের বাণীর সচল লাশটা।

শাদির অনুষ্ঠান চুকে যাওয়ার পরে রাজ্যেশ্বর আর কুসুমবালা বিমর্ষ হয়ে গেল। মনমরা হয়ে ঘুরতে লাগলো তারা। এক সময় দুজন এসে ইসলাম সাহেবকে বললো– এত ধুমধাম, হৈ চৈ আর আনন্দ উল্লাস গেল, বাণী মা-মণির স্মৃতিটা তবুও ফিরে এলো না। আমরা যে তাঁর আবাল্যের আর অসময়ের আপনজন– এ কথাটা বিলকুল মুছে গেছে তার স্মৃতি থেকে। আর সেটা খেয়ালে তাঁর এলো না। এখন তিনি স্বামীর হাতে পড়লেন। আমাদের প্রয়োজন তাঁর কাছে এখন মামুলী হয়ে গেল। বাড়ির আর পাঁচজন বেতনভুক্ত ঝি চাকরের পর্যায়েই পড়ে গেলাম আমরা। কি নিয়ে থাকবো আর কোথায় থাকবো– ভেবে কিছুই পাচ্ছিনে।

সচকিত হয়ে উঠে ইসলাম সাহেব বললেন– কোথায় থাকবো মানে? বাণীর বাড়িই তোমাদের বাড়ি। আমাদের অভাবে এই বাড়িঘর সব কিছু আমাদের একমাত্র সন্তান বানু মা-মণিরই হবে। ফলে এ বাড়ি তোমাদেরও হবে।

ঃ ভাইজান!

ঃ তবুও একেবারেই বানু মা-মণির দয়ার উপর তোমাদের আমি ফেলে দিয়ে রাখবো না। আমার একমাত্র সন্তানকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছো তোমরা। তার পুরস্কার আমি অবশ্যই তোমাদের দেবো। আমি সাব্যস্ত করে রেখেছি এই– বাড়ির একাংশ আর আজীবন চলার মতো জোত ভূঁই তোমাদের নামে দলিল করে দেবো আমি অচিরেই। জনৈক দলিল লেখককে সেই মর্মে বলেও রেখেছি। স্বামী-স্ত্রী আমরা দুজন থাকতে তো নয়ই, আমাদের অভাবে বাণীর সাথে তোমাদের আন্তরিকতার অভাব ঘটে যদি, তাহলে যেন তোমরা স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারো, সে ব্যবস্থা এখনই আমি করবো। বিয়ের ঝামেলা মিটে গেছে, আর দেরী করবো না। বয়স যা হলো, তাতে বলা যায় না কখন কি ঘটে! তোমাদের ব্যবস্থা করে যেতে না পারলে আমি মরেও সুখ পাবো না।

কুসুমবালা বললো– সেটা আপনার মর্জি। আমরা সে কথা বলছিনে। বলছি, আমাদের অবলম্বন বলে তো আর বিশেষ কিছু রইলো না। ধর্ম কর্ম নিয়ে থাকতে পারলে হয় তো অবলম্বন একটা পেতাম আমরা।

ঃ বেশ তো। সেটা খুবই ভাল কথা। তাই তোমরা থাকো। তোমাদের বাধা দেবে কে?

ঃ বাধা কেউ দেবে না ভাইজান। সমস্যায় পড়েছি আমরা নিজেরাই। মা-মণির মোহে ধর্মের দিকটাকে এ যাবত আমরা কোন গুরুত্বই দেইনি। সত্যি কথা বলতে কি, না হিন্দু না মুসলমান– এই অবস্থাতেই এতদিনি কাটিয়ে দিয়েছি আমরা। এখন আমরা কোন দিকে যাই। কোন ধর্মকে আঁকড়ে ধরি এখন!

ইসলাম সাহেব সহাস্যে বললেন– সেটা তোমাদের একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। যেটাকে ভাল লাগবে সেটাই আঁকড়ে ধরবে। হিন্দু ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে

www.pathagar.com

থাকতে চাও যদি, তাহলে বলো, এখনই তোমাদের জন্যে আমি পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আল্লাহর রহমে আমার জায়গা জমি আর টাকা পয়সার তেমন অভাব নেই। তোমরা বললে কয়েক দিনের মধ্যেই আমি তোমাদের জন্যে পৃথক বাড়িঘর তৈরি করে দিতে পারবো।

রাজ্যেশ্বর বললো– কি যে বলেন ভাইজান? মা-মণিকে রেখে এই বয়সে আমরা পৃথক হয়ে যাবো? এটা আমরা ভাবতেও পারিনে।

কুসুমবালা বললো– এ সংসার ছেড়ে আমরা এই শেষ বয়সে আর কোথাও যাবো না।

ইসলাম সাহেব বললেন– তাহলে কি করতে বলছো তোমরা আমাকে?

রাজ্যেশ্বর বললো– অর্ধেক মুসলমান আমরা হয়েই আছি। বাকীটুকুও সেরে দিন ভাইজান। যা করলে আমরা পুরোপুরি মুসলমান হয়ে যেতে পারি, সেই ব্যবস্থা করে দিন।

ঃ সে কি! তোমাদের নিজের ধর্ম ছেড়ে দেবে?

ঃ ওটা তো আমরা বলতে গেলে ছেড়েই দিয়েছি। এছাড়া আপনাদের ধর্মের সুন্দর বিধি ব্যবস্থা দেখে আমাদেরটা আর আমরা পছন্দ করতেই পারিনে। কেমন যেন মেকী মেকী মনে হয়।

কুসুমবালা বললো– খাঁটিটা আমরা ইতিমধ্যেই চিনে ফেলেছি ভাইজান। আসল ফেলে আর নকল নিয়ে ভুলে থাকতে চাইনে। আপনি আমাদের পুরোপুরি মুসলমান বানিয়ে দিন। তিন কাল তো গেছে এই শেষ কালে সত্যটাকে আঁকড়ে ধরে এবাদত বন্দেগী করে যাই। বাদবাকী তাঁর ইচ্ছে।

ইসলাম সাহেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– সেটা তোমরা আরো ভেবে দেখো বহিন। কোন ক্রমেই যেন তোমাদের মনে না হয় যে, ঝোঁকের মাথায় তোমরা একটা ভুল করে ফেলেছো। এমনটি আমি হতে দিতে পারিনে।

রাজ্যেশ্বর বললো– ভেবে দেখার আমাদের আর বাকী নেই ভাইজান। অনেকদিন যাবত ভেবে দেখার পরেই এই প্রস্তাব নিয়ে আজ আমরা আপনার কাছে এসেছি।

ইসলাম সাহেব বললেন– তবু তোমাদের আমি আরো সাতদিন সময় দিলাম। গভীরভাবে ভেবে আর বুঝে দেখো। এরপর যেটা চাইবে সেইটেই আমি করবো। ভিন্ন বাড়িঘর কিংবা ইসলাম-ধর্মে পুরোপুরি ধর্মান্তর– যেটা চাও, সেটাই করে দেবো।

সাতদিন পরেও কুসুমবালা ও রাজ্যেশ্বর তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকায়, ইসলাম সাহেব অবশেষে যথাযথ বিধান অনুযায়ী তাদের ইসলাম কবুল করালেন। এবার কুসুমবালার নাম দিলেন কুলসুম বিবি আর রাজ্যেশ্বরের নাম দিলেন রজব আলী ওরফে রাজুমিয়া। অতঃপর কুলসুম বিবি ও রজব আলী ইসলামের সার্বিক জ্ঞান আহরণ করার সাথে সাথে ইবাদত বন্দেগীতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করলো। ইসলাম সাহেবও তাঁর সংকল্প অনুযায়ী তাদের নামে অনেকখানি বিষয় সম্পত্তি লিখে দিলেন অচিরেই।

www.pathagar.com

১৪

এ কাহিনী এখানেই শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ হয়েও হলো না শেষ। আলীর অতৃপ্ত মন আর বাণীর খণ্ডিত ও অসম্পন্ন জীবন শেষ পরিণতির দিকেই টানতে লাগলো কাহিনীটাকে।

শাদির প্রস্তাব উপস্থাপিত হওয়ার পর থেকেই বাণীর মধ্যে যে একটা সুক্ষ্ম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল, অর্থাৎ বাণীর অতি অস্থির চাল চলনে যে কিছুটা স্থিরতা নেমে এসেছিল, শাদির পরে সেটা আরো গাঢ় ও স্থায়ী হয়ে এলো। স্বামীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার অল্পদিনের মধ্যেই সেই অস্থির-চঞ্চল মেয়েটি অদৃশ্য এক যাদুর কাঠির পরশে একেবারেই ধীরস্থির ও শান্ত সৌম্য গৃহিনীতে পরিণত হয়ে গেল। এতে করে আর যেখানেই যে সুবিধেই হোক, চাকরি করার ব্যাপারে মুহম্মদ আলী সুবিধে পেলো প্রচুর। এ ব্যাপারে বাণী আর আগের মতো তেমন কোন বিঘ্ন পয়দা করলো না। বছর দেড়েক কিছুটা টানাটানি করলেও, এরপরে একটা ফুটফুটে পুত্র সন্তান প্রসব করলো বাণী। ব্যস্! অতঃপর বাণীর প্রায় তামাম আকর্ষণ এসে নিবদ্ধ হলো তার এই সন্তানের উপর এবং বেশ কিছুদিন স্বামীর দিকটা তার কাছে গৌণ হয়ে রইলো।

শুধু বাণী একাই নয়, বাড়ির অন্যান্য সকলেই বাণীর এই পুত্র সন্তানকে নিয়ে বিভোর হয়ে রইলেন। মহাধুমধামে আকিকা করে তাঁরা সন্তানের নাম রাখলেন পিতার নাম অনুসারে আলী আহমেদ এবং তাঁদের সকলের আনন্দ-উল্লাস ও আশা আকাঙ্ক্ষা এই আলী আহমেদকে ঘিরেই আবর্তিত হতে লাগলো। এদের কাছেও মুহম্মদ আলী চলে গেল গুরুত্বের বেশ দূরে। অবহেলিত না হলেও, মুহম্মদ আলী অনেকদিন যাবত আর কারো আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু রইলো না। তবে মুহম্মদ আলী এ কারণে মোটেই ভারী-পাত্‌লা কিছুই হলো না। সন্তান লাভের আনন্দে সেও আনন্দিত ছিল। তাই এই গুরুত্ব হারানোর ব্যথায় ব্যথিত না হয়ে সে বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো এবং খোশদিলে চাকরিতে মনোনিবেশ করলো।

কিন্তু মনোনিবেশ সহকারে চাকরি করার পরিবেশ দেশে আর কোথাও রইলো না। বিশেষ করে ভারসিটিতে পরিবেশ দিন দিন অশান্ত থেকে অশান্ততর হয়ে উঠতে লাগলো। সারা দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমে এতটাই উন্মত্ত হয়ে উঠতে লাগলো যে, সর্বস্থানে সকলেই সেই উন্মত্ততার আবর্তে অহরহ আবর্তিত হতে লাগলো। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের টানাপোড়েন বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হতেই কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে ১৯৬৫ সনের ৬ই সেপ্টেম্বার পাকিস্তান আক্রমণ করলো

www.pathagar.com

ভারত। বিনা উস্কানীতে ও অতর্কিতে ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করার ফলে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে নিপতিত হলো। দেশপ্রেমিক সকলেই ভারতের এই আগ্রাসী হামলায় আতংকিত হয়ে উঠলো এবং দেশের স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লো। সতের দিন যাবত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর জাতিসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে বন্ধ হলো যুদ্ধ এবং রাশিয়ার তাসখন্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন এতে সভাপতিত্ব করলেন।

এই যুদ্ধের ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে না উঠতেই আবার শুরু হলো পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক বোঝাপড়া। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানে বামপন্থী আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দল হিসাবে সব দলের মাঝে অধিক শক্তিশালী দল হয়ে উঠলো। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান লাহোরের জাতীয় সম্মেলনে ছয়দফা নামক মোটামুটি স্বাধিকারের এক মস্তবড় দাবী পেশ করলেন।

এই ছয়দফা দাবীর ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশের সম্পর্কের মাঝে চরম ফাটল ধরে গেল। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এই ছয়দফা দাবীর কারণে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। তারা এই দাবীর মধ্যে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্পষ্ট জলছাপ দেখতে পেল। এতে করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের ২০ শে মার্চ কঠোর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, দেশের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কোন প্রচেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। এর কঠোর জবাব দেয়া হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তবুও ছয় দফার দাবীতে সভা-মিছিল, আপত্তিকর বক্তৃতা ও বিশৃঙ্খলামূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে লাগলো। ফলে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তার করা শুরু হলো। শেখ মুজিবর রহমানকেও নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ড দেয়া হলো। সব শেষে শেখ মুজিবর রহমান ও অপর আটাশজনের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামক পাকিস্তান ভাঙার এক ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হলো। পাকিস্তান সরকারের অভিযোগ ভারতের অস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান ভাঙার নিরলস প্রচেষ্টা নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে আছে ভারত সরকার। মুসলমানদের পৃথক আবাস ভূমি কিছুতেই তারা বরদাস্ত করতে রাজী নয়। সেই ভারতের সাথে এবার হাত মিলিয়েছে আওয়ামী লীগ তথা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান। ভারত কি আর এ সুযোগ ছাড়ে? তাই ভারতও লুফে নিয়েছে আওয়ামী লীগের এই পাকিস্তান ভাঙার প্রস্তাব।

www.pathagar.com

ফলে দায়ের হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং চলতে লাগলো মামলার কার্যক্রম। অপরদিকে এই ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র আন্দোলন শুরু করলো আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের ডাকে স্কুল-কলেজ-ভারসিটির অধিকাংশ ছাত্ররাই শরিক হলো এই আন্দোলনে। তারাই এই আন্দোলনে সংগ্রামী নেতৃত্ব দিতে লাগলো। সংগ্রাম কমিটি গঠন করে শেখ মুজিবের ছয় দফা দাবী সমেত ছাত্ররা এগার দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে চরম আন্দোলন শুরু করে দিলো। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও এই সময় এই এগার দফা প্রস্তাব সমর্থন করে কৃষক শ্রমিকদের দাবী আদায়ের জন্যে ঘেরাও আন্দোলন প্রবর্তিত করলেন। আন্দোলন আর আন্দোলনে ছেয়ে গেল দেশ। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ইউনিভারসিটি আর চলবে কি? লেখাপড়া উঠে গেল শিকেয়। ছাত্ররা ছুটতে লাগলো আন্দোলনের পেছনে।

বলাবাহুল্য, ছাত্ররা ক্লাশে না আসায়, শিক্ষকদের এখন নামমাত্র ভারসিটিতে যাওয়া আসা ছাড়া আর কোন কাজ রইলো না। মুহম্মদ আলীরও হাজিরাটুকু দেয়া ছাড়া ভারসিটিতে কাজ রইলো না কিছুই। সে এখন প্রায় সপ্তাহেই যশোরে যায় আর ঢাকায় ফিরে এসে একরকম সারাদিনই আবুজাফর সরকার সাহেবের বাড়িতে শুয়ে বসে কাটায়।

এমনই অবস্থায় একদিন বছর তিনেক বয়সের সন্তান আলী আহমেদকে কাঁধে নিয়ে যশোর থেকে ঢাকায় ফিরে এলো মুহম্মদ আলী। সন্তানকে নিয়ে সরকার সাহেবের বাড়িতে এসে ঢুকতেই মহানন্দে ছুটে এলেন পত্নীসহ সরকার সাহেব ও বাড়ির ঝি-চাকর সকলেই। সরকার সাহেব সোল্লাসে বলে উঠলেন– সোবহান আল্লাহ! এটা কি আপনার সেই ছেলে?

মুহম্মদ আলী স্মিতহাস্যে বললো– জি।

আরো উৎফুল্ল হয়ে উঠে সরকার সাহেব বললেন– মারহাবা-মারহাবা! এটা আপনি একটা মস্তবড় কাজ করেছেন ভায়া। আপনার কাছে এটা আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই আশা করে আসছিলাম। ভাবছিলাম, আমি নিজে গিয়ে না হয় আপনার বউ-বাচ্চা দুজনকে নিয়ে আসি যশোর থেকে। সেই যে আপনাদের শাদি দিয়ে এলাম, এরপর কত দিন কেটে গেল, ঘরে আপনাদের ফুটফুটে সন্তান এলো, তবু আর তাঁদের সাথে দেখা সাক্ষাত হলো না। কই, বৌমা কোথায়? মানে বাণী সাহেবা?

মুহম্মদ আলী সহাস্যে বললো– না বড় ভাই, বাণীকে সাথে আনিনি। এই বাচ্চাটাকেই সাথে এনেছি কেবল।

সরকার সাহেব সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন– সে কি! মা ফেলে ছা? ঘটনা কি? বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে এলেন নাকি?

মুহম্মদ আলী সোচ্চারকণ্ঠে বললো– কেড়ে নিয়ে আসবো কি বড় ভাই? বাচ্চাটাই আমাকে তাড়া করে ধরে সাথে চলে এলো। কিছুতেই রেখে আসতে পারলাম না।

www.pathagar.com

ঃ বলেন কি!

ঃ দিন কয়েক পর এক ফাঁকে গিয়ে আবার একে রেখে আসবো– এই চিন্তা করেই নিয়ে এলাম।

ঃ সে কি! আম্মাকে ছাড়া ও থাকবে তো? কান্নাকাটি করবে না?

ঃ না। বরং আমাকে ছাড়া থাকতে গেলেই এমন কান্নাকাটি শুরু করে যে, তাকে তখন থামানো দায় হয়ে পড়ে। আমি বাড়িতে গেলেই এর নাওয়া খাওয়া, ঘুম-সব আমার সাথে। মায়ের কোন তোয়াক্কাই রাখে না।

ঃ তাজ্জব! এমনই বাপ-পেয়ারা হয়েছে?

মুহম্মদ আলী ফের হেসে বললো– হ্যাঁ বড় ভাই। বলতে পারেন– এটা প্রকৃতির প্রতিশোধ। আমার এই বাপজানকে পেয়ে বাণী একদম ভুলে গেল আমার কথা। স্বামী নামক যে একজন কেউ তার আছে– এ কথা সে মনে রাখতেই চাইলো না। দুই তিনদিন পর একান্ত প্রয়োজনে দু'একবার আমাকে স্মরণ করে মাত্র। কালেভদ্রে হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেলে দু'এক কথা হয়– ব্যস! স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আমাদের শেষ হয়ে যায় ওখানেই।

ঃ আর আপনার তয় তদবির? আপনার নাওয়া-খাওয়া-পরিচর্যা?

ঃ সব অন্যের উপর। কুসুমবালা, রাজ্যেশ্বর শ্বশুর-শাশুড়ী ঝি-চাকর-এদের উপর। উনি সর্বক্ষণ এই বাপজানকে নিয়ে ব্যস্ত। একদণ্ড একে কোলছাড়া করতে চায় না আর এ দুনিয়ার আর কে কোথাও রইলো– সে দিকেও তাকাতে চায় না। প্রকৃতি তেমনি প্রতিশোধ নিয়েছে ষোল আনাই। কিছুটা জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই এই বাপজান একমাত্র আব্বা ছাড়া তার আম্মার কোন খবরই আর রাখে না।

মুহম্মদ আলী হাসতে লাগলো। এবার সরকার পত্নী সবিস্ময়ে বললেন– কি আজব পরিবর্তন। যে বাণী বহিন আপনাকে ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারেন না। এই ঢাকাতেও ছুটে এলেন যশোর থেকে, সেই তিনি আপনার প্রতি এতটাই উদাসীন হয়ে গেলেন?

ঃ হ্যাঁ ভাবী সাহেবা, তাই হয়ে গেল। অন্তত বছর দুয়েক কাল পুরোপুরি তাই সে ছিল। আমার অস্তিত্ব তার কাছে প্রায় উহ্য হয়ে গিয়েছিল। ইদানিং আবার কিছুটা হুঁশ তার ফিরে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

ঃ এমন হওয়ার কারণটা কি মনে হয় আপনার?

ঃ কারণ অনেকটা তার ঐ অসুস্থতা। স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে থাকার ফলে সে পুরোপুরি নর্মাল থাকে না সব সময়। দৃশ্যত অদৃশত কিছুটা এ্যাবনরমালিটি মানে অস্বাভাবিকতা লেগেই থাকে তার মধ্যে। আর তাছাড়া–

ঃ তাছাড়া?

ঃ তাছাড়া, তার কাছে আমি পাঁচজনের আর পাঁচটা স্বামীর মতো একজন সাধারণ ও সাদামাটা স্বামী। আর পাঁচটা মেয়ের যেমন হুট করেই একজন অচেনা অজানা লোক স্বামী হয়ে যায়, বলতে পারেন, আমি তার সেই রকম একজন স্বামীই

www.pathagar.com

মাত্র। এর অধিক কিছু নই। অতীতের অর্থাৎ গৌরীপুরের সেই মুহম্মদ আলী আর তার স্মরণে না থাকার কারণে আমি আর পাঁচটা স্বামীর মতোই স্বাভাবিক পর্যায়ে পড়ে গেছি।

ঃ আলী ভাই!

ঃ পরবর্তীতে বাণীর সাথে আমার কিছুটা ভাব সম্পর্ক গড়ে উঠলেও তা এমন কিছু দৃঢ় বা কায়েমী নয়। গৌরীপুরের ঐ গভীরতার একতিল পরিমাণও নয়। এর উপর আবার কিছুটা হলেও তার ঐ ভারসাম্যহীনতা। ঝোঁকের মাথায় চলে। সেই ঝোঁকটা এই বাপজানের দিকে গড়িয়ে পড়ার কারণেই এমনটি হয়েছে।

সরকার সাহেব ঈষৎ গম্ভীরকণ্ঠে বললেন– তা আপনারা যে যাই বলুন, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটার সমূহ একটা সম্ভাবনা সামনে দেখতে পাচ্ছি আমি।

মুহম্মদ আলী প্রশ্ন করলো– অর্থাৎ?

সরকার সাহেব বললেন– বাণী বৌমার এখানে আবির্ভাব অচিরেই আবার ঘটতে পারে– এ সম্বন্ধে আমি প্রায় নিশ্চিত।

ঃ কিসের টানে? আমার টানে?

ঃ জি না। আগে ঘটেছে আপনার টানে। এবার ঘটবে এই বাবাজীর– কি যেন নাম রেখেছেন বলেছিলেন, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আলী আহমেদ-আলী আহমেদ। এই আলী আহমেদ বাপজানের টানে। আপনার প্রতি টানটাও যে একটু থাকবে না, এটা ঠিক নয়। সে টানও অবশ্যই থাকবে কিছুটা।

ঃ থাকুক। তবু টানটা আবার সৃষ্টি হোক।

ঃ আলী সাহেব!

মুহম্মদ আলী মুচকি হেসে বললো– মেহমানদারী করার তো বেজায় সখ আপনাদের। এবার বড় ধরনের মেহমানদারী করার জন্যে তৈরি হয়ে যান। কারণ, বাণী একাই নয়, আলী আহমেদ বাপজানকে নিয়ে বাড়ির সবাই পাগল। আসলে এবার সবাই ছুটে আসেন কিনা। সেইটেই দেখুন।

সরকার সাহেব হেসে বললেন– খোশ আমদেদ- খোশ আমদেদ সেটা আমাদের পরম খোশনসীব।

স্বামী স্ত্রী দুজনেই এবার ছেলেটাকে কোলে নেয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি জুড়ে দিলেন। ছেলেটাও বাপের মতোই সার্বজনীন মানুষ। প্রথমে কিছুটা কাঁচুমাচু করলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই সে এ বাড়ির সবার সাথেই ভাব জমিয়ে ফেললো। সবার কাছে আর সবার কোলেই সে যাতায়াত করতে লাগলো হেসে খেলে।

পরের দিন আলীকে বাড়িতে বসে থাকতে দেখে সরকার সাহেব প্রশ্ন করলেন– কি ব্যাপার, এ সময়ে বসে যে? আজ ভারসিটিতে যাবেন না?

মুহম্মদ আলী বললো– না। গতকাল ভারসিটি হয়েই এসেছি। আজ আর যাবো না ভাবছি।

ঃ কেন, ছেলের চিন্তায়?

www.pathagar.com

ঃ না বড় ভাই, সে চিন্তা আমার ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই যেভাবে আলী আহমেদ আঁকড়ে ধরেছে আপনাদের দুজনকে, তাতে আর ওকে নিয়ে কোনই চিন্তা নেই আমার।

ঃ তবে?

ঃ ক্লাশ তো আর হচ্ছে না। হলেও কালেভদ্রে দুই একটা। ছয় দফা, এগার দফা আর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা মেতে আছে সব সময়। অনেকদিন ধরেই ক্লাশ আর হচ্ছে না। এখন গিয়ে সেরেফ একটু হাজিরা দেয়া। দু'একজন শিক্ষক দু'একদিন হাজিরা না দিলেও তেমন কোন অসুবিধা নেই এখন।

ঃ আচ্ছা।

ঃ ওসবের, বিশেষ করে ঐ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জলদি জলদি ফায়সালা একটা না হলে, অবস্থাটা এ রকমই চলতে থাকবে। শেখ মুজিবকে ঐ মামলায় আটকিয়ে রাখার কারণেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ঃ তা বটে।

ঃ তাড়াতাড়ি এর ফায়সালা হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে বলে কি মনে করেন আপনি? মানে এই মামলার ফায়সালা?

সরকার সাহেব চিন্তিতেকণ্ঠে বললেন– তা মনে করি কি করে? এত বড় একটা ষড়যন্ত্রের ব্যাপার–

ঃ তা ঠিক। আচ্ছা আপনার কি মনে হয় বড় ভাই? এই ষড়যন্ত্রের ঘটনাটা কি সত্যি? সত্যিই কি ভারতের সাথে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল বা আছে আওয়ামী লীগ? বিশেষ করে আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবর রহমান?

ঃ সেটা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও লিপ্ত নেই বা ছিল না– এ কথাও তো ভাবা যাচ্ছে না। কারণ জানেন তো, ভারতপন্থীদের, মানে 'ভারতের দালাল'দের একমাত্র ক্যাম্প আর সমর্থিত সংগঠন এই আওয়ামী লীগ। ভারতের স্বার্থ হাসিল করার একমাত্র ব্রত নিয়ে এদেশে কাজ করছে ভারতীয় দালালদের একটি একনিষ্ঠ ও সংগঠিত গোষ্ঠী। মূলত তারাই আওয়ামী লীগকে পরিচালনা করছে। ভারতের লক্ষ্য পাকিস্তান ভেঙে ফেলা। হিন্দুদের লক্ষ্য– ভারতের সাথে এক হয়ে যাওয়া। 'ভাদা'দের লক্ষ্য ব্যক্তি স্বার্থ। ভারতের সহায়তায় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের এক দূরন্ত নেশায় ভূগছে এই ভাদাকুল। ভারতের তুষ্টি সাধন করে ভারতের সাবাসী পাওয়ার লিপ্সাও তাদের দুর্বার। আর আওয়ামী লীগ এদের সবার সমন্বয়েই গঠিত একটি সংগঠন। এমত অবস্থায় এমন একটা ষড়যন্ত্র গড়ে ওঠা একেবারেই অসম্ভব বলে ভাবা যায় কি করে?

ঃ আর শেখ মুজিব? তিনি তো একজন বিশিষ্ট নেতা। মুসলমানদের এতবড় একটা ক্ষতির দিক কি তিনি চিন্তা করে দেখবেন না?

সরকার সাহেব ম্লানকণ্ঠে বললেন– প্রশ্ন আর দুঃখটা তো এখানেই। কিন্তু ঘটনাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে কি বুঝে আর কোন্ বিবেচনায় তিনি এই পথে পা বাড়ালেন– তা আমার মাথায় ধরছে না।

www.pathagar.com

ঃ তাজ্জব! বিজ্ঞ নেতাদের তো সব দিকেই নজর রাখা উচিত। ঘটনাটা সত্যি হলে, উনার বিজ্ঞতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই যে একটা প্রশ্ন জাগে বড় ভাই? এছাড়া আওয়ামী লীগের অধিকাংশের মূল লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যটাও তাঁর ভেবে দেখার বিষয় হচ্ছে না কেন?

ঃ অর্থাৎ? আপনি ঠিক কি বলতে চাচ্ছেন?

ঃ বলতে চাচ্ছিনে বড় ভাই, জানতে চাচ্ছি। ঢাকায় আমি নতুন। কিন্তু আপনি পুরাতন লোক। আপনার সব জানা। আমি জানতে চাচ্ছি, শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের ব্যাক গ্রাউণ্ডটা কি? উনার শিক্ষা-দীক্ষা, তথা মেধা আর এই নেতৃত্ব লাভ সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?

ঃ আমিও যে সব জানি, তা নয়। তবে যেটুকু জানি, তাতে ছাত্র হিসাবে যে উনি কোন অনন্য মেধার অধিকারী ছিলেন না– সেটা সম্পূর্ণই ঠিক। শিক্ষা দীক্ষা আর মেধায় তিনি একজন মিডিওকার, অর্থাৎ এভারেজ লেবেলের লোক। আর নেতৃত্বে এসেছেন সৎ সংসর্গের কল্যাণে। জানেন তো, কথায় বলে– সৎ সংসর্গে স্বর্গবাস। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীর মতো একজন জাঁদরেল নেতার আশেপাশে আর সংস্পর্শে থাকতেন উনি সব সময়। রাজনৈতিক অঙ্গনে তার পরিচিতি আর খ্যাতি ঐ সুবাদেই। বলা যায়, ঐ সূত্র ধরেই নেতৃত্বের এই বিশিষ্ট পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন আজ।

ঃ বড় ভাই।

ঃ নেতা হওয়ার উপযোগী তাঁর একটা বিশেষ গুণও আছে। সে গুণটা এমন একটা অনন্যগুণ, যা-আজ পর্যন্ত অন্য কোনো নেতার মধ্যে আমি দেখিনি।

ঃ তাই নাকি? কি সে গুণ?

বাগ্মিতা। কথার মাধ্যমে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলার শক্তি। নিজে উনি আবেগপ্রবণ মানুষ। জনগণকেও উনি অতি অল্পতেই আবেগে আপ্লুত করে তুলতে পারেন। এমনভাবে সবাইকে তাঁর আবেগ ইচ্ছা অনুযায়ী নাচিয়ে তুলতে পারেন– যা এদেশের আর কোন বর্তমান নেতাই পারেন না। বলতে পারেন, তার ঐ আবেগময় বক্তৃতাই বহুলাংশে তাঁকে এই মুহূর্তে সকল নেতার উপরে তুলে এনেছে।

ঃ বড় ভাই!

ঃ এক কথায়, হি ইজ এ গ্রেট্ এজিটেটর। মানুষকে উত্তেজিত করে তোলার উনি একজন অদ্বিতীয় উস্তাদ।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মুহম্মদ আলী কিছুটা গম্ভীরকণ্ঠে বললো– হুঁউ! তাহলে আপনার এখন কি উপলব্ধি বড় ভাই? উনি যা করছেন, তা কি সবই ভুল করছেন?

সরকার সাহেব বাধা দিয়ে বললেন– না-না, তা আমি আদৌ মনে করিনে। বরং ভাবি, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীকে শায়েস্তা করার জন্যে আমাদের এমনই একজন বলিষ্ঠ নেতার দরকার। পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলের জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যে তাঁর মতো নেতাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন। দেশের জনগণ

www.pathagar.com

সংঘবদ্ধ হয়ে একযোগে রুখে দাঁড়ালে তবেই পশ্চিমাদের নির্যাতন থেকে রেহাই পাবো আমরা। সবই ঠিক আছে। তবে সবই বেঠিক হয়ে যাচ্ছে তাঁর ভুল পদ্ধতি আর পদক্ষেপের কারণে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ অর্থটা আপনিও জানেন। সংগঠিত হয়ে নিজেরা লড়াই করার চিন্তাভাবনা ছেড়ে দিয়ে ভারতের সাহায্য নিয়ে আর ভাদাদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে উনি যা করতে যাচ্ছেন, তা মোটেই সমর্থন করা যায় না। তার পথ আর পদ্ধতিটা গোটাই ভুল।

ঃ ভুল?

ঃ অফকোর্স। ভারতের সাহায্য নিতে গেলে সাকুল্যেই ভুল। যে ভারত মুসলমানদের চিরশত্রু, ভারতবর্ষ একমাত্র হিন্দুদের দেশ বলে দাবী করে যে ভারতবাসীরা– মুসলমানদের অস্তিত্বই স্বীকার করতে চায় না, সেই ভারতের সাহায্য নিয়ে উনি যদি পশ্চিম পাকিস্তানীদের অত্যাচার থেকে আমাদের মুক্ত করতে চান, তাহলে আমার মস্ত বড় ভয়, তাঁর সেই প্রচেষ্টা আমাদের অর্থাৎ এদেশের মুসলমানদের জন্যে মোটেই কোন মুক্তি বয়ে আনবে না। বরং উত্তপ্ত থেকে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যেই ফেলে দেয়া হবে তাহলে আমাদের।

অতঃপর মুহম্মদ আলীর মুখে আর কোন প্রশ্নই যোগালো না।

আবুজাফর সরকার সাহেবের ধারণাটাই ফলে গেল। পুত্র আলী আহমেদকে নিয়ে মুহম্মদ আলী সরকার সাহেবের বাড়িতে আসার দিন চারেকের মাথায়, বাণী আবার ঠিকই চলে এলো সেখানে। এবার আর রাজ্যেশ্বর আর কুসুমবালা নয়, বাণীর সাথে এবার এলেন বাণীর আব্বা মনযুরুল ইসলাম সাহেব স্বয়ং। অতিশয় বৃদ্ধবোধে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে তিনি সাথে করে নিয়ে এলেন বাড়ির বিশ্বস্ত ও মাঝবয়সী চাকর বিল্লাল হোসেনকে। রাজ্যেশ্বরকেই সাথে করে আনতেন। কিন্তু সেও বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ দূরের জার্নিতে তার উপর নির্ভর করা সমীচিন বোধ করেননি।

তাঁদের আগমনে আবুজাফর সারকার সাহেব সপরিবার একইভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ইসলাম সাহেবকে দেখে তাঁরা আরো অধিক ব্যস্তভাবে ও সমাদরে তাঁদের ভেতরে এনে বসালেন এবং সেই সাথে সরকার সাহেব সন্ত্রস্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন– কি তাজ্জব- কি তাজ্জব! এই বয়সে আপনি এতদূরের জার্নির ধকল নিতে গেলেন? এটাতো আয়্যারল্যান্ড বা ইংল্যান্ড নয়, পূর্ব পাকিস্তান। এর রাস্তাঘাট, যানবাহন, লোকজনের হয়রানী আর ব্যবহার– সে তো এক দুরূহ ব্যাপার!

ইসলাম সাহেব হেসে বললেন– সব জেনেশুনেই বেরিয়েছি বাবাজী। মেয়ের শাদি দিলাম যার সাথে সে কোথায় থাকে আর কি হালে থাকে– সেটা দেখার আগ্রহ আর চেপে রাখতে পারলাম কই?

www.pathagar.com

সরকার সাহেবও ঈষৎ হেসে বললেন– ও আচ্ছা- আচ্ছা। সেটা তো দেখার আগ্রহ হতেই পারে আপনার। তা জনাব, কেবল সেই আগ্রহেই বেরিয়েছেন, না নাতীর টানে ছুটে এসেছেন এতদূর? কোনটা ঠিক?

ঃ তা যা বলেছেন। রথ দেখার চেয়ে কলাবেচার গরজটাই আসলে বেশি। অষ্টপ্রহর বাড়িটা মাতিয়ে রাখতো দাদু ভাই আমার। সে চলে আসার পর বাড়িটা কেমন যেন খাঁ খাঁ করতে লাগলো। রোশনাই বাড়িটা আমার হঠাৎ করেই আঁধার হয়ে গেল। আর চুপ থাকি কেমন করে, ভাবুন একবার?

ঃ তাই বলুন!

ঃ ওদিকে আবার আমার বানু আম্মা বাচ্চাহারা হয়ে মণি হারা ফণীর মতো উম্মাদিনী হয়ে গেল। তার তাড়াটাও সামলে রাখে, সাধ্য কার!

ঃ বেশ-বেশ। তা আপনার মেয়ে কি শুধু বাচ্চার কথা ভেবেই– ছুটে এলেন এতদুরে? বাচ্চার বাপের কথা কি কিছুই ভাবেননি?

ইসলাম সাহেব শশব্যস্তে বললেন– না না, তা ভাববে না কেন? দাদুভাই কাছে থাকতে একটু কম ভাবলেও, এখন দুজনের কথাই হাবভাবে আর কথাবার্তায় স্পষ্টই প্রকাশ পেয়েছে।

আলী আহমেদ হজরতুল্লাহর সাথে বাইরে ছিল এতক্ষণ। এবার সে 'নানাভাই-নানাভাই'বলে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইসলাম সাহেবের কোলে এবং আনন্দে উল্লাসে একাই সে মাতিয়ে তুললো পরিবেশ।

রাত্রিকালে শোয়ার সময় রাবেয়া বেগম বাণীকে সাথে নিয়ে শয়ন করলেন। সরকার সাহেবকে পাঠিয়ে দিলেন পৃথক ঘরে। আলী আহমেদ নানার সঙ্গ ছাড়লো না। ফলে, রাবেয়া ও বাণী এই দুই মহিলা অনেক রাত পর্যন্ত গল্প আলাপের মধ্যে জেগে জেগে কাটালেন। গল্পের শুরুতে রাবেয়া বেগম প্রশ্ন করলেন– তা বহিন, বাচ্চাটাকে নিয়ে বেশ খোশ হালেই আছেন এখন, না কি বলেন?

জবাবে বাণী বললো– হ্যাঁ, তাইতো ছিলাম। বছর দুয়েক বাচ্চাকে নিয়ে বেশ কেটেছে আমার। কিন্তু তারপর থেকে বাচ্চাটা কেমন যেন নির্দয় হয়ে উঠেছে। বাপকে কাছে পেলে আর তার পাত্তাই পাইনে আমি। ইদানিং সে তার বাপছাড়া আর কিছুই বোঝে না।

ঃ তাই? তা একদিক দিয়ে বাচ্চাটা ঠিকই করছে বহিন। বাপটার প্রতি আগের মতো আর কারোরই যখন নজর নেই, তখন বাচ্চাটা তার বাপের সে অভাব পূরণ না করলে, ঐ বাপ বেচারা আর যাবে কোথায়?

ঃ যাবে কোথায় মানে?

ঃ মানে, আলী আহমেদকে পাওয়ার পর থেকে ঐ বেচারা বাপের আর কোন খবরই নাকি আপনারা কেউ রাখেন না। সবাই আপনারা বাচ্চাটাকে নিয়েই মেতে থাকেন। বিশেষ করে, আপনি নাকি আদৌ তাঁর আর খোঁজ খবর নেন না।

ঃ কে বলেছে? আলী আহমেদের ঐ বাপটা?

www.pathagar.com

ঃ হ্যাঁ। এই রকম দুঃখই একদিন উনি আমার স্বামীর কাছে করছিলেন।

ঃ তাতো করবেনই। বেঈমান হলে মানুষ ঐ রকমই হয় আর ঐ রকমই ভাবে।

রাবেয়া বেগম চমকে উঠে বললেন– ওমা সেকি! স্বামীকে আপনি বেঈমান বললেন, বহিন?

ঃ বলবো না কেন? স্ত্রী তার স্বামীর খবর রাখে না, এটা কি কখনো হয়? প্রতিটা স্ত্রীই তার স্বামীর কথা ভাবে আর স্বামীর ভালই কামনা করে। শুধু পাপিষ্ঠারাই তা করে না। আমি কি পাপিষ্ঠা?

ঃ না-না, তা হবেন কেন? আপনার স্বামীও তা ভাবেন না বা আপনাকে একেবারেই নির্দয় বিবেচনা করেন না। আপনাদের সম্পর্ক খারাপ এটা উনি কখ্খনো বলেননি। তবে সেটা যথেষ্ট গভীর নয়– এটাই মনে করেন?

ঃ গভীর নয়?

ঃ না। তাঁর কথায় আমি যা বুঝেছি, তাতে আপনাদের সম্পর্কটা একটা আটপৌরে সম্পর্ক। কিন্তু আমি আপনাদের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্কের আশা পোষণ করি।

ঃ বিশেষ সম্পর্ক?

ঃ হ্যাঁ, বিশেষ সম্পর্ক। কেউ একজন কারো স্বামী হয়ে গেলে তাদের মধ্যে যে গতানুগতিক দরদ প্রীতি পয়দা হয়, সেটা একটা আটপৌরে ব্যাপার। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের ব্যাপার। আমি আপনাদের মধ্যে কিছুটা অতিরিক্ত প্রেম-মুহব্বত দেখতে আগ্রহী। অতিরিক্ত দরদ প্রীতি।

ঃ ওমা সেকি! অতিরিক্ত দরদ প্রীতি আবার কোন্ জিনিস।

ঃ একটু চেষ্টা করলেই সেটা বোঝা যায়। একেবারে অজানা অচেনা দুই নারী পুরুষের মধ্যে শাদি হয়ে গেলে, অর্থাৎ অজানা অচেনা কেউ স্বামী হয়ে এলে সেই স্বামীর প্রতি একটা দরদ আর ভালবাসা কালক্রমে তো গড়ে ওঠেই। ওঠে না?

ঃ হ্যাঁ ওঠে। উঠবে না কেন? স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেলে তাদের মধ্যে দিনে দিনে প্রেম ভালবাসা তো গড়ে উঠবেই।

ঃ সেটাই হলো সাদামাটা আর গতানুগতিক ঘটনা। কিন্তু সেই লোকটার সাথে শাদির আগেই খানিকটা দরদ প্রীতি তৈরি হয়ে থাকলে, সেটাই হলো অতিরিক্ত দরদ প্রীতি বা অতিরিক্ত ভালবাসা। স্বামী স্ত্রী হিসাবে যেটুকু তৈরি হবার সেটা তো গতানুগতিকভাবে হবেই। তার সাথে শাদির ঐ আগেরটা যোগ হলে স্বামী স্ত্রীর ভালবাসাটা আরো জমজমাট হয়ে ওঠে। ঐ টাকেই আমি বলছি অতিরিক্ত প্রেম মুহব্বত।

বাণী সজোরে হাফ ফেলে বললো– বাব্বা! আপনি বড় জড়িয়ে পেঁচিয়ে কথা বলতে পারেন বহিন। গভীর তত্ত্ব নিয়ে টানাটনি করেন। কি দুর্বোধ্য সব ব্যাপার।

ঃ আরে দুর্বোধ্য হবে কেন? ঐ অতিরিক্ত প্রেম প্রীতিটা যে একটা অমূল্য সম্পদ। নসীবগুণে ঐ সম্পদের কিছুটা অধিকারিণী হয়েছি বলেই তো এই শূন্য বাড়িতে এত খুশি আনন্দে আছি আমরা।

www.pathagar.com

বাণী শুনে তাজ্জবকণ্ঠে বললো– ওমা বলে কি! বড় ভাইয়ের সাথে কি শাদির আগেই তাহলে একটা সম্পর্ক ছিল আপনার? মানে আপনাদের মধ্যে একটা প্রেম প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আগেই?

রাবেয়া বেগম হেসে বললেন– তো আর বলছি কি? এমনি কি আল্লাহ তায়ালা এত সুখে রেখেছেন আমাদের।

বাণী প্রশ্ন করলো– কিন্তু ঐ প্রেম প্রীতি গড়ে ওঠার পর শাদিটা যদি না হতো আপনাদের?

ঃ তাহলে লাইলী-মজনু বা শিরি-ফরহাদ হতাম। কেঁদে কেঁদে দিন কাটাতে হতো।

ঃ তাহলে?

ঃ তাহলে আর কি ইংরেজীতে একটা কথা আছে আর একথাটা আপনাদের বড় ভাই হামেশাই বলেন-"ইট্ ইজ্ বেটার টু হ্যাভ্ লাভ্ড্ এ্যান্ড লস্ট্, দ্যান নেভার টু হ্যাভ্ লাভ্ড্ এ্যাট্ অল।" জীবনে আদৌ কাউকে ভাল না বাসার চেয়ে, ভালবেসে হারানোটাও আনন্দের।

ঃ কি রকম আনন্দের?

ঃ সেটা আমাদের আলী ভাই অধিক ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন? আমাদের হজরতুল্লাহ তা পারবে না।

ঃ তার অর্থ?

রাবেয়া বেগম সামলে নিয়ে বললেন– না বলছি, হজরতুল্লাহ তো আর কাউকে ভালবেসে হারায়নি, তাই সে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে বেড়ায়ও না আর সে ব্যাখ্যা সে দিতেও পারবে না।

ঃ আর আলী সাহেব?

ঃ ওটা একটা উদাহরণের খাতিরে বললাম। যেটা আসল কথা সেটা হলো, ঘরপোড়া গরু মাত্রেই পোড়ার ব্যথা বুঝে।

ঃ মানে প্রেমে পড়ে পোড় খাওয়া?

ঃ ঠিক ধরেছেন বহিন। ওটার যেমন দুঃখও আছে, তেমনি সুখও আছে অনেক খানি।

ঃ ঝাঁটা মারি অমন পোড় খাওয়ায়। শাদিই যদি না হলো, তাহলে খামাখা ঐ ব্যথা পোহাতে যায় কে?

ঃ সেই জন্যেই তো বলছি, নসীবগুণে ভালবাসা হওয়ার পর শাদি হওয়াটা তো অবশ্যই নসীবের ব্যাপার। নসীবগুণে তা হলে যে খুব আনন্দের হয়, আমি সেই কথা বলছি। এই যে আপনার আর আলী ভাইয়ের মধ্যে শাদি হয়েছে। এই শাদি হওয়ার আগে থেকেই যদি কোন প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক আপনাদের মধ্যে থাকতো, তাহলে বুঝতেন সেটা কি জিনিস। তা থাকলে আলী ভাইকে আজ এত অবহেলা করতে পারতেন না।

www.pathagar.com

বাণী নাখোশকণ্ঠে বললো– ফের ঐ কথা! অবহেলা করবো কেন? আমাদের মধ্যেও তো শাদির আগে অনেকখানি ভালবাসা গড়ে উঠেছিল। অমনি কি আর এক কথাতেই আমরা দুজনই রাজী হলাম শাদিতে?

ঃ তাই নাকি?

ঃ অবশ্যই। আর সেজন্যে আমার স্বামীর প্রতি আমার একটা অতিরিক্ত টান তো আছেই। তাঁকে অবহেলা করবো কেন?

জবাবে রাবেয়া বেগম বললেন– তা থাকলেই ভাল। তবে আমি ওটুকুর কথা বলছিনে। আমি বলছি আরো গভীর ভালবাসার কথা। আপনার সাথে আলী ভাইয়ের পরিচয় তো মাত্র কয়েকদিনের। আপনাদের ওখানে সেবার উনি বেড়াতে যাওয়ার সুবাদেই আপনাদের পয়পরিচয় আর কিছুটা প্রেম প্রীতি গড়ে ওঠে। এটা এমন কিছু গভীর ব্যাপার নয়। এতে করে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠলেও অধিক জমজমাট হয়ে ওঠে না।

ঃ তাহলে কোন্‌টা গভীর ব্যাপার?

ঃ বাল্যকাল থেকে, মানে ছোটকাল থেকে যার সাথে গভীর প্রেম-প্রীতি আর দরদ ভালবাসা থাকে, কালক্রমে আর নসীব গুণে তার সাথে শাদি হলে তবেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আশাতীত জমজমাট হয়ে ওঠে। মধুর হয়ে ওঠে। আপনার তো তা নেই। কাজেই–

বাণী উদাসকণ্ঠে বললো– কি নেই?

রাবেয়া বেগম বললেন– যার সাথে আপনার শাদি হয়েছে বাল্যকাল থেকেই তো তার সাথে আপনার গভীর কোন ভালবাসা ছিল না– না কি ছিল?

ঃ গভীর ভালবাসা?

ঃ মানে ছোটকাল থেকেই একসাথে থাকা, একসাথে ওঠাবসা, একসাথে পড়াশুনা আর গল্প আলাপ করা আর এর্ভাবেই আস্তে আস্তে দুজনের সাথে দুজন গভীর প্রেমে জড়িয়ে যাওয়া। এসব তো আপনাদের নেই। নাকি ছিল?

বাণী এবার বিব্রতকণ্ঠে বললো– কি আল্‌তু ফাল্‌তু বকছেন বহিন? ছোটকালের কোন কথা মনেই আমার নেই। আমার ছোটকাল কিভাবে এলো, কিভাবে গেল তা কিছুই জানিনে– আপনার কথার জবাব দেবো কি?

ঃ কিন্তু আপনার স্বামী ঐ আলীটা যে কি বলে আর কেন বলে, কিছুই বুঝিনে। বলে, আপনাদের মধ্যে নাকি ছোটকাল থেকেই খুব প্রেম প্রীতি ছিল।

বাণী উপেক্ষার সুরে বললো– পাগল-পাগল, বদ্ধ পাগল। ছাগলে কি না খায় আর পাগলে কি না বলে! ও তো ওসব আবোল তাবোল বকবেই।

ঃ আপনার কাছে কি ওসব কথা কোনদিন বলেন না?

ঃ বলা বলে বলা? তার সাথে যশোরে সেই পরিচয় হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি ঐ ধানাইপানাই গেয়ে গেয়ে ও আমার কান দুটো ঝালাপালা করে দিয়েছে। আমরা এক সাথে ছিলাম, একসাথে পড়তাম, আমি জমিদারের মেয়ে। আমি তাকে

www.pathagar.com

পড়াশুনার টাকা পয়সা দিয়েছি– এমনই সব আজগুবী কাহিনী তৈরি করে আমাকে ভোলানোর চেষ্টা করে। তা সে যতই চেষ্টা করুক, আমি কি তার মতো পাগল, না একজন আদ্‌না অবোধ মেয়ে যে তার ঐ গাঁজাখুরি গল্প শুনেই আল্লাদে গড়িয়ে পড়বো?

রাবেয়া বেগম নিঃশ্বাস ফেলে বললেন– তার মানে আপনি আদৌ বিশ্বাস করেন না তাঁর কথা!

ঃ আদৌ না- আদৌ না। ওসব কাব্য কবিতা মোটেই ভাল লাগে না আমার।

ঃ বহিন!

বাণী হাই তুলে বললো– আপনি থামুন তো ভাবী। বেজায় ঘুম পেয়েছে আমার। ঐ পাগলের কথা ভেবে আপনিও খামাখা ঘুম নষ্ট করবেন না।

ঃ ঘুম নষ্ট করবো না?

ঃ না। অনেক রাত হয়েছে, এবার ঘুমিয়ে পড়ুন– বলেই পাশ ফিরে শুয়ে বাণী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। স্মৃতিটা তার ফিরে আসার আর কোনই সম্ভাবনা নেই দেখে রাবেয়া বেগম ব্যথিত হলেন। হতাশ চিত্তে তিনিও তাই নীরব হয়ে গেলেন।

বলাবাহুল্য একদিন পরেই সবাইকে নিয়ে যশোরে ফিরে এলেন মনযুরুল ইসলাম সাহেব।

১৫

দিন যতই গত হতে লাগলো পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এবং এগার দফা প্রস্তাবের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানীদের আন্দোলন ততই তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো। ১৯৬৯ সালের ১৭ই জানুয়ারী দেশব্যাপী পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হলো এবং ঐ বছরই ২০শে জানুয়ারী ছাত্রদের মিছিলের উপর গুলিবর্ষণের ফলে ছাত্র নেতা আসাদুজ্জামান নিহত হলেন। ব্যস্, বারুদের ঘরে আগুন ধরে গেল। ছাত্রদের এই আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়লো আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। স্থানে স্থানে অগ্নি সংযোগ করা শুরু হলো। আন্দোলন দমন করার প্রয়াসে পাকিস্তান সরকার সান্ধ্য আইন জারি করলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বরং পরপর আরো দুটি প্রাণহানির ঘটনা ঘটায়, আইয়ুব সরকারের অবস্থা একদম লেজেগোবরে হয়ে গেল। ১৯৬৯ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক বন্দি অবস্থায় গুলিতে প্রাণ হারালেন। দুদিন পরেই অর্থাৎ ১৭ই ফেব্রুয়ারী গুলিবর্ষণের ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর শামসুজ্জোহা নিহত

www.pathagar.com

হলেন। ফলে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পিঠ একদম দেয়ালে ঠেকে গেল। পূর্ব পাকিস্তানের যারা তখনও সরকারের পুরোপুরি বিপক্ষে ছিল না, তারা এবার সবাই সরকারের চরম বিপক্ষে চলে গেল। নিরুপায় হয়ে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে ঐ বছরেরই ২২শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী।

আন্দোলন তবু চলতেই লাগলো একই গতিতে। আন্দোলনের প্রচণ্ডতার মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলো। ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েই সারাদেশে সামরিক আইন জারি করলেন।

এমনই রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে মুহম্মদ আলী পূর্বাপর আবুজাফর সরকার সাহেবের বাড়িতেই ছিল। এ নিয়ে কথোপকথন কালে মুহম্মদ আলী সরকার সাহেবকে বললো– এ ব্যাটাও এসে দেখছি ঐ একই রকম তানশান শুরু করলো বড় ভাই। আইয়ুব খানের বিগত এই দশবছরের শাসন আমলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নজীরবিহীন দুঃখ দুর্দশা আর নির্যাতন সহ্য করলো। এ ব্যাটা কি সেটাকেও ডিঙিয়ে যাবে নাকি?

জবাবে সরকার সাহেব বললেন– আসম্ভব কিছু নয়। তা যেতেও পারে। তবে আইয়ুব খানের আমলে ঐ দুঃখ দুর্দশা মোটেই কিন্তু নজীরবিহীন নয়। এ রকম বা ততোধিক দুঃখ দুর্দশার আরো নজীর আছে।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ আইয়ুব খানের পূর্ববর্তী যুক্তফ্রন্ট আমলের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? যুক্তফ্রন্ট আমলের চার বছরের ঘটনাবলীর দুর্বিসহ কীর্তিকলাপ জনগণ আজও ভুলতে পারেনি। বরং ওটাকেই নজীরবিহীন বলা যায়। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, ক্ষমতার নির্লজ্জ কড়াকড়ি, বিশ্বাসঘাতকতা, ধোকা, অর্থনৈতিক অবিচার ও কেলেংকারী সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের আগে মুসলিমলীগের রাজত্বকালেও জনগণকে সহ্য করতে হয়েছে অনেক বঞ্চনা। অনেক অত্যাচার, অনাচার ও কুশাসন।

ঃ হ্যাঁ, সেটাও অবশ্য ঠিক।

ঃ মোটের উপর কথা, আইয়ুব খানের সময়ের সঙ্গে পূর্ববর্তী অবস্থার পরিমাণগত পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু গুণগত কোন পার্থক্য নেই।

থাক এদের কথা। ইয়াহিয়া খানের আমলে দুর্দশা বাড়লো না কমলো তার চেয়ে বড় কথা, পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়া আদায়ের প্রশ্নে দেশে যে অস্থিরতা ও আন্দোলন শুরু হলো, তা বরাবর অব্যাহতই রইলো। কিছুকাল ধরে অনেক অভিনয় ও নাটক করার পর ১৯৭০ সনের ডিসেম্বর মাসে দেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন ইয়াহিয়া খান। নির্বাচনের

www.pathagar.com

পর নতুন জাতীয় পরিষদ গঠিত হলে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা প্রত্যার্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করা হলো। নির্বাচনের প্রস্তুতি পুরোদমে চলাকালে আকস্মিকভাবে ঐ বছরের ১২ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের উপকূলের ইতিহাসে বৃহত্তম বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস দেখা দিলো। এই বিপর্যয়ের উদ্ধার কাজে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নেতিবাচক ভূমিকায় পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হলো এবং আরো সংঘবদ্ধ হয়ে গেল।

ফলে, ৭ই ও ১৭ই ডিসেম্বরে যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের যে নিবার্চন অনুষ্ঠিত হলো, তার ফলাফল একেবারেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চলে গেল। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের সংরক্ষিত ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে ৩১৩টি আসন বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। এদিকে আবার প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন অধিকার করায় এক নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হলো। আইনত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোটা পাকিস্তানের ক্ষমতার অধিকারী হলেন শেখ মুজিবর রহমান, তথা আওয়ামী লীগ। কিন্তু কুচক্রী পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ বাঙ্গালীর হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলো না। তারা কৃত্রিম রাজনৈতিক কলহ ও সংকট সৃষ্টি করলো। এই ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক ছিলেন ইয়াহিয়া খান ও পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো। ভূট্টো চাইলেন গোটা পাকিস্তানের না হোক, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে। ফলে ১৯৭১ সনের পয়লা মার্চের বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চের আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মূলতবি ঘোষণা করলেন। এতে করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার দরুণ পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো।

তীব্রতর হলো ছাত্রদের আন্দোলন। আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের একটি তরুণ অংশ ষাটের দশক থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চিন্তাভাবনা সামনে এগিয়ে আনার জন্যে কাজ করে যাচ্ছিল। এই অবস্থার মুখে এবার তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবর রহমানকে ভীষণ চাপ দিতে শুরু করলো। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও শেখ মুজিবর রহমান কখনো স্বাধীনতার চিন্তাভাবনায় ছিলেন না। তারা স্বাধীনতা চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন পাকিস্তানের ক্ষমতা। শেখ মুজিব চেয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীত্ব। তাই তিনি বলতে লাগলেন, "জনগণ আমাকে ম্যাণ্ডেট দিয়েছে স্বায়ত্ব শাসনের জন্যে স্বাধীনতার জন্যে নয়?"

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীদের দুরভিসন্ধি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার আর তা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার পর স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্যে আওয়ামী ও ছাত্রলীগের এই তরুণ অংশটি শেখ মুজিবের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করলো।

www.pathagar.com

এমন চাপ যে তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় দেখা-দিলো। একসময় তিনি দুঃখে বলেই ফেললেন, "আমার অবস্থা হলো, দুই পাশে আগুন, মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে। হয় সেনাবহিনী আমাকে মেরে ফেলবে, নয় আমার দলের চরমপন্থীরা আমাকে মেরে ফেলবে।

এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে এলো ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণ দেয়ার দিন। রেসকোর্স ময়দানের এই ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার জন্যে এই তরুণ অংশটি শেখ মুজিবের উপর এমন চাপ সৃষ্টি করলো যে ৭ই মার্চের সেই ভাষণে শেখ মুজিব, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রামে স্বাধীণতার সংগ্রাম" -এই বাক্যটি বলতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ৭ই মার্চের এই ভাষণের আগে বা পরে আর কখনোই শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ঘুনাক্ষরেও উচ্চারণ করেননি আর করলেনও না। গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চিন্তার মধ্যেই তিনি বিভোর হয়ে রইলেন। পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতা হ্যাণ্ডেল করার আশাতে তাঁর দলের সিনিয়র নেতৃবৃন্দও বুঁদ হয়ে রইলেন।

কিন্তু পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী তাঁদের সে আশা পূরণ হতে দেবে না মর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তাই তারা নানারকম টালবাহানা করতে লাগলো। শেখ মুজিবর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণে জনগণকে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুত থাকার আহবান জানানোর পর দেশের দাবী দাওয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তা শুরু করলেন। অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক শাসন মূলত শেখ মুজিবের নির্দেশ অনুযায়ীই চলতে লাগলো।

কিন্তু এদিকে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার তলে তলে প্রস্তুত হতে লাগলো। ঐ ৭ই মার্চেই তারা টিক্কাখানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্নর নিযুক্ত করলো এবং সেই থেকেই বাংলাদেশে চরম আঘাত হানার জন্যে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমরোপকরণ পূর্ব পাকিস্তানে আসতে শুরু করলো। এই সাথে দেশের অচল অবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সাথে পর পর কয়েকটি বৈঠক করলেন। বলা যায়, এভাবে কালহরণ করলেন। বৈঠকে কোন সিদ্ধান্তই হলো না। সর্ব প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানীদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে রাতের অন্ধকারে করাচীতে চলে গেলেন।

২৫শে মার্চ শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচারের জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ করা হলো এবং ২৫শে মার্চের ঐ কালরাতেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী দানবের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘুমন্ত ও নীরিহ নগরবাসীর উপর। মুহূর্তেই ঢাকা মহানগরী লাশের একটি ভাগাড়ে পরিণত হয়ে গেল। নারী-শিশু-যুবক-বৃদ্ধ, হাজার হাজার নগরবাসীদের ঐ হানাদার বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করতে

www.pathagar.com

লাগলো। ধনী-গরীব, ভদ্র-শূদ্র, মুটে-মজুর, সবাইকে কুকুর বেড়ালের মতো গুলি করে হত্যা করতে লাগলো। সারারাত হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গোটা শহরটাকে একটি মহাশশ্মানে পরিণত করলো। লাশের উপর লাশ ফেলে গোটা শহরটাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। পরের দিন ঐ একইভাবে চলতে লাগলো হত্যাকাণ্ড। আতংকিত মানুষ প্রাণ বাঁচানোর তাকিদে কেবলই ছুটোছুটি করতে লাগলো। টিক্কা খানের কথা, মাটি চাই, মানুষ চাই না।

পরের দিন সকালেই ঢাকাবাসীরা ঢাকা ছেড়ে– যে যেদিকে পারলো, পালিয়ে যেতে লাগলো। কেউবা দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের দিকে দৌড়াতে লাগলো। কেউবা ঢাকা শহর ছেড়ে মফস্বলে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগলো। অনেকেই প্রথমে মফস্বল শহরে এবং পরে প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে, পল্লীতে ও প্রান্তরে আশ্রয় নিতে লাগলো।

আবুজাফর সরকার সাহেবের মহল্লাও পাক সৈন্যের নিদারুণ হামলায় বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তাঁর প্রতিবেশী অনেকেই নিহত হলেন। জীবিতরা প্রাণপণে শহর ছেড়ে নানা দিকে পালাতে লাগলেন। কয়েক দণ্ডের মধ্যেই মহল্লাটা ভূতুড়ে বাড়ির মতো জনশূন্য হয়ে গেল। রইলো শুধু অনর্গল গুলিবর্ষণের শব্দ ও আহত নেড়ি কুকুরদের করুণ বিলাপ।

নসীবগুণে সরকার সাহেবের বাড়িটা তখনও অক্ষত ছিল। জীবিত ছিলেন সরকার পরিবারের সকলেই। কিন্তু সকালের অবস্থা দেখেই তাঁরা বুঝতে পারলেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের বাড়িও আক্রান্ত হবে আর প্রাণ হারাতে হবে তাঁদেরও। প্রতিবেশীদের পালাতে দেখে তাঁরাও পালানোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন, তা স্থির করতে পারলেন না। মুহম্মদ আলী সেদিনও সরকার সাহেবের বাড়িতেই ছিলেন। সরকার সাহেব মুহম্মদ আলীকে বললেন– এখন আমরা করি কি আলী সাহেব? কোনদিকে পালাই। আমরা বরাবর শহরের বাসিন্দা। আশেপাশে বা অন্যকোন গ্রামগঞ্জে কোথাও কোন আত্মীয় কুটুম নেই আমাদের। অথচ শহর থেকে পালাতে হবে এখনই। পালিয়ে এখন কোথায় আর কোন দিকে যাই আমরা?

মুহম্মদ আলী শশব্যস্তে বললো– কেন-কেন, একথা বলছেন কেন? এনিয়ে চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। আমি যেদিকে যাই, সেদিকে চলুন।

সরকার সাহেব বললেন– যেদিকে যাই মানে, কোন দিকে যাবেন আপনি? যশোরের দিকে?

ঃ অবশ্যই। এই শহর ছেড়ে ওখানেই গিয়ে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে, চলুন–

ঃ কিন্তু যশোরও তো একটা শহর। আজকের এই নারকীয় কাণ্ড আজকেই শেষ হবে না বা এই ঢাকা এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। যতদুর বোঝা যাচ্ছে তাতে অচিরেই দেশের সর্বত্র আর সকল শহরে ছড়িয়ে পড়বে এই হত্যাযজ্ঞ। তখন?

www.pathagar.com

ঃ পড়ুক। যশোর ঢাকা নয়, একটা মকস্বল শহর। আমার শ্বশুর বাড়িটা শহরের এক প্রান্তে গ্রামগঞ্জের দিকেই। ঐ এলাকার অনেক গ্রামগঞ্জে আর অনেক প্রত্যন্ত এলাকায় অনেক চেনাজানা লোক আছে আমার শ্বশুরকূলের। খালি হাতে তো কারো কাছে যাবো না বা কারো ঘাড়ে চাপবো না। গেলে অনেক অর্থকড়ি নিয়েই যাবো আমরা সেখানে আর তাতে সবাই বর্তে যাবে।

ঃ আলী সাহেব!

ঃ যশোর শহরও যদি আক্রান্ত হয়, আমরা অনায়াসে আর নিরাপদে ঐ সব পল্লীতে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবো। চলুন শিগ্গির–

এ প্রস্তাবে সরকার সাহেব ইতস্তত করে বললেন– কিন্তু তা কি করে হয়?

ঃ আমি সপরিবার গিয়ে আপনার শ্বশুরের ঘাড়ে চাপবো– তা কি করে হয়? আপনি বরং তাড়াতাড়ি সেখানে চলে যান। আমাদের সাথে আপনি কেন মরবেন। আমরা শহর থেকে বেরিয়ে দেখি, কোন দিকে আর কোথায় যাওয়া যায়।

মুহম্মদ আলী ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো– উহ! একি নির্মমতা আপনার! এমন কথা আপনি বলতে পারলেন আর এমনটি ভাবতে পারলেন?

ঃ আলী সাহেব!

মুহম্মদ আলী ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন– আপনি কি করে ভাবতে পারলেন যে, আপনাদের এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রেখে এক কদম নড়বো আমি এখান থেকে? আমার শ্বশুরের বাড়িকে আপনি অনাত্মীয়-অপরের বাড়ি বলেই বা ভাবতে পারলেন কি করে? আপনি জানেন, বাণী আর আমিই ঐ বাড়ির অদূর ভবিষ্যতের একমাত্র মালিক। সেই আমি বাণীর স্বামী সেই আমি, আপনার বাড়িতে এক যুগেরও অধিক কাল ধরে প্রতিপালিত হচ্ছি আর আপনি আপনার এই দুর্দিনেও সেখানে গিয়ে কিছুদিনের আশ্রয় নিতে এত ইতস্তত করছেন কেন? আমার শ্বশুর, আমার স্ত্রী ও অন্যেরা যে এতে কতটা খুশি হবেন, তাকি আপনি অনুমান করতেও পারছেন না? ওঁদের সবার সাথে এতদিন এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও কি বুঝতে পারেননি যে, তারা আমাকে আর আপনাদেরকে পৃথক করে দেখেন না? আমার মতো আপনাদেরকেও তাঁরা তাঁদের একান্তই আপনজন বলে মনে করেন? এতদিন ধরে যাদের সাথে এতটা আত্মীয়তা করে গেলেন, তাঁদের হঠাৎ করে এতটা অপর ভাবছেন কেন?

মুহম্মদ আলীর অগ্নিমূর্তির সামনে সরকার পরিবার লা-জবাব হয়ে গেলেন। অবশেষে সোনাদানা ও নগদ টাকা পয়সা পোঁটলা করে বেঁধে নিয়ে ঘরে তালা লাগালেন সরকার সাহেব এবং মুহম্মদ আলীর সাথে চাকর-বাকর নিয়ে সপরিবার যশোরের পথ ধরলেন।

হানাদার বাহিনীর ঐ অতর্কিত হামলার পরের দিনই কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ভেসে এলো মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠস্বর। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার

www.pathagar.com

ঘোষণা দিয়ে এদেশের সামরিক বেসামরিক- সর্বপ্রকারের জনসাধারণকে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং লড়াই করে তাদের এদেশ থেকে উৎখাত করার আহবান জানালেন।

শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। সামরিক বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ, দেশপ্রেমিক পুলিশ, বিডিআর, আনসার এবং দেশের অকুতোভয় লড়াকু মানুষ সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়ালো হানাদারদের বিরুদ্ধে। দেখতে দেখতে এ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো সারাদেশে। ওদিকে হানাদার বাহিনীর হানাও ঢাকা শহর থেকে মফস্বল শহর এবং মফস্বল শহর থেকে নিকটবর্তী গ্রামগঞ্জে বিস্তৃতি লাভ করতে লাগলো। অসংখ্য মানুষ প্রাণের ভয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে, বিশেষ করে ভারতে, পাড়ি জমাতে লাগলো। হানাদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ যুবকেরা দলেদলে ভারতে গিয়ে মিলিটারী ট্রেনিং নিতে লাগলো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে। ভারত তো ওঁৎ পেতেই ছিল। এরকম একটা পরিস্থিতির অধীর অপেক্ষায় ছিল ভারত। এক পায়ে খাড়া ছিল সাহায্য করার জন্যে। তাই তারা পরম আগ্রহে এগিয়ে এলো সাহায্যে।

আওয়ামী লীগ নেতারা ভারতে এসে নিরাপদে ও আমোদ ফূর্তিতে দিন কাটাতে লাগলো আর হানাদার-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে লাগলো মুক্তিবাহিনী সহকারে দেশের আপামর জনসাধারণ। নিরস্ত্র জনসাধারণ প্রথম দিকে বেশি সুবিধে করতে না পারায়, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যেরা অহেতুক ও অকারণে পাখীর মতো মানুষ মারতে লাগলো। উঠতে বসতে পথ চলতে এমনকি চলন্ত ট্রেন থেকেও তারা নীরিহ কৃষকদের প্রতি তাক করে গুলি ছুড়তে লাগলো এবং মাঠের কৃষক মেরে হাত ঠিক করতে লাগলো।

যশোর শহরেও হানাদার বাহিনীর আগমন ঘটায় আবুজাফর সরকার সাহেবদের সহকারে মুহম্মদ আলীর শ্বশুর ইসলাম সাহেব পরিবারবর্গ নিয়ে যশোরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হানাদার বাহিনীকে এই ভাবে অহেতুক মানুষ মারতে দেখে আবুজাফর সরকার সাহেব মুহম্মদ আলীকে বললেন - আর তো সহ্য করা যায় না আলী সাহেব! হারামজাদারা দেশের লোক মেরে শেষ করে ফেললো। আর তো আমরা এভাবে নিরাপদে লুকিয়ে থাকতে পারিনে? বিশেষ করে আমার বিবেকে বড়ই বাধছে।

মুহম্মদ আলী বললো– তাহলে কি করতে চান?

সরকার সাহেব বললেন– যুদ্ধে যেতে চাই। দেশের অনেকেই দেশকে মুক্ত করতে যুদ্ধে শরিক হয়েছে। আমিও ঐ মুক্তি যুদ্ধে যেতে চাই। আপনিও গেলে যেতে পারেন। মোটকথা, আমাদেরও ঐ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করা উচিত।

জবাবে মুহম্মদ আলী বললো– হ্যাঁ, শুধু উচিতই নয়, একান্তই উচিত তা আমিও মনে করি। কিন্তু বিনা অস্ত্রে আর অস্ত্র চালানোর বিনা ট্রেনিংয়ে যুদ্ধে যাবো কি করে?

www.pathagar.com

সরকার সাহেব অল্প একটু চিন্তা করেই বললেন– চলুন তাহলে ইন্ডিয়ায় যাই। সেখানে গিয়ে ট্রেনিং আর অস্ত্র নিয়ে এসে রুখে দাঁড়াই হানাদারদের বিরুদ্ধে।

মুহম্মদ আলী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো– সে কি!

ইন্ডিয়া যাবেন? যে ইন্ডিয়া আমাদের এত বড় শত্রু, তাদের সাহায্য নেবেন?

ঃ নেবো, তবে মাথা বিক্রি না করে।

ঃ বড় ভাই।

ঃ "নেসেসিটি নোজ নো ল" আলী সাহেব। প্রয়োজনে নিয়মনাস্তি। এছাড়া যে উপায় নেই।

ঃ আচ্ছা তা না হয় হলো, কিন্তু আপনার এই বয়সে–

ঃ কি আর এমন বয়স হয়েছে আমার? মাঝ বয়সই হয়নি। আমি যাবোই। আপনি যাবেন কিনা, সে সিদ্ধান্ত তাড়াতাড়ি নিন।

মুহম্মদ আলী তবু ইতস্তত করে বললো– আপনি গেলে আমি বসে থাকবো, এ প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ইন্ডিয়ায়–

সরকার সাহেব জোর দিয়ে বললেন– "এ ড্রাউনিং ম্যান ক্যাচেস্ এট্ এ স্ট্র"। যে ডুবে যেতে থাকে সে খড়কুটো যা পায় তাই আকড়ে ধরে। এ অবস্থায় এছাড়া আর উপায় নেই। এখন আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, আওয়ামী লীগের ইন্ডিয়ার সাহায্য নেয়াটা এ অবস্থায় খুব একটা দোষের হয়নি। পাশে তো আর অন্য কোন রাষ্ট্র নেই যে তার সাহায্য নেবে।

ঃ সে কি! দোষের নয়?

ঃ মাথা বিক্রি করে না থাকলে, এ অবস্থায় দোষের নয়।

ঃ বড় ভাই।

ঃ দোষ-গুণ বিচার হবে, আওয়ামী লীগের আর ভারতের পরবর্তী আচরণের উপর। আপাতত পাকিস্তানী ইল্লতদের তো নামাতে হবে বুকের উপর থেকে।

ঃ তা ঠিক। তবে–

ঃ ঐ যে বললাম, "এ ড্রাউনিং ম্যান ক্যাচেস্ এ্যাট্ এ স্ট্র"? পিঠ আমাদের দেয়ালে ঠেকে গেছে। গেলে এখনই যাওয়া উচিত। আর দেরী করা ঠিক নয়।

উভয়ের স্ত্রী ও পরিবার বর্গের তরফ থেকে চরম বাধা এলো। মুক্তিযুদ্ধে গেলে নির্ঘাত তাঁরা মারা যাবেন বলে সবাই কাঁদাকাটি জুড়ে দিলো। মুহম্মদ আলীর পুত্র বালক আলী আহমেদ ও মুহম্মদ আলীর অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু সবকিছু পেছনে ফেলে এবং সবকিছু উপেক্ষা করে সরকার সাহেব ও মুহম্মদ আলী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ছুটে বেরুলেন বাড়ি থেকে।

www.pathagar.com

১৬

১৬ ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সনে অর্জিত হলো বিজয়। দীর্ঘ ৯মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন হলো বাংলাদেশ। এই স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ গোটাই বিধ্বস্ত হয়ে গেল। প্রাণ হারালো বাংলাদেশের লাখো লাখো মানুষ। অগণিত মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট হলো। প্রাণ হারালেন বেশুমার মুক্তিযোদ্ধা। অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা আহত হলেন যুদ্ধে। আহত হয়ে প্রাণ হারালেন অনেকে। অনেকে তাঁদের বেঁচে এলেন আজীবন পঙ্গুত্বের অভিশাপ বয়ে বেড়ানোর জন্যে। স্বজন হারানোর বেদনায় জর্জরিত হলেন অগণিত মাতাপিতা, ভাইবোন ও স্ত্রী কন্যা পুত্র।

আবুজাফর সরকার সাহেব ও মুহম্মদ আলী এই যুদ্ধে নেমে কয়েকবার মরতে মরতে বেঁচে গেলেন। সাক্ষাত মৃত্যুর সম্মুখীন হলেন মুক্তি যোদ্ধারা সকলেই। যাঁরা বেঁচে এলেন তারা মরতে মরতেই বেঁচে এলেন নসীবগুণে। এমনই অবস্থার মধ্যে দিয়ে স্বাধীন হলো বাংলাদেশ। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে রেস্‌কোর্সের ময়দানে ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল অরোরার কাছে পাকিস্তানী বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল নিয়াজী বিনাশর্তে সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করলেন।

ভারতের বাহিনী ছিল মিত্র বাহিনী। সেটা ছিল অক্সিলিয়্যারিজ। বাংলাদেশের বাহিনীকে, অর্থাৎ মুক্তি বাহিনীকে সাহায্য করার কাজেই এ যুদ্ধে তাদের আগমন। যাকে বলা যায় অক্সিলিয়্যারি ভার্ব। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীই এই যুদ্ধের মূল বাহিনী। অর্থাৎ প্রিন্সিপ্যাল ভার্ব। এই মুক্তি বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী সাহেব। মূল বাহিনীর অধিনায়ক ওসমানী সাহেবের কাছে এই আত্মসমর্পণের ঘটনাটা না ঘটে ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কের কাছে ঘটাটা অনেক খানি দৃষ্টিকটু হলেও পতন ঘটলো পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর। শেষ হলো পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটলো বিশ্বের মানচিত্রে। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ এই অর্জনে বিপুলভাবে গর্বিত হলো। অধীর হলো আনন্দে। দেশব্যাপী ছুটতে লাগলো বাঁধভাঙা উল্লাসের ধারা।

কিন্তু ধন্য আশা কুহকিনী। শেষমেষ 'সকলই গরল ভেল। স্বাধীনতা লাভের তিন-সাড়েতিন বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-উল্লাস কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেল। স্বাধীনতার নামে তারা বাস্তবে যা লাভ করলো, তা এক গভীর হাতাশা আর বঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। গণমানুষের ভাগ্যোন্নয়নের পরিবর্তে চরম দুর্নীতি ও স্বাজনপ্রীতির মাধ্যমে একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে চিরকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখার একঘৃণ্য প্রক্রিয়া চলতে লাগলো। বঞ্চিত হলো

www.pathagar.com

সারাদেশের মানুষ। জনসাধারণের স্বপ্ন সাধের আকাশ অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। স্বাধীনতা লাভের পরপরই আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা যা করতে শুরু করলো তা বর্ণনার অতীত। রিলিফচুরি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মস্বাৎ, অস্ত্রবাজী, মস্তানী, দুর্নীতি, লুটপাট– ইত্যাদির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বপ্নের উপর তাঁরা দুর্গন্ধময় বর্জ্য পদার্থ লেপন করে দিতে লাগলেন। শেখ মুজিব নিজেই বলতে লাগলেন– আমার চারদিকে যে দিকে তাকাই সেই দিকেই চোর। লোকে পায় সোনার খনি, আমি পেয়েছি চোরের খনি-ইত্যাদি।

একই সাথে, শেখ মুজিব কম গেলেন না নিজেও। আওয়ামী লীগ সরকার এবং সরকার প্রধান শেখ মুজিবর রহমান একদলীয় শাসন (বাকশাল) কায়েম করার জন্যে জনগণের ভোট দেয়ার অধিকার, মিছিল করার অধিকার ও সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হরণ করাসহ রক্ষীবাহিনী দিয়ে দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ফেললেন। লুটপাট ধর্ষণ ও খুনের মাধ্যমে এক কলংকময় অধ্যায় সৃষ্টি করলেন তাঁরা। জনগণের সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হলো। নির্যাতন, অনাহার আর দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত হলো তারা।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারাসহ দেশের বিবেকবান মানুষ এ অবস্থা দেখে হতভম্ব স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই অপকীর্তির বিরুদ্ধে বেজে উঠলো প্রতিবাদের সুর। দেশপ্রেমিক বিবেকবানেরা আওয়ামী সরকারের এই বিবেকহীন কর্মকাণ্ডের সাথে একাত্ম হতে পারলেন না। এর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলেন তাঁরা। প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ করতে লাগলেন অনেকে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার এটা বরদাস্ত করতে চাইলো না। যাঁরাই বিরোধিতা করতে লাগলেন তাঁদেরকেই হত্যা, নির্যাতন ও নানাভাবে দমন করতে তৎপর হলো এককালের পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে দরাজ কণ্ঠে প্রতিবাদকারী আওয়ামী লীগ গোষ্ঠী।

আবুজাফর সরকার ও মুনশী মুহম্মদ আলী দেশপ্রেমিক নাগরিক। তাঁরা বিবেকবান লোক এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করা মানুষ। এসব অন্যায় আর অবিচার দেখে তাঁরা নীরব থাকতে পারলেন না। প্রতিবাদ শুরু করলেন। কিন্তু ফল যা হবার তাই হলো। এজন্যে তাঁরা ক্ষমতাসীন আওয়ামী গোষ্ঠীর কোপানলে পড়ে গেলেন। ক্ষমতাসীনদের ইংগিতে চাকরি গেল আবুজাফর সরকার সাহেবের। সরাসরি চাকরি না গেলেও চাকরি থেকে আপাতত সাস্‌পেন্ড্ হলো মুনশী মুহম্মদ আলী।

বেকার হয়ে দুজনেই বসে রইলেন বাড়িতে। মুক্তিযুদ্ধের পরে বিধ্বস্ত গৃহ ঠিকঠাক করে নিয়ে আবুজাফর সরকার সাহেব পুরাতন চাকর চাকরানীসহ ঢাকাতেই রয়ে গেলেন। মুহম্মদ আলী চলে এলো শ্বশুর বাড়িতে। তার শ্বশুরেরা পল্লী থেকে ইতিমধ্যে ফিরে এসেছিলেন শহরে। শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্ত্রীপুত্র পরিজনদের সাথে যশোর শহরের সেই বাড়িতে ফের বসবাস শুরু করলো মুহম্মদ আলী।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, চাকরিচ্যুত হলেও এঁরা কেউ অর্থনৈতিক অনটনে পড়লেন না। ছোট সংসার চলার মতো সরকার সাহেবের সংস্থান ছিল যথেষ্টই। মুহম্মদ আলীর শ্বশুরের, বিশেষ করে তার স্ত্রীর অর্থ ছিল প্রভূত। সাসপেন্ড্ অবস্থায় দিন কাটাতে মুহম্মদ আলীরও কোন অসুবিধে হলো না। বরং চাকরির ঝামেলা থেকে বাড়িতে এসে থাকার জন্যে বেজায় খুশি হলেন তার শ্বশুর শাশুড়ী, স্ত্রীপুত্র ও বাড়ির অন্যান্য সকলেই।

কিন্তু একটি অসুবিধে চরমভাবে অনুভব করতে লাগলেন সরকার সাহেব ও মুহম্মদ আলী দুজনেই। প্রতিদিনের নানা রকম অনিয়ম ও অঘটনের খবরের মুখে গৃহকোণে মুখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকাটা উভয়েরই অসহ্য হয়ে উঠলো। ওদিকে আবার সবার সামনে আর সবার কাছে মুখ খোলাও মোটেই নিরাপদ নয়। মুহম্মদ আলী ও সরকার সাহেব উভয়ে উভয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায়, এই অসুবিধেটা সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিলো। সুখে দুঃখে ও যুদ্ধে বরাবর তাঁরা দুজন একসাথে ছিলেন। এই অবস্থায় একসাথে থাকলে নিরাপদে আর প্রাণ খুলে এই আওয়ামী দুঃশাসন নিয়ে গল্প-আলাপ করতে পারতেন। উভয়ে প্রতিদিন উভয়ের অনুপস্থিতি গভীরভাবে অনুভব করতে লাগলেন। শেষবার উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাতের পর অনেকদিন কেটে গেছে। আবার উভয়ে উভয়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন। মুহম্মদ আলী ঢাকায় যাই-যাই করতে করতে ঘটনাচক্রে আবুজাফর সরকার সাহেবই এবার যশোরে এসে হাজির হলেন আগেই।

আবুজাফর সরকার সাহেবকে হঠাৎ কাছে পেয়ে মুহম্মদ আলী আকাশ পেলো হাতে। বাড়ির অন্যান্য সদস্যেরাও যারপরনাই খুশি হলো সরকার সাহেবের আগমনে। আহার বিশ্রাম অন্তে সরকার সাহেবকে সাথে নিয়ে অনেক দিন পরে আবার হাত-পা মেলে দিয়ে গল্পে বসে গেল মুনশী মুহম্মদ আলী। শুরুতেই মুহম্মদ আলী বললো– এ কি হলো বড় ভাই? দিন দিন যে ক্রমেই আমরা অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যেতে লাগলাম? কিসের জন্যে মুক্তিযুদ্ধ করলাম আর বিনিময়ে একি অর্জন করলাম আমরা?

সরকার সাহেব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন– আলী সাহেব!

মুহম্মদ আলী বললো– অন্যান্য অনেক অসুবিধার মধ্যে মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকাটাই যে আমাদের জন্যে অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগলো এখন!

সরকার সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– হুঁউ! আঘাতটা সবচেয়ে অধিক হয়ে যেখানে লাগার কথা, ঠিক সেখানেই তা লাগতে শুরু করেছে। ভারতের তো মূল লক্ষ্য এইটেই।

ঃ অথচ যুদ্ধের আগে আপনি বলেছিলেন, ভারতের সাহায্য নেয়াটা দোষের হয়নি আওয়ামী লীগের।

ঃ হ্যাঁ বলেছিলাম। তখন পর্যন্ত দোষের বলে ভাবতে পারিনি আমি। বলেছিলাম, দোষগুণ বিচার হবে আওয়ামী লীগের আর ভারতের পরবর্তী আচরণের উপর।

www.pathagar.com

আচরণটা যে তাদের আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে না এসে সম্পূর্ণভাবে বিপরীতে চলে যাবে– এতটা ভাবতে পারিনি তখন।

মুহম্মদ আলী বললো– বিপরীতে বলে বিপরীতে? মুসলমান হিসাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সেটার একদম মূলোৎপাটন করা শুরু হয়ে গেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংবিধানে ইসলাম ও আল্লাহ বিরোধী মূলনীতি তো স্থাপন করা হলোই এখন সব কিছুতেই অনইসলামিক আর বিজাতীয় সংস্কৃতির আধিপত্য তোড়েজোড়ে স্থাপন করা হচ্ছে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নাম দিয়ে এ কোন্ ধররের ধর্ম নিরপেক্ষতা শুরু হলো দেশে? মুসলমান হয়ে চলতে গেলেই আমরা রাজাকার– আলবদর হয়ে যাচ্ছি।

ঃ এটা তো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না আলী সাহেব! লক্ষ্য তো ঐ একটাই। ইসলামের কণ্ঠ রোধ করার, অর্থাৎ ইসলমের টুঁটি টিপে ধরার উদ্দেশ্যেই এই ধর্ম নিরপেক্ষতা মতবাদ আমদানী করা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ আর প্রতিরোধ প্রতিবন্ধকতা থাকবে না, থাকবে শুধু ইসলামের বেলাতে। অন্যান্য ধর্মের ঢাক ঢোল দিনরাত, যখন তখন আর যথেচ্ছা বাজালেও সেটা ধর্ম নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে যাবে না, যাবে শুধু ইসলামের কথা বললেই আর ইসলামের নীতি আদর্শ তুলে ধরতে গেলেই। সকল ধর্মকে সাদরে গ্রহণ করা আর ইসলামকে পাইকারী হারে বর্জন করাই হলো এদের এই ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ।

ঃ এক্জ্যাক্টলী!

ঃ মুসলমানেরা জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকেই ইসলামী নীতি-আদর্শ পরিহার করতে বাধ্য হোক, এই অবস্থারই সৃষ্টি করছে তারা। এতে করে অন্যান্য ধর্মের, বিশেষ করে পৌত্তলিকতার, জয়যাত্রা এগিয়ে চলেছে মহাসমারোহে। ইচ্ছা বা প্ল্যান ইন্ডিয়ার আর তা বাস্তবায়ন করার হাতিয়ার এদেশের নির্বোধ ভাদাকুল। মুসলমানদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেলে আর মুসলমানদের তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ না এলে, বাদ বাকী সবই ভাদাকুল। বাংলাদেশের উপর ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য আর রুখে কে?

ঃ তা যা বলেছেন! কিন্তু আফসোস, এই পৌত্তলিকতা প্রচারে শুধু যদি হিন্দুদের তৎপরতা থাকতো, তবু অধিক দুঃখিত হতেম না। কিন্তু দুঃখ, বামপন্থী মুসলমানেরা আর অতি উৎসাহী মুসলমান আওয়ামী নেতাকর্মীরা হিন্দুদের চেয়েও এই তৎপরতার পক্ষে অধিক উচ্চকণ্ঠে শ্লোগান দিচ্ছে আর পৌত্তলিকতার এই জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখার জোর তৎপরতা চালাচ্ছে।

সরকার সাহেব বললেন– সে তো চালাবেই। ঐ যে কথা আছে, "বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ"। এই নাম সর্বস্ব মুসলমানেরা দাদাদের বাহবা পাওয়ার জন্যে আর ভারতের তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে আরো নেচে নেচে আর আগ্‌বাড়িয়ে এই অপকর্মে নিয়োজিত হয়েছে। তাইতো আজ সভা সমিতির উদ্বোধনে কোরআন পাঠ একেবারেই গৌণ হয়ে গেছে। মুখ্য হয়ে এসেছে মঙ্গল প্রদীপ

www.pathagar.com

জ্বালানো, বেদ-বাইবেল-ত্রিপিটক পাঠ, উলুধ্বনী, বাদ্যি বাজনা ও রং ছড়ানোর মহোৎসব।

ঃ বড় ভাই!

ঃ এই মুসলমান প্রধান দেশে ইসলাম বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড এভাবে আর কতদিন চলবে– এ থেকে আদৌ আমরা আর মুক্তি পাবো কিনা– কে জানে!

ঃ কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান? মানে শেখ মুজিবর রহমান সাহেব? উনিও কি এতটাই পৌত্তলিকতা প্রেমিক? তাঁর মধ্যে থেকেও কি ইসলাম একদম উধাও হয়ে গেছে?

সরকার সাহেব বললেন– তা ঠিক না গেলেও, একদিকে তিনি আবেগ প্রবণ মানুষ, অন্যদিকে দশচক্রে ভগবান ভূত। ঐ যে একটা উক্তি আছে, "বড়শীও নয়, তড়শীও নয়, লাজে লোহা বাঁকা"। উনার অবস্থা এখন অনেকটা এই রকম। একদিকে ভারতের ইচ্ছা আর অন্যদিকে তাঁর দলের নেতাকর্মীদের চাপ এই উভয় চাপে পড়ে এ সবে কমবেশি সমর্থন যোগানো ছাড়া বোধ হয় উনার আপাতত আর করার কিছু নেই।

ঃ বড় ভাই।

ঃ লক্ষ্য করেননি, তিনি একজন যথেষ্ট মুসলিম স্বার্থ সচেতন লোক বলেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে অনেক শ্রম দিয়েছেন নিজে আর চরম আন্দোলনের মুখেও পাকিস্তান ভাংতে চাননি তিনি? পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যেই, পাকিস্তানকে খণ্ডিত করে নয়। মুসলমানদের পৃথক অস্তিত্ব কায়েম রাখার অকৃত্রিম বাসনা সব সময়ই জাগ্রত ছিল মনে তাঁর।

ঃ তাহলে এমনটি হচ্ছে কেন? আসলেই তিনি একজন সেল্‌ফ কন্ট্রাড়িকটরী ম্যান, অর্থাৎ স্ববিরোধী মানুষ।

ঃ হ্যাঁ, তাঁর যা আচরণ তাতে সেটাকেও না বলা যাবে না।

ঃ না বলবেন কি করে? দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। ভারতের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়ার আজও কি খুব গরজ আছে বাংলাদেশের? ভারত আমাদের সাহায্য করতে এসেছিল। সেজন্যে ভারত আমাদের ধন্যবাদ আর প্রীতি পাবে অবশ্যই। কিন্তু তাই বলে ভারতের তামাম ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা আমাদের সব সময় পূরণ করে যেতে হবে, এর কি কোন যুক্তি আছে? এ কথা নিয়ে কেন ভাবছেন না আমাদের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান?

সরকার সাহেব মৃদু হেসে বললেন– একদিক দিয়ে আপনার কথা ঠিক। কিন্তু আর একদিক দিয়ে আপনি কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিটা একেবারেই গুলিয়ে ফেলছেন। আপনি তলিয়ে দেখছেন না যে, যদিও আমাদের এই স্বাধীনতা আমাদের মুক্তি বাহিনীর একান্তই অর্জন, তবু তা মনে করছে না ভারত। ভারত মনে করে এটা তাদের নিজস্ব অর্জন। ভারত এটা আমাদের দয়া করে দান করেছে মাত্র।

ঃ বটে।

www.pathagar.com

ঃ ভুলে গেছেন মুক্তি বাহিনীর কাছে আত্মসর্ম্পণ না করিয়ে ভারতীয় বাহিনী কেন পাকিস্তান বাহিনীর অধিনায়ককে তাদের নিজের কাছে আত্মসমর্পণ করালো? এর কারণ, তারা আমাদের সাহায্য করার চেয়ে এ দেশ জয় করার অন্তর্নিহিত আগ্রহ নিয়ে এই যুদ্ধে শরিক হয়েছিল। তাদের উক্তি আর অভিব্যক্তিতে এ কথা একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। হাজার বছর পরে ভারত আবার বঙ্গ বিজয় করলো পাক সেনাদের আত্মসমর্পণকালে এই ছিল তাদের অভিব্যক্তি আর উক্তি। সুলতানী আমল আর মুসলমান শাসনকালে বার বার চেষ্টা করেও যে বাংলাকে তারা জয় করতে পারেনি, এখনকার এই জয়কে তাই তাদেরই বঙ্গ বিজয় বলে মনে করে তারা এবং খোদ ভারত কর্তৃপক্ষও। সাহায্যে আসার সময়ও আসলেই তাদের অন্তর্নিহিত শ্লোগান ছিল জয় বাংলা। বাংলাকে জয় করো।

ঃ বাইদি বাই, তাহলে ঐ শ্লোগানই আওয়ামী লীগের দলীয় শ্লোগান হয়ে গেছে নাকি?

ঃ হতেও পারে। ওদের বাক্যের তো এরা ভাল মন্দ দিক দেখে না, ওদের সব বাক্যই এদের কাছে অমূল্য বাণী। আসল তথ্য অর্থাৎ সত্যি মিথ্যা আল্লাহ মালুম।

ঃ বড় ভাই।

ঃ তা যাক সে কথা। ভারতের এই যেখানে মনোভাব, এই জয়কে তারা নিজের জয় বলে মনে করে যেখানে, সেখানে এই শিশুরাষ্ট্রের রাষ্টপতি হয়ে শেখ মুজিবর রহমান ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখনই সরাসরি যান কি করে?

ঃ তা বটে-তা বটে। ঐ দিকে ঐ অবস্থা আর এদিকে আওয়ামী লীগ একাই এদেশ স্বাধীন করেছে, এদেশের আর কোন লোকের এই স্বাধীনতায় কোন অবদান নেই, এদেশের অবশিষ্ট সকল লোক পাকিস্তানের দালাল, রাজাকার আলবদর– এই হলো আওয়ামী লীগের উক্তি। রঙ্গো আর দেখবো কত!

সরকার সাহেব বললেন– শরম যাদের কম, তারা এমন সামঞ্জস্যহীন কথা বলবেই। ওসবে কান না দেয়াই বেহতের।

ঃ তা ঠিক-তা ঠিক।

ঃ তাদের কি এতটুকু বোধশক্তি আছে যে বাস্তবতাটা তারা বুঝবে? পাকিস্তানী বাহিনীর অত্যাচারে গোটা দেশের লোক যদি পাকিস্তানী সৈন্যদের ত্যাগ করে মুক্তি যুদ্ধের পক্ষ গ্রহণ না করতো, মুক্তি যোদ্ধাদের সহযোগিতা না করে যদি পাক সৈন্যদের পেছনে শক্ত হয়ে দাঁড়াতো, তাহলে ঐ আওয়ামী লীগ নেতারা ভারতের বিলাসবহুল হোটেলে বসে একশো বছর চেষ্টা করেও কি এদেশ স্বাধীন করতে পারতো? গোটা দেশের লোক পাকিস্তানী সৈন্যদের সাপোর্ট দিলে, ঐ ভারতীয় বাহিনীর কি সাধ্য ছিল বছরের পর বছর মাথা কুটেও পাকিস্তানী বাহিনীর গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় কাটে? এটা বোঝার শক্তি তাদের নেই বলেই– বলছে এদেশ একাই তারা স্বাধীন করেছে, এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তাদের একার। তাদের অবদান অবশ্য অনেকটাই আছে, তবু বেশরম না হলে গোটা কৃতিত্বের দাবী কি তারা একা করতে পারে?

www.pathagar.com

ঃ সে তো বটেই। সেই সাথে আরো দেখুন, গোটা মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী, এম.পি., মন্ত্রীদের প্রায় কারোরই তেমন অংশগ্রহণ নেই। এঁরা ভারতে গিয়ে নিরাপদে আর আরামে দিন কাটিয়েছেন আর যুদ্ধ শেষ হলে স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষমতায় এসে বসেছেন। তবু তাঁদের দাবী– এদেশ একাই তারা স্বাধীন করেছেন।

সরকার সাহেব বললেন– তা যে তাঁরা করেননি, একটি মাত্র ঘটনা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই মুক্তিযুদ্ধে এত লোক মারা পড়লো, এত মুক্তি যোদ্ধা প্রাণ দিলো, অথচ তাঁদের প্রাণ দেয়ার খতিয়ানটা কি? শুধু মশিউর রহমান সাহেবের ব্যাপারটা ভিন্ন। এর বাইরে আওয়ামী লীগের একজন এম.এন.এ. একজন এম.পি., একজন কেন্দ্রীয় নেতা, এমনকি জেলা পর্যায়ের একজন সভাপতি সাধারণ সম্পাদকও মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়নি। অন্তত এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। এতেই বোঝা যায়, মুক্তিযুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণটা কতখানি ছিল।

মুহম্মদ আলী বললো– ওদিকে দেখুন, তাদের আর এক দাবী আর অপচেষ্টা। এই আওয়ামী নেতাকর্মী আর আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা শেখ মুজিবর রহমানকে বাঙ্গালী জাতির পিতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাঁকে জাতির পিতা হিসাবে সবার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু একজন মুসলমান কি যখন তখন যাকে তাকে জাতির পিতা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে?

ঃ কখ্খনো না। শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসাবে মেনে নেয়ার কোন যুক্তিই নেই। কারণ বাঙ্গালী জাতি শেখ মুজিবরের আমলে এই মাত্র হঠাৎ করে গড়ে ওঠেনি। এক বছরে বা এক দশকে, কিংবা একশত বছরেও বাঙ্গালী জাতি গড়ে ওঠেনি। প্রায় হাজার দুয়েক বছর ধরে তার গঠন প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়েছে আর মধ্যযুগে এসে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহর আমলে একটি সুনির্দিষ্ট স্বাধীন জাতি হিসাবে বাঙ্গালী জাতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বৃটিশ শাসিত বাংলার যে সীমানা ছিল সেই সীমানার কাছাকাছি একটি ভৌগলিক আকৃতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত সে রাজ্যটিকে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহই প্রথম বাঙ্গালা নামে অভিহিত করেন এবং সে রাজ্যের সকল অধিবাসী তখন থেকেই বাঙ্গালী হিসাবে পরিচিত হয়।

ঃ ঠিক-ঠিক। এইটেই ইতিহাস।

ঃ সেটা সেই কোন্‌দিনের কথা আর আজ হঠাৎ করে কিছু লোক শেখ সাহেবকে জাতির পিতা হিসাবে দাবী করতে শুরু করেছে। এটার কি কোন যুক্তি আছে? দ্বিতীয়ত শেখ মুজিব জীবনের শুরু থেকে একজন অত্যন্ত ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তি। ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্ট সরকারে প্রথমবার মন্ত্রী হতে না পেরে তিনি রাজনৈতিক কোন্দল সৃষ্টি করেন এবং শেরে বাংলা ফজলুল হককে প্যাঁচে ফেলে মন্ত্রী হয়ে তবে ছাড়েন।

ঃ বড় ভাই।

ঃ ১৯৫৭ সালেও মন্ত্রী হওয়ার জন্যে বেশ প্যাঁচ খেলেছেন উনি। সংসদে স্পীকার খুনের দাঙ্গাতেও জড়িত ছিলেন নিজে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব পাওয়ার লোভে

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া খানের আলোচনার ফাঁদে পা দিয়ে জনগণকে ২৫ মার্চের অকল্পনীয় হত্যা যজ্ঞের যুপকাষ্ঠে ফেলে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি গণতন্ত্র হত্যা করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে রক্ষীবাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন। একদলীয় শাসন (বাকশাল) চালু করে জনগণের কণ্ঠরোধ করে রেখেছেন। তাঁর দলীয় লোকদের লুটপাটের সমর্থনে এ কথাও তিনি বলতে পারলেন যে, "এতদিন অন্যেরা খাইছে, এখন আমার লোকেরা খাইবে"। কাজেই তাঁর দলের তিনি যাই হোন, এমন লোককে জাতির পিতা বলার মোটেই কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নেই।

ঃ জি-জি।

ঃ বিদেশি, মানে আন্তর্জাতিক পত্র পত্রিকা খুলে দেখুন, শেখ মুজিব আর তাঁর দোসরদের সেইসব পত্র পত্রিকা রিলিফ চোর, লুটেরা, দুর্ভিক্ষের হোতা-ইত্যাদি বলে কিভাবে চিত্রিত করছে। বৃটিশ স্টেট্স্ম্যান এলান হেজেল হার্স্ট শেখ সাহেব সম্বন্ধে ঐ আমার কথাই বলেছেন। বলেছেন, "হি ইজ্ এ গ্রেট এজিটেটর, বাট্ নট্ এ গুড্ এ্যাড্মিনিস্ট্রেটর"। এ ছাড়া ডেইলী টেলিগ্রাফ, নিউইয়র্ক টাইমস্, ফিন্যালশিয়াল টাইম্স্, ওয়াশিংটন পোস্ট, দি ইকোনমিস্ট, দি গার্ডিয়ান-ইত্যাদি প্রতিটি আর্ন্তজাতিক পত্র পত্রিকা কি বলছে, তাতো সংক্ষেপে বললামই। অধিক বলবো কি?

ঃ সাব্বাস্! খবরের কাগজের লোক আপনি। খবরের সোর্স্ আর স্টকই আপনার আলাদা।

ঃ ঐ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়েও তিনি ছক্কা পাঞ্জা খেললেন। তখন বললেন, এই ষড়যন্ত্রের ঘটনা মিথ্যা। এখন বলছেন সত্যি। সত্যি সত্যিই তিনি নাকি ভারতের সহযোগিতায় পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন এবং আগরতলাতেই ভারতীয়দের সাথে ষড়যন্ত্রের আলোচনায় বসেন। এমন একজন লোককে কি করে জাতির পিতা বলে মেনে নেয়া যায়?

মুহম্মদ আলী বললো– এ ছাড়া তো আরো কথা আছে বড় ভই। অন্যেরা মেনে নিলেও মুসলমানেরা তা মেনে নেবে কি করে? জাতির পিতা তাদের ক'জন হবেন? সেই দীর্ঘ অতীত কাল থেকেই মুসলমানেরা ইব্রাহিম আলাইহিস্ সাল্লামকে জাতির পিতা হিসাবে গণ্য করে আসছেন। আজ তাঁরা আবার হঠাৎ করে শেখ মুজিবকে জাতির পিতা বলবেন কোন্ বিবেকে? তাতে কি তাঁরা মোনাফেক হয়ে যাবেন না?

সরকার সাহেব বললেন– অবশ্যই অবশ্যই। আসলে দোষ তো শেখ সাহেবের নয়। তাঁর কাছ থেকে সুবিধে ভোগের আশায় তারা এই ব্যবসায় নেমেছে। শেখ সাহেব মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা কখনোই করেননি। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ কারা করেছে, কিভাবে করেছে– এব্যাপারে সামান্যতম কোন ধারণাও তাঁর ছিল না। তবুও তার দলীয় চাটুকারেরা আর বুদ্ধিজীবী ভাঁড়েরা তাঁর উপর আরোপ করে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সর্বময় কৃতিত্ব, জাতির পিতৃত্ব, অতিমানবত্ব– ইত্যাদি। তাঁর অনুপস্থিতিতে আর তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই মুক্তিযুদ্ধের সময় এক শ্রেণীর চাটুকার ভারতের মাটি থেকে তাঁর নামে চালু করে দিয়েছে "মুজিববাদ" নামের এক অদ্ভূত

www.pathagar.com

গোঁজামিলের দর্শন। তিনি যে একজন মহান দার্শনিকও ছিলেন– সেটা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই এই প্রচেষ্টা।

ঃ একেবারে হক কথা। মানুষ দোষেগুণেই হয়। যত দোষই থাক, পাকিস্তানী নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কাছে আমরা প্রভূতভাবে ঋণী। তাঁর প্রতি দেশবাসীর একটা বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ আছে। কিন্তু যা তিনি নন, যা তিনি চাননি আর যা তাঁর চিন্তা চেতনার মধ্যে আদৌ ছিল না– সে সবই তার উপর জোর করে আরোপ করতে গিয়ে তাঁর দলের চাটুকারেরা আর চাটুকার বুদ্ধিজীবি নামের দুর্বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে খামোখা জনসাধারণের কাছে বিতর্কিত করে তুলেছে এবং এতে করে তাঁকে বঞ্চিত করতে বসেছে ইতিহাসে তাঁর ন্যায্য ও সম্মানজনক প্রাপ্য স্থান পাওয়া থেকেও।

ঃ অবশ্যই। এসব দুঃখের কথা দিনভর বললেও বলে শেষ করা যাবে না।

ঃ সেদিন অনেক বেলা পর্যন্ত মুহম্মদ আলী ও সরকার সাহেব এই সব আলোচনা নিয়েই বিভোর হয়ে রইলেন। দুইদিন পরে যাবার দিনও সরকার সাহেব মুহম্মদ আলীর সাথে কিছুক্ষণ এসব আলোচনা করে তাকে হুশিয়ার করে দিয়ে বললেন– খবরদার আলী সাহেব, আমাদের মধ্যে যা আলোচনা হবার তা হলো, এসব কথা যেন বাইরের কোন আসরে-আড্ডায় আর অচেনা লোকের কাছে সরবে বলে বেড়াতে যাবেন না। জানেন তো আওয়ামী লীগ দেশের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে এবং তাদের একদলীয় শাসন চিরস্থায়ী করতে এখন মরিয়া। তাদের ইচ্ছার ও উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ ও উল্টো মন্তব্য কিছুতেই তারা বরদাস্ত করবে না।

ঃ জি বড় ভাই, তা তো জানিই। আমরা এসবের বিরুদ্ধে কথা বলছি বলেই তো তাদের নজরে পড়ে গেছি আর চাকরি বাকরি খুইয়েছি।

ঃ আরো অধিক নজরে পড়ে গেলে জানটাও কিন্তু খোয়াতে হবে ভায়া। সকল প্রকার প্রতিবাদ আর বিরোধিতার মূলোৎপাটন কল্পেই তো জাতীয় বাহিনীকে পঙ্গু বা উপেক্ষা করে রেখে রক্ষীবাহিনীকে তরতাজা করে তুলেছে এই আওয়ামী লীগ সরকার। আসলে রক্ষীবাহিনী হলো বিরুদ্ধ কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে সরকারের সৃষ্ট একটি প্রাইভেট বাহিনী। অর্থাৎ ভারতকর্তৃক আওয়ামী লীগের মাধ্যমে চাপিয়ে দেয়া একটি বিশেষ বাহিনী। খুব হুশিয়ার আলী ভাই, রসনাকে যথাসম্ভব সংযত রাখবেন।

ঃ জি, সেটা তো দরকারই।

ঃ আমরা মুক্তিযোদ্ধা। সাধারণ নাগরিকের বিরোধিতার চেয়ে দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতার প্রতি তারা শতগুণে বেশি সজাগ। কারণ, সৎ মুক্তিযোদ্ধাদের সত্যিকথা বলার সাহস আছে, তাঁদের মর‍্যাল কারেজ আছে, অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং আছে এবং তাঁদের প্রতি দেশবাসীর ভালবাসা আছে। কখন যে তাঁরা আবার গর্জে উঠবেন অস্ত্রহাতে– এই ভয়ে আওয়ামী লীগ সত্যিই আতংকিত। তাই তারা বিরোধী মুক্তিযোদ্ধাদের উৎখাতেই কিন্তু এখন অধিক তৎপর।

www.pathagar.com

সরকার সাহেব চলে গেলেন। আওয়ামী সরকারের নজর পড়েছে তাঁদের উপর– এইটুকুই তাঁরা জেনে রইলেন। কিন্তু কতটা বেশি নজরে পড়েছে, তা জানতে পারলেন না। সরকার সাহেবের যশোরে আগমন এবং মুহম্মদ আলীর সাথে তাঁর অবস্থান– সবটুকুই আওয়ামী গোয়েন্দাদের নজরে ছিল। তাই সরকার সাহেব চলে যাওয়ার পরের দিনই এক আওয়ামী কর্মী বা চর মুহম্মদ আলীর বাড়িতে এসে হাজির হলো– এঁদের প্রকৃত মনোভাবটা যাচাই করে দেখার জন্যে।

আগন্তুক ব্যক্তিটি এসে উপযাচক হয়েই গল্প জুড়ে দিলো মুহম্মদ আলীর সাথে এবং উপযাচক হয়েই রাজনীতির আলোচনায় চলে এলো। কথায় কথায় প্রশ্ন করলো– এ সরকারের পদক্ষেপগুলি কেমন মনে হচ্ছে আপনাদের?

লোকটার এই গায়েপড়া ভাবে মুহম্মদ আলী মোটেই খুশি ছিল না। তাই সে নীরসকণ্ঠে বললো– কেমন আবার হবে? সকলের যেমন মনে হচ্ছে, আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে।

সংগে সংগে লোকটা নাখোশকণ্ঠে বললো– সকলের মানে? কেউ কেউ তো আবার এই স্বাধীনতাকেই পছন্দ করতে পারছে না। তারা তাদের কার্যকলাপকে ভাল বলবে কি?

ঃ ভাল না হলে ভালই বা বলবে কেন?

ঃ কি রকম? তাদের কার্যকলাপ ভাল নয়?

ঃ না, সবগুলি ভাল নয়।

ঃ বটে! যাঁরা স্বাধীনতা আনলেন তাঁদের কার্যকলাপের দোষ ধরেন আপনি? এই স্বাধীনতা আপনারও তাহলে না পছন্দ নাকি?

মুহম্মদ আলী বললো– স্বাধীনতা বস্তুটি সবার কাছেই প্রিয়। না-পছন্দের কোন কারণ নেই। তবে স্বাধীনতার নামে বঞ্চনাকে সকলে পছন্দ নাও করতে পারে।

লোকটা ক্রমেই গরম হয়ে উঠতে লাগলো। বললো– তার অর্থ? আপনি কি বলতে চান? আপনিও তাহলে এই স্বাধীনতাকে পছন্দ করতে পারছেন না নিশ্চয়ই?

এর আচরণে মুহম্মদ আলীরও জিদ বেড়ে গেল। বললো– না, পারছিনে। স্বাধীনতার নামে স্বকীয়তা হারানোটা আমার কাছে সুখকর মনে হচ্ছে না।

ঃ স্বকীয়তা হারানো মানে? স্পষ্ট করে বলুন?

ঃ আরো স্পষ্ট করে বলতে হবে? তাহলে শুনুন, স্বাধীনতা আমি মনে প্রাণে চেয়েছি। পশ্চিম পাকিস্তানীদের অত্যাচার উৎখাত হোক, এ জন্যে প্রাণবাজী রেখে লড়াইও করেছি। বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে শুধু আমি কেন, এদেশের সকল জনসাধারণই লড়েছে। সেটা কি এই স্বাধীনতা?

ঃ তাহলে কোন স্বাধীনতা?

ঃ সে স্বাধীনতা হলো, লাহোর রেজুলেশানের দর্শন অনুযায়ী বাংলাদেশকে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্টে পরিণত করা-যেখানে মুসলমানেরা তাদের নিজস্ব ধর্ম আর

www.pathagar.com

কৃষ্টিকালচার নিয়ে নিরাপদে বাস করতে পারবে। ভারতে মুসলমানেরা মুসলমান হিসাবে নিরাপদে বাস করতে পারেনি বলেই মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান, তথা এই বাংলাদেশ, তারই একটা অংশ। এটা মুসলমানদের আবাসভূমি। পশ্চিম পাকিস্তানীদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে চেয়েছি আমরা। তাদের দখলদারিত্ব থেকে স্বাধীন হতে চেয়েছি। কিন্তু ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যেতে কখনই চাইনি আমরা।

ঃ বটে।

ঃ এখন এ সব কি শুরু হয়েছে? ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে আমাদের ঘাড়ে এটা কি চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে? অন্য ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্ম নিয়ে থাকুক, কোন কথা নেই। কিন্তু আমরা মুসলমান। মুসলমান প্রধান দেশে জাতীয়ভাবে মঙ্গলঘট সাজানোর মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানোর, কোরআনকে গৌণ করে বেদ-বাইবেল শুনানোর আর পৌতলিকতার আবহে আর নির্যাসে আমাদের অবগাহন করানোর এই ষড়যন্ত্রকে কখনোই স্বাধীনতা বলতে পরিনে আমরা। এমন স্বাধীনতা কখনোই আমরা চাইনি।

ঃ তাহলে কি আপনার বক্তব্য?

ঃ এটা মুসলমানের দেশ। শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ এখানে মুসলমান। এখানে সকল ধর্মের ঢাকঢোল তুঙ্গে রেখে শুধু মুসলমানদের মুসলমানিত্ব ধ্বংস করার এবং তাদের স্বাধীনভাবে ইস্‌লাম করতে না দেয়ার ষড়ন্ত্রকে আমরা বরদাস্ত করবো কেন? আর যে স্বাধীনতা এই ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে, তাকে আমরা স্বাধীনতা বলবো কেন? বাঘের মুখ থেকে বাঁচার জন্যে কুমীরের মুখে পড়াকে স্বাধীনতা বলে কোন্ নির্বোধ? এমন স্বাধীনতা এদেশের নব্বুই ভাগ অধিবাসী কখনোই চায়নি।

ঃ তারপর?

ঃ তারপর আর কিছু নেই, আপনি যেতে পারেন। গণতন্ত্র হরণ করে, একদলীয় শাসন কায়েম করে, সকল ক্ষমতা একটা গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত করে আর সেই গোষ্ঠীকে চিরকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখার জন্যে ত্রাসের সৃষ্টি করে সর্ব সাধারণের কণ্ঠ যেভাবে টিপে ধরা হচ্ছে– তা কোন স্বাধীনতার আদৌ কোন প্রতিকৃতি নয়। এ ধরনের স্বাধীনতা শুধু আমি কেন, ঐ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী ছাড়া এদেশের আর কেউ চায়নি।

আগন্তুকটি চোখ গরম করে বললো– হুঁ, বুঝেছি। আপনি স্বাধীনতার বিপক্ষের লোক, স্বাধীনতার পক্ষের লোক নন। এবার পুরোপুরি চিনতে পেরেছি আপনাকে।

মুহম্মদ আলীও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো– আপনি যাবেন কিনা তাই বলুন? মানুষ কি কখনো স্বাধীনতার বিপক্ষের আর অধীনতার পক্ষের লোক হয়? স্বাধীনতা কে না চায় এই দুনিয়ায়? কিন্তু স্বাধীনতার নামে আমরা যা পেয়েছি– এমনটি নিয়ে গর্ব করে কে? আপনাদের মতো কিছু চাটুকার ছাড়া সে রকম লোক এদেশে বড় বেশি পাবেন না।

www.pathagar.com

আগন্তুকটি গর্জে উঠে বললো– কি, আমি চাটুকার? মুখ সমলে কথা বলবেন। এতবড় আপনার সাহস?

ঃ তবে রে! আমার বাড়িতে মুখ সামলে কথা বলবো আমি?

ঃ হ্যাঁ। নইলে খবর আছে।

ঃ গেট আউট-গেট আউট, আইছে গেট্ আউট। কে আপনাকে ডেকেছে? বেহুদার মতো গায়ে পড়ে কেন আপনি ঝগড়া করতে এসেছেন? যান-বেরিয়ে যান–

আসন ছেড়ে তেড়ে এলো মুহম্মদ আলী। চমকে উঠে লোকটি দ্রুত বেরিয়ে গেল এবং যেতে যেতে বলতে লাগলো– হুঁশিয়ার-হুঁশিয়ার–

লোকটি চলে যাওয়ার পর সম্বিত ফিরে এলো মুহম্মদ আলীর। সে বুঝতে পারলো, কাজটা ভাল করলো না সে। সরকার সাহেব তাকে এত করে সাবধান করে দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও একটা অচেনা লোকের সামনে এমন বেফাঁশ হয়ে যাওয়াটা মুর্খামীই হলো তার। এনিয়ে সে অনেকখানি চিন্তিত হয়ে পড়লো।

সারাবেলা মুহম্মদ আলীকে বিমর্ষ দেখে বাণী, ওরফে বিলকিস্ বানু, রাত্রিকালে শুয়ে মুহম্মদ আলীকে প্রশ্ন করলো– কি হয়েছে আপনার? আজ বিকেলভর আপনাকে খুব মনমরা দেখছি। কোন অসুখ বিসুখ হলো নাকি?

আলীর গায়ে আর কপালে হাত দিয়ে বাণী তা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। আলী উদাসকণ্ঠে বললো– না, অসুক বিসুখ আর কৈ?

ঃ তবে যে এমন আনমনা হয়ে আছেন?

ঃ আনমনা? না, আনমনা নয়। একটু ভাবছি।

ঃ কি ভাবছেন?

ঃ ভাবছি, আমার কৈশোরকাল আর প্রথম যৌবনের কথা? সেটা এমন আনন্দ মুখর হয়ে উঠে পরে এমন মিথ্যা হয়ে গেল– ভাবতেও দুঃখ হয়।

ঃ কৈশোর কাল আর প্রথম যৌবনের কথা আপনার আজও মনে আছে বুঝি?

ঃ আছে কি বলছো? আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

বাণী নিঃশ্বাস ফেলে বললো– আমার পোড়াকপাল, আমি ওসব জীবন পাইনি।

ঃ পাওনি? তাহলে তা নিয়ে তোমার দুঃখ হয় না? মানে, চিন্তা হয় না?

ঃ চিন্তা?

ঃ হ্যাঁ, চিন্তা। তুমি তো আর এই এতবড়টি হয়ে ধপ্ করে আকাশ থেকে পড়িনি? নিশ্চয়ই তোমারও কৈশোরকাল আর প্রথম যৌবনকাল ছিল। সেগুলো কোথায় ছিল আর কিভাবে কোথায় গেল, তা ভেবে দেখতে আগ্রহ হয় না তোমার?

ঃ হয়তো কিন্তু ভেবে তো কোন কুলকিনারা পাইনে। আপনি বলেন– আমরা দুজন সে সময় এক সাথে ছিলাম, এক সাথে পড়েছি, উঠেছি-বসেছি, বলেছি-এসব কথা। কিন্তু তার একবিন্দুও যদি হাতিয়ে পেতাম আমি, কোন সূত্র যদি ধরতে পারতাম, তাহলে সেটা বিশ্বাস করতে পারতাম। কিন্তু যার কোন অস্তিত্বই নেই সেসব কথা শুনলে বিশ্বাস করবো কি? আমার তাতে বিরক্তি লাগে।

www.pathagar.com

আলীও নিঃশ্বাস ফেলে বললো– সেইটেই তো আমার দুঃখ। আমার কাছে যা পরম সত্য, তোমার কাছে তা চরম মিথ্যা। এ দুটোর সমন্বয় এ জীবনে আর হলো না!

ঃ তাই?

ঃ এখন ভাবছি, এ অবস্থায় হঠাৎ মরে গেলে আমার সে দিনগুলি তোমার কাছে অজানাই থেকে যাবে।

ঃ আল্লাহ্ মাফ করুন! ওসব অলুক্ষণে কথা বলবেন না।

ঃ অলুক্ষণে কথা?

ঃ ঐ যে বললেন, হঠাৎ মরে গেলে? এখনই মরে যাবেন কেন? কি এমন বয়স হয়েছে আপনার?

ম্লান হাসি হেসে মুহম্মদ আলী বললো– মরার কি বয়স লাগে বাণী। অনেক মানুষ তো কাঁচা বয়সেই মারা যায়।

বাণী বললো– তা যায়। কিন্তু–

আলী বললো– আচ্ছা ধরো, আল্লাহ না করুন, এই কম বয়সেই হঠাৎ যদি মারা যাই আমি, তাহলে তুমি কি করবে? মানে, দিন কাটাবে কি করে?

বাণী ক্ষুণ্নকণ্ঠে বললো– উহ! ফের ঐ অলুক্ষণে কথা!

আলী জিদ ধরে বললো– আহা বলোই না, মানুষ তো অমর কেউ নয়। সত্যিই যদি মরে যাই, তাহলে তুমি কি নিয়ে থাকবে?

বাণী বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো– তার মানে?

ঃ বলোই না, এই কাঁচা বয়সে স্বামী হারা হলে তুমি করবে কি? কাকে নিয়ে থাকবে?

বাণী টেনে টেনে বললো– তা যদি তেমন দুর্ভাগ্য হয়ই আমার, তাহলে আর কি করবো? আলী আহমেদ কে বুকে নিয়ে দিন কাটাবো।

ঃ দ্বিতীয় কোন বিয়ে-শাদি না করে ঐ ভাবে দিন কাটাতে পারবে?

বাণী ফুঁশে উঠে বললো– তবেরে। আমাকে কি ভাবেন আপনি? আলী আহমেদ কলিজার টুকরো আমার। অনেকটা সে বড়ো হয়েছে এখন। তাকে ফেলে রেখে দ্বিতীয় স্বামী খুঁজতে যাবো আমি? আমার সম্বন্ধে এই আপনার ধারণা? মুখে আপনার কিছুই আটকায় না?

ঃ বাণী!

ঃ এ ছাড়া, আপনার প্রতি আমার এই এত ভালবাসা, সেটা আমি ভুলে যাবো বিলকুল? এটাও আপনি ভাবতে পারেন?

ঃ না, তা পারিনে। তবে–

ঃ তবে বলে কিছু নেই। তেমন দুর্দিন এলে আলী আহমেদকে ঘিরেই বেঁচে থাকবো আমি। তাকে লেখাপড়া শেখাবো, বড় করে তুলবো, অন্য চিন্তা করতে যাবো কেন?

ঃ আচ্ছা! তা তুমি পারবে?

www.pathagar.com

ঃ অবশ্যই পারবো। আপনি ঘুমোন তো। অনেক রাত হয়েছে আর বক বক করবেন না।

আর দু'এক কথার পরে আস্তে আস্তে নীরব হলো আলী।

প্রতিদিনের মতো আজও সকাল বেলা যথাসময়ে ঘুম ভাঙলো মুহম্মদ আলীর। ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃক্রিয়াদি অন্তে সে অজু করে এলো এবং ফজরের নামাজ মসজিদে গিয়ে আদায় করলো। এরপর বাড়ির সামনে এসে অনেকক্ষণ যাবত মর্নিং ওয়াক, অর্থাৎ হাঁটা হাটি করার মধ্যেই উঠে গেল বেলা। সারা শহর ভরে গেল সূর্যের আলোতো রাস্তাতেও ক্রমেই বাড়তে লাগলো লোকজনের ভিড়। হাঁটাহাঁটি ছেড়ে বাড়িতে ফিরে এলো মুহম্মদ আলী। পোষাক-আদি পাল্টিয়ে এবং নাস্তাপানি শেষ করে সে ধীরে ধীরে ড্রয়িং রুমে এলো এবং বই খুলে বসলো। আলী আহমেদ তখন তার নানাজানের সাথে গল্প-আলাপে মগ্ন। হাতে কোন কাজ না থাকায় বাণীও তাই এক পা দু'পা করে চলে এলো ড্রয়িংরুমে। ড্রয়িংরুমের বাইরের দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে মাথার কাপড় ফেলে আলীর পাশে বসলো এবং একখানা বই নিয়ে সেও নাড়া চাড়া করতে লাগলো।

কিন্তু বইয়ে তারা কেউই মন বসাতে পারলো না। রাস্তার ওপারে এক নিকটবর্তী বাড়ি থেকে বিকট শব্দে ভেসে আসছে মাইকের আওয়াজ। সে বাড়িতে কার যেন বিয়ে ছিল আজ। তাই সকাল থেকেই মাইক বাজছে অবিরাম ও সিংহনাদে। স্বাধীনতার পর থেকেই জনসাধারণের আর পাঁচটা দুর্ভোগের মধ্যে একটি হচ্ছে এই মাইকের দৌরাত্ম্য। স্বাধীন হয়েছে দেশ। স্বাধীন হয়েছে প্রত্যেকেই। ব্যস! আর কে কার পরোয়া করে! আনন্দ-উল্লাস আর জোশ প্রকাশ করার নামে পাল্লা দিয়ে মাইক বাজায় সবাই। যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা, যত উচ্চশব্দে ইচ্ছা-এক সাথে সবাই চালিয়ে দেয় মাইক। কানে তালা লাগিয়ে দেয় প্রতিবেশীদের। কারো কোন অসুবিধার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ নেই স্বাধীন বাংলার সোনামণিদের। এদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, এমন সাধ্য কার? জনগণের এতটা অসুবিধা সত্ত্বেও সরকারের তরফ থেকে যেখানে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, সেখানে দুই একজন নীরিহ প্রতিবেশী প্রতিবাদ তুলে করবে কি?

আজ অবশ্য এখানে এই একটা ছাড়া একাধিক মাইক বাজছে না। তবে এই একটা মাইকই আজ গোটা পাড়া মাথায় তুলে রেখেছে। কখনো গান, কখনো আবৃত্তি আর কখনো শিশু কিশোরদের বাঁধ ভাঙ্গা উল্লাস আর চিৎকার দফায় দফায় ভেসে আসছে মাইক থেকে।

বইতে মন বসাতে না পেরে আলী বাণীর দিকে ঘুরে বসতেই ড্রয়িংরুমের বাইরের দিকে বন্ধ দরজায় বিপুল বেগে কড়া নাড়ার শব্দ হলো। সেই সাথে গুরু গম্ভীর আওয়াজ এলো-ঘরে কে আছেন, দরজা খুলুন–

www.pathagar.com

তাড়াতাড়ি উঠে এসে আলী দরজা খুলে দিয়েই সবিস্ময়ে দেখলো, দরজায় দাঁড়িয়ে ভিন্ন পোষাকের কয়েকজন সশস্ত্র লোক। দলের অধিনায়ক মুহম্মদ আলীকে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো– মুহম্মদ আলী কে? মুনশী মুহম্মদ আলী?

মুহম্মদ আলী বললো– আমিই মুনশী মুহম্মদ আলী। কেন, বলুন তো?

দলের অধিনায়কটি মুখে কিছু না বলে সঙ্গে সঙ্গে উঁচিয়ে ধরলো মেশিন গান। প্রকাশ্য দিবালোকে মুহম্মদ আলীর বুক বরাবর ক্যাড় ক্যাড় করে গুলি ছুড়লো মেশিন গানের এবং বীরদর্পে সেখান থেকে চলে গেল সদল বলে।

মেশিন গানের গুলিতে মুহম্মদ আলীর বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুয়ারের কাছেই লুটিয়ে পড়লো মুহম্মদ আলী। তার বুক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে ছুটতে লাগলো রক্তের ফোয়ারা।

ঘটনার আকস্মিকতায় বাণী বাক হারিয়ে ফেলেছিল। রক্তের ফোয়ারা দেখে এবার সে চমকে উঠে সন্ত্রস্তকণ্ঠে বলে উঠেলো– একি! রক্ত-রক্ত! কত রক্ত! বাঁচাও-বাঁচাও–

চিৎকার দিয়ে মুহম্মদ আলীর কাছে ছুটে আসতেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল বাণী। পাক খেয়ে পড়তেই মাথাটা তার গিয়ে প্রচণ্ড বেগে দরজার শালকাঠের চৌকাঠের উপর পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো সে।

গুলির শব্দে আর বাণীর চিৎকারে বাড়ির সকল লোক ছুটে এলেন ড্রয়িংরুমে। দুজনকেই মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে সকলে একসাথে আর্তনাদ করে উঠলেন। আলীর সারাদেহ রক্তাক্ত দেখে, 'খুন খুন' বলতে বলতে সবাই আলীকেই তুলে ধরলেন আগে। কিন্তু আলীর প্রাণবায়ু ইতিমধ্যেই বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল। আলীর দেহে প্রাণ নেই দেখে আবার সবাই একসাথে আর্তনাদ করে উঠলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে তুলে ধরলেন বাণীকে। বাণীকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, সে মরেনি বা তার গায়ে কোন গুলির আঘাতও লাগেনি। তবে সে সম্পূর্ণ সেন্সলেস্।

এবার সবাই মিলে বাণীর সেন্স ফিরিয়ে আনতে তৎপর হলেন। চোখে মুখে পানির ছিঁটা দিলেন কেউ। কেউ ড্রয়িংরুমের ফ্যান ছেড়ে দিলেন। তৃপ্ত হতে না পেরে কুলসুম বিবি, ওরফে কুসুমবালা, ছুটে গিয়ে একখানা হাত পাখা নিয়ে এলো এবং বাণীর শিয়রে বসে মাথায় বাতাস করতে লাগলো। ঘরময় চলতে লাগলো দুঃখের মাতম। কান্না, আহাজারি, আফসোস।

প্রায় মিনিট পনের যাবত শুশ্রূষা করার পর জ্ঞান ফিরলো বাণীর। জ্ঞান ফিরে আসতেই বাণী লাফ দিয়ে উঠে বসে চিৎকার করে বলতে লাগলো-খুন-খুন। কত রক্ত। নীরেনদা আমাকে খুন করে ফেললো– রাজুকাকাকে ওরা খুন করে ফেললো-বাঁচাও-বাঁচাও–

বাণীর এহেন উক্তিতে বিস্মিত হলেন সকলে। কেউ কিছুই বুঝতে পারলো না। কিন্তু বুঝতে পারলো কুসুমবালা! সে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো– নীরেনদা মানে? আপনার সেই দাদা নীরেন বাবু?

www.pathagar.com

বাণী চোখ বুজেছিলো। চোখ না খুলেই বললো– হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ শয়তান। ও আমার দাদা নয়, আমার দুশমন। আমার সম্পত্তির লোভে– আমার বাড়িঘর দোকান-পাটের লোভে––

কুসুমবালা আরো ব্যস্ত কণ্ঠে বললো– সেকি! মা মণি! এটা তো কলিকাতা নয়। এখানে নীরেন বাবু কোথা থেকে এলেন?

এবার চোখ খুলে কুসুমবালার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো বাণী। ধ্যান মগ্নভাবে প্রশ্ন করলো– এ্যাঁ! কলিকাতা নয়? তবে কি গৌরীপুর? আমি আমার গৌরী পুরের বাড়িতে? কিন্তু গৌরীপুরের বাড়িতো বিনিময় হয়ে গেছে–

কুসুমবালা উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো– ওমা, মনে পড়ছে? সেসব কথা আপনার মনে পড়ছে মা-মণি?

ঃ কোন কথা?

ঃ কলিকাতার কথা। গৌরীপুরের কথা?

ঃ হ্যাঁ, পড়ছেই তো! কিন্তু আমি এখন কোথায়?

ঃ আপনি এখন যশোরে মা-মণি। কলিকাতা থেকে আপনার আব্বার সাথে সেই যে আপনি আয়্যারল্যাণ্ডে গেলেন আর সেখান থেকে এই যশোরে চলে এলেন– মনে পড়ছে না এ সব?

ঃ ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো! আমি তো হিন্দুর মেয়ে নই, মুসলমানের মেয়ে। আমার আব্বা আমাকে আয়্যারল্যান্ডে নিয়ে গেলেন আর সেখান থেকে যশোরে নিয়ে এলেন– হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো! কিন্তু ও কই? ও এখন কোথায়?

ঃ কে মা-মণি?

ঃ আলী-আলী, মুহম্মদ আলী। ও যে বলেছিলো, পাশ করে একটা চাকরিতে ঢুকলেই সে আমায় কলিকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসবে আর ঢাকায় এনে আমাকে বিয়ে করবে? আজও কি পাশ করেনি সে?

এ কথায় সকলেই আর্তনাদ করে উঠলো। কুসুমবালা ধরা গলায় বললো– পাশ তো করেছেই মা-মণি আপনার বিয়েও তার সাথেই হয়েছে। একটা সুন্দর ছেলেও হয়েছে আপনাদের। মনে পড়ছে না এসব?

একটু খেয়াল করেই বাণী উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠলো– আরে তাইতো-তাইতো, আলীর সাথেই তো বিয়ে হয়েছে আমার? আমার সেই গৌরীপুরের সেই আলীই তো আমার স্বামী! দূর ছাই, কি আমার ভোলা মন। এতদিন খেয়াল করতেই পারিনি সেটা। কি আনন্দ-কি আনন্দ! এত বাধা বিপত্তির পর আমার সেই আলীর সাথেই শাদি হয়েছে আমার। আহ কি পরম শান্তি!

বাণীর চোখে মুখে দপ্ দপ্ করে খুশির আলো জ্বলতে লাগলো। কুসুমবালা ব্যস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো– আপনার স্মৃতি ফিরে এসেছে মা-মণি? ভুলে যাওয়া দিন-গুলির কথা মনে পড়ছে আপনার?

ঃ পড়ছে-পড়ছে, সব পড়ছে।

www.pathagar.com

বলতে বলতে বাণী এদিক ওদিক তাকালো। তাকিয়েই সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো– এ্যাঁ! কি হয়েছে মাসী? এ ঘরে এত লোক কেন? সবাই কাঁদছে কেন?

ফুপিয়ে কেঁদে কুসুমবালা বললো– আপনার সেই আলীকে গুলি করেছে মা-মণি, দুশমনেরা গুলি করেছে।

ঃ গুলি করেছে।

ঃ হ্যাঁ, ঐ যে দেখুন–

আলীর লাশ বাণীর পেছন দিকে ছিল। সেই দিকে ইংগিত করলো কুসুমবালা।

বাণী চমকে উঠে পেছন ফিরে চেয়ে বললো–এ্যাঁ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো। কারা যেন এসে এই এখনই গুলি– করলো ওকে। তোলো তোলো, ওকে তোলো। তোমরা দেখছো কি? ডাক্তার ডাকো। জলদি–

বাণী ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কুসুমবালা ম্লান কণ্ঠে বললো– আর ডাক্তার ডেকে লাভ নেই মা-মণি!

ঃ লাভ নেই মানে?

ঃ উনি মরে গেছেন।

ঃ মরে গেছে?

ঃ তাঁর প্রাণবায়ু বেবিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই।

ঃ এ্যাঁ, বেরিয়ে গেছে? আমার আলী মরে গেছে! আলী-আলী বলে বিপুল শব্দে চিৎকার দিয়ে বাণী আলীর লাশের উপর আছাড় খেয়ে পড়লো এবং আর্তনাদ করে বলতে লাগলো– হায় হায়, আমার অতীতকে যখন ফিরে পেলাম আমি, ঠিক তখনই তুমি চলে গেলে আমাকে ফেলে? চিরদিনের মতো চলে গেলে?

ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো বাণী। এদৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলেই বোবা বনে গেলেন। চোখ দিয়ে তাঁদের দর দর করে পানি ঝরে পড়তে লাগলো। কিন্তু মুখে কথা রইলো না করো।

বিয়ে বাড়ির সেই মাইকে আবার উচ্চস্বরে বেজে উঠলো গান। এবার বেজে উঠলো বাণী আর আলীর সেই অতীতের গানটি।

"যবে তুলসী তলায়, প্রিয়ে সন্ধ্যাবেলায়, তুমি করিবে প্রণাম, দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক, প্রিয়ে ভুলিয়া বারেক–

তুমি নিও মোর নাম....."।

গানটি বাণীর কানে পড়তেই আর একদফা বিপুল শব্দে ডুকরে উঠলো বাণী এবং অবিরাম কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন শফীউদ্দীন সরদার। তার কাহিনী নির্মাণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও রোমান্টিক। ইতিহাস আশ্রিত চরিত্র সৃষ্টি ও অলংকরণে তিনি অতিশয় পারঙ্গম। চিত্রকল্পের মাধ্যমে ঐতিহাসিক চরিত্র উপস্থাপন করে শফীউদ্দীন সরদার কথাশিল্পী হিসাবে যে সুনাম অর্জন করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

'ঝড়মুখী ঘর' আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে লেখা একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পরবর্তী ঘটনাসহ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা প্রসঙ্গ, ঐতিহাসিক চরিত্র বিশ্লেষণ, স্বাধীনতা উত্তর সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয় এসেছে 'ঝড়মুখী ঘর' উপন্যাসে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও তুলে ধরেছেন খোলামেলাভাবে। পিন্ডির কবল থেকে বেরিয়ে আমরা এসে পড়েছি দিল্লীর মুখ-গহবরে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, সামাজিক অবক্ষয়, সন্ত্রাস, দুর্নীতির করালগ্রাসে নিপতিত আজ আমরা। ছদ্মবেশী বন্ধু অক্টোপাশের মত জাপটে ধরেছে আমাদের মানচিত্রকে। বুভুক্ষ শয়তান প্রতিইঞ্চি জমিনকে করতে চায় অপবিত্র। আজ চতুর্মুখী ঝড়ের মুখে বাংলাদেশ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা 'ঝড়মুখী ঘর' অসাধারণ উপন্যাসটি পাঠকের নজর কাড়তে অবশ্যই সক্ষম হবে।

ISBN 984-485-085-1
9 789844 850859